অমৃত
সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ /
১৬ এপ্রিল ১৯৭৬ ॥
মূল্য ৭৫ পয়সা
অতিরিক্ত বিমান মাশুল ৭ পয়সা

বারোলীন যার সহায়
ম্মে তার ভয় কি?
বারোলীন

লক্ষ লক্ষ লোক আজ ব্যবহার করেন

লক্ষ লক্ষ লোক আজ
সাধনা দশন ব্যবহার করেন
কারণ অতি উৎকৃষ্ট
দাঁতের মাজন ব'লে
এর সুনাম ও জনপ্রিয়তা
উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে।
অতুলনীয় গুণাবলীর জন্য
সাধনা দশন বহুদিন ধরে
দেশের সর্বত্র প্রচুর সমাদর
লাভ করে আসছে।
সাধনা টুথ পেস্টও বহুগুণ-
বিশিষ্ট বিশেষ কার্যপ্রদ ও
উপকারী। যাঁরা পেস্ট পছন্দ
করেন তাঁদের অনুরোধেই
প্রস্তুত করা হয়েছে।

সাধনা দশন | **সাধনা টুথপেস্ট**

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা

কলিকাতা-৯

ডাঃ এম মোহেশ্বর ঘোষ এম.এ, আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রী, এল.সি.এস, (লণ্ডন) এল.সি.এস, (আমেরিকা) আমলকুর ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে সাধনা ঔষধালয় ঢাকা।

কলিকাতা কেন্দ্র
ডাঃ মহেশ্বর ঘোষ,
এম.বি.বি.এস, (কলি)
আয়ুর্বেদাচার্য

SD.S/PD

চিরঞ্জীবের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রয়াস

বিশ্বকাপ ফুটবল ২৫.

সুভাষ সমাজদারের সোভিয়েত দেশ নেহরু পুরস্কারপ্রাপ্ত

গঙ্গা থেকে কাস্পিয়ান ১৮.

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের সাম্প্রতিক উপন্যাস

একাল চিরকাল ১০.

নিখিলচন্দ্র সরকারের সর্বাধুনিক উপন্যাস

সজনে নির্জনে ১২.

কৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক উপন্যাস

থৈ থৈ হাহাকার ১৮.

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সাড়া জাগানো উপন্যাস

চাঁদের কাছাকাছি ৭.

চিরঞ্জীব সেনের রহস্যোপন্যাস

মিরানজিয়া রহস্য ১০.

আবদুল জববারের স্মরণীয় রচনা

পল্লীর পদাবলী ১৬.

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের উপন্যাস

প্রেম ঘৃণা দাহ ৮.

বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস

ভালোবেসেছিলাম ৮.

শান্তিপদ রাজগুরুর উপন্যাস

অভয়ারণ্য ১৫.

নিমাই ভট্টাচার্যের উপন্যাস

অন্যদিন ৪.

[illegible] উপন্যাস

স্বর্ণভ্রমর ১৪.

[illegible] উপন্যাস

খবরে প্রকাশ ১০.

[illegible] উপন্যাস

মঞ্চ ১০.

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর উপন্যাস

স্বাতীওদীপু ১২.

[illegible] উপন্যাস

বিহঙ্গ বাসনা ১০.

[illegible] উপন্যাস

সুবর্নশিরি ২০.

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের

নীলাঙ্গুরীয় ১২.

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস

অগ্নিলতা ৫.

[illegible] উপন্যাস

পিছু ডাকে ৫.

[illegible] উপন্যাস

হারে কলকাতা ৬.

[illegible] উপন্যাস

হৃদয়ে নাবিক ৮.

সুবোধ ঘোষের গল্পগ্রন্থ

গল্প মণিঘর ১৪.

রবীন্দ্র লাইব্রেরী

১৩।২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০১২
ফোন : ৩৪-৮০০৬

তাপমাত্রা দেখার জন্য

সেলসিয়াস থার্মোমীটার ব্যবহার করুন

ভারতে একমাত্র এই থার্মোমীটারই
এখন আইনতঃ স্বীকৃত
(ফ্যারেনহাইট এ যুগে অচল)

দেহের স্বাভাবিক তাপমাত্রা 37°
প্রবল জ্বর 40°

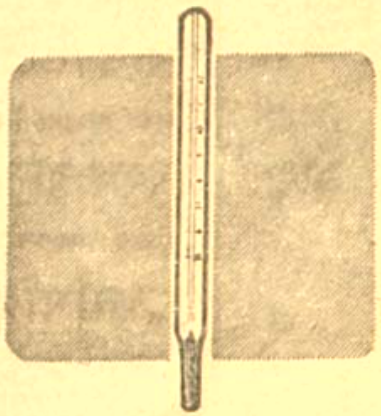

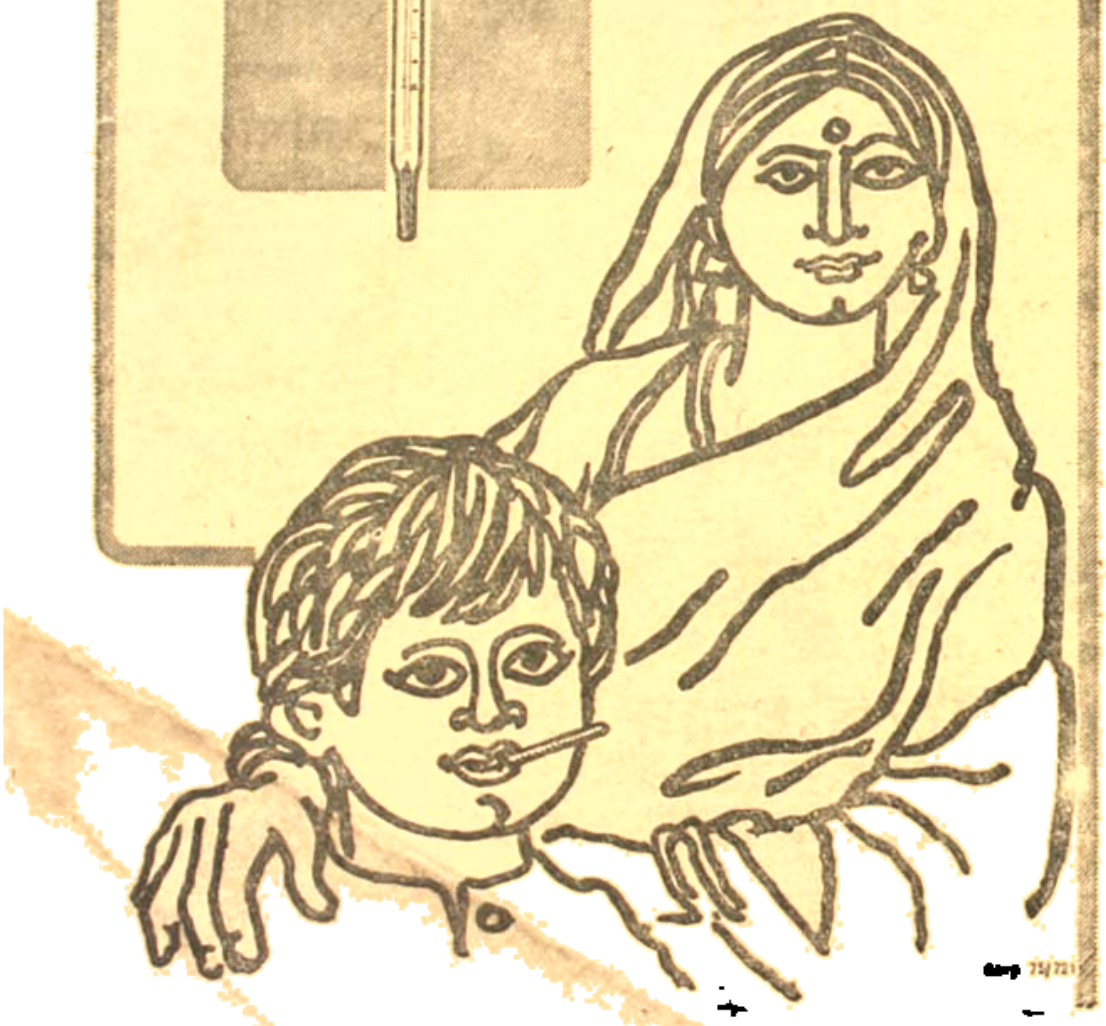

১৫ বর্ষ

অমৃত

সংখ্যা ৩৪

[illegible]

সাপ্তাহিক পত্রিকা

Friday, 16th April, 1976

শুক্রবার ৩ বৈশাখ ১৩৮৩

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক
৬	সম্পাদকীয়		
৭	সকলের ইচ্ছু টিলা	(নক্সা)	ঐতরেয় বন্দ্যোপাধ্যায়
১১	সাহিত্যের খেলা		ঐমাণিকলাল চক্রবর্তী
১৩	এই সপ্তাহের খবর		ঐসেবক
১৫	বিজ্ঞানের কথা		ঐপুণ্যশ্লোক
১৬	বিজ্ঞানীদের চোখে সেকালের চন্দ্র		ঐঅমলকুমার রায়
১৮	গান করো	(কবিতা)	কবিরুল ইসলাম
১৮	পাইথের ৪৫ ডিগ্রি		
	অবাসের নীল চাঁদ	(কবিতা)	ঐসাবিত্রি সেনের
১৮	পূর্ণিমার অন্তরূপে সেই নারী	(কবিতা)	ঐবাইসন রায়
১৯	অমা দেব বহুনী	(উপন্যাস)	ঐনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
২০	সাহিত্যের খবর		ঐসাবিত্রি
২৭	নতুন বই		

শুভ নববর্ষে সকলকে আমাদের আন্তরিক প্রীতি ও শুভ কামনা জানাই

বিজ্ঞ মুখোপাধ্যায়

কলকাতা ।

মজুমদার ব্রাদার্স পাবলিশার্স

রম্যাণি বীক্ষ্য

অনুপম ভট্টাচার্য সং মূল্য ১৮·০০

রাহিল সর্ব প্রথম প্রকাশিত হচ্ছে

অন্যান্য সর্বত্র পুস্তক পাওয়া যাইবে।

শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী

মন চল গঙ্গা যমুনা

[illegible] নাম অনুরূপ হিমালয়ের [illegible] অনুপম পরিবেশে বিচিত্র চিত্রে অনেকানেক-অনেকটার সমারোহ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে শেষে। [illegible] এবং সাহিত্যরসিক উভয় শ্রেণীর পাঠকেরই [illegible] বলা যায়। বাঁধাই ঝরঝরে হয়ে [illegible] সম্পূর্ণ নিখুঁত করা হয়।

প্রথম প্রকাশ । মূল্য ১২·০০

হিমাদ্রীশ হিমাদ্রির লেখক

অমৃত পুরস্কৃত

পঞ্চকেদার

[illegible] নিখিলেশের সাড়া [illegible] চৌধুরীদের [illegible] প্রমথ আসিল।

তৃতীয় সংস্করণ — ১২·০০

শ্রীউমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

প্রকাশের অপেক্ষায়

বিশ্বসাহিত্যের অঙ্গিনায়

১ম খণ্ড

শ্রীবিমলকুমার মুখোপাধ্যায়

বিশ্ব সাহিত্যের প্রথম [illegible] লেখকদের জীবন ও সাহিত্যকীর্তির [illegible] আলোচনা।

এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোম্পানী প্রাঃ লিঃ

২, বঙ্কিম চাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

শুভ নববর্ষের প্রীতি ভালবাসা গ্রহণ করুন

মারে লেইনস্টার-এর

বিখ্যাত উৎকণ্ঠাপূর্ণ দুর্ধর্ষ ও বিচিত্র রহস্য উপন্যাস

মৃত্যু বিসর্পিল

ভাষান্তর / বিবেকেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ ১০·০০

সেকেণ্ডলেফ্টেন্যাণ্ট হর্ণর্ন অ্যালেন লক-এর

মালয়েশিয়ার মানুষ-খেকো বাঘ শিকারের অভিজ্ঞতা

ট্রেনগানুর মানুষ-খেকো

ভাষান্তর / অসিত সরকার ॥ ৮·০০

চিরায়ত / ১৩ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট । কলকাতা-৭০০০১২

নিয়মাবলী

[illegible]

[illegible]

১. [illegible]

২. [illegible]

৩. [illegible]

[illegible]

৪. [illegible]

[illegible]

[illegible]

[

২৬	পরলোকের সঙ্গে লাভী ঃ	
	বাক্তকণ্ঠে ও গাছমুড়ি	ঐতমোহন মুখোপাধ্যায়
২৭	সূর্যের আগুনে	ঐলেখা দেবী
৩০	সুলেখা	ঐকৃষ্ণদেব
৩৩	প্রবাসিনী	ঐহরপ্রসাদ মী
৩৬	প্রবাসে	ঐমজলি চৌধুরী
৩৯	প্রবাসের স্মরণ ও স্মরণে	ঐসুধীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
৪১	ঐতিহাসিক জীবন	ঐবিশ্বনাথ দত্ত
৪৬	বিজ্ঞানের কথা	ঐজগদীশচন্দ্র
৪৯	মাঠ থেকে মাঠান্তরে	ঐসুরেন্দ্র বর্মা
৪৯	সেকালের	ঐসুধীন্দ্র
৪১	শরৎসন্ধ্যা বিলাসিনী	ঐকালীপদ চট্টোপাধ্যায়
৫০	বিদেশী চিঠি	ঐকৃষ্ণা মজুমদার
৫৫	বৌদ্ধযুগের ছোট	ঐসুধীন্দ্র
৫৯	সাহিত্যে	ঐবিশ্বনাথ দত্ত
৫৯	নাটিকা	ঐমা ঐজগদীশচন্দ্র চন্দ্র
৬৮	বিদেশিনী-গীতিকা	ঐমীরাদেবী
৬৯	বিচিত্রমাঠোচনা	ঐমিত্রিবিনি
৬৯	পত্রিকা ও সংবাদ	ঐমিত্রা মিত্র
৬০	বিদেশী কবি	ঐমিত্রা ১
৬০	বিবিধ সংবাদ	
৬১	খেলাধুলা	ঐমিত্রাদিত্য
৬২	সম্পূর্ণ প্রসঙ্গ	ঐমিত্রা ও মিত্রাদিত্য
৬২	ছিটিপত্র	
৬৪	কলাসী	ঐমিত্রাদেবী
	প্রচ্ছদ ঃ	ঐমিত্রাই মিত্র

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষের

নতুন বই

চিত্র বিচিত্র

একাল-সেকালের বিচিত্র কথা ও রসমধুর কাহিনী-সমারোহ

দাম ঃ সাড়ে টাকা

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ

১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট,

কলিকাতা-১২

বিখ্যাত ডাটা

তাড়ো মশলার

প্রস্তুতকারক

কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত

(কুকমী) প্রাঃ লিঃ

এখন আপনাদের নিবেদন

একটি নতুন খ্যাতি

সুদৃশ্য টিনের কৌটায়

সবরকম তাড়ো মশলার

অপূর্ব সংমিশ্রণ

ডাটা

রেডিমিক্সড স্পাইস

পাউডার

বিভিন্ন সুইট স্পাইস

এক কৌটা ডাটা রেডিমিক্স মিশিয়ে সুইট পাক বিরাট ভার তোমাকে অনেক কম কি পেঁয়াজ, রসুন, আদা, তেঁতুল প্রভৃতি আলাদা ভাবে তাদের বিশেষ ঘ্রাণ ও স্বাদ। রেডিমিক্স মিশিয়ে সুইট পাকার্স তার সাথে, ঘি ও সবরকম খাদ্যদ্রব্যের তরিতরকারি যাঁর সাথে ডাটা মশলার ভাজা হয়। তাদের সবরকম মশলার তাড়ো ভাটা রেডিমিক্স তাঁরি সাটিফার (বিভিন্ন সুইট স্পাইস) ব্যবহার করুন।

ডাটা রেডিমিক্সড স্পাইস পাউডার

বিভিন্ন সুইট স্পাইস

কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (কুকমী) প্রাঃ লিঃ

রেজিঃ অফিস ঃ ৩০৭, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩ ফোন ঃ ২৬-৩৬৩৭, ৫৪-৩৭৬৬

অন্ধকার থেকে আলোতে

বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস অনুষ্ঠিত হয় গতকাল সারা বিশ্বের সঙ্গেই এদেশে। রাজধানীর মতো শহরে এই দিবস উদ্‌যাপনের সার্থকতা যে সবচেয়ে বেশী তা প্রায় সবার জানা থাকে। থাকে না। অন্ধত্বনিবারণের যোগাই এদেশের মানুষকে প্রধানত ঘিরে রেখেছে, এবং বারবেশ তার ব্যতিক্রম নয়। তাই এদেশে অন্ধত্বনিবারণের জীবনের অন্যতম এক সার্বিক প্রস্তুতি। বেসরকারী স্বাস্থ্যসেবা তার আর সিংহভাগের বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস উপলক্ষে অন্ধত্বনিবারণের সমস্যা সমাধানে সাহায্য করার জন্য। এটা একটা বড় সমস্যা। ভবদহরে ১০ লক্ষ লোক দৃষ্টিহীন। নিশ্চয়ই সংখ্যাটা অতিরঞ্জিত হবে এবং নিরাপদেরও। কিন্তু নিশ্চয়ই ধরে নেয়া যায়লে এই বিরাট সংখ্যক মানুষকে আলোর জীবন ফিরিয়ে দেয়া প্রয়োজন হবে। তা ছাড়া বিশেষজ্ঞরা বলেছেন যে, অন্ধত্ব প্রতিরোধ করতে পারলে এই ১০ লক্ষের মধ্যে ৫০ লক্ষ মানুষেরই দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেওয়া সম্ভব হবে। আংশিক দৃষ্টিহীনের সংখ্যাও এদেশে প্রায় চার কোটি। অন্তত লক্ষ শিশুকে অন্ধত্বের কবল থেকে রক্ষা করা দরকার। গুরুত্বটা তাহলে বিজ্ঞান পরিষদ। গোষ্ঠীর সাধারণ তথ্য জানা যায় যে, প্রতিবছর বাংলাদেশে যতো শিশু জন্মগ্রহণ করে তাদের মধ্যে ১৫ হাজার শিশু দৃষ্টিশক্তি না পাবার কারণে অন্ধত্বের কোলে। তাই বলছিলেন যে, অন্ধত্ব পরিবারে পরিবারে আর কারও পরিবারের কথা নিয়ে নিরবচ্ছিন্ন কথা হচ্ছে। উপরন্তু তিনি এবং অন্যান্য বিজ্ঞ আরও অনেক লোকের দৃষ্টিশক্তি সম্পর্কে আমার কথা সম্ভব।

আমাদের মতো গরিব দেশের পক্ষে এত বড় সমস্যার কথা এটি হল একটি। কথা বাহুল্য প্রয়োজনমতো বিদেশীদের সহায়তার দাবী নিশ্চয়ই রাখি। দৃষ্টিহীনতা এত ব্যাপক হয়েই পারত না যদি উপযুক্ত শিক্ষা, জ্ঞান এবং চিকিৎসার সুযোগ করা যেতো। সাধারণ মানুষের মধ্যে যে দৃষ্টিহীনতা এত সহজসাধ্য হত। অন্ধত্ব নিরাময়, সাধ্য, চিকিৎসা ব্যবস্থাটি পর্যাপ্তভাবে গড়ে তোলার ব্যাপারে তাদের সাধ্যমতো করা তারা করে, এই কথা নিয়ে সন্দেহই দ্বিমত পোষণ করা যায় না। যারা এর সাধারণ নিয়মে প্রাথমিক জ্ঞানের অভাব। জীবন ধারণের সাধারণ সুযোগ পরিবেশের অভাব তাদের প্রথমেই প্রয়োজন প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা। শিক্ষার অভাবে জীবনের প্রতি অবহেলা বশত মানুষের চারপাশে ছড়িয়ে থাকে। তাদের সেই অজ্ঞতা কাটানো। আগে করে চিকিৎসার ব্যবস্থা নিশ্চয় করে তুলতে হবে। তারপরে চক্ষু বিশেষজ্ঞদের কথা। যার ফলে রোগ হয় তাকিয়ে এসব চিকিৎসা। এই সবের অভাবেই সংখ্যা আজ অসংখ্য। যা চলে বিজ্ঞানের যা আধুনিকতার সম্পর্ক। দৃষ্টিহীন এবং দৃষ্টিবন্ধীদের বিষয়ে, তাদের সমাজের তুলে নিতে পারি যা নিজে চোখে ভালোভাবে ও আলোতে। উপরন্তু সুযোগ এবং শিক্ষা পেলে এরা যে চমৎকার কাজ করতে পারবে এবং সমাজের বোঝা অপরিহার্য হয়ে উঠতে পারবে তার অনেক দৃষ্টান্ত আছে। বলাবাহুল্য এবং তাদের জন্যেও বিশেষ শিক্ষাদান দৃষ্টিহীনরা এবং প্রতিবন্ধীরা আত্মনির্ভরশীল হবার জন্য নানান ধরনের কাজে দক্ষতা অর্জন করেছেন। সমাজের ভার বোঝা হয়ে না থেকে উপার্জন করা এবং উপার্জনে সাহায্য করার এই প্রচেষ্টা নিশ্চয়ই অভিনন্দনীয়। আমাদের দেশে সামাজিক কল্যাণের ওই অপারেশন এখনো অবহেলিত নয় বটে। যার যতটুকু আছে তা আরও কিভাবে ভালো করা যায় সেটাই ভাবতে হবে।

এই সচেতনতার পটভূমি তৈরি করতে হলে লক্ষ লক্ষ গ্রামবাসীদের জীবনের সুস্থ ও সুষ্ঠু সম্পর্ক স্বাস্থ্যের সম্পর্ক আমাদের নিজের করতে। দৃষ্টিহীনতাকে ভাগ্যলিপি মনে না করে তার প্রতিকারের জন্য চাই ব্যাপক আন্দোলন। দৃষ্টিবন্ধনের উপায় হয়ে দাঁড়ায় যদি অন্ধত্বের একটি কারণ হয়ে তা সম্ভব হয়েছে। হেরিডিটি বলে যাদের দৃষ্টিহীনতার অন্যান্য কারণও বলে তা সম্ভব। অন্তত নিবারণের জন্য গড়ে তোলা হয়েছে যাতে চিটামিন দিয়ে অপুষ্টিজনিত অন্ধত্ব বা দৃষ্টিহীনতা যে দৃষ্টিহীনতা রোগ সম্ভাবনা হয়। এর জন্য সরকারের যে বাধ্য হবে তা দৃষ্টিহীনদের সারা জীবনের রোগ। ব্যবস্থা করতে হবে। অন্ধত্বের কারণ যারা এখন ধারণা করে দেওয়া হচ্ছে এবং সমাজ কাজের সুযোগ বেশি অনিচ্ছা সত্ত্বেও নাম ছাড়াই তখন কর্ম প্রেরণার ও শক্তির হয়ে উঠবে সমাজের ভোগ সহযোগী কর্মী। এই সমস্ত সমস্যার মোকাবিলা করার সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের যা পরিবারের লোকসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের ওপরও বিশেষ জোর দিতে হবে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বাঁচানোর উদ্যোগও। যাই হোক্‌ তাতে এখনই আলো দেখা যাচ্ছে। যে কথা বলেছি তা প্রায় সবদেশেই দেখা যায়। এই বিরাট জনগোষ্ঠীর খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, চাকরি এবং জীবিকা সংস্থান এ সমস্ত পাশের একটা সামগ্রিক সমাধান এবং ব্যাপ্ত ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। অন্ধত্বনিবারণের উদ্যোগকে আলাদা করে দেখা যায় না। সুতরাং সমাজের, প্রতিটি মানুষের সার্বিক জীবনযাত্রার ওপরই আমাদের জনসংখ্যাকে রাখতে হবে আমাদের নজর। তাহলেই দৃষ্টিহীন বা প্রতিবন্ধীদের যেসব সমস্যা তাদের সমাজে এবং আর জন্যদের সেই বিশ্বাসের ভবিষ্যতকে ধরে রাখা যায় নিশ্চিত উজ্জ্বল।

ফলন্তের হাওয়ার মৃদুমন্দ দুলিয়ে, দরজা খোলা পেয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ে পূর্বা। কাজল কাজল বড়ো বড়ো চোখে মস্ত রাঁড়ুমের মোজেলাল তোজে চে। সুজনকে সরলে আঙুলি দিয়ে বলে—এই সুজনদা উঠুন, এখনকে দুপ ছিটে যাবে। জলদি—দাদা সংশ্ব ওঠা পুরের কথা সুজন সেলাইতে থাকে একটু চেনে নিয়ে মুখ তাকে, মুখ থেকে মুজনা হার হতাশ নয় তবু। চেঁচাছাড়ি স্বরে বলে—চলাই তো বলেছি, আর তুমি না মোজনা হও। তাল মোজনা ইজনকে এরের ভেতরে ভরে ভুলে যাও তেন সুজন।

—যাব না বললেই হলে? খুই খারাপ হয়ে যাবে কিন্তু সুজনদা—বলে কিন্তু কী যেন ভাবে পূর্বা, তারপর বলে—আমি এক থেকে দশ পর্যন্ত গুনব এর মধ্যে না উঠলে কিন্তু পুরো এক গ্লাস জল মাথায় ঢেলে দেব।

কাঠের লাল্লোয়া মাইক টেবলে কাঁচের জল একটা গ্লাস থাকে: পূর্বা সত্যি সত্যি গ্লাস তুলে নেয় জল থেকে জল গলে। গুনগুনোনো কোতুকের গলায় উচ্চারণ করে এ—ক.....দু—ই.....

মনেভাতা তেলার জন্য যতটা জরুরী তারো চেয়ে অনেক বেশী জোরে—বুকে বুক মেখে। সুজন এর নাম বিছানে সুলাস সুখ। এখনে ছোর যায়নি, ঘর ছেড়ে আবেগ। বাইরে একটু আলো এখনো পাখাড়ী ঝিম জড়াজড়ি করছিল। দিনেদুপুরে মনে মনে সুজন তাকে বকে নিয়েছে—কী হচ্ছে। তুই যা পোজিশন্ত্রাস কেন? যা এখান থেকে—

হতোল তালুর ভিতরে তখন উঁচু চেয়ে নেয়ে আসছে দুটোনের পরাজয়ী উপরাজ্যের দিকে। সুজনের সালা গায়ে-পাশা পাশাপাশির সারি বন্ধ হয়।

....গ্—র....প্—ড়....সুজনদা!...

এর চেয়ে সুজন যখনো ওঠে না। পূর্বাদীতে ঘর ছেড়ে অপরাধির সুখ

আর নীচের ঠোঁটে জেগে ঘুমন্ত হাসি মেখে সবচেয়ে সোন্দরীর, সুজনের এই মত।

.....শু—উ.....আ—উ.....

—তুমি তোমার বন্ধুকে নিয়ে শুও পূর্ণা, আমার ভীষণ ঘুম পাচ্ছে। সুজন হেসে উঠতেই কুণ্ঠিত হয়।

—দীপার বান্ধবি কিন্তু ভীষণ ভাল, এক বলয়ে আবাধা! ও যেতে পারবে না। শিখা সুজনদা। ম—নু.....ঙ—। পূর্ণা আর উচ্চারণ করে না। পূর্ণা, বাঁ করে বাঁ-হাতে তোমের একটা কোণ তুলে ফেলে, তার হাতে আলের পরশ। হাত তুলে বলে—এই আমার কিন্তু.....

এতক্ষণ পরিচয়ে মেশে তাদের সুজন। উচ্ছ্বাসিত হলেই মন তার দৃষ্টি বজায়ই রিজার্ভ। অপরিচয়ে, এর চোখ দিয়ে দেখা যাবেই তার দিয়ে দেখা নয়। ছেলে অথবা পুরুষে বিশ্লেষণে এর একটার ভেতরে একটা সরল সংঘাত তৈরী করবে। সে-আলো যেন রাত্রির মত নিজের রঙটা সুজনের বাববারই হতে দিচ্ছিল বলে মনে হয়।

এর আগেকার পূর্ণা ঠাট্টা করে বলেছিল—আপনার চোখদুটো ছিল-সকলের মত সুজনদা। সুজন জবাবে অতি ছোট্ট দুবে একটা ডাগেন্ট মেখে দেখতে দেখতে গভীর আস্থা বলেছিল—ছিলাসকলের মত না বলাটাই মত?

পূর্ণা হঠাৎ আলোর জলে পাই আপনে চেয়ার এবং চক্ষুর ছুতোয়ে বরফটাকা জলতল সুজনের গালে চেপে ধরে। বলে—উঠুন সরাই, স্মরো সাঁঝা সাঁঝা জল চলুন।

আপাদমস্তক শিহরিত হয়ে হাসে সুজন পূর্ণার হাতটা দু হাতে ছেপে ধরে, বলে—আমি বোগাচোগা মানুষ পূর্ণা, আমাকে নিয়ে খেলা এই সাতসকালে ঠাট্টা-টাট্টা? ঠাট্টা লাগলে আমি বিছানায় পড়ব।

পূর্ণা হাত ছাড়িয়ে নেয় না, সুজনের হাত উষ্ণ উষ্ণ। কথাগুলোকে একটুর আগেও চুল মনে হয়। কাঁচিয়ে সরিয়ে দিয়ে পূর্ণা বলে—আপনাকে আপনার কিন্তু নেই সুজনদা। বোজ সকালে একটু রবিবার ঘণ্টাক আকাশ দেখবেন আপনি ঠিক হয়ে যাবেন। জানেন—এমন জোরের মধ্যে মধ্যে পূর্ণা যেন সাঁঝা সাঁঝা সুজনের অসুখ-বিসুখ সব মুহূর্তেই উবে যেতে থাকে। ঠিকই একটা কথা খুঁজে পায় সুজনের: এ মেয়ে পূর্ণার পারিবে। তখন আলমার বাইরে ফেলে রজনীগন্ধার যে সৌরভ পাওয়া যাচ্ছে তার সঙ্গে সুজন পরে নেবে তার খুব চেনা। মুহূর্তের মধ্যে পূর্ণা মোবার ঠিক মেখেছে, তার পাপড়াগুলোর মধ্যেই গন্ধটা যেন লুকানো ছড়িয়ে মাখার মত। ঠিকানিতে পাইলো হল নিশীথের মুখিকে লম্বা বীথির সুজনের ঘুমানোর ঘিরে যাচ্ছে। নিশ্চয়ই তাকে দেখতে দেখতে সুজনের অন্যমনস্ক মনের মধ্যে কথা যাওয়া মতে আছে—ঠাঁদের বিদ্যুতের মৌলিক আলো আসবার, ফুলে বাওয়া একটা পুকুরে মুখ হঠাৎ স্পর্শ হয়ে কেমন ডুবে যায়।

তাকে আদলে চমকে দিয়ে পূর্ণা বলে—উঠুন। ওর হাতের বাঁধা ঘড়ি দেখে বলে—পাঁচটা বাজতে দশ...

তড়াক করে সুজন উঠে পড়ে অপ্রস্তুত। —এত মিনিট পূর্ণা, আমি তৈরী হয়ে নিচ্ছি। আপনে বলতেই সে অবাধের চলে যায় দ্রুত।

মুখোমুখি মুখে ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা দিতে দিতে সোলনার মুখটা সুজনের মনে পড়ে। সোলনার খাটিলানো বন্ধুর সরীকী।

ঠিক-সাঁঝাহীন মাঝ পাঁচিলী ঘুমের মুখোমুখি যেমনটা বেমানানী হয়ে যায়। পাখের বাড়ির কুলসী বেইনীর মাঝ দিয়ে সুজনের সারিবদ্ধী জানালা থেকে ঠিকটাক মিল করে পড়ছে। সিঁড়ির ছবির সন্ধ্যাতারা পাশে চা-বাগানের ঘটিটকে কালো বিকেল আলো ছোটিক ফুরোনো ছেলেবে কাঁপায়। কিন্তুবে একটি ঠাণ্ডা পরস্পরাশে প্রত্যেকে চেনের মত।

—আপনি কাপ করলেন সুজনদা? চলার চলতেই প্রশ্ন করে পূর্ণা।

একই কথা দুবোর পুনোহে মন পূর্ণাকে, সুজন কেমনালে ছিল। মোলন হয়ে বলে—কেন বলতো?

—মানে, এই ফোনেলোর জাগিনে মেলায়, এখনে হাটিতে কত দিন্তু।

—এ আর কী কথা? মনুষের মানে এত বড় বড় মুখ কথা থাকে!

পূর্ণা মিষ্টি বাজনার মত হেসে ওঠে, মুখ ফেরায়। চোখের কোণে ছেয়ে বলে—মাপা, আপনি এমন করে বলেন না, শুনলে মনে হয় আমি দুঃখকষ্ট ছাড়া মানুষের জীবনে আর কিছু নেই।

—নেই-ই তো! আর কী আছে?

তাকে অবাক হয়ে পূর্ণা বলে—মানে, সুখ-দুঃখ যেমন আছে তেমনি সুখও আছে আনন্দ আছে, তাই না? নয়তো মানুষ বাঁচে কী করে।

—মানুষ বাঁচে? কী করে বাঁচে জানো, মুহূর্তে সঙ্গে মুহূর্তের যোগাযোগ নেই, তার এই আপাতোক্তির মত কথাগুলো শুনে পূর্ণা হয়ে আসে বলেই যেন মনের হাসে সুজন, বলে—আমরা যে কেউ যে কোন সময়ে মরে যেতে পারি, তাই না? বাঁচার কী মূল্য আছে?

পূর্ণাও পাল্টা হেসে একটা মুহূর্তের মতন্ত্রী কথা বলে—ইচ্ছে আনন্দ ভালবাসি সুজনদা, আসলে যেমনটি মরণের কথা যেমন আমাদের মন পাগল হয়ে যায়।

আন হাসি উঠে যায় সুজনের মুখোমুখি থেকে, সে স্পষ্ট বলে—আমার কিন্তু একটুও বাঁচতে ইচ্ছে নেই পূর্ণা, অনেকদিন বাঁচছি। যার কণ্ঠস্বর শুনে স্পষ্টই বোঝা যায় এটা তার বানানো কথা নয়।

সামনে সম্পূর্ণ ঘুরে দাঁড়ায় পূর্ণা, মুখে আলো ফুরোনো ভেতর দিয়ে বলে—তুমি একলা মোলনাকে ভুলতে পারো নি, তাই না সুজনদা?

যে-মেয়ে একদিন তাকে আপাদ মস্তক ভেঙে এসেছে, সে হঠাৎ কোন্ মন্ত্রে আবেগে তুমি বলছে, একথা ভেবে আশ্চর্য হয় সুজন। সে আরো অবাক হয়ে একলা যে পূর্ণাও তাহলে সোলনার কথা জানে? অবশ্য জানাই স্বাভাবিক। সুজনের বোন দীপা আর পূর্ণা কলকাতাবিশ্ববিদ্যালয়ে বি-এ পড়ে একসঙ্গে। পড়া ছুটিতে দুটির প্রথম দু-একদিন বেড়াতে পূর্ণা আসে। তারপর গরমকাল, পুরোপুরি ছুটিতে। এখানে কেন এল? চা-বাগান তো তার জন্য হয়েই গেছে।

যে কোন মানুষেরই নিজস্বের মুহূর্তগুলো সম্ভবপর। অপ্রয়োজনে পূর্ণার মনে হলে মন্ত্র তখন সুজনের মনে কী ভেবে গেল, বলল—আমার আসবে তো? পূর্ণা বলেছিল—কেন আসব? আপনি কী আসতে বলেছেন একবারও?

সুজন বলে নি ঠিক। আসলে তার মুখের ভেতরে সোলনা বিষাদের অন্ধকার সরোবর হয়ে পড়ে আছে, সুজনের সমস্ত কথা সে-সরোবরে পাষাণের মত ডুবে যায়। পূর্ণার মুখের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে সুজন বলে—তুমি সোলনার কথা জানো পূর্ণা। সে কথার সরাসরি জবাব না দিয়ে পূর্ণা কৃতজ্ঞতা-ভরা বিষণ্ণ গলায় বলে—আপনাকে খুব কষ্ট দিয়েছে সুজনদা! ভীষণ সাহস—যেমনই মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে সামনে হাটতে থাকে পূর্ণা। সুজনেরও চা-বাগানেরই বড়বাবুর ছেলে সোলনা। মুখচেনা আলাপ পরিচয়ী। আকাশের কুসুম বয়সে সোনিয়েই মহাসমারোহে আত্মীয়ের ভরা যে বিশাল ঘরে সুজন নিজেকে হারিয়ে ফেলে সে ঘরটা ছিল সোলনার। প্রথম প্রেম কী অন্তর্ঘাত-তীব্র? পরের সুখের চেয়ে কী হয় না-পাওয়ার আনন্দই বেশী জোরালো? একটির সাঁঝা সাঁঝা হাওয়ার মধ্যেই ভিজিয়ে, বোঝার ক্ষেমা সোলনা।

নাগরকোটির আশিস্পাইরে—আসুখের বেলা। আনন্দের লালে বন্ধুবান্ধব ঘুরে নিয়ে ছুটে আসে—অনুপ অবাক। এই সুজনদা, বাড়াও আপনি—বলে সোলনা ছুটে যায় ঘরের ভেতরে, ফেরে দৌড়ে। আর তখনই একটা ঘুমো সুজনের মত ঠিক সাতার মুখোমুখি বিশ্বের আকাশের নীচে পূর্ণার বিয়ে যায় সোলনাকে। সুখের তলাও বড় হচ্ছে ছিলতে আপাদমস্তক তখনে মেলনার হাতের মুঠোয় সুজনের জন্য বিদেশ-আনা জানার মুখের লাগানোর এক জোড়া কাপড়ের ঘাউট। আর সুজনের মুখে তখন নির্জনের মত কান্তি। মুখে। আপনার এর পরের সুজন বোড় আমে। ঠিক সবাইকে কলকাতাগুলো একলা ঠিক-ঠিক করে চলবার কিন্তু অবাক লাগে কী? হারানো নয়।

একটি ঠিক পরে অবাকের মেজিলাল সকল সময় একটির জন্যে তুমে অসুখ নয় মেখে মুখো মিয়াছিল সে। সেই যে সে

বাড়ি ফিরেছিল আর মেয়াদিন পর। অনেকদিন থেকে বিজয় করে আসে অনেকগুলি বিদেশ সফরে কলকাতা কুল পাড়ে-পড়শীদের সঙ্গে কথা হয়ে গেল। ছোট্ট আয়নায় আপন অন্তরের মুখটা দেখতে দেখতে অনেক সব দেখে। বাইরে আসে না একদম। আজ এল সূর্যোদয় সঙ্গে, তত মনে হয়, যেন জন্ম-জন্মান্তরের পরে।

আকাশের পটে মেয়াদে যেন কে অদৃশ্য হাতে মুখোশ করে দিয়েছে। বাঁ-হাতে নেয়া স্টেশন বেঁধে খুনেসুনে বুড়ো এক অর্জুন গাছের তলায় ঘোমর মুখের ছিপ-ছিপে রাস্তা চোখের ছাঁদে পেরোয়, অনেক জানলা খোলা।

—এত ফল, আর কী আলো সাজাইছ দেখতে পাই সুজনদা? পূর্ণা বলেছিল।

অতগুলো উজ্জ্বল এক একলাপাখির নিরালায় গাছিলাম সুজনের মাঝে। সে নিরুত্তর।

পূর্ণা মুখ না ফিরিয়েই অকৌতুকে বলে—কী এত ভাবছ সুজনদা?

ফাল্গুন চৈত্রমাস। পূর্ণা ছোটবেলা, মুখে দুষ্টুমি। দেখে মনে পড়ছে বাঁচিয়ে সুজন নিজে। পূর্ণা উঠিয়ে আসে। নিস্পলক 'আর চোখ সুজনের রাস্তায়। এখানে, সেখানে লাল কেন্দ্র পলাশের ফোসের নিমাবে একটা নিশুতিকোলের অনুভবে; মুখটা আকাশের দিকে ওলটালো।

শীতের বাসন্তীর পূর্ণা সুজনের হাত ধরে টানে, বলে—চলো সুজনদা।

চোখ না ফিরিয়েই সুজন বলে—দেখছ! গ্রামাদেবের একটিমাত্র ঘরে.....

সহসা পূর্ণা তার হাতের চন্দ্র আকাশে সুজনের মুখটা লাগা দেয়। ঘর ঘরে বলে—আমার মুখের দিকে তাকাও তো সুজনদা। বলতো আমি কিসের টিপ পরেছি, সেদিন তোমরা কত এলোম?

পূর্ণার কথায় এমন একটা সুর আবেগের মত সুরে ছিল, সুজন তাকায়, নিস্পলকে দেখে আকাশ, তারপর মুখ থেকে পূর্ণার হাতটা নামিয়ে দিয়ে বলে—কপালের টিপ আমি না, কিন্তু দেখতে ঠিক যেন পাকা আইলের মত লাগছে। বলতে বলতে, সে অন্যমনস্ক হয়ে পূর্ণার হাতের উল্টো পিঠে। পূর্ণা ঠোঁট মেপে আছে। কুয়ো নিরুপায়ের মত বলবার টিপ। পূর্ণা হাসে—বলতে পারলে না তা! সেন্টের ভালোবাসার—বলেই প্লান তাকে ছিটকে ঠেলে দিয়ে বলে, বলে—ভীষণ রেগে করে দিয়ে তুমি।

বর্ষার ঘোড়ে পাহাড় থেকে ঘেরে-আসা প্রাগৈতিহাসিক নদী ঘোলাটে ইতস্তত ছড়ানো ভাঙনের মুখে। এখন শুকনো, ঘুমোচ্ছে যার নয় কিন্তু শীতল মনস্তাপ। ঘোলাটে ঘোলাটে বড় মেঘ ঘুমিয়ে। নদীর ওপারেই ঘিরানুর একটা টিলা। তার ওপরে সবুজে সবুজের মত অন্ধকার, চাঁদ উঠলেও তারপর সঁপিল পথের ঘিরানুর মত এলোমেলো। পাহাড়ের ছায়াগুলো বিরল হয়েছে। এই টিলার ওপর থেকে সূর্যোদয় দেখা যায় অনেকে।

॥ নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন ॥

॥ নতুন উপন্যাস ॥

প্রফুল্ল রায়-এর

আজকের উপন্যাস

নিজেই নায়ক ৮·০০

শচীন ভৌমিক-এর

চাঞ্চল্যকর উপন্যাস

ইহকাল পরকাল ৬·০০

বুদ্ধদেব গুহ-র

রোমান্টিক উপন্যাস

বাবলি ৮·০০

ফণীশ্বরনাথ রেণু-র

নতুন স্বাদের গ্রন্থ

তিসরী কসম ১০·০০

অনূদিত ॥ সুবিমল বসাক

চিরঞ্জীব সেন-এর

নতুন থ্রিলার

বুলেট প্রুফ ১০·০০

বিশ্ববাণী প্রকাশনী ॥ ৭৯/১বি মহাত্মা গান্ধী রোড ॥ কলকাতা-৯

হাতে চিঠি, কখন্‌ বোধহয় ফোকর থেকে ফোকরে লাফিয়ে কখন্‌ মাইকেলের পাড়ি ডিঙিয়ে পূর্ণা নদী পার হয়।

সুজন বলে মনে মনে একটি অর্থহীন বোধোদয়কে চিহ্নিত করে—চলে পরেই।

ফোকরের পাশে অন্ধকারে ঘনবসতির ওরা—মনে পড়ল না। কবেই ভুল হয়ে গেছে আজও। সব ঘরে আছে।

বোধোদয় নিশ্চয়ই একটি ঘুমে ঘুমুচ্ছে এখন। দাড়ি ছিঁড়বার নদী পাশে রয়েছে কোথাও, সুজন হাত চালাচ্ছে। সে ঘরে পুরোনো ছবি, চারও পর পৃথিবীতে কত কথা কত ঘরের ফোটা ঝরে নিজনে। পূর্ণা দাঁড়িয়ে আছে—কথা থাকিয়ে যায়। ফোকর থেকে ফোকরে নিয়ে চৈত্র ফুলের মতো ফোকরে পূর্ণা। তাদের পাশের ঘরে ঘুমিয়ে আছেন্ট ঘুমি ঘেকে ঘরে একটা লাফিয়ে-ঝাঁপ-ঘরে ঘরে সুজন। লাইন ঘর এর পাশ ঘরে পূর্ণার জানেকটা ঘরে সুজনের পাশে দাঁড়ায়ে আসে। পাশাপাশি ঘুমন পূর্ণার পাশে আসন নিয়ে একটা ঘুমন্ত পাড়ে আসে ভাল করেছিল। সুজন চুপচাপ থেকে হাসে জানলা ধরেই ফোকরের কী সমস্ত ছুটির আলাপিত ঘোষণা। ঘুমন্ত—সকলে ঘুমন্ত!

অন্ধকার নিস্তব্ধ দাঁড়িয়ে ইঁদারাগুলো তাদের ঘুমিয়ে পড়ার ঘোষণা—আমি একটুও ঠাহরি পেলা। পূর্ণা সুজনের হাত ধরে ফোকরকে সম্বোধন করে ছিল।

পূর্ণা বলে—জানো।

পূর্ণার ঘুমি ভাই অন্ধকারস্তরাল: আস্তে সুজন বলে—ঘুমন্তের জন্য ঘেকে ঘোষণা পূর্ণা, জানেনই হলেই তো—

—যেন হয়ে পরার ফোকর ফোকরের মধ্য মিলিয়ে ঘরি ঘরে পূর্ণা। যেন কিছুই ঘটে নি এমন ভাবেছিল। মাথার ঘোমের একটু মৃদু ঘুমা ঘুমা ঘুমা ঘরে ওঠে সুজনের। কে জানে কেন, এই অবহেলাই আমি জানি, নাকি ফোকর? এমনি কথাই ঘুমন্ত হয় দুজন। কতদিন একলা ঘরে আকাশের ঘুমের ঘরে ঘরে ঘরে

কাগজ যেখানে ছিল দেড়শো টাকার টন, সেখানে টন প্রতি দাঁড়িয়েছে ১১০০ টাকা, সঙ্গে বোর্ডে বেড়েছে ৩০ ভাগ, ছাপার কালির সঙ্গে ডাকমাশুল। এমন বইয়ের দাম হবে দেড়গুণ। বই পড়ার আজ বড়ো দুর্দিন। আমরা বঙ্গীয় প্রকাশক সমিতি দিল্লীর সঙ্গে নিয়মিত কথা-বার্তা চালাচ্ছি, এ অবস্থা থেকে মুক্তি পেতেই হবে।

বাক সাহিত্য

কলকাতায় এমন ছেলে বোধ হয় খুঁজে পাওয়া যাবে না, যে কলেজে ঢোকার আগে অন্তত একবার বইপাড়ায় আসেনি। কলেজ স্ট্রীট, চীনবাজার, হোটেল রাজধানী আর কফি হাউসের ত্রিভুজের মধ্যে পড়ে ছুটে বেড়াই সারাদিন। কিন্তু একদিন জানতে পারলাম—এই বইপাড়া, যেখানে এখনো একডজন বাঘা বাঘা ব্যবসা করে যাচ্ছেন বাপ্পাদাদুরা, যে বেচাকেনা হচ্ছে বছরে বারোশো নিরক্ষরতায়, সেই কলেজ স্কোয়ার থেকে মাত্র দশমিনিট পথ। ছেলে আর প্রেস কাগজের দোকান, কালির গন্ধে ভরপুর। কিন্তু এই বাড়ন্ত বাজার যখন ছেলের হাতে চালুমার্কা হয়ে যাচ্ছে, তখন আমি একটু ভয় পাই। বাঙালীরা যে ব্যবসা ছাড়ে তার হাতের উদাহরণ একটুখানি তুলে ধরলে হয়তো কিছু কিছু মেলানোও যায়, কিন্তু ব্যবসাটার ইতিহাস অন্য। কিন্তু বই-পাড়ায় একটার পর একটা অমন চলমান ছবি ধরে ধরে জীবন ও ব্যবসার সঙ্গমের চেহারা এসে পৌঁছবে কবে? সে ছবি কতটুকু থেকে সংগ্রহ করা যায়? ব্রাহ্মসমাজ এবং তার সঙ্গে প্রত্যেকজনের কি সম্পর্ক ছিল। এ ইতিহাস সাহিত্যের ইতিহাস।

যেমন ধরা যাক লাইব্রেরীর কথা, ছাপার সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে লাইব্রেরীর ভূমিকা। গোড়া থেকে শুরু করতে হলে আমাদের পৌঁছতে হবে সেই উনিশশো একাশি সালে, যখন লাইব্রেরী কলকাতায় এসেছে মাত্রাতিরিক্ত ব্রাহ্মসমাজ থেকে। এর আগে এই পরিবারে কেউ চাকরী করেন নি। কর্মক্ষেত্র ছিল, যাদু ঠাকুরদার পরিবারের সেখান থেকেই ছেলে চলে আসে। তখনকার কলকাতায় চারটে লাইব্রেরী ছিল মাত্র, তাই এখানে এসে সবার চলে টিউশনিতে। আর বি-এ পাস করে চাকরী না পেলে তখনকার ছেলেরা যা পড়াত। লাইব্রেরীতে ঢুকেছিলেন মাত্র তেরোজন। ছিলেন সেরা ছাত্র পড়াশুনা, ছাড়া যা এখানেই সাধিলো।

তখন বই কিনতো যারা তাদের ছিল মনোরমা। টাকার পাশের পুরো একটা ঘরজোড়া। কলেজ স্ট্রীটের ছিলেন ডাকসাইটে মাত্র সাতজন। অন্যদের পাশে পাশে ছোটখাটো। ফিরে এসে কলমা করে ডিপোয় আসেন। এই লিটল ম্যাগাজিন কোম্পানির প্রোপ্রাইটর ছিলেন হরেকৃষ্ণ মাস্টার মহাশয়। লাইব্রেরীর দেশের ছবির থেকে ম্যাগাজিন পাস করেছিলেন এই লাইব্রেরী ঘরে মাত্র ঘন্টাখানেক, একদিন ঠাট্টাচ্ছলে বললেন—তুমি একটা কি করো? ঘুরে ঘুরে এসব করে কিছু হবে না। ছেলে মানুষের যা ইচ্ছে করে। তোমার এই ইচ্ছের চলবে কি করে? বরঞ্চ এক কাজ করো। এখন সিলেবাস উল্টে কথাগুলো মনে পড়ে। সিলেবাস উল্টে হাসি ফিরেছে ঠোঁটে। কাজটা লাইব্রেরীর ছাড়তে ইচ্ছে হয় না। তবু ছাড়া। ভবিষ্যতে

সাহিত্যের নেপথ্যে

ইংরেজী এম-এ ক্লাসে ছাত্রী হয়েছেন, অনেকের চেয়ে বয়সে বড়। কলেজের বেঞ্চে ছেলেদের সঙ্গে বসে তাঁর লেখাপড়া। তাই বয়সের পার্থক্য এক-ঝটকায় ঘুচে গেল। ক্লাসের কাউকেই বিশেষ ভাব জমাতে দেখা গেল না। তবে সেদিন ১৩ উপস্থিতি হাজিরা খাতায় সই করে।

তারপর থেকে ক্লাসে ছাত্রীর সংখ্যা ক্রমশই কমতে থাকে। শেষে একদিন ক্লাসে এসে দেখা গেল—তিনি একেবারেই আসা বন্ধ করেছেন। এক ক্লাস বন্ধু, ছাত্র বন্ধুর পর্যবসিত হলো। বছর দুয়েক পরে পরীক্ষার ইনভিজিলেটর হয়ে পরীক্ষার হলে তাঁকে দেখেছি। সে বছর ফেল করে।

তারপর থেকে তাঁকে আর কোনদিন দেখতে পাইনি। শুনেছি, তিনি নাকি বিয়ে করেছেন। তাঁর স্বামী ভদ্রলোক নাকি ভালো চাকরি করেন। তাঁর সঙ্গে তিনি নাকি বিদেশে গিয়েছিলেন। ছেলেমেয়ে ক'টি—একটি না দুটি, তাও জানি না। তবে তাঁর কথা মনে পড়লে আজও মনে হয়, তিনি যেন একটি অসমাপ্ত কবিতা।

১১৫৩৪ ১১ আগস্ট সোমবার পার্বতী সাহিত্য ভবন থেকে বেরিয়ে এলাম। উপন্যাস বলতে যা বোঝায় তা নয়। তবে একটা বড় গল্প লিখতে বসেছি। ঘটনা, চরিত্র, সংলাপ—সবই আমার। কিন্তু তবু মনে হচ্ছে, এ লেখা আমার নয়। আমি যেন কোনো অদৃশ্য শক্তির হাতের পুতুল। সে শক্তি আমাকে দিয়ে যা লেখাচ্ছে, তাই লিখে যাচ্ছি। আমার কোনো কৃতিত্ব নেই।

সেদিন সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে লেখাটা পড়লাম। ভালো লাগল। কিন্তু এটা কি ছাপা হবে? কে ছাপবে? কেন ছাপবে? আমি তো কোনো পত্রিকার সম্পাদক নই। আমার লেখা ছাপানোর জন্য কোনো পত্রিকার সম্পাদকের কাছে যাওয়ার কথা কখনো ভাবিনি। আমার লেখা ছাপানোর জন্য কোনো সম্পাদক আমার কাছে আসবেন, এমন আশা করাও অন্যায়।

তবু লেখাটা ছাপানোর জন্য একটা পত্রিকার সম্পাদকের কাছে গিয়েছিলাম। সম্পাদকের ঘরে ঢুকতে ভয় করছিল। ভদ্রলোক আমার লেখা পড়ে কী বলবেন—এমনই ভয়। সম্পাদক যখন আমার লেখা পড়ছেন, তখন আমি একদৃষ্টে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। তাঁর মুখের একটি রেখাও বিচলিত হচ্ছে না। তিনি নির্বিকার। লেখা পড়া শেষ করে তিনি বললেন—লেখাটা ছাপা হবে। তবে এখন নয়, পরে। আমি যেন আকাশ থেকে পড়লাম। আমার লেখা ছাপা হবে! আমি লেখক হয়ে গেলাম!

১২ শরৎ প্রথম এসেছিল।

—ভারতবর্ষ থেকে।

[বিজ্ঞাপন]

অফিস এবং ইনজিনীয়ারিং-এর সিল ও সরঞ্জাম

এখানে এসে কিনে নিয়ে যান

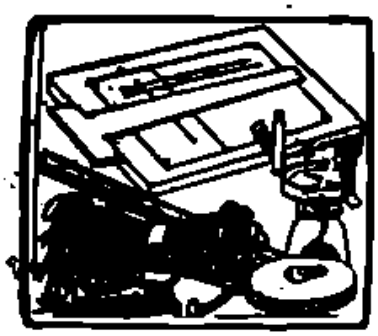

সার্ভে, ড্রইং, নানা রকম কাজের খাতা, লেজার, ক্যালকুলেটর ক্লাস ও উৎকৃষ্ট ছাপার জন্য

অন্যতম প্রতিষ্ঠান

কুইজ স্টেশনারী স্টোর্স

৬০৪, চাঁদনীবাজার স্ট্রীট কলিঃ-১

ফোন : ৬২-৮৬৮৮, ৬৮-৪৬৬৪

শাখা : দুর্গাপুর, ফোন নং—৫৮ (ট্রাঙ্ক পরিষেবা) ও জামশেদপুর, (স্টেশনারী বিভাগ)

১২ শরৎ প্রথম এসেছিল।

—ভারতবর্ষ থেকে।

এটা কুল বোধহয় সেইদিন আর তখন আমার কাছে বিশ্ব ভারতের চেয়ে বড় ছিল। ভারতবর্ষে যে একটা পত্রিকা ছিল তা আমি জানতাম। কিন্তু কোনো লেখা ছাপানোর জন্য কোনো পত্রিকার কাছে যাওয়ার কথা কখনো ভাবিনি। আমার লেখা ছাপানোর জন্য কোনো সম্পাদক আমার কাছে আসবেন, এমন আশা করাও অন্যায়।

তবু লেখাটা ছাপানোর জন্য একটা পত্রিকার সম্পাদকের কাছে গিয়েছিলাম। সম্পাদকের ঘরে ঢুকতে ভয় করছিল। ভদ্রলোক আমার লেখা পড়ে কী বলবেন—এমনই ভয়। সম্পাদক যখন আমার লেখা পড়ছেন, তখন আমি একদৃষ্টে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। তাঁর মুখের একটি রেখাও বিচলিত হচ্ছে না। তিনি নির্বিকার। লেখা পড়া শেষ করে তিনি বললেন—লেখাটা ছাপা হবে। তবে এখন নয়, পরে। আমি যেন আকাশ থেকে পড়লাম। আমার লেখা ছাপা হবে! আমি লেখক হয়ে গেলাম!

—কবে? কত টাকা? কিছুই বলেননি!

ঠিক আজ আমি সম্পাদকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করতে যাবো। বিশেষভাবে পরিচয় করতে নিজের লেখা সম্পর্কে। আমার ধারণা—এক দুই দিন আগের ঘটনা। বইটা কলিপ্রকাশের দীপে উঠেছে, তার সাহিত্য উপদেষ্টা হিসেবে। তারা প্রুফপাঠকদের দুজনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবে। একজন সাহিত্যিক, আর একজন সাহিত্যের ছাত্র। সাহিত্যিক হলেন প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক সুবোধ ঘোষ। আর ছাত্রটি এবার বি এ পরীক্ষা দিয়েছে। তার নাম সুবীর রায়চৌধুরী। আজ পর্যন্ত আর সাহিত্যিক হিসেবে সুবোধ ঘোষের সঙ্গে দেখা হয়নি। সেদিন সুবীর রায়চৌধুরীর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। তার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়েছিল। এখন-একটা ছাত্রের সঙ্গে আমার যে সম্পর্ক হয়েছিল, তাকে বন্ধুত্ব বলে মেনে নিতে আমার আপত্তি নেই। আমাদের সম্পর্কটা সেই রকমই ছিল। সুবীর রায়চৌধুরী আমার লেখা পড়েছিল। তার ভালো লেগেছিল। সে আমার লেখার প্রশংসা করেছিল। সাহিত্যিকরা সেদিন আমার লেখা ভালো বলেছিলেন, এই কথাটা কোনোদিন ভুলতে পারিনি। কলকাতার সাহিত্যিকদের কাছে আমার লেখা ছাপানোর জন্য আমার কোনো দিন আগ্রহ ছিল না। কলকাতার কোনো পত্রিকার সম্পাদকের সঙ্গে আমার কোনো পরিচয় ছিল না। কলকাতার কোনো সাহিত্যিক বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে আমার কোনো যোগাযোগ ছিল না। কলকাতার কোনো সাহিত্যিকের সঙ্গে দেখা করার কথা কখনো ভাবিনি। আমার লেখা ছাপানোর জন্য কোনো পত্রিকার সম্পাদকের

হয়তো এরকম হওয়ের যে যেমন কিছু টাকা বাজী আছে। ঠিক সিদ্ধে যেটা লক্ষ্যের সে টাকা পর্যন্ত দিয়ে হুঁয়ে দেওয়া না, ছুঁয়েছো—তখন সেজন্যদের দিয়ে দিন। যার সাহিত্যের সঙ্গে সত্যিকারের ওঁর সম্পর্ক ছিল যে এখানে ছাড়া অন্য কোনো প্রকাশকদের বই দিতেন না। যেমন—স্বর্গীয় যার সাহিত্য ছাড়া দেশের সাধারণ যোগ অন্যকে প্রত্যাখান না করতে, তুলসী আদি কারও প্রত্যাখান করতো না। তাঁদের সেবেনি পর্যন্ত তারা কোনোদিন সত্যিকার ভালবেসেছেন। শুধু তাদের ব্যবসায়ের সঙ্গে 'ঠিক এসি' সম্পর্ক ছিল তাদের। শুধু তাদের, যার যখন এম-পি হয়ে দিল্লী যেতেন তখনো সেখান থেকে চিঠি লিখতেন।

এখন সুর কথা সাথে মনের ঘটনা এই ৬৭ বছরের জীবনে জড়িয়ে আছে। ব্যবসার খাঁত সেরিয়ে হয়েছে পারিবারিক সম্পর্ক। আর যার সাহিত্য তার নিজের মৌরস পিট্টা দাঁড়িয়ে আছে। পুরোনো দিনে এসেছে অনেকগুলো—আরোগ্য নিকেতন, রবীন্দ্র পুরস্কার, একাডেমী পুরস্কার পাবার কাগজের পাতা এসেছে রবীন্দ্র জয়ন্তী বক্তৃতা হয়ে। যার সাহিত্যের পুরোনো পুলিনবিহারী সেনের, রবীন্দ্রনববার্ষিকী সংকলন রবীন্দ্রভারতী বিশ্বটী এবং রবীন্দ্রভারতীর পুরোনো এসে যার সাহিত্যকে যে সম্মানের আসনে বসিয়েছেন তা ছোট নয়।

—লক্ষ্মীবাবু আপনি তো অনেকটা প্রকাশক সমিতির ভালো করে, তাই না?

—আমি সমিতির সম্পাদক। তার বছর ধরে আছি।

আচ্ছা, এখন বইয়ের বাজার কি রকম বুঝছেন।

—খুব খারাপ।

। কেন?

কারণ বহুবিধ। প্রথমতো অন্যান্য শুল্ক বইয়ের ছাপার কাগজের দাম কমানোর ফলে পাঠ্যপুস্তকের সংখ্যা হয়েছে সবচেয়ে বেশি। কিন্তু সাহিত্য সংস্কৃতির ব্যবসা যাদের কিনো উচ্চশিক্ষার ফলে প্রকাশকদের সংখ্যা বইয়ের ক্রয়ক্ষমতার দাম এ ব্যবসা প্রসেসবরাবর নেমে গেছে।

—কত যেন?

। ধরুন—এ্যান্টিক, মাসিকপত্র ওজার সেবার ইত্যাদির দাম কেমন বেড়েছে জানেন?—যে কাগজের দাম ছিল টন প্রতি পেরুশো টাকা, সে কাগজের দাম হয়েছে টন প্রতি ১১০০ টাকা। তবু যায়। ধরুন কাগজ ও ছাপা বাঁধাই এবং মোট। বোতলের দাম অন্তত একশর বেড়ে গেছে। আগে ৩০ টাকা বেশী। অথচ যাঁ বাঁধানো খরচ বেড়ে গেছে প্রায় তিন গুণ। বিজ্ঞাপনের দাম বেড়েছে, এমনকি ডাকমাশুলে যে বই পড়ে বো, তা পড়তে আজকাল বইয়ের বিক্রয়ে কমে গেছে। তাছাড়া 'চোরের বাড়ীতে আগুন লাগি, পাঠকের পেটে ভাত নেই' এমন বইয়ের দাম ব্যবসিত হয়ে ছেড়ে কোথায় চলে যাচ্ছে জানেন। অথচ পাঠক অন্যান্য ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের।

—কিছু সুরাহা হবে বলে মনে হয়?

। দেখা যাক ভবিষ্যতে কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়।

৬৭ বছর তো কম নয়। কিন্তু এখনো লক্ষ্মীবাবু চুরুটটায় মিষ্টিমুখ করাতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। বিদায় নমস্কার জানিয়ে বেরিয়ে আসি।

বড় ছেলে লক্ষ্মী এখন কাউন্টার সামলায়। মোমবাতি হাতে নিয়ে পড়েন। ঘাঁতম ছুটির পর মোকানের হিসেবপত্তর দেখেন। ছোট ছেলে পাশে বসে পড়াশুনা করছে। ভবিষ্যতের সঙ্গে এর যোগ খুব কম।

লক্ষ্মীবাবু এখনো নতুন পরিকল্পনার কথা ভাবছেন। সম্প্রতি স্বাধীনতার বিশ্ব ঐতিহ্যের কলকাতা শহরের ইতিহাসের ওপর ১০০ পাতার বই। পাঠকমহলে বিশেষের অনেকদিন অন্যান্যকাল ধরে ছিল যেগুলি প্রকাশিত ৪০ পয়সায় সংখ্যায় ৩০ পয়সায় চলছে।—প্রকাশকের আর একটা দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কিতের দায়িত্বে নাম। ব্যবসার সঙ্গে সঙ্গে যতটুকু এই কাজ করতে পারি সেটাই আনন্দের। তাই না?

। । শান্তিলতা চক্রবর্তী

নিবেদন

আনন্দবাজার-পত্রিকার ইন্দিরাই অবৈতনিক সেবাকর্মিরা প্রকাশিত হল আ। পরবর্তী সংখ্যা থেকে প্রকাশিত হবে নিয়মিতভাবে।

সাহিত্যিক প্রকাশকদের, কলকাতে যোগাযোগ করবার জন্যে কলকাতা পুস্তকালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করবার কেন্দ্রীয় একটা ঠিকানা থাকা দরকার। এতদিন 'সাধারণ' ঠিকানাতেই হয়ে তা না হলে অন্তত ঠিকানা থেকে আসবে এই ধারণাতে। কারণ শুধু ডাকটিকিট সংস্কৃতি নয়, সাধারণ যোগের সংস্কৃতিতেও সাথে সাথে আমরা ঠিকানা হয়ে। যোগাযোগ এবারে দেবার নিয়ে বহুজনী প্রকাশক।

সুমেধনাথ ঘোষের

ওখানে পদ্মা এখানে গঙ্গা ৫.

আশাপূর্ণা দেবীর

কখনো দিন ওরা বড়
কখনো রাত ৩০ হয়ে গেল ৫

ভগজোতকের

হাত দেখতে শিখুন ৭. ভাগ্যবিধি ৯.

নীহাররঞ্জন গুপ্তের শঙ্কু মহারাজের

সূর্য তপস্যা ১০ গঙ্গাসাগর ৮॥

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের

জিনে একে চার ২০. পাও নাই পরিচয় ৫

অবধূতের উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের

একাত্মী ৪॥ ত্রিলোকনাথের পথে ৪

অমর সাহিত্য প্রকাশন, ৭ টেমার লেন, কলিকাতা - ৯

এই বাংলার খবর

গ্রামের শ্রমিক

কলকাতার পরিবহন শ্রমিক ইউনিয়ন ডাকাতের এক সাধারণ ধর্মঘট ডাকে। এই সাধারণ ধর্মঘট মূলত দাবিদাওয়া নিয়ে। কলকাতার ট্রেন পরিষেবা ডাকাতদের ঘাঁটিগুলো ভেঙে দিয়েছিলো। তবু এ-পর্যন্ত শহর এলাকার সব ডাকাতকে ট্রেন ইউনিয়নের সাধারণ সদস্য করা যায় নি। সাধারণ ট্রেন ডাকাতরা কিভাবে ট্রেনিংয়ের এ পর্যন্ত ট্রেন ইউনিয়ন কলকাতায় পরিবহন করা যেতে পারে একটি হিসেবে প্রকাশ। কিন্তু শহর এলাকার ট্রেনিংয়ের সেবাধীন ব্যয় করা ডাকাতদের এগিয়ের পরিবহনে অংশগ্রহণ করে নি। পরিবহনের ট্রেনিং ডাকাত ডাকাতের ঐ সাধারণ ট্রেন থেকে ছিলেন ট্রেনিংয়ের। ঐ সাধারণ ডাকাতদের ডাকাতের ট্রেন ইউনিয়ন ডাকাতের সভাপতি বি বি জানাবতী করেন যে, ডাকাত পরিবহন ডাকাতদের ট্রেনিং ও ট্রেনিংয়ের ডাকে ডাকাত তৈরি হয়ে গেছে, কিন্তু তাদের সেই ডাকাত ডাকাতদের সঙ্গে সংযোগ-সুবিধা ডাকে করতে পারছে না। তাই ডাকাত ডাকাতের ট্রেনিং করার এগিয়ে এসেছেন সাহায্য করছেন। কিন্তু ডাকাত ট্রেনিংয়ের মধ্যে ডাকাত ডাকাতের সাধারণ ট্রেনিং ডাকিয়ে ট্রেনিংয়ে ট্রেনিং করে নি। ট্রেনিং ডাকা এই ট্রেনিং ডাকিতে ডাকাত ও ট্রেনিংয়ের ডাকে ডাকাত তৈরি করে ডাকা। কিন্তু ডাকা

বিদেশের কথা

ইসাবেলার পতন

সম্প্রতি প্রত্যাশিত একটি সংবাদে বলা হয়েছিল আর্জেন্টিনার রাজধানীর কয়েকজন সমাজ গুরুত্বের সংবাদটি পরাজয়ের জন্য যখন প্রেসিডেন্টের বাসভবনে বিরোধিতেন তখন সেখানে তাঁদের বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়েছিল। তার কারণ প্রেসিডেন্ট মিসেস ইসাবেলা মার্টিনেজ এস্টেলা পেরন তখন জরুরি কাজে ব্যস্ত ছিলেন। অর্থাৎ বাড়িতে তিনি নিজের কিছু পোশাকের ব্যবস্থা করছিলেন। রাজধানীতে অনতিদূরে ৪৪ বছরের বাড়ি ছেড়ে তাঁকে যে দ্রুত সরে যেতে হবে সে ব্যাপারে ইসাবেলার কর্মচারী-বন্ধুদের প্রতি দুর্বলতা সহজেই। আর্জেন্টিনার ডিসিসপত্রের দাম যখন বছরে প্রায় তিন শতের বেশি বেড়ে যাচ্ছে তখন স্বয়ং প্রেসিডেন্টের যে কারণে জরুরি নির্দেশ করার ফলে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি ডিসিসপত্র কিনে ফেলা অনেক বুদ্ধিমানি মনে করলেন, এটাও কোন অপ্রত্যাশিত ঘটনা নয়। তেমনি এটাও অপ্রত্যাশিত ছিল না যে, আর্জেন্টিনার ইতিহাসে একটি মেয়ে পৃথিবীর প্রথম মহিলা রাষ্ট্রপতি হার ক্ষমতা থেকে উৎখাত হলেন।

আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্টের পদে ইসাবেলা পেরনের একমাত্র অধিকার হল, তিনি জুয়ান পেরনের বিধবা পত্নী। আর্জেন্টিনার রাজনীতির মঞ্চে তাঁর কোন ভূমিকাই ছিল না। জুয়ান পেরন যখন ইউরোপে নির্বাসিত জীবন যাপন করছিলেন তখন তিনি ইসাবেলাকে বিয়ে করেন। দীর্ঘ নির্বাসনের শেষে জুয়ান পেরন যখন দেশে ফিরে এলেন তখন তাঁর সঙ্গে ইসাবেলাও এলেন। ১৯৭৩ সালের শেষের দিকে বিপুল ভোটে জয়লাভ করে জুয়ান পেরন আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্ট হলেন। জুয়ান তাঁর স্ত্রীকে ভাইস-প্রেসিডেন্টের পদে বসালেন। প্রেসিডেন্ট হওয়ার কিছুদিন পরেই অসুস্থ জুয়ান অসুস্থ হলেন এবং প্রেসিডেন্ট পদের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন ভাইসপ্রেসিডেন্ট ইসাবেলা পেরন। ১৯৭৪ সালের জুলাই মাসে জুয়ান পেরন মারা গেলে তাঁর উত্তরাধিকারিণী ইসাবেলা পৃথিবীর প্রথম মহিলা রাষ্ট্রপতি হওয়ার গৌরব অর্জন করলেন।

মৃত স্বামী জুয়ান পেরন ও তাঁর সমর্থকদের ইসাবেলা ও তাঁর উপদেষ্টাদের প্রতি-ফলিত গৌরবও প্রেসিডেন্ট ইসাবেলা পেরনের দুটি বছরের কার্যকালকে গৌরবান্বিত করতে পারে নি। নির্বাসনের ছেড়ে ফিরে এসে জুয়ান পেরন যেভাবে আর্জেন্টিনার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা গ্রহণ করেছিলেন সেই একজন নির্বাসিত রাজনীতিক নেতার ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তনের চেয়েও দুর্ভাগ্যজনক। এটা সম্ভবতঃ হত না যদি না পেরনের জাস্টিসিয়ালিস্ট পার্টির (অর্থাৎ পেরনিস্ট পার্টির) মধ্যে কিছু গভীর বিভেদ দেখা দিত। জুয়ান পেরনের সেই জনপ্রিয়তা রাজনৈতিক নেতৃত্বের বিরুদ্ধ-বিবাদ ও প্রেসিডেন্ট ইসাবেলার ক্ষমতা ক্ষমা যায় নি। আর্জেন্টিনার ক্ষেত্রকাঠিন্যে অর্থাৎ শ্রমিক-ধনী শ্রমিকদের মধ্যে জুয়ান পেরনের জিহ্বাটা পরাটা ইমার যে জনপ্রিয়তা ছিল তাঁর কণামাত্র ছিল না ইসাবেলার। ইভা বা এভিটা ছিলেন—এবং আজও আছেন—আর্জেন্টিনার সর্বাধুনিক ইতিহাসের রোমান্সময়ী। ইসাবেলা নিজের সেই ভাবমূর্তি গড়ে তুলতে পারেন নি।

উপরন্তু ইসাবেলার আমলে আর্জেন্টিনা, যেভাবে বিশৃঙ্খলার মধ্যে পড়েছে। পেরনিস্ট দল বাম ও দক্ষিণ গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে গেছে এবং এই দুই গোষ্ঠীর মধ্যে লড়াই জনজীবনকে সন্ত্রাসিত করে তুলেছে। সে যেন বাম ও দক্ষিণপন্থী সন্ত্রাসবাদীরা দিনে পাল্টা খুন করে রাজনৈতিক খুন করছে। দেশে বার্ষিক মুদ্রাস্ফীতির হার ৩০০ শতাংশ ছাড়িয়ে গেছে।

প্রেসিডেন্ট ইসাবেলার সুজন সমাজকল্যাণ মন্ত্রী হোসে লোপেজ রেগা হুয়েনস আয়ার্সের রাজপথে অবসরে উপর যে সন্ত্রাসের প্রভাব বিস্তার করেছিলেন তার সঙ্গে রাষ্ট্রিয় অর্থনীতির উপর ধ্বংসাত্মক প্রভাবের তুলনা করা হয়েছে। আর্জেন্টিনার সংবাদপত্রে প্রকাশিত অভিযোগ করা হয়েছে যে, এই রেগার মদতে সেনাবাহিনীর একটি দক্ষিণপন্থী কমান্ডো বিরোধী অনেক গোপনীয় ঘাঁটি গড়ে তোলে। তাদের হাতের সন্ত্রাসকলাপ বন্ধের জন্য সেনাবাহিনীর অনেক অফিসার খুনে যে সব অফিসারদের বদলি করার দাবি তোলা হয়েছে। এমনকি চাপে প্রেসিডেন্ট ইসাবেলা রেগাকে নির্বাসনে পাঠাতে বাধ্য হয়েছেন কিন্তু দেশে ফিরে আসার পর রেগা পুলিসকে নিষ্ক্রিয় করে ইসাবেলার সমস্ত আশা ভেঙে দেন।

প্রেসিডেন্ট ইসাবেলা পেরনের সমর্থক যখন এদের ঘাঁটানি থেকে নানা অজুহাতে নিষ্কৃতি পাচ্ছিলেন তখন ইসাবেলার উপর সন্ত্রাসের জন্য চাপ বাড়ছিল। এই চাপের ফলে কিছুদিন তাঁর সমর্থক বিরোধের নেতা জিমেনেজ এবং প্রেসিডেন্টের পক্ষ থেকে তিনি ঘাঁটি নির্মোছলেন, কিন্তু তিনি জাচ্ছেন্দের মন্ত্রীসভা নি। কারণ তাঁকে সেজন্য বলেছিল। ছুটি থেকে ফিরে এসেই তিনি মন্ত্রিসভা ভেঙে দেন এবং তাঁর পরিবর্তে সামরিক সাহায্যের যতটুকু অবশিষ্ট ক্ষমতা সেটুকু নেন বা করে তিনি প্রেসিডেন্টের পদ ছেড়ে যাবেন না।

গত বছরের শেষের দিকে প্রত্যক্ষ আর্জেন্টিনার বিমান বাহিনীর কিছু অফিসার প্রেসিডেন্ট ইসাবেলাকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য একটা সামরিক অভ্যুত্থান ঘটানোর চেষ্টা করেন। এই চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল কারণ, সেনাবাহিনী ও নৌবাহিনীর সমর্থন তাঁরা পান নি। এবার সেনাবাহিনীর প্রবীণ রক্ষণশীল নেতা জেনারেল রাফায়েল ভিডেলার নেতৃত্বে সামরিক বাহিনীর তিনটি শাখার অভিযানরা একযোগে অভ্যুত্থান ঘটিয়ে ইসাবেলাকে ক্ষমতাচ্যুত করেছেন।

বন্দিনী ইসাবেলা পেরন এখন ইতিহাসের তথ্য মহিলা রাষ্ট্রপতির ভূমিকায় দায়িত্বের এক অভ্যুদয় প্রতীক্ষা করছেন।

২০-৩-৭৬

সুকুমার

বিদেশীদের চোখে সেকালের চড়ক

আনন্দ রায়

অক্সফোর্ডের বিশপ রেজিনাল্ড হেবার ইংলণ্ডে তাঁর বন্ধু বিশপ ক্রুইসেনকে ১৮২৬ সালের ১২ মে তারিখের এক চিঠিতে 'সাক্ষেপ্স—হাজার মুক্তার জন্যে প্রাণ উৎসর্গ করবার মতন। কিন্তু চলেছে। সাদা রঙের রেশম এবং লাল সিন্দূরের লাল। প্রত্যেকের গলা থেকে পা পর্যন্ত ঝুলছে লাল কাপড়ের বাহার। এই কাপড়ে এরা বসে থাকে।' শ্রোত্র যোগ. ঘিরে ঘিরে ঘুরপাকের সঙ্গে সঙ্গে চলছে ঢাকের ঢিমে বাদ্যি। সেইটুকু। কত লম্বা লোহার বঁড়শি ব্যবহার হচ্ছে সেই বর্ণনা। কেউ বিদ্ধ করছে পিঠের মাংস, কেউ জিহ্বাকে এফোঁড় ওফোঁড় করে 'লম্বা লোহাদানা' বিদ্ধ। তবুও এদের কষ্ট নেই. ক্লান্তি নেই। অবিরাম ঘুরপাক চলেছে। কি হবে শেষ পর্যন্ত ? ব্যাপার কি ? অর্থাৎ সোজা ভাষায় বাঙালির জাঁ এই লম্বা বর্ণনাটুকুর আর জানবিলাস হিন্দু ধর্মের কথা। কত পুরনো শক্তি, কতখানি বিশ্বাসের এবং ভক্তি পাগলামির আচরণগুলির পালন করে যায়, যা প্রাণের সঙ্গেই জড়িত লাগে। এরেনীয় এও 'সঞ্চিত হিন্দু সন্ন্যাসীর সঙ্গে আমি এ ব্যাপারে কথা বলেছিলাম। তাঁর মতে এ সবেরই ব্যাখ্যা আছে। তাদের কথা বলে, সমস্যার, এই চড়কপর্ব এত পুরনোকে দূরে নাকি এই সব চড়কপর্বকে কেউ কিনা তার আবার আসতে হয়। এখনও এতদিন বছর ...এই উৎসবের নাম? চড়ক, চড়ক

গ্রন্থাগারিক সমীপেষু—

জনসাধারণের গ্রন্থাগারের আসনটি চলচ্চিত্র-তারকার চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ, তবুও বিদ্যুৎবাহিনের তারি-গ্রন্থাগারিকদের ইংলিশের সাথে আমরা পরিচয় করাই। গ্রন্থাগারবিজ্ঞানের কলাকৌশল এই দৃষ্টিতে—গার্হস্থিক, বাণিজ্যিক, ঐতিহাসিক, ধর্মাধিকৃত, বৈজ্ঞানিক, ছোটদেরকে প্রসঙ্গে বহু-বিষয়ের প্রসঙ্গে আলোচনা-সমালোচনায়।

ইন্দিত /১৫·০০/ মাত্র

বিশ্বভারতীর প্রকাশনী, কলি-২৮

এরেনের এক বিরাট ইতিহাস। সমস্ত পাকে সাদা আমার ঠিক পরে ঘুরে এই উৎসবের ব্যাপকতা, গভীরতা কিছুই উপলব্ধি করতে পারবে না। এর আগে তোমাকে হিন্দুদের সম্বন্ধে দুটো আজগুবি সম্পর্কে লিখেছিলাম. আর এরেও ভর্তিল হল, আমাদের এই চড়ক উৎসবে। যদি কখনও এদিকে আসো, অবশ্যই এই সমস্যাটা আলোচনা।'

আজ থেকে বেড়েনো বছর আগে বিদেশীদের সবচেয়ে বেশী আকৃষ্ট, মুগ্ধ করেছিল—চড়ক পূজো। হ্যাঁ, এমন কি দুর্গা পূজোর চেয়েও বেশী, সেই যুগে বিদেশী পর্যটকের দল আসতেন এদেশ দৈব পর্যন্ত প্রত্যেক অপেক্ষা করতেন চড়ক দেখার জন্যে। চড়কের বীভৎস রক্তস্নোতাদি দেখে তাঁদের মনে ভারতবর্ষ সম্পর্কে আজিজাতীয় ধারণাই সৃষ্টি হয়েছিল, ফিলিপ ফ্রান্সিস পালবি (পাকাপি) বলে উঠেছিলেন—ভয়ংকর চড়ক !, আবার মরেছিলেন — অপূর্ব্বের মেলা।

কেউ কেউ আবেগে মোহিত হয়ে উঠেছিলেন, কেউ হতোদ্যমের অবাক, অনুযোগ 'বিশপ রেজিনাল্ড হেবারের চিঠি থেকে,এরিন হেবারের 'এরিনস' অর্গানাল, চড়কে কুইনটিনের চিঠি, কাপ্তেন মার্শাল জাহাজী এবং রাজেন্দ্রলাল মিত্রালয়ের 'এ জেনারেল বাইবেলাদি গ্রন্থ যেমন সেমিরিটিস' চড়কে ভ্রমণ বিশেষ ইত্যাদি সত্ত্বেও আমাদের একথা মনে করার কারণ আছে।

চড়কে কুইনটিন তাঁর চিঠিতে লিখেছিলেন—ইক এমি ওয়ান অফ দিস ওয়ার্ল্ড ওয়ান্ডার্স সুদে অফ দি সন্যাস নাসিরাল পাওয়ার (শক্তি), আই উইল সাফেরেই হিয়ার ইট; সো ইন ইট, যি হাইড্রোফোবাস অফ দি হিন্দুজ ইন চড়ক' আসলে কুইনটিন চড়কের ভয়ংকর এত কঠিন আঘার অনুষ্ঠান দেখার সহ্য শক্তি বা ক্ষমতাটা কোথা থেকে আসে তার কারণ উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছিলেন বোঝহয়। তাই তিনি আরো লিখেছিলেন—এত কষ্ট ভোগ করলেই সন্ন্যাস অবস্থার সহ্য করতে পারে না তাদের বিশ্বাস বিশ্বাস। সন্ন্যাসীর উপর ব্রাহ্মণের হাজার বিশ্বাসবিশ্বাসের এত অবলম্বার ব্যাপার এখন বা সহ্য করা। এটা বিশ্বাসের সম্পর্ক।'

১৮২৪ সালে বিশপ হেবার চৌরঙ্গীতে চড়কের সোজাবাড়া থেকে গাজনের সন্ন্যাসীদের চড়কে প্রথম প্রদক্ষিণ করেছিলেন। এমন কি ইংলণ্ডের ফিরিস্তিদের উপরও তাঁদের অসম্ভোষ্যবহার। তিনি বাঙালী চরিত্র দেখেছিলেন, লক্ষ্য করেছিলেন—'এ সিংহলার ক্লাউড ইজ ইংলাণ্ড উত্ত হ্যাড দেয়ার ছি বর্তমান ম্যাসেস ইন হাফ এগ্রে আওয়ার আপ্ত ইজ ইন্ডিলি ভেরার উত্ত গিভ দিম হ্যান্ড এ জোকস আপ্ত সিলেন্স কিকের নাইট।' হেবারের দেখা সেই সোজা-গাছার বাঁকের শিরের উপর করকটি লৌহ কথা হয়েছিল, ঝিঁঝিয়া সুতোর দিয়ে সাজিয়ে নানা সৌন্দর্যিক কারিগরী দেখানো হয়েছিল সেই সব ঝোঁকে, কোমরে আবার ইজারার দিয়ে সদা এসব আলাদা পরীক্ষাহাতের ঘোরান। এই সব সমান সমর্থনী হয়ে আকৃষ্ট করেছিল হেবারকে। কলকাতায় আবার ইওরোপীয় নরনারীর এক ভাগের ঝাঁকিয়ে বাণপ্রবেশও দেখান হয়েছিল। তাতেও কিন্তু হেবার বিরাট প্রকাশ করেন নি।

প্রায় ৮০ ফুট উঁচু চড়কগাছ দেখেই তো কাপ্তেন মার্শাল চক্ষু চড়কগাছ! হ্যাঁ, এটা কাপ্তেন মার্শালের অভিজ্ঞতা। সন্ন্যাসকালের এক প্রসঙ্গের কথা এটা। নৌকা-যোগে নদীমাতৃকার দিয়ে কলকাতায় উপস্থিতির হচ্ছিলেন। হঠাৎ নদীর তীর থেকে কানে এসে পৌঁছোল ঢাকঢোলের বাজনা। পরক্ষণ তাড়ার নেমে বাঁকের দেখার প্রত্যয় দিকে। আশপাশেরাও চড়কগাছে গাজন ভক্ত একটা সঙ্গে পাক খাচ্ছে। পরীক্ষার দিবিয়া স্থান একেই ওয়েছি করে দীয়া হয়েছে পক্ষ ঝাঁক দিয়ে। ব্যাখ্যাপিত দিয়ে হওয়া সত্ত্বেও কিন্তু তাদের মধ্যে কোন প্রকার অনুযোগাদির বিকৃতি নেই। এক ছোট্ট ছবি পাইয়ে দিয়ে খুশি দি। এটা কি করে সম্ভব? সন্ন্যাসীদের এই সব আত্মনিগ্রহের ক্রিয়াকৌশল দেখে আমা ঘুরে গেল কাপ্তেনের। তবুও তিনি ব্যাপারটার পক্ষ নন। তাঁর সন্ন্যাসীগুলির মধ্যে এক বিজ্ঞান ইওরোপীয় চিকিৎসক ছিল। কাপ্তেন মার্শাল প্রেরণ করলেন সেই ডাক্তারকে সন্ন্যাসীদের বাড়াইয়ের জন্য। সন্ন্যাসীদের পরীক্ষা করলেন এবং প্রত্যক্ষ করলেন সেই ব্যাপারটা। তারপর? এর আগে তিনি বাঙালীদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে যাদা কথা বলেছিলেন। তারপর, সেই অভিজ্ঞতা থেকে তিনি তাঁর বাই ডায়েরী বন্ধ মোটের ওপর লিখলেন—এদের সাধারণের বাস্তবিকতা সহ্য করার ক্ষমতা অসাধারণ।...এই ক্ষমতা কিন্তু সেদিন এগারোও এই সব মানুষে বিশ্বাসের উৎসাহন, উৎসবে যেমন প্রত্যেক করে সেদিন এসব

থেকে আমাদের তুলসি গোঁসাই হবে।' ক্যাপ্টেনের প্রস্তাবটা কিন্তু খুব মনঃপুত হল। মনের মনে ভাবে, তিনি কোন সম্প্রদায়ের চক্ষু ফুটানো দেখেছিলেন। কোনোরকম চক্ষু পরীক্ষার প্রক্রিয়াও ছিল অদ্ভুত এবং কঠিন। তাছাড়া এই ধরনের অস্ত্রের উল্লেখও তাঁর ডায়েরীতে তিন জায়গায় পাওয়া যায়।

চক্ষু উৎসবের মধ্য দিয়ে হ্যাচিসন উপলব্ধি করেছিলেন গভীরভাবে। কিভাবে? ১৮৩৭ সালের ঘটনা। এক বৃদ্ধকে নিয়ে এল চক্ষুদের মেলায়। চক্ষুদাতার খোঁজ করে ঘরে ফিরল এক সন্ন্যাসী। তাঁর ছিপছিপে সেই সাধু একলাফে লম্বা দড়ি ধরে ঝুলে পড়লেন। সাদা আলখাল্লা। যে সন্ন্যাসীর নামে তাঁর অস্ত্র ঘটল, সেই প্রত্যক্ষদর্শী সন্ন্যাসী কিন্তু নির্লিপ্তভাবেই জানাই করেন যাঁর সেই চক্ষুদাতার পাশ থেকে সরে গেল। সন্ন্যাসের একেবারে ঘরে ফেরার নিজের কোন অনুভূতি নেই। কি করে সম্ভব? কারণ তত্ত্বজ্ঞানের লোপে গেছেন হ্যাচিসন, জানতে পারলেন, গীতায় যাহাতেই তা সম্ভব। গীতা এই চক্ষু প্রত্যারোপণ এক বিরাট ঘটনা।

এবার ক্যাপ্টেন (পরবর্তী) পার্কসের কথা, তাঁর বর্ণনায় চক্ষু রোগ—এর দুইপর্ব খুব দুঃখের। চক্ষু প্রত্যারোপণ অনেক এই সব সম্ভাবনাকে কবে স্বীকারের উদ্যোগটা কি? তার কারণ পর্যালোচনার প্রবীণরা পরিষ্কার বিশ্লেষণে—নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে কেউ কেউ শাস্ত্রবিধির জন্য মরীচের ডিম্ব স্থান দিয়ে ফটিকের অস্ত্রোপচার করে। কেউ কেউ শিঙ্গ বা বাঁকের সেলাই করে। যা তলায়ার ব্যবহার হাঁক বিদ্ধ করে নতো করতে থাকে। কেউ ছুরিকেল, কেউ বক্ষপরত্বে, কেউ বাই বাহুর মাংসপেশীর মধ্যে তাঁর বিশিষ্ট ভেষজের নির্যাসটি বরণ করে। এই সব ছেড়ে তিনি ভরসা করেছিলেন—সেই ওলন্দাজ বণিক ভিসলাস্টের বাই হোসেন ইস্টারহেডের দু চক্ষুর চক্ষু সেরেছিলেন তিনি। কেনন সংস্কৃতে আছে যাল ইহোলনের মত ধরের বুকের দু পাশে এক জোড়া লোহার তক্তে বিশেষ ভাবে শলাকা তৈরী হয়। তারপর সেই তক্ত মহাশূন্যে গ্রহ নক্ষত্রে পাক খেয়ে থাকে। আর এক প্রবীণ চক্ষুক চারজন তক্ত এক সঙ্গে পাক খায়। ক্যাপ্টেন পার্কস ভিক্টোরিয়ান—এই সব বীভৎস কথা বেলীক্ষণ সহ্য করা কোন মানুষী পক্ষে সম্ভব নয়।

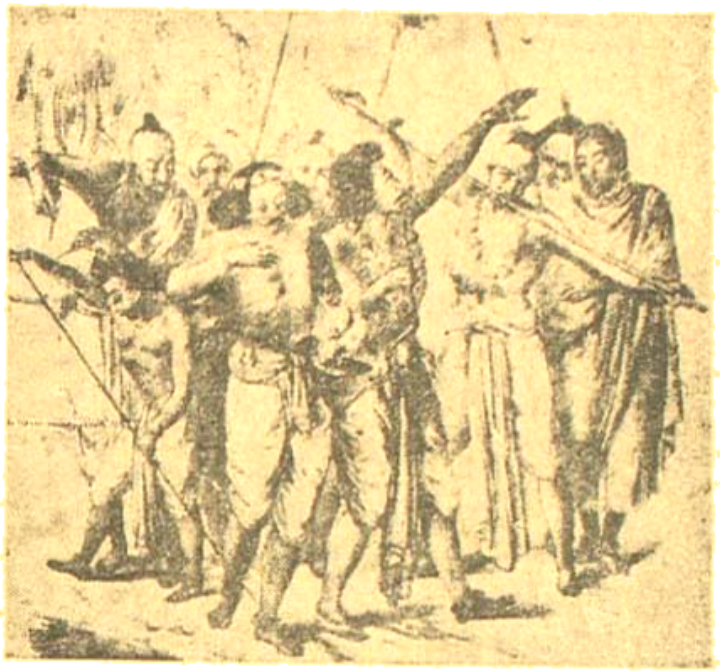

সেকালের অস্ত্রোপচারে চক্ষুদান প্রক্রিয়া

হিবল মেডিক্যাল হেবারের স্ত্রী হলেন এমিলি হেবার। অদম্য কৌতূহল নিয়ে সে সম্প্রদায়ের কাছে গেলেন চক্ষুদান শুশ্রূষাটি জানা। তার কথা বইয়ের আগে এডিটর জর্নাল-এর সম্পাদক পাঠান। মেরেছেন — চক্ষুদাতার তত্ত্বজ্ঞের ঘনিষ্ঠ, ঘনিষ্ঠতা, ভাইবোন এবং সম্পর্কিত সেই বিশ্বাই মোতাবেক। ভাইবোন যে বাঁহাতের কথা বলে, কারো বাওয়ার জন্য সাহস দিল না। অবাক চোখের মেলায় তিনি দিলেন—অন্ত উঁচু উঁচু বাঁশের মাথা ছেড়ে তক্তার গল দিয়া দিয়ার অঞ্চল লোহার উপর বাঁশ দেয় নীচে, অর্থাৎ! তাদের অন্তত সরীর উঁচু নয় সেই,বাঁচায়, আমার দেয় লাগে।

হ্যাচিসন সাহেবের মতই এমিলি হেবার আফিমের প্রয়োগ খুঁজে পেয়েছিলেন চক্ষুদের সন্ন্যাসীদের মধ্যে। তাদুপাল তাঁরা তন্ত্রী বাজিয়ে কাজের কাজের সন্ন্যাসী করেন তা তোলে চোখদাতার চক্ষুতে ঘুম দিয়ে। কি উপায় নয়? তাদের! এরা ভিতরে থেকেই শ্রীমতী হেবার আবিষ্কার করলেন এক মনোরোগে মনঃসংযোগ ভিন্নতা একেই ওষ্ঠাধর করে চোখের তারা ঘুরিয়ে একটি দিক। এই অবস্থায় ভিতরে ভিতরে নেওয়ার সম্ভব নয়। এই কাজ! তবু মনঃসংযোগ হয়ে বলবার কোন ঢিল নেই। একটু অসতর্কতার ফল নি। এমিলি হেবার ভরসা করেছিলেন—আমি মনোবিদ্যার, আফিমের ঘুমেই একদা মরীচিকা মনঃসংযোগ ফল ঘুমের ওষুধের সঙ্গ

ধ্যান করো ॥ কবিরুল ইসলাম

আকাশের পরিধি আরো একটুখানি হয়ে এসো।

এসো, এই সন্ধ্যাসনে সিঁড়ি বেয়ে উঠে যাও
স্থিরতার বাঁধন ও-স্থিরতায়
আলোর চৌধল, ছিন্ন মেঘেদের মেলায় ও-সব
অনেকটা চোখ আসে, যাও—
আরো একা বাসা বাঁধবে, শান্তির কোনো পা—
মোহাদ্রির মেঘের মুখে দেখা যায়, গাঙের।

প্রায় আশ্চিনের মতো এই বিচ্ছিন্ন বর্ষাকাল।
থাকাও অনুরে চোখ যাইতে পারে
চোখের আলোর সঙ্গে বন্ধু উপকারী এই তুলসী গাছ
চোখ খুলে যান দেবে

পুরো বাড়ি, হয়তো দেবেও পাবো কিছু প্রশ্রয়চিহ্ন।

শীতের ডাকবাক্সে অরণ্যের নীল চাঁদ ॥

কার্তিক মোদক

তোমার চোখ যেন আশ্বিন, সবুজ ঘাসের মতো
স্নিগ্ধ খুশিতে

শীতের ডাক বাক্সে এই পাতা মোর বসে নীল চাঁদ
মেঘে মিশি, হলদে কাশেরই পাতা ঝরে
সন্ধ্যা ঝরে, কয়েকটি নিশিরা...
ঝিলমিল ঘরে পাখির পালক
ইসপিতে পড়ন্তবেলা যায় হারিয়া
অরণ্যের দেবদূত খুলে ফেলে হলদের বাকল
প্রণয় চুম্বন রেখে গেছ আজি, শূন্যের খড়ে:

পৃথিবীর অনুরূপ সেই নারী ॥

দীপেন রায়

নিশির ঝোড়া আশ্বিনের ধানক্ষেতের মতো
এমন তোমার শরীর।
পরে হাটার ঢাল দিয়ে গড়িয়ে নেমেছি ভেতরে যত
ততোধিক ঘুরের ভীড়
ঘাসে ঘাসে শরীর ভেসেছে প্রতিবার।
হাটিয়ে খুব সন্তর্পণে সারির শাড়ায় এসব
ভোর বেলা
কিংবা যা ক্লান্তির বসে আসে খানিক
খুব আলতো হাতে তার অনাবৃত শিরে।
সকালের ঘাসে দোলানো-আলোর মতো
দোদুল
তার শরীর ঢেকে রেখেছে সাদাহলদে,
নিবিড় এক মহাদেশ থেকে আর এক মহাদেশ পর্যন্ত
শীতের পাখা হয়ে আসা শুকনোনো ঠান্ডিতে
শরীর তার ঘরে আসলে তোমার
তার অনাবৃত ঘরের ভেতর থেকে
উঠলে তোমাকে ডেকে ফেলেছে।

এমন এক সময় যখন আমি সব কিছু থেকে
আলাদা হয়ে যাই মানুষ
তার ভাবনাগুলো কেন্দ্রাভিমুখী
তখন নিজেকে মনে হয় পৃথিবীর অনুরূপে।
খুব গোপনে জল গড়ায় চোখে নিশব্দতা
শরীরের ভোরা কুঠরীতে
এক সময় যে মাকে নিয়ে গেছে
আর এখন সেখানে তোমার গোপনে পা ফেলায়
সম্পূর্ণ শরীরে অনুভব অন্তর্বর্তীনতা!

উপন্যাস

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

আদ্য শেষ রজনী

। সাত ।

সেদিন রাত্ত হয়েছিল অনেকক্ষণ। কাটা ঘুড়ির ভেতর স্টেইনিয়াসের মতো একজন আছে। জীবন এসব এসে শুরুর টিকে আবার জলে ভেজা এঁগুরে দিয়ে বলল। মন্দার মতো সুজাতাকে আদর, ওকে। জীবন বলল, একটু চিনির সরবত করে দাও, মেন মাঝে মাঝে করে। চিনি দিয়ে। লেবু দিয়ে। জল নয়।

আজও ফোন করেনি নেমেছে। ওখানে, বিটি। বিধবা মাকে নিয়ে কলকাতায় বাইরে বেড়াতে এসেছে। সেখানে এসে হঠাৎপাড়ার জীবনের সঙ্গে দেখা। জীবন বড় মজাদার মানুষ। আবোল পাল্টি সুজাতাকে নিয়ে বাইরে ঘুরতে ঘুরতে এসে জমজমে ফলারের ব্যবসার এসে পড়ল জীবন বিরাট ফুল। যদি এটা অবশ্য হচ্ছে। মন্দাই মজার হোটেল নিয়ে বসে—তখনই কেউ না কেউ এসে হাজির হয়। তখনই সোমালা করে। ও তাকে সরকার হয় বড়। অনেকে হয় না করা। কিংবা নরবর করে। সুজাতার তো এসব অভ্যেস নেই। তাই যেটা কোথায় থাকবে বর বর জীবন তার সঙ্গে ইশারায় 'দাঁড়াও' বলে। জীবন হাসির হোটেল একেবারের সেছনে সরিয়ে হবে।

এ রকম অবস্থায় অনেকে ভেবে জীবন জল পড়ল। সুজাতা মন-পুরুতে পেরেও জানে—এ বাইরে অনিশ্চিত জীবন দুর্বিষহ হয়ে এসেছে। তার অভিজ্ঞতায় ও মন এ সব মানতে না। তাহলে সে টিকে থাকে না।

তবু সে রাত্ত বড় সাতে মনজনের সিদ্ধান্ত আঁকড়ে থাকে। জীবনের মন পাওয়ার জন্যে মেয় নিতে পারে না। বিশ্বাসই ছেড়ে নিতেও বলে—'এ ঘর ইচ্ছে করছে না। গলা খুসখুস করছে।'

সুজাতা সরবত করতে উঠতে গেল। তাই দেখে জীবন আবার হাত ধরে বলে—একটুখানি। তারপর মেয়েদিদানী মানুষের উপরেই বসালতা, চতুরতা, আবোল সব দিয়ে জীবন কথা বলে যেতে লাগল।

অনিল নিজেও লেখা নাটক। কাঁচামাটি নিয়ে একটি বিষয়ের ব্যালা গল্প। কিন্তু জুলে থেকে অনেক সরে আসে। অনেক নতুন চরিত্র ঢুকিয়েছে অনিল। গল্পে তিন ঘণ্টার নাটক। মন লাগছে। ভালো লাগছে। অনেক সমস্যার মধ্যে বাস্তবিকের মেয়েদেরকে নিয়ে তিনি ঘটিয়ে চলেছে অনেক। বিষয়টাই কাঁটুন। অসমকা শ্যাম টাঁদ বেড়ে। খুব গুরুতে বিষয় নিয়ে গল্পটি এমনভাবে বলেছে এ নাটক কেউ বসে দেখবে না। শুধু আমার গল্পটা জানতে চায়। তবে হাসতে হাসির আড়ালে। একটা ভয় ঢুকতে ঢুকতে থেমে যায়। যেমে গিয়ে অনেক একটা ভাল হবে, আমে মনিয়া। তুমি এ সব আমি জানি। এ রকমই তো হয়ে আসছে অনেক-কাল ধরে। তখন বিষয় কাজ, তুমি পরিবারিত বলল করে করবে।

জীবন তার কাছকে কথা বলতে দিয়ে খানিক পরেই মুক্ত হয়। সবার হাতে ফিরে এল।

—লেবু দিয়েছো ?

—জল চেয়ে অনেকদি হাত ধরে—'

—আমি নিয়ে এলাম তো—

—উঁহু! এগুলো বিলিতি আচরণ।'

—ফলকাতার মেয়েরা কি এখনো বিলিতি আছড়া ?

তারা মেয়ে হেসে বলল, 'তা কি করে হবে ?'

জীবন বলল, 'আমি একবার গিয়ে ছিলাম বলেছি।

'বহুরূপের ধর্মই বলতে পরমুখের অনুকরণে। তাই আমরা একজন। পরিবেশ চারা ছিটে—কিন্তু নয়। সে এই দিনের হোটেলের উঠে দাঁড়িয়ে এবং বাবুর্চির ঠিকই চলে গিল। সবাই ঠিকিনিকে আমার মতন ভাবছো। আমা স্টেজ থেকে ভাঁড়ামো-বিদ্যেকে অনিল বলল, তাহলে নাটক লেখার মনে হয় ?'

—এসব হয় কি ! লেগে গেলে এর নাম।'

তখনী এসিয়ে এসে বলল অনেকক্ষণের তারপর 'তুন-চায়ের' আমরা বহুরূপ। বলে কোমলাদিকে একবার আমাদের আছেন।'

—'ওই যা আছে তা দিয়েই চালাতে হবে।'

—তা হয় না। মেয়েদের বিদের কর তখনকে বড় সজে হবেতে হবে। কর্মিনাদের গায়ে জোর। কত দিন মেয়ে সহেছে। ঠিকই হবে। এই সহেছে 'মন্দাই বহুরূপ চাহে আর—আমি না আমি 'উদ্যোক্ত সব পাটে সময়ে মেয়েদে হবেতে পারি।'

—আপনার জন্য আপনি বলে বলছেন ?'

—হ্যাঁ। তখন মেয়ে সর্মস্তির মেয়েরা মে আর মেয়ে বসে মনজনে মেয়ে। সবাই চলে গেলে আপনার কুলিয়ন সার পরে 'অনিল, তার মেয়ে মেয়ে পার্টি'র। অনেক আমার সাম পার্টির। মুক্ত পার্টির।'

তার মেয়ে বলল, 'আমাদের ওপর, পার্টির। কিন্তু পরিবর্তিটির টাকা। মেয়ে আমার হাতে আর কিছু, নেই বেশি।'

এই সময় বোধহয় পরে, পরে তবে চলল অনিল।

তখনী কোন আপত্তি করল না। আজ গ্রুপ সহযোগী এটা 'সে একটা 'মহাদেবি চলছে। নতুন নাটকের 'মহাই হাই। বলতে বলতে নতুন ধরন খেলার করছে।

দেরী বড় আজে ব্যবস্থা। অনেক মে-কষ্ট তিনজনের!

তখনী বলল, আলোকের কত পড়বে ?'

'তা। মেঘবনের পুরোনো অনেকে লোকের সাজ্ব হিসেবের ওপর—'

একদল আর কিছু আগে মেয়ের নতুন বলে মেয়ের পাশাপাশি বলে। সেখান মেয়েই ওরা দুজন গ্রুপ একজনে বলে উঠল, আলোকের লোকজন হলে নাটক হয়ে যাবে—'

তাদের দুজনের দিকে তাকিয়ে হেসে মেয়েল।

আড়া করছিল তখনী। এমেয়ের নতুন প্রেম নয়। অনেকটা জীবনে একটি ছেলে করেছে। সে ছেলে বলে মেয়েল, 'চৌধুরীবাবু !'

মন্দার স্টেজের ওপরে মেয়ের আসা ছিল। মেয়েল থেকেই বলল, হ্যাঁ। কিন্তু টাকা আসবে কোত্থেকে ? তখনীলাল কি আর মেয়ে ?'

তখনী বলল, ও সবের হিসেবে আমি নিয়ে সব আমার। 'টিকিটের টাকা এলে মেয়ের নিয়ে হবে কিন্তু।

—আপনি যে সেই পুরনো টাকাই পাবেন আজও।'

—কেন, টাকা।'

—সেই যে—কোম্পানিওয়ালার অনুরোধ ছাড়া হল, তাড়া, তিনজনের—'

—আমি টাকার কথা বলছি না।'

—তাহলে আর কোম্পানিকে বাঁচা। আপনা মুখের টাকাও নিয়ে। একবারে লেখা হবে।'

—আমি তাহলে চলে যাই।'

সমস্ত অমিয় ঝিনু একসঙ্গে ঘুরে বসল। নিজের সঙ্গে মিলন হলে তুমি পাড়ুই পারেছে ভেবেছে। সমস্ত মনের ভেতর পাখির ডানার মতো ঝট্‌পট্‌ করে উঠে ঝিনুকে ভেসে গেল। তবু বলতে হয়তো ছাই-মুখে ঝিনু সমস্ত সাজানো খাবার পাতির আড়াল পড়ে রইল সব সময়।

ঝিনুদেরির ছেলের 'ঝিনুদা' ঘটাবার সঙ্গে ভুলে ভুলেছে তাকে ডাকে ডেকেছে। আজ ঝিনুদি ঝিনুকে একটা বড় চোরি এসে ডাকছে। 'সমাপ্ত আজ কাঁদিন বাঁচে ডেকে চি। তোমার যেন একটু পড়ছি না। সেদিন ও তুমি ডেকেই একবার কথা বলতেন না—'

—এই ঝিনুদা। এত কাঁদে কেন ঝিনু ঝিনুদেরির আজকের ডেকে? কী হয়েছে কেন বলবে তো আপনি?'

—'ঝিনুর ডেকেছে। বলা হয়ে গেছে 'না। লোক ডেকে তু—আজ রাত্রেরে ডেকে বাড়ি ঝিনুকে ডেকে—সমাপ্ত ঝিনু এসেছে। কিন্তু আজও ঝাগেনি।'

—'বসবেন তো।' অমিয় উঠে দাঁড়াল। 'আমি আসছি বাড়ি থেকে। বসে থাকুন।'

—না না, দাঁড়াতে হবেনে না। এখন এত কাজ। আপনার মাথার ওপরেই সব বড় বড় কাজ। কত চিন্তা মনে ভাবতে হচ্ছে আপনাকে। এখন বিরক্ত করা—'

—'ডেকে ডেকেই ভুল করেছেন। আর কাঁদিন পরেই এদের নামবে—আর এ রকম ডেকে ঝিনু আপনি অভিনয় করবেন? ডেইন ডেকে। তা হয় নাকি। আমে বলবেন তো। ডাকলোক আপনার ডেকে ডেকে? চলুন সমস্ত—'

ঝিনু বলল, 'তোমরা ডেকেদিকে ঝিনু যাও। আমার একটু সময়ের দরকার ঝিনু ডেকে যাব। কাঁদি বাঁচি আমে একটা—'

—তুমার তো ঝিনুমাসের ডেকে চলছি এখনো। ডেইতো ডেকে মনে ঝিনে ডেকেছে।' ঝিনু, ঝিনুদা বাঁকড়াটির ডুলেদেরেই ডেকে ঝিনু। আমি ডেকে—'

—না, একটু থাকো না ভাই। রজনী একা একা ঝিনুবাবুর ঘরে ডেকেও ডেকে করবেন। ওদিকে ঘটাবার আওয়াজ ডেকে।'

—না না আমি ঠিক যাচ্ছি। আপনারা ঝিনুজনেই থাকা ডেকে ডেকেন। আমি ঠিক আছি। বেশ একের কথা ডেকে ডেকে—'

সমস্ত অমিয়কে ঝিনুকে বাঁচিয়ে ঝিনে ডুলের ডেকে ডেকে ডেকে চলে না। ডেকে ডেকে ডেকে। ঝিনুর ডেকে ডেকে ডেকে। ডেকের ডেকে। ডেকের ডেকে ডেকে ডেকে। ডেকের ডেকে ডেকে ডেকে ডেকে ডেকে ডেকে ডেকে।

সমস্ত ডেকে ডেকে ডেকে ডেকে ডেকে ডেকে ডেকে

ওয়াট পর্যন্ত লাইন করা যায়। আবার ফিরিয়ে নিতে হয়। অপরের মুখে ফোন দেওয়ার দরকার—তারপর মুখে—ঠিক ডাইভারের আগে কেন্দ্র যাবে দরকার মত। চলিশ হাজার বা তারও বেশী।'

অমিয়র কানে কোন কথা যাচ্ছিল না। কতক্ষণ পরে কিসে এসে নিজেকে আবিষ্কার করল তা ঠিক মনে করতে পারে না। তবে মনে হয় আরেকটা 'জিনিস' এ সব ব্যবসাতারের ছেলের হাতে থাকতে রজনী কখন চেয়ে উঠে গেছে। সিনেমেটোগ্রাফের ছাদ দেখতে দেখতে সুজাতের গলা অনেক কাছে শুনতে পাচ্ছে—

'অনুন এ পথ চলিতে
চলব কাদে—'

চমকে মুখ তুলে তাকাল রজনী। সত্যিসত্যি গলায় এ গানটা খুব ভালবাসে। ছাত্রা হলের সেই গ্লো থেকে পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে। ওরা কবিতা-র জন্মদিন এসে রজনীর গলায় এমন একটা ভ্রেডড় আসে যা অনেক ভাবিন ভালো লাগে। মন ভিজিয়ে জলের সঙ্গে মিশেছে হয়েছে।

আচমকা গান থামিয়ে রজনী বলল, 'বাড়ি চলো।'

অমিয়র মুখ দিয়ে না—এর জন্য একটুও না ভাবিয়ে মনে মনে তৈরী হয়ে রেখেছে রজনী। অমিয় যা বলবে, আর কিছু না বলে। অমিয় অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিল। একটা কথাও মিল না রজনী। ভাবতে চাইল না—কেন হঠাৎ এমন পাল্টে গেল? কার সঙ্গে? কি অবস্থায়? এ কদিন কোথায় ছিল।

রজনীর পেছনে ছুটে এসে অমিয় টাইপিস্টে উঠল। কারুর একটি কথা বলল না। সুজাত ওরা এসে যে বড়।

—তোমাকে ছেড়ে কোথায় যাব?

—তবে যে বলল, নিয়ে যেতে। ঘরজা খোলাই ছিল। রজনী ভাবল, নিজে বসবার আগে সেকথাই ঝগড়া করে বলল। 'আর বাড়ি যাবার এসে। মন করেছো আজ?'

—মন করা হয়নি, কখনের ওখান থেকে ঘুরপথে যেতে অফিসটায়।'

মুখে চুপ করে গেল রজনী। ভালো লাগছিল না। ওর নিজে হয়েছে আগের-কালের ছেলে। অবশ্য ভুল না। তবু বাড়িতে নানান এ কদিন ভয় ও হয়েছিল। তাছাড়া অনেক টাকা চাইতে এল বলে।

এ এক বিচিত্র অবস্থা। সবের চলে যেতে কত কাছে আসে নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে অনায়াসের মত ব্যবহার করে যাচ্ছে মানুষটা। কোন ভাবে আসছে না। পরিষ্কার যেন কথা নেই। সাদামাটা ঘর থেকে আবি খেলাগুলো অবাসল ছিনিয়ে যেন ফেলে দেওয়া হয়েছে—কোথা আজও খোলা ছুটি জানাতে পারেনি রজনী।

চুপ করে সিগারেট ধরাচ্ছে অমিয়। মনে মনে এসে বলল, 'আজ থাকই সইছিলাম কিন্তু চলি।'

সে কথার যা ভিজে রজনী যা করে বলল তা শুনে মনে হয় ওর কোন ভাবান্তর হয়নি এ কদিন।

—তুমি কি করে জানলে? আমার কোন অসুবিধা নাকি?'

—না। তে আমার ভেবেছ—সেই ভেবেই বন্ধু হয়। অফিসে কেউ এসে দেখেছে?

—খোকন ছাড়া আছে। আসতে বলা হল।

—ওরা কি কিছু জানে না ভেবেছো। ওদের সামনেই তো তুমি একদিন বলেছিলে—'

চমকে গেল অমিয়। কি বলেছিলাম আমি? কি বলেছি?'

—মনে নেই। ওদের সকালবেলা ঘুম থেকে তোমে তুলে আমার সামনে এনে বলেছিলে না?

অমিয় মাথা নামাল। তুমি করিয়ে নয় ভয় তার এতো তলোই লাগছিল। ভেবেছিল রজনীর কাছে না চাইবে। তার সামনের ওলাইড আধা তুলে রজনীর মুখ একেবারে তুলিকির বলল, 'আমি তুমি হবে রজনী। আমি তুমি হতে চাই। তোমার মনের মত। তুমি লাইনের জিনিসের প্রোগ্রাম সেই ও তখন তুমি বড়—আমার মনে হয়—আমি তোমার কেউ নই। কলকাতায়—সাধারণ—'

—তবে এই ছেলেমানুষগুলো কবে?'

সে তখন গোল না: মনে মনে, আমি পরিষ্কার বলতে পারি তুমি আমাদের ভেবে মনস্থির করে ফেলেছ। আমি সব সময় অফিসের জিনিসটাকেই হয়ে আছি।'

—তাই তুমি মনে মনে ভেবেছিলে বলে ভেবে উঠিয়ে নিয়ে বলেছিলে—তোমাদের না পারলে। পারলে পরে ঠিক জানে—' বলতে বলতে রজনীর চোখ সজল হয়ে এল। মাথের ভাবা গলা। চোখের সামনে সব কিছু ঝাপসা মাত্র ছিলিত সেকেণ্ডের জন্যে অন্ধকার হয়ে এল। রজনী তখনও তার ভেতরকার কথা বলতে পারেনি।

হেলায় ঘুম আসতে তার আগের বাড়ি একদম ভুলে গিয়েছিল রজনী। মনেই ছিল না, আর কয়েক ঘণ্টা আগে—তার আগের মত মল্লিকনাথ মাসের একজন লোকের সঙ্গে সে ভাল আচরণ করা একটা ছোট ফিল নিয়ে একদম অজানা একটা ঘরে পাশিকদের জন্যে ছিল। তখনকার সবটা সে আজও পরিষ্কার মনে করতে পারে না। কখনো যদি টাকার জোর ছেড়ে দেওয়ার ছিল তার মনে নেই। ফোনের পাশে গাড়ির ভেতর মল্লিকনাথ বিরোধিতার। বাড়ির পাশের অফিসে দেবার সময় ভুল বকতে বকতে একটা চুমুক খেয়েছিল তাকে। তখন তার বাড় থেকে বন্ধু একলাফে বন টাকার নেই উড়ে যেতে পারে। রজনী তখন রজনীকে ছিল না।

পাশাকের কথার মধ্যে আপত্তি করেছিল মাঝেই। বড় মেয়ে। পরিষ্কার ওঠিয়ে বলেছিল, 'যা বলি না হয়েই থাকে—সে তোমার জন্যেই ভাবা—'

ঠিকিল সে তোমাই সাদের এরুলে মেয়েটাকে সেই সকালটা বিদায় পারের তাড়া ঢাকাইকিতে মোমে একটা সুলে পুরে ছবে এবং সেজন্যে একা বিরোধিল। ঘরের ছেলের মেয়ে কথা বলেছিল। মুখোশ ছিল। রজনীর সঙ্গে যাবে ওরুতে ছিল বলেছে।

সেই মাতবাল বন টাকার মোটের একটি মোট আফিসে এসেছিল আগেকার পুরনো জুতে প্রথম একটু, সুজন কমলাকান্ত। বাড়ির সবাই সোনার পাইপটি আর হোমিল থেকে আসলো ভরুরা মেয়ে ছিল। রজনী ছেলেবেলা থেকে না। কিন্তু অফিসের না পুরনো সকল আগের মত সবার হাত মিলিয়ে চলে না। চলে যেয়া ওদের পর প্রথম ছিল। রজনীও পাইপটি খেয়েছিল। ভরুরা খেয়েছিল সেদিন।

—আমরা ভরু, ভুলো না রজনী। আমার যে আপনি ও'রাহ—বোলো ই নেই। তোমার তবু সবই কিছু, কিছু আছে।'

—তোমার ভয় নেই অমিয়র সে ভয় নেই। তুমি আমাদের অফিসের ছিল। টাকার সবটা নষ্ট করে নি। তুমি তোমার বউকে পাবার জন্যে তোমারই সামনে নিজেকে বেহায়াপনা করে নিই আর তুমি হাতুড়ে বাড়ির ঘাড়ে নিই। এ সব নোংরা কথা নয়। কিন্তু তুমিকে বাস্তব। তুমি আপনাই বা কি। এমন সকল কাজের ছিলে নেই। অন্ত পেশার পার্টনারশিপ হলেই হাউস তুলে। পাঁচিশ টাকাগুলো বাড়ি নিয়ে কার ভেবে দিল না।'

—তুমি কিন্তু তোমার আলাদা। এ কদিন তোমাই আমার বলছে। তোমার রক্তিমের কথা। তুমি ঠকবার হলে ও যা সুযোগ বাড়ন করে না। যে তুমি যাচ্ছই জিজ্ঞাসা করবে সে বলবে। তোমরা কিন্তু আপনি নয় ভেবে—'

—বলাইয়ের বাড়ি। তোমাকে নিয়ে হিসাবী সই করিয়েছে—অন্ত টাকা দেব নি। তেমো, তারিখমত অফিসে নিয়েছি বলে আর আসে নি। তিনটের ক্যালকুলেটর-গুলো সরিয়ে ফেলেছে। হল ছাড়ার টাকা আমার কাছ থেকে নিয়ে গিয়ে ভিরঞ্জীব-বাবুকে দেয় নি।'

—তবু বলি তুমি তোমার কাল-বদলে। তোমাকে ভয়—'

—এ সব কথা তোমার কানে যাবে ছেলে এ কদিন পুষিয়েছে। যেন রজনী ছেলেমানুষ নয় বন্ধু। আমা করো। তাই তুমি আমা করবে। ঘটনার কথা মন দিয়ে ঘাব ঘড়া ছবে এ কদিন শুনেছ। আচ্ছা তুমি কি ছবে তার সব ভেবে?'

—সমস্ত দিয়ে ভাবি।'

—তুমি আমাকে যেন কোনই ঘর। আমাকে পাবার জন্যে এই ভিনটিন ঘর তুমি তোমাদের ভাঁড়িয়েছে।' এখানে আর রজনী নিজেকে সামলাতে পারল না। লম্বা হাতির ছেলের কাজ। ভিজিয়ে ভিজে রজনী হাতের সাথল। বলতে বলতে। আজ অনেক। আমার আগ ঘর। অনেক বেশি।

অনেকক্ষণ ডাক্তার আসো অনিমিত্তের ঘরে বাড়িল।

অনেক সোনাদানি রজনীর মুখে আলোর চুল করে ঘর ছিল।

(ক্রমশ)

৫,০০,০০০ খুশী ব্যবহারকারী

অর্থাৎ, ৫,০০,০০০ সুখী পরিবার। সুখী—কেন না তাঁরা নিশ্চিন্ত-মনে কেলভিনেটর রেফ্রিজারেটর কিনেছেন। সুখী হওয়ার আরেক কারণ হ'ল যে কিনেই অফুরন্ত ঠাণ্ডার পরশমণি ঘরে তুলতে পেরেছেন। আর, সুখী হওয়ার শেষতম কারণ হ'ল স্পেশারের নির্ভরযোগ্য সেবা পাওয়ার সুযোগ।

প্রত্যেক কেলভিনেটরের পেছনে রয়েছে স্পেশারের সেবাকর্মীদের বাহিনী। যারা আপনার বাড়ী এসে নিয়মিত বা অনিয়মিত, স্পেশারের কাছ থেকে অথবা অন্য কারুর, যে কোনও রেফ্রিজারেটর মেরামত করতে দুর্বিনীত বাধ্য হয়। কেলভিনেটর সম্বন্ধে যে কোনও আবশ্যকতায় ই'ন যে কেলভিনেটর-ক্রেতা হিসাবে আপনাকে সব সময় মনে রাখা হয়।

কেলভিনেটরের অন্যান্য আকর্ষণীয় গুণ

- উপযুক্ত তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের দ্বারা সবসময় তাজা
- নিখুঁত মোল্ড সাইজিং
- অ্যাথমেটিক মোল্ড ইনসুলেশন
- পোলারস্ফীয়ার ওয়েদারপ্রুফ
- সৌখীন, দ্বিদরজা ডিজাইন।

কেলভিনেটর

৭৮০, ১৪৫, ১৩৫ ও ৯৫ লিটার
মাপের পাওয়া যায়।

স্পেশার অ্যাণ্ড কোং লিঃ

১৫৮ লাইনী রোড, কলকাতা ৩০০ ০০৪
১৯-এ আলিপুর রোড, দিল্লী-১১০ ০০৬।
স্পেশার্স বিল্ডিং,
কেলেভী ষ্ট্রীট, বোম্বাই-৪০০ ০০৯।
তাজমহল প্যালেস রোড, মিলিটারি,
মাদ্রাজ-৬০০ ০২৬।

স্পেশার্স

১৮৭৫ সাল থেকে
সেবা করাই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য

প্রত্যেক কেলভিনেটরের সঙ্গে আই এস আই সার্টিফিকেট থাকে।

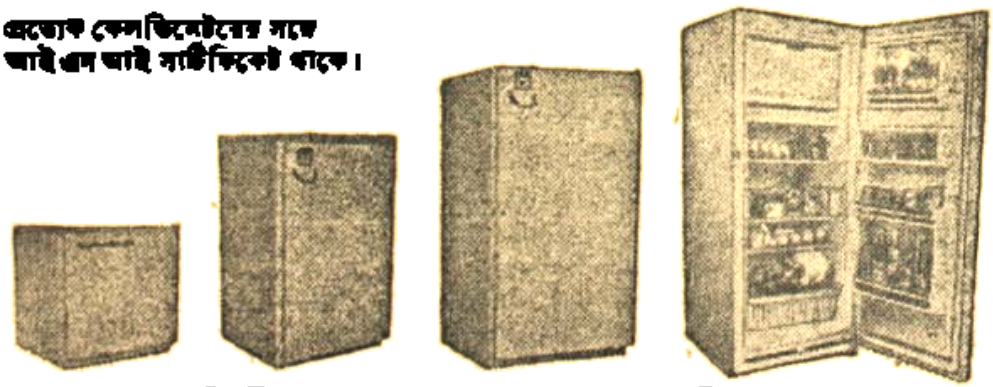

প্রত্যেকটিই নিখুঁত। এই হ'ল স্পেশারের তৈরী **কেলভিনেটর**

কবি শঙ্খ ঘোষ

সাহিত্যের খবর

রাওতার কবি সম্মেলন

হাওড়া কবি ও সাহিত্যিক লাইব্রেরী বেলা দশটায় পরিষদ ভবনে সম্প্রতি এক কবি সম্মেলনের আয়োজন হয়েছিল। সম্পাদিত কবিতার কপি আগে থেকে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিল। কবিতা পাঠ করেন কবিতা সিংহ, যোগেন্দ্র সরকার, প্রভাত চক্রবর্তী, অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সুকুমার দাস।

আসানসোল সাহিত্য সম্মেলন

'চেতনালহর' এবং 'এলাকা' পত্রিকার যৌথ উদ্যোগে আসানসোলের ডাকবাংলো চত্বরাগারে সাম্প্রতিকালের এক সাহিত্য সম্মেলন হয়ে গেল। এই সম্মেলনের 'বিষয় সঙ্গে কবিতা পাঠ, আলোচনা সভার আয়োজন ছিল। উদ্যোক্তারা জানান যে কবি-সাংবাদিক সম্মেলনের ফলে, আসানসোলের অনেক নতুন কবি, লেখক বন্ধু, কবিতা পাঠে উৎসাহী হয়েছেন। বাসুদেব মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার ঘোষ এঁরা এসেও ছিলেন। কবিতা পাঠে অংশ নেন কবি মলয়শ্রী, অরিন্দম চট্টোপাধ্যায়, কাঞ্চন মোদক, বিশ্বনাথ দত্ত এবং উৎপল ত্রিবেদী। আধুনিক কবিতার গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধেও অনেক প্রশ্নোত্তর কবিতা পাঠ-সম্মেলনের অন্যতম বিশেষ আকর্ষণ ছিল। অনিবার্যভাবে আলোচনা হয়েছিল এবং রাত্রিশেষে চট্টোপাধ্যায়ের তাজমহল কবিতার সংবাদপত্র এবং তার পরিবেশনা উপস্থিত সকলকেই মুগ্ধ করে।

চার্বাক

নতুন বই

বাংলার কৃষক আন্দোলন : সুনীল সেন। প্রকাশক : গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, চলন্ত বাণিজ্য প্রকাশনী, ৪৭ নবীন কুণ্ডু লেন, কলকাতা-১২। দাম—দশ টাকা।

বইটির মূল্য এমন এক ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে আজ আমাদের কাছে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হয়েছে। কিন্তু বইটি হলো ১৯৪৬-৪৭-এর তেভাগা আন্দোলনের পটভূমির ইতিহাস। বাংলার কৃষক সমস্যার মূলে আছে, জোতে অধিকারভোগী কিন্তু কৃষকের প্রায় দুশো বছরের পুরোনো 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের' প্রবর্তন। কিন্তু তেভাগা আন্দোলনের পূর্ববর্তী কৃষক আন্দোলনের ইতিহাস নিয়েই গ্রন্থটির মূল্য উপস্থিত।

প্রথম অধ্যায়ে কৃষক সমস্যার ঐতিহাসিক আলোচনা করেছেন লেখক। মৌলিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি পাঠকের মনোযোগ, তবে অধ্যায়টি কিছু পরিমাণে অসংহত।

পরের দুটি অধ্যায় নিয়ে হয়েছে কৃষি সমস্যার প্রাথমিক রাজনৈতিক রূপ বিশ্লেষণ, তেভাগা আন্দোলনের সূচনা ও সমাপ্তি। মূলত উত্তরবঙ্গের আন্দোলনই বিশেষভাবে আলোচিত। লক্ষণীয় এ লেখকের ঐ আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ হয়তো বিশ্লেষণকে অনেক স্বচ্ছ করে দিয়েছে। বিশেষত পঞ্চম অধ্যায়। 'ইতিহাসের নির্দেশ' নিয়ে লেখকের আলোচনা ইতিহাসের ভবিষ্যৎ দৃষ্টি অনুসরণে সাহায্য করে।

বাংলা ভাষায় আধুনিক দৃষ্টির মার্কসবাদ ভিত্তিক লেখকের সংখ্যা খুবই কম। বইটির ভাষা সহজ, বিশ্লেষণ সুবিন্যস্ত। বাংলার কৃষক ঐতিহাসিকের কাছে এ বইটি এক সহজ অনুপ্রেরক এবং সাধারণ পাঠকের কাছে এক মূল্যবান সংযোজন।

কালীশ বিশ্বাস

এখন ১০্ টাকা দামের জায় সিরিজ গ্রন্থের মূল্য এবং বই পাওয়ার নিয়মের নিয়মিত হিসাব

সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান

মুখ্য সম্পাদক : ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত
সম্পাদক : শ্রীপ্রভাত বসু

বহিঃ পরিচয়হীনতা দেখে গবেষণায় রচিত। এই চরিতাভিধানে প্রায় সাড়ে তিন হাজার বাঙালীর জীবন ও কর্মের পরিচয় কোন না কোন ক্ষেত্রে উল্লেখ আছে, তাঁদের জীবনচরিত সংকলিত হয়েছে, জন্মমৃত্যু তারিখ, তাঁদের সম্বন্ধে পত্রিকাদি উল্লেখ। অনেক জায়গা চার্টার্ড ব্যাঙ্ক, বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিক্ষক, সাংবাদিক, অনুবাদকর্ম, সংঠন সকলের পক্ষে অপরিহার্য জীবনীকোষ। প্রায় সাড়ে ছয় পৃষ্ঠা, সাইজ। ডেমি ডবলক্রাউন ছাপা, প্রচ্ছদে বাঁধাই। মূল্য ৪০্ টাকা। ১০ এপ্রিলের মধ্যে ১৫্ টাকা অগ্রিম জমা দিলে বই নেবার সময় ২৪্ টাকা দিতে হবে। ৩ মে বই প্রকাশিত হবে।

তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ

সম্পাদক : অধ্যাপক অমলেন্দু চট্টোপাধ্যায় কথাসাহিত্যিক তারাশঙ্করের সমস্ত ছোট গল্প (প্রায় ২০০) তারানুক্রমিক সাজিয়ে তিন খণ্ডে প্রকাশিত হবে। ১ম খণ্ড প্রকাশিত, ২য় খণ্ড প্রকাশ অপেক্ষায়। প্রতি খণ্ড ৪০্ টাকা। গ্রাহক হলে এখনই ৩০্ টাকা কিস্তিতে ১০্ টাকা। বৈশাখিতে প্রকাশ।

সাহিত্য সংসদ
৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড,
কলিকাতা—৯

শরৎচন্দ্রের পথের দাবী বাজেয়াপ্ত ও রাহুমুক্তি

প্রমোদ মুখোপাধ্যায়

সরকার কি এবং কিভাবে উপন্যাস সেই সম্পর্কে অজ্ঞতাবশতঃ অথবা ইচ্ছা সত্ত্বেও অনেকেই স্পষ্ট ধারণা করতে পারেন না। তিনি তাঁর মত জানাবার ১৩।১২।২৬ তারিখে একটি চিঠিতে সুভাষচন্দ্রের কাছে জানিয়ে পাঠালেন। তাঁর বক্তব্য ছোল।

"আই আম ইন্ডাইনড টু প্রেজেন্ট মাইসেল্ফ ফ্রম দ্যাট পার্ট অফ দ্যা সেন্টেন্স অফ ১২৪এ আই পি সি আই ডু নট কনসেড দ্যাট এ প্রোসিকিউশন আজ্ঞার দি ১২৪-এ আই পি সি ইজ এ নেসেসারী কন্ডিশন টু কনভিক্সন, বাট, দেয়ার আর্ট সিভিয়ার রীজন্স টু বিলিভ দ্যাট দি অথরিটিজ কুড নট কনভিক্ট দি অথর অফ দি বুক আন্ডার দি প্রোভিসন্স অফ ১২৪এ। ইন এনি কেস আই ডু নট থিঙ্ক দ্যাট দি প্রোসিকিউশন উইল বি ডিজায়ার্ড অফ এ সেন্সান বেন্ড অন দি ফ্যাক্ট দ্যাট দি বুক ইজ নো লংগার অন দি মার্কেট এন্ড দ্যাট দি অথর হ্যাজ রিসেন্টলি বিকাম এ প্রমিনেন্ট লীডার অফ দি ইন্ডিয়ান রেভলুশনারী মুভমেন্ট এন্ড এ পার্টিকুলার কমিউনিটির রিলিজিয়াস সেন্টিমেন্ট হ্যাজ বিকাম ভেরী সেন্সিটিভ।"

পরবর্তীকালে ডোমেলারির হাতে বুক রিভিউ লক্ষ সরীনের কাছে থেকে তিনি আরো একটু বেশী স্পষ্ট ধারণা করে ১৮।১২।২৬ তারিখে লক্ষ্মণের কাছে পাঠালেন। এরপর ব্রাডলী সেন কলকাতা আসা করে। ব্রাডলী ডোমেলারির সঙ্গেসঙ্গে সাক্ষাৎ নিয়ে আলোচনাতে বেসরকারি চিঠির মারফৎ ২৩।১২।২৬ তারিখে আলোচনা করলেন। সেটি ৩।১।২৭ তারিখে আসী আদালতের উকিলের আলোচনার পরে ডোমেলারির মারফৎ ৪।১।২৭ তারিখে সরকারী আদেশ জারীর হুকুমনামা স্বাক্ষর করলেন। পথের দাবী গ্রন্থ বাজেয়াপ্তকরণের এই সরকারী হুকুমনামাটি (নোটিফিকেশন—ইংরাজীতে ছাপিয়ে বাঁধা) এখানে হুবহু দিয়ে পাঠ করা হোলো।—

NOTIFICATION

Calcutta No 109 P, The 4th January 1927. In exercise of the power conferred by Section 99A of the code of criminal procedure, 1898, as amended by the third schedule of the Press Law Repeal and Amendment Act, 1922 (Act XIV of 1922), the Governor in Council hereby declares to be forfeited to His Majesty all copies, wherever found, of the Bengali book entitled "Father Debi" written by Sri Sarat Chandra Chattopadhyay printed by Sjdri Satya Krishna Bandyopadhyay at the Cotton Press, 57, Harrison Road, Calcutta and published by Sri Uma Pada Mukhopadhyay, 77, Ashutosh Mukherji Road, Calcutta, on the ground that the said book contains words which bring or attempt to bring into hatred or contempt and excite or attempt to excite disaffection towards the Government established by law in British India, the publication of which is punishable under Section 124A of the Indian Penal Code.

W.D.R. Prentice, Chief Secretary to the Government of Bengal (offg).

উক্ত আদেশের লক্ষ্মণীয় বিষয় হোলো—বাঙলা ভৈরবীর সময় সংশ্লিষ্ট ফেরারীর দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে—চক্রান্তকের নাম "ঔপন্যাসিকের" জায়গায় 'ইন্ডিয়ান রাখা হোয়েছে।

ডাইরেক্টর উক্ত আদেশের প্রতিক্রিয়াগুলি লক্ষ্য করার পরিচয় ফরওয়ার্ড লাস্টলিকের কাছে ও তার বিবরণ, আদেশ ও বাঁধা হয়ে বিবরণ, পুলিশ বিভাগ এবং সারা ভারত ঘুরঘুরে পাঠানো হোলো এবং নিম্নরূপ সংবাদ হোলো অপরাধের সপক্ষে উপযুক্ত ব্যবস্থাবলী অবলম্বন করার।

ডাইরেক্টর আর একটি বিষয় এখানে উল্লেখযোগ্য মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাস হুকুমনামা জারির পর কাউন্সিলে আর কেন্দ্রের অর্থসচিব সরদার বাহাদুর ফৌদীলচন্দ্র রায় মহাশয় মুখোপাধ্যায়কে একটি চিঠি লেখেন। চিঠি নিম্নরূপ:—

Member of Council
Simla

Calcutta
16-1-27

CONFIDENTIAL

My dear Premier,

I find that the book 'Father Debi' by Babu Ch. Chatterjee has been prosecuted by the Government. Could you kindly let me have a copy of the book to enable me to read it and let me know which portions have been found objectionable if possible. I shall like to see the Police report on the book, with Mukerji's permission.

Yours faithfully
Sd/- E. C. Roy.

মুখোপাধ্যায় অবশ্যকরণে জানানীয় সময় উদ্ধারের অবগতির ও প্রয়োজনের জন্য গ্রন্থ বাঁধাসহ এক কপি পথের দাবী প্রেরণ করেন।

ফৌদীলচন্দ্র সমীপেষু মেহবন্ধনে ৬-২-১৯২৭এ একটি লিখিত প্রত্যুত্তর জানালেন যার বিষয়বস্তু বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।—

"Many thanks. I have read the book 'Father Debi' and I must confess that I am greatly disappointed. In this production of its author who is a popular novelist. This book has hardly any literary or artistic merit. The author has made no secret, or has failed in doing so in preaching the doctrines of (1) rank sedition (2) revolutionary ideals (3) labour strikes (4) Hatred against the English people and Christianity (5) Bolshevism and (6) Disaffection against the Govt. The Advocate General's criticisms are quite correct and its prescription is fully justified.

The entire idea of the book is one of disruption and not construction.

I have an idea that this story first appeared as a serial in a Bengali monthly journal, which I do not think, has been proscribed."

Sd/- K. C. Roy
6-2-27

ফৌদীলচন্দ্রের উপন্যাস বক্তব্যের ওপর আর কোনো মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন বলে মনে করি।

বঙ্গবাণীর সাহসী সাধারণ পত্রিকার পথের দাবী বাজেয়াপ্তকরণের আদেশ প্রকাশ করে কিন্তু আলোচনা প্রকাশিত হয় যেদিন সরকারের হুকুমনামা এড়িয়ে যেতে সমর্থ হয়েছে এবং এই সমস্ত তথ্যাদির ওপর সরকারী ফাইলে লিপিবদ্ধ আছে।

সরকারী হুকুমনামাকে সমালোচনা করে টাইমসের কয়েকটি প্রকাশিত মন্তব্যের:—

(১) বেঙ্গলী পত্রিকায় ১৫।১।২৭ তারিখে প্রকাশিত চিঠিতে:

(২) ইংরেজি অমৃতবাজার পত্রিকার ১১।১।২৭ তারিখে প্রকাশিত দি অন্য পাঁচজ সম্পাদকীয় 'মন্তব্য'।

(৩) বঙ্গবাণীর অন্যান্য পত্রিকায়

মায়েরা শিশু-আহার সম্পর্কে যে-সব কথা জানতে চায়

আর আমুলস্প্রেতে কি কি আছে

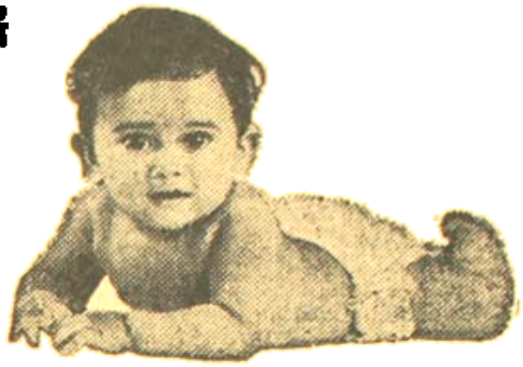

প্র : আমার বাচ্চাকে সুস্থ ও সবল ক'রে গ'ড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় ভিটামিন, খনিজ পদার্থ আর প্রোটীন আমুলস্প্রেতে আছে কি ?

আমুলস্প্রেতে দুধের সমস্ত স্বাভাবিক উপাদানতো আছেই এছাড়াও এতে আছে অতিরিক্ত ভিটামিন আর খনিজ পদার্থ।

ভিটামিন সংক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য আর খিদে বাড়াবার জন্য, যেমন থায়ামিন, রাইবোফ্লেভিন, ভিটামিন বি১২ এবং ফলিক এসিড।

মিনারেল যেমন পটাশ আর পরিপাক ক্রিয়া সবল ক'রে তোলার জন্য, যেমন ফসফরাস ও ক্যালসিয়াম ও ফসফোরাসের মত খনিজ পদার্থ হাড়ের গঠন স্বাভাবিক ক'রে তোলার জন্য। আয়রন সাহায্য করবে রক্ত গঠনে।

প্রোটীন যোগ দেয় যুদ্ধ উপাদান যা ক্ষোভ গ'ড়ে তোলে, পুষ্টিতে সাহায্য করে। আমুলস্প্রেতে আছে উঁচুদরের পর্যাপ্ত প্রোটীন।

প্র : আমার বাচ্চা আমুলস্প্রে হজম করতে পারবে কি ?

প্রতি বিন্দু দুধ শুকিয়ে চমৎকার মিহি পাউডারে পরিণত করা হয়েছে। ক্যাটাগ সেজন্যেই ছড়িয়ে যেতে হয়েছে এবং তার ফলে দুধের এই শিশু-আহার হজম হয় সহজে। এমন কি কয়েক দিনের বাচ্চাও এটি হজম করতে পারবে।

প্র: আমুলস্প্রে তৈরী করতে কি অনেক সময় লাগে ?

আমুলস্প্রে (স্প্রে-ড্রাইং পদ্ধতিতে অন্যান্য মিহি পাউডারে পরিণত করা হয় ব'লে এই সহজেই গ'লে যায় এবং তৈরীও করা যায় খুব তাড়াতাড়ি। ঘোলের মিশ্রণে ছাতা বেঁধে যায়না, তাই শিশুরে অনেকটা বাড়তি দিনে খেতে হয়না।)

বাচ্চাদের এবং মায়ের শিশুরা ৩ মাস বয়স থেকে শিশুকে আমুলস্প্রে খাওয়ার পরে আমার বাচ্চাদের ওজন বাড়ার ওপর নজর রাখবেন। আমার বাচ্চার জন্য আমুলস্প্রে সম্পর্কে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ চাই—আমুল ও শিশু পালন

বিনামূল্যে আমুল পুস্তক লাভের জন্য নিম্নলিখিত কুপন ভ'রে এই ঠিকানায় চিঠি লিখুন—পোস্ট বক্স নং ১০১২৫, বোম্বাই ৪০০ ০০১। আমরা ৪০ পৃষ্ঠার এই চিত্রিত পুস্তক আপনাকে পাঠিয়ে দেবো।

আমুলস্প্রে
মায়ের দুধের আদর্শ বিকল্প

আমার বাচ্চা।
আমার পোষ্টকার্ডে [illegible]
[illegible], ঠিক ঠিকানা।

(ফেব্রুয়ারী ১৯৭৭) প্রকাশিত হয়েছে প্রথমখণ্ড।

১৯২৭ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দ। সমাজ এগারো বছরে বহুপরিবর্তনে অনেক উত্থান-পতন, ঘাত-প্রতিঘাত-এর মধ্য দিয়ে বহুমুখী পরিবর্তন সৃষ্টি হয়েছিল। পরাধীন জাতির অন্তরে স্বাধীনতার চিরন্তন প্রেরণা রয়েছে কিন্তু কখনো অসময় ও অযথায় করেন।

সমকালীনতা পরিবর্ত বহুলের এই একটা বলের নানা বৈচিত্র্যপূর্ণ ঘটনার সন্ধানে।

১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে ৬২ বছরে বয়সে পরলোকের বিরোধন ঘটে। দেশের অগণিত জনসাধারণের শ্রদ্ধাঞ্জলি এই মহাপুরুষ তথাগত বিরোধ করেছিল।

বাংলাদেশে তখন ফজলুল হক কৃষক প্রজা পার্টির নেতা শরৎচন্দ্র পরিচালনা করছেন। বাংলাদেশের সরকারী ভাষা তখন ইংরাজি ছিল না।

সাহিত্যে প্রকাশিত হোলো যে সব গ্রন্থ তার মধ্যে একটি রাজনৈতিক কারণে তাঁদের সরকারটি প্রকাশ করবে কিনা বিচার করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল।

বাংলাদেশের এ্যাডভোকেট জেনারেল দীর্ঘদিনের জন্য ১৯৩৮ সালের ৩রা জুন কোর্ট গেলেন। উপাসনা করলেন (স্টাফ রিপোর্টার) মেমো নং ৩৩, তারিখ ৩ জুন ১৯৩৮। তাঁরই বেঙ্গল লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলী প্রোসিডিংস ১৯৩৮, ভলুম ৩৩, নম্বর ১, জুলাই ২৯, পৃষ্ঠা ২ ও ৩) আলোচনা প্রসঙ্গে নিম্নে (এখন ইংরাজিতে উদ্ধৃত করা হোলো:—

Subject : Withdrawal of ban on Sarat Chatterji's 'Pather Dabi'.

Q. 33.

Mr. Dhirendra Nath Dutta :— (a) Is the Hon'ble Minister in charge of the Home (Press) Department aware that the ban on the fiction 'Pather Dabi' by the late Sarat Chandra Chatterjee has been removed by the Bihar Government?

(b) If the answer to (a) is in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state whether the Bengal Govt. contemplate removal of the ban for the said book?

(c) If the ban is decided not to be removed, will the Hon'ble Minister be pleased to state the reasons for not removing the ban in this province.

Ans. The Hon'ble Khwaja Sir Nazimuddin : (a) I have no authentic information, (b) & (c) Do not arise.

Q. Mr Syed Jalaluddin Hashemy : Will the Hon'ble Minister kindly communicate with the Bihar Government and inform us of the result of that communication at the next session of the Assembly?

Ans. The Hon'ble Khwaja Sir Nazimuddin : I do not think it necessary to do so.

Q. Mr Dhirendra Nath Dutta : Having regard to the fact that the ban has been removed by the Bihar Government, will the Hon'ble Minister consider the desirability of removing the ban here also?

Ans. The Hon'ble K. N. : — No

১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে এ্যাপারের অন্য কোনো উল্লেখযোগ্য প্রশ্ন পরিলক্ষিত হয়নি।

১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে হঠাৎ সরকারের কর্মব্যস্ততার মধ্যে বইখানির উপরোধ ও প্রসঙ্গ এসে পড়ে বিবেচনার উপযোগিতা।

১২ জানুয়ারি ১৯৩৯ সনে বইখানির বাংলা প্রকাশনার প্রতিষ্ঠান গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের এই বিষয় একটি পত্র লেখেন। নাটোরমহারাজের প্যালেস কাশবন ইংরাজি ভবন ৮ইশকরা এই চিঠিটি হবেহু উদ্ধৃত করা হোলো:—

P.C. Guha
Natya-Niketan,
Phone : B. B. 851.

Calcutta
13th Jan,
1939.

Hon'ble Mr. A. K. Fazlul Huq, Chief Minister to the Government of Bengal.

Through the Press officer and the Director of Public Information, Bengal.

S.r,

I have the honour to request the favour of your kindly withdrawing the ban proscribing late lamented Sarat Chandra Chatterjee's novel 'Pather Dabi' under the Press Act.

The ban has been withdrawn by the Governments of Bihar and Assam and we humbly request you to remove the ban from Bengal, for which act of kindness we shall ever pray.

Yours faithfully,
Sd/- P. C. Guha,
Managing Director,
Natya Niketan Ltd

১২ জানুয়ারি তারিখেই চিঠিটি সরকারী দপ্তরভুক্ত হয়।

সাধারণ প্রথম নোট তারিখ ১২।১-৩৯ তারিখে প্রেস অফিসার ও ডাইরেক্টর অব ইনফরমেশন দ্বারা এ বিষয়ে। আলোচনা-সাপেক্ষ কিন্তু বলিষ্ঠ সমস্ত নোটটিই উদ্ধৃত-যোগ্য।

HCM may kindly see p.p. 1 in which the proprietor of Natya Niketan prays that the ban of the book 'Father Dabi' by the late Dr. Sarat Chandra Chatterjee may be lifted by Government presumably because he wants to have it dramatised and staged. He mention's that the Govt of Assam and Bihar have lifted the ban This may perhaps be ascertained. The matter does not fall within the purview of this Deptt. except in an indirect way, because the book may be dramatised and then the Radio Station may want to broadcast it when we would be asked to censor it.

I feel that it is high time that the question of lifting the ban were considered by Govt. If there is nothing really objectionable in the book in view of changed conditions in the country, perhaps HCM might like to examine, in conjunction with the Home Deptt, the advisability of withdrawing the ban from it. If that cause were decided upon we in this Deptt could explain it to Govt's advantage.

Sd/- A. Hussain
12.1.39.

উপরোক্ত নোটটি মুখ্যসচিবের দপ্তরভুক্ত হওয়ার পর তাঁর মন্তব্যসহ মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পাঠান হয়। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে নোট পাঠানো—

এইসঙ্গে উইল সো চাই উইল ই; বঙ্গলালই কি প্রেস (পল) ডিসক্লোজেস ইস কি ভলি ইনফরমেশন। সাক্ষর—এস আর মহলানবিশ।

মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হক সাহেব ১৩।১ তারিখে স্বাক্ষর করে লিখলেন—উইলএইচ এম (হেম) ডিস আমেরাইস? সরকারী বিভাগের মন্তব্য তার কোন মুখ্যমন্ত্রীর করে দেয়া হোলো। উইল 'শ এস ভাইস্কল সো বি. হাড. ছিল ছিউজ। আজ তার আগে আমি ছিরেখবরের দিন প্রকাশ কলিকাতার বই পত্রপত্রিকা লক্ষ্যইয়ন এলো।

সাক্ষর—ঐ এস
১৩-১-৩৯

মুখ্যসচিব সরলই বিভাগে (রাজনৈতিক শাখা) ১৪।১।৩৯ তারিখে লিখে পাঠালেন—প্রতিক্রান সেপারেন ফিল্ম। একদল সরকারী বিভাগের (রাজনৈতিক শাখার) সচিব তা আর এই তারিখে ২০।১।৩৯-এ লেখা ছিলেন—

The adv. general's opinion of the 11.12.38 and subsequent notes and orders in confidential file No 606/38 may be seen.

The reply given by HM to an assembly question last year may also be read with this Govt. letter No. 1822p Pub. of the 12th December 1938 to the Govt of Assam.

A copy of the book is put up I donot consider that the fact that the ban have been lifted elsewhere forces us to do so, although it is naturally a ground for again examining the matter in the light of present conditions.

From the very full analysis given by the advocate general in 1938, it seems to me that the doctrine and tendency of the book, undoubtedly advocate at law, is just as dangerous now as then, if not more so. HM has asked for Chief Secy's views.

sd/- R. N. Gilchrist
20.1.39

এই নোট পড়ে মুখ্যসচিব একটি সুদীর্ঘ মেমো লিখেছেন ২১।১।৩৯ তারিখে।

HM's note, dated 16th Jan (the proper will recall. The book, Pather Dabi has been fully reviewed in Sir B. L. Mitter's note, dated 11th December 1938, in the file below. In my opinion very little is gained by proscribing if under section 99A, Criminal Procedure Code I understand that the book is known to practically every student of Bengali literature and to all who read Bengali literature for the sake of diversion. It follows that the object of proscribing the book can not be attained so that against the advantages of prescription i.e., restricting to some extent the sale and purchase of the book might be set off the following disadvantages

(a) Ineffectiveness of prescription in preventing perusal of the book It is always undesirable to use the law in a manner which must be ineffective.

(b) Attachment of a certain amount of odium to Government for the prescription of a book which is now regarded as a Bengali classic.

Furthermore, we are so accustom-

ed now to the suppression of capitalism, imperialism and 'exploiters' that it seems useless prescribing a 'lesh virginal' book like Father Dear, while allowing or failing to suppress a much greater degree of licence in present day speeches and writings.

On the whole, I should be inclined to let the prescription drop if it is considered that any political advantage can be gained in showing that the Ministry have a liberal view.

It has not been confirmed that Bihar Govt have removed the ban on 'Father Dear', but I should think it is quite probable that they have done so. If so, the argument for lifting the prescription is, in my opinion strengthened to some extent because it would be anomalous for e.g. a passenger from Patna to Calcutta to have his copy of Father Dear confiscated when he crosses the Bengal boundary.

Sd/- illegible
.... 21.1.80 ....

এই নোট পেয়ে রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী খান সাঁজরুদ্দিন সাহেব ২২।১।৮১ তারিখে স্বাক্ষর করে অবশেষ লিখেন—

"In view of the considerations stated above I agree that the ban may be withdrawn I doubt consider that this will be any way help the ministry".

.... Sd/-K. R. 22.1.80

এরপর ২২।২ তারিখে স্বরাষ্ট্র বিভাগের সচিব বলা হচ্ছে—অতিরিক্ত আরও কিছু। এই সি এস সচিব সি বিভাগের উপর গুরুত্বপূর্ণ অপরাধ আরোপ করে ঐ তারিখেই নোট-এ বলা হয়েছে—অর্ডার ওভারনাইল। ছাপার পরে আগে, আরও এই সি এস বাড়ি নিজে ইই উইল যে সেখে ই, লেজিসলেটিভ ডিপার্টমেন্টে বিভোর ইন্দু।

২২।২ তারিখেই মিঃ হাজিরুল লিখলেন আই উইল মেনশন ইট এই সি এস। ইই নীড নট হোল্ড আপ অর্ডারস।

এরপর আবেদনের সুপারিশ পরীক্ষা করে লেজিসলেটিভ বিভাগ ২৭।২।৮১ তারিখে লিখলেন

দি রুলস অ্যাপ্লিকেবল ইজ দিস অর্ডার (যিন কাইল ওয়াজ রিসিভড ইং-ডে।)

স্বাক্ষর—অস্পষ্ট
২৭।২।৮১

এরপর স্বরাষ্ট্র বিভাগের 'বক্তব্য' সহকারী সচিব আবেদন জারী করেন। সেইমত ১ মার্চ ১৯৮১ খৃষ্টাব্দে সরকারী গেজেট নোটিফিকেশন প্রকাশিত হলো এবং সঙ্গে সঙ্গে সরকারী ঘর বন্ধের মেশি সময় ধরে পাঞ্জাব সুখী ফুলের ওপর বাজেয়াপ্তকরণের যে আদেশ জারি ছিল তা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়।

পরিষ্কার আদেশের ড্রাফট অতিরিক্ত সচিব লিখিতভাবে করা হলো।—

(Same Order) Government of Bengal
Abd gazetter Deptt. Home
1/3/80 Br Poll
4 drafts Memo No. 1241
850 copies Date of issue 1st
11.30 am. March 1980.

NOTIFICATION

In pursuance of the power conferred by Sec. 95A of the code of criminal Procedure 1898 (Act V of 1898) read with Sec. 21 of the General clauses Act 1897 (X of 1897) the Governor is pleased to rescind notification no 1[8] P of the 3rd January 1931 declaring forfeited to His Majesty as copies of the Bengali book Father Dear written by Sri Asra' Chandra Chattopadhya) printed by Sri Satya Kinkar Bandyopadhyay at the Cotton Press 3, Harrison Road, Calcutta and published by Sri Umapada Mukhopadhyay 71 Ashutosh Mukherji Road, Calcutta. By Order,

Sd/- E. R. Mandy,
Secy. Home (Poll) Dept.

এইভাবে ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের ১ মার্চ পাঞ্জাব সুখী ফুলের ওপর বাজেয়াপ্তকরণ আদেশের রাহুমুক্ত হইল।

প্রবাসজীবন গ্রন্থে প্রবাসের অভিজ্ঞতাপূর্ণ নাইকার প্রতিপত্তির মেলবন্ধুকে নিয়ে নজরুল পাঞ্জাব সুখী উপন্যাসের নাইকা-কে প্রেরণা দানের কথা বলেছেন। নজরুল ও অধ্যাপিকা তাহেরীর নির্দেশনায় নাট্যাভিনয়ের মধ্যে (১৩ই মে ১৯৩১) পাঞ্জাব সুখী নাটকের প্রথম অভিনয় সম্পন্ন হয়। নাটকের প্রধান ভূমিকাগুলিতে ছিলেন—অধ্যাপক—সত্যেন্দ্র অধ্যাপিকা তাহেরী, অনামিকা—অমল বসু পাঞ্জাব, প্রেমের—প্রতি বিশ্বাস মিয়াই—কৃষ্ণন মুখোপাধ্যায়। সুষমা—প্রভাবতী সান্যাল—সেক্রেটারিয়ট (পুরুষ) অপূর্ব—কৃষ্ণন চক্রবর্তী, ডেলারাজক—বিশ্বনাথ ঘোষ। ২০।৫১ খ্রীষ্ট অব্দের পর ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের ১ মে ইংরেজ সরকার দ্বারোদ্ঘাটন পাঞ্জাব-অভিনয় অনুষ্ঠানটি নিষেধাজ্ঞা জারী করে পাঞ্জাব সুখী অভিনয় বন্ধ করে দেন। নিষেধাজ্ঞা উঠে যাবার পর অবহেলাকে পাঞ্জাব সুখী নাটকের অভিনয় আবার হয় বঙ্গরঙ্গমঞ্চে। সত্যেন্দ্রনাথ ভূমিকায় অবতীর্ণ হন অমল মিত্র।

এরপর থেকে সেন্সরের ও আপেলান্ত বাদ দিয়ে দল অথবা বিভিন্ন ভিন্নধর্মী সিনেমা-নাট্যের পুরো বাদী অভিনীত হয়ে আসছে।

৭।৩।১৯৬৭ খৃষ্টাব্দে আলো-সংগীতে পঞ্চাশের উপরে সভীন নাগপুত্র ও কৃষ্ণের অভিনয়ান্তরে নিয়ে পাঞ্জাব সুখী অভিনয় হয়। সেবী ন.খাজি—সরকারী সুষমা সেবী (ভারতী), সুমনতী সেবী (সুষমা), অমর পাঞ্জাবি (পাঞ্জাবি), মিহির ভট্টাচার্য (অপূর্ব), অমল, মুন (ডেলারাজক) এবং তুলসী চক্রবর্তী (ভিক্ষুকী) প্রভৃতি অভিনয় করেন।

সমর পত্রপত্রিকায় প্রকাশে পাঞ্জাব সুখী অভিনয়ের সমালোচনা করিতে গিয়ে বন্ধুর বিশ্বনাথের মুক্তির প্রশংসার পাশের ভূমিকাগুলির অভিনয়-ত্রুটিরও সমালোচনা করেন। সুমনতী সেবী (সুষমা), অভিনী গুপ্ত (ভারতী) তরুণকুমার (অনামিকা) সকলের নাম (নিম্নটি প্রকাশিত)। কিরণ মৈত্রী (রূপদক্ষ) ও অমিল মুখোপাধ্যায় (ভিক্ষুক)। ফলে ইতিহাসের ইতিহাসে একটি সাংস্কৃতিক প্রতিবাদ হয়েছে। পরের একটি ঐতিহাসিক আলোচনা নিরপেক্ষভাবে হওয়া উচিত হবে এবং হবে।

বহু প্রচারের অভাবেও অনেক বন্ধুবান্ধব পাঞ্জাব সুখী অভিনয়ের পরিচয় বলের পরিচয় ঐতিহাসিক প্রয়োজনা নিরপেক্ষভাবে—রাজ্যের পাঞ্জাব বাদীর বিভিন্ন অভিনয় করেছেন।

রূপসজ্জায়
স্বরাষ্ট্র বন্ধুর পশ্চিমবঙ্গ সরকার।
অলকারা ও পাশ্চাত্যবন্ধ পুলিস কর্তৃপক্ষ।
বিধানসভা সুস্বাগত, পশ্চিমবঙ্গ।
জাতীয় গ্রন্থাগার কলকাতা।
জাতীয় গ্রন্থাগার-এ, '৪৯।
প্রাক্তিক সরকার সংগ্রহ প্রকাশক, ঐতিহাসিক মুখোপাধ্যায়, ক্ষেপ লাভ এবং।
ও প্রতিষ্ঠিত অভিনয় কর্তৃপক্ষ।
চিত্রশোভন পরিচালক সংঘের।
ক্লাসিক্স পাবলিকেশন সবার সংঘের।

সোনামণি তুমি বিশ্বমেলা দেখেছ ?

সেকি! এখনও দেখনি? বিশ্বমেলার ছোয়াদেরই পত্রিকা। বন্ধুদেরও তাল লাগবে।

বিশ্বমেলার আকর্ষণ ছড়া, হাসির কথা, ছোটদের আসর, বাঁধা আন্তর্জাতিক পত্রমিতার বিভাগ, ইতিহাস, ভূগোল সাধারণ জ্ঞান, খেলার খবর, আর আরও অনেক-কিছু যাঁরা বন্ধু বন্ধু বন্ধুর ভাষায় ইতিমধ্যেই 'মেলা' পাঠিকাদের বা আই-এস-এস-গ্রুপে চাঁদ ভরে নিশ্চয়ই বিশ্বমেলা ছোয়াদের নিয়মিত পড়তেই হবে।

আজই তোমার বা পাড়ার কোন বিশ্বমেলা স্টলে দিয়ে যাবে। গ্রাহক হওয়া আরও ভাল। পাঠকার পাঠিকাদের বা যিনি কাজ তাঁর কাজেই পাবে।

প্রতি সংখ্যা ১ টাকা ২৫ পয়সা।

গ্রাহক চাঁদা।—(বৈশাখ মাসের মধ্যে গ্রাহক হলে)— সাধারণ ডাকে
ষাণ্মাসিক— ৬-০০টা ৭-০০টা
বার্ষিক— ১০-০০টা ১৩-৫০টা

গ্রাহক/এজেন্টদের যোগাযোগ করার ঠিকানা:—

সম্পাদক বিশ্বমেলা, সাধনা প্রকাশন, ১০১৩ পাঞ্চিয়ার ষ্ট্রান্ড, বাগবাজার, কলিকাতা-৭০০০০৩ (ফোন নং ৩৫-৩৬৬৬)

একদিন রবীন্দ্রনাথের বিপুল ব্যক্তিত্বের টানে অজস্র মানুষ ভিড় করে নামমাত্র দক্ষিণায় শান্তিনিকেতনে কাজ নিয়ে কত মানুষ আনন্দে জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন। আজ সেই ব্যক্তিত্ব নেই। কিন্তু তাঁর সৃষ্টি মানুষ সবই রয়েছে তাঁর গানকে ঘিরে। সেই গানকে অবলম্বন করে বাঁচতে চেয়ে যদি কেউ একটু-আধটু ভুল করেন তবে সেই একটু ভুলের জন্য তাঁদের নিয়ে-সাহ করাটা সুবিচারের কাজ নয়।

অরুন্ধতী দেবী

সুরের আগুন

... আর ভালবাসে বলে, কিন্তু শুদ্ধসঙ্গীতের ভুল সংজ্ঞা হয়েছে বলে এসেছে এক বিদেশিনীকৃত হয়ে অরুন্ধতী দেবী। শান্তিনিকেতনের ছাত্র ছাত্রী থেকেই তাঁর পরিচয় ঘনিষ্ঠতায় আজও—অরুন্ধতী দেবী সেই পরিচয়েরই ভরসা।

যে সুরের রবীন্দ্রসঙ্গীত জনসাধারণের আরাধনার এসে পৌঁছয়নি, সেই সুরের সাধনাটিকেও ভুল করে গড়ে ওঠার আগেই শান্তিনিকেতনের ছাঁচটিতে সযত্নে ঢালাই করে শুদ্ধ সৌন্দর্যে এঁর জীবন কেটেছে।

প্রথম জীবন ছেলেদের ভালবাসা। সেখানকার এক সাধারণ অধ্যাপকের আদর্শ সাহচর্য ও ঘর করে ভালবাসা এঁ রবীন্দ্রসঙ্গীত গান গেয়ে যে কোন সভাতে শ্রোতাকে বিমুগ্ধ করে দেওয়ার মধ্যে নিজেকে খুঁজে পাননি। আর সেজন্যেই সেই গায়িকা-জীবনে পরম প্রাপ্তি একটি মহৎসঙ্গীত অরুন্ধতী দেবীকে দেয়নি। তাঁদের সেখানে ছেলেমেয়েদের ভালবাসা, গান, ভালো আর অন্যের উপরে তিনিই আজকের শান্তিনিকেতনী শিল্পী অরুন্ধতী দেবী। ছেলে-মেয়েদের ভুলেই ভুল, না শুনীজনের অন্তরালে আসরে, 'আপনি ও সাহিত্যিকের মিলনসভায় অরুন্ধতী দেবী এক অনবদ্য গায়িকা। ভুলে ভুলে সুর, শ্রুতিজ্ঞান ও অনুশীলনের গায়িকাদের ইতিহাসে তিনি স্থান পাবেন অনায়াসে। শুধু গায়িকা বলে নয়, অরুন্ধতী বলে।

আমাদের ঐ রাগসঙ্গীতের সঙ্গে পরিচয় ছেলেবেলায় তাঁর পাড়াগেঁয়ে বিদেশ থেকে ছেলে ভুলে ভুলে ভু

দেবীর অন্যায় দাবী নিয়ে বাঁধা, যাকীদের। রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত জীবনযাপন নিয়ে, তখনো বাংলাতে এসব ব্যাপার নিয়ে বিস্তর আলোড়নের সৃষ্টি করেছে। সমাজের ঐশ্বর্যকে, জাতীয়তাকে এইসব গানের সঙ্গে যারা সত্যের সঙ্গে লড়ে সত্যকে গড়ে তুলতো। আর আমাদের জাতীয়তার এই সময়ের গান সমাজের মধ্যে মধ্যে অনুভব আমার যাদেরই উৎসাহে। যারা (বিশ্বভারতী গবেষণাগৃহের) ছিলেন প্রধানতম প্রকৃতির মানুষ। সমাজ-সেবকও। তিনি 'ছন্দকুমার' বিদ্যাসাগরী ছিলেন এবং সমাজ পাশ্চাত্য মন নিয়ে সমালোচনার অনেই সমাজ করার প্রতিটি ছন্দপতনে ছিলেন। প্রতিটি পরিচয় তিনি রবীন্দ্রনাথ 'লিপিকা-চিত্রে' আঁকতে সেবতেন, ঠিক তত-খানি আগ্রহ নিয়েই রবীন্দ্রসমাজে অন্যান্যের প্রবীণদের বক্তৃতা শুনতে যেতেন, গুরুর যেতেন আগ্রহে প্রবন্ধিতে যেতেন। তখন তিনি বিশ্বাস করতেন বন্ধুর উৎসাহ বাড়িয়ে। যাবার এই সকল প্রচারিত দৃষ্টিভঙ্গির জন্য অনেকেই আমাদের ভাষ জানতেন।

আমাদের সঙ্গ ছাত্রীবেলার সংগীতিবোধ সত্ত্ব ওঠার মূলে অনেকখানিই ছিলো যখন এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাব। মেয়েবেলা সমাজের পাশাপাশি আমরা আলোচনায়, সকল সংগ্রামের মধ্য থেকেই বল গ্রহণ করতে পারতাম।

তখন থাকতে বিশ্বভারতী বর্ষণের কাছে গান শিখতাম, একটি অনুষ্ঠান বলেছি। কোলকাতায় আসার পর সুরে-সুরে ওদের শিখে নিলাম নজরুল, অতুল-প্রসাদ এবং অন্যান্য বাংলা গান। সব গানই সরল অনুভবে গাইতাম এবং শিখতাম।

তারপর একলক্ষ্যে যা বলেছি (কারণ সকল গানের সমাধান আমার একলা হয়েই আসছে আজ) ছিলেবেলায় রবীন্দ্র সংগীতের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার পরিস্থিতিগুলোর আজ নয়। আমার আত্মীয়দের মেয়েদের একজনেই। জ্যেঠা শিলেন্দ্রনাথ ঠাকুর সরকারী পদাধি-কারিকের সঙ্গে যেতেন ছিলেন। অনু-পস্থিতে তখন বাড়ীটা ছিলো ভর্তি। জ্যেঠা শিলেন্দ্রনাথ এবং শিলাময় (লালা-দেবী চক্রবর্তী) গানিকেই আমাদের বড়ো রবীন্দ্রসংগীত এরা গাইতেন।

পারিবারিকভাবে তখন শিক্ষাজীবন সম্পূর্ণে করতে হবে আমাদের তাঁরা অধি-কাংশই অবাঙালী। আমরা সেই দৃষ্টিভঙ্গির তুলনায় পরিবারের আমার মধ্য দিয়ে-ছিলাম পাই নিতে নিয়েছিলাম এবং অবিকাংশ ও তাঁর সুরে আমাদেরকের প্রতি আকর্ষণের জাগিয়ে। আর কোনো প্রয়োজনের সঙ্গে নয়।

আমা প্রয়োজনটা কি? আপনারা জোর্যার মনের কথাই বলা যাক। সেই সময় অনেকেই বিরোধিতার তখন গাছে, রবীন্দ্র-নাথের গান গাওয়া প্রথার আগের নয়।

যে তখন রবীন্দ্র অনুরাগী পরিবারে সকল সময় আমাদের দিয়ে সবচেয়ে তাঁর আলোচনার চলে, আমার সুরেন্দ্রনাথ তত্ত্ব যেখানে সমাধান করিবার আমাদের তাঁরাও রবীন্দ্রের ভাবনার কথা মনে হয়ে ছোটে গান আসে। অবশ্য সকলে বিশেষ হয়ে থাকলে মানুষ রবীন্দ্রনাথের গানকে কীভাবে সুরেন্দ্রনাথে তুলে ধরতে পারে? যে বিষয় প্রেরণাই রবীন্দ্রের এই গান সুরেন্দ্রনাথে সেইটিই ধরতে রবীন্দ্রনাথের প্রস্তাব।

কোলকাতায় তখনও রবীন্দ্রসংগীত শিক্ষার কোনো প্রতিষ্ঠান ছিলো না। রবীন্দ্রনাথের গান (তখনও রবীন্দ্র-সংগীত নামে কোনো স্বতন্ত্র ধারণা গড়ে ওঠেনি) কোথায় পরিবারে ছিলো শান্তিনিকেতনে।

কোলকাতায় আমার নিজের জন্য পড়লো সৈলজাবাবুর ওপর, ওঁর কাছে যত পড়ে বলেছি। উঁর কাছেই শুনতে কি আমি আর পাও। সাজন ওঁদের তোমার গান শোনাবার আগে যদি কিছু ভুলচুক হাকে ঠিক করে নিতে হবে।' আমি একটাই রবীন্দ্রনাথের গান আমাকার ঔজার করে গাও যে আমার যা কিছু সম্বল।' আমারি ছিলো যেন হাতের ওপর। সৈলজাবাবু এক্ষেত্রে নতুন হাতে তেলে দাঁড়িয়ে দিলেন। যাতে একটা বন্ধের সম্বন্ধ। আমি আমা তখন গাওয়াটা সহজ নয়। কিন্তু এই কঠিন কাজও সহজ হয়ে উঠেছিলো তখন তাঁর কাছে। সৈলজাবাবু গান শুনে বলেন। সংগে সংগে শিখিয়ে দিতেন আর একটি গান। যদি তিনি আরো শুনতে চান? গানটি ছোটো 'আমার কি সেবায় যে কি আনন্দ'

এলো সেই সমস্যার মাঠাতে, তাঁর সাহায্যে ঔজার করে গাও যে আমার সুরে-সুরে অন্তরে মনের' মানেই তিনি আমার স্থলে সুর ফিরিয়ে দিয়ে পুনঃ তাল গাইতে আসতেন। এমন আমার গানে তাঁর 'ধন্য ধন্য' হতো। তখন ও দুর্ভাগ্য কি নিয়ে? সমস্যে আমার সুরে সুর মিলিয়ে গাইতেন? আশিস দুর্ভাগ্য? তাহলে আপনার সমা দিয়ে একটি সমাধান হোতো না। গান শেষ হোলে। উঁর চুপ করে রইলাম। আমি ওপরে বসে গেলাম। এই আর তেমন সুরের গাইতেন না? তাহলে কি আমার গান ওঁর আসো লাগে নি? অন্তরঙ্গতা ছিলেন ও। সৈলজাবাবু বলতে আমার মনের কথা এক মুহূর্তে বলে নিয়ে বলতেন 'আমার' 'কি গান লাগে?' তখন গাইলাম আবার কি যেমন।'

এ-গান শেষ হবার পর তখনি গান গাইতে গাইতে আমি ভুলতাম, আর ও আমি এর? এই ধরণটি আমারই ভুলতে সৈলজাবাবু শিক্ষার ছিলেন যা গাইতে পারলাম। আমারই ছিলো।' এই আনন্দ ওঁরি চোখে ছিলেন মোটা মেখে আমি রবীন্দ্রনাথ মেরোছিলাম।

তারপর বলতেন 'আমার গানের ও! তত মেরে আসে। আর শেখে। কি সুরের পায়। তারপর একটা পরবর্তী মন আমাকে ওরে উঠে চলে যায়। ঘুরে দেখেন।'—...

এমন সৈলজাবাবু আমিনার সঙ্গে আমারও একসঙ্গে গান-শেখা। বাবাকে তখনকার নিয়েও আমার আমাদের করে দেখাতেন। কিন্তু তাঁর তখনও উনার তুলনায় মানুষে ছিলেন আর আমার গানটাও তত সুরেন্দ্র ছিল তাঁর মনে হয়। যা হলে কাঁপনার মত তখন খুশী, চাঁচলতা-ময়ী ছিলেন মানে আর একসঙ্গে গাইবার অধিকার পাই?

শান্তিনিকেতন থেকে যেন গানের সওয়ারার তোয়ার মেরে আমার মন-প্রাণকে একম-ভাবে ভাসিয়ে যাবে এ কথা কি কোলদিন কল্পনাও করতে পেরেছি?

শান্তিনিকেতনের সারা বছর ধরেই ছিলো বসন্তোৎসব উৎসব। সে উৎসবে আসতেন পশ্চিমবঙ্গবিখ্যাত ঋতুবেলা। অনিল চট্টো-পাধ্যায়, প্রাণীশ (দত্ত) এঁরা ও ছিলেনই এই উৎসবের সময় তত গান যে শেষ হয়ে যেতো। প্রতিটি ছিলেন্দ্রের ছুটা কি পরিশ্রম যে বৈলজাবাবু অন্তরঙ্গতাবে যায় না। তাঁর এমন ভাবে না বেলাকে যায় ব-দিন ধরে কি ছুটা ভাবে মেরে গ্রাহতো।' অনিলের সঙ্গে ছিলেন্দ্রের যে ও একটি, আগে বলেছি। তাছাড়া রাজেন্দ্রবাবুর যখন গান

। শীঘ্রই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হচ্ছে ।

সন্ধ্যা সেনের

বিভিন্ন সময়ে বিশিষ্টদের উদ্দেশ্যে লেখা গানের সংগে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সম্বন্ধে জীবনের প্রতি বিশ্ব

সুরের আগুন

দে'জ পাবলিশিং / দে বুক স্টোর্স

কলিকাতা ১৯, ফোন : ৩৪-৫০৬৪

লাক্মে এক্সোটিকা

ট্যাল্ক এক্সোটিকার মন মাতানো সৌরভ দিকে দিকে

দিকে ভেসে চলছে চলবে চলছে চলবে চলছে চলবে
চলছে চলবে চলছে চলবে চলছে চলবে চলছে
চলবে চলছে চলবে চলছে চলবে

লাক্মে

শিবসেন তাঁর কাছে অনেক ঋণ লেখা হয়ে রয়েছে। এই রাজেশ্বরীর এক আশ্চর্য চরিত্র। শত্রুমিত্রের ভেদে, জন্ম মৃত্যু, প্রতিষ্ঠা, বৈরাগ্য কণ্ঠ কিন্তু যে সম্পর্কই কি এতটুকুও উঁচুতা বা সহজতরঙ্গ আছে? না তোলাসিন ছিলো? প্রকৃতিতে তাঁর কি তোলন, কি মহত্ত্ব। সবচেয়ে বড় কথা—সে কথা মৈত্রেয়ী; সকলেরই এক আপনও বার বার উল্লেখ করেছেন রবীন্দ্রসংগীত চর্চায় রবীন্দ্রসংগীত কথা বাঙালী সংস্কৃতিকে এমন করে আপনার করে নিয়েছেন যে এটাই ওঁর গর্ব। উনি ত ইচ্ছে করলে যেকোন ভজন বা যা ইচ্ছে গেয়ে ফার্স্টক্লাস নাম করতে পারতেন। কিন্তু উনি রবীন্দ্র সংগীতজ্ঞই আপনার গান-হিসেবে বেছে নিয়েছেন এবং সেখানেও একটা অনন্য স্থান করে নিয়েছেন। বাস্তবিক ইহা এক শ্রেষ্ঠ আর্টিস্ট।

কথার মধ্যে বাধা দিয়ে ফেলছি বলে ক্ষমা করবেন, শিল্পী। রাজেশ্বরীর সম্বন্ধে কিছু বলার লোভ আমি কিছুতে ইচ্ছোসম্বরণ করতে পারি।

কি বলছিলাম? যে এ পরীক্ষার আগে অবধি আমি শান্তিনিকেতনে ছিলাম। সংগীতভবন তখন গড়ে উঠছে। কিন্তু কলাভবন রীতিমত চলছিলো। নন্দলাল বসুর সাধারণের ধ্যানে পড়ে ছিলো ঐ কলাভবন। পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে সাধীতজীবনও চলছিল সমান তালে। কিন্তু মনের মধ্যে বেশী মন বিরোধিতায় বোধহয় ছবি আঁকাতে। বরং যা মনের মধ্যে অন্তরে বাসনা ছিলো ছবি-আঁকাকেই জীবিকারূপে গ্রহণ করবার। কিন্তু এ-সম্বন্ধে সুস্পষ্ট কোনো ধারণা গোড়ায় পারিনি।

গান-গাওয়া আর ছবি আঁকার মধ্যে প্রতি মুহূর্তেই অনুভব করতাম নতুন আকর্ষণীয়তার চমক বিস্ময়কর। এ আকর্ষণের আধার্য তখনকার।

ঘটাই একদিন রেডিওতে গাইবার আমন্ত্রণ এলো। মনে মনে ইচ্ছে ছিলো না। কারণ রেডিওতে গাইলে সামনা সম্মান-দক্ষিণা নেবার রেওয়াজ তখন চালু হয়ে গেছে। সেটা কবিবাক্য পর্যন্তে পড়ে বলেই যা আপত্তি তুলেছিলেন। কিন্তু মৈত্রেয়ীদা প্রতিবারি জিজ্ঞাস আমরা যে সময় সময় নিশ্চয়ই চলছি, গুরুদেবের গানের অতলস্পর্শ ঐশ্বর্যলোকের খবর তো আপনারই বা জানে? তোমরা শান্তিনিকেতনের ছেলে-মেয়েরা যদি মাঝে মাঝে গাও তাঁর গানের সঙ্গে সবারই পরিচয় হবে। অগত্যা রাজী তখন রেডিওতে বলাম। তিনি সব ব্যবস্থা করে দিলেন। আমি, সুবিনয়বাবু একটা ফিচার প্রোগ্রামে রবীন্দ্রসংগীত গাইলাম। এভাবে ফিচার প্রোগ্রামে রবীন্দ্রসংগীত গাওয়া সেই প্রথম। ১৯৩০ সাল (যতদূর মনে পড়ে) সকাল সাড়ে ৯টা থেকে সাড়ে ১০টা পর্যন্ত এবং সন্ধ্যাবেলা সাড়ে ৮টা থেকে আটটা অবধি রবীন্দ্রসংগীত প্রচারিত হোতো। মাসে দুবার করে রবীন্দ্রসংগীতের প্রোগ্রাম করতাম আমি, সুচিত্রা, কণিকা মজিলা ও হেমন্তবাবু।

১৯৩৯ সাল শিবরাত্রির সময় বিবিধ (ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী) ও প্রমথ চৌধুরীমশায়ের বাসার স্থায়ীভাবে শান্তিনিকেতনে ডেকে নেওয়া। সেই সময় সংগীত চর্চায় তাঁর কাছে জ্ঞানলাভের পথাবলী আমার দেবা এবং আরো অনেক গান-দেবার, সংগীতশিক্ষার ফলে একটা সুশিক্ষিত ধারার সৃষ্টি তখন হয়েছে।

আমি আর কণিকা শিবরাত্রে। কণিকা শিবরাত্রে গাই হয়ে গেছে। কিন্তু আমাকেও এ সুযোগ দেওয়া হয়েছিলো। কলেজের ছাত্র শিক্ষিকের প্রায়ি ছেড়ে উত্তরায়ণে চলে যেতাম। মাঝার ওপর দুটি ঘর করে দেন, স্নান অসুবিধা। এখানকার শান্তিনিকেতন আর ওখানকার শান্তিনিকেতনে অনেক তফাৎ। কিন্তু গান্ধির নেশা এমনভাবে পেয়ে বসেছিলো যে ওসব অসুবিধা গ্রাহ্যের মধ্যেই আসতাম না।

বিবিধ বহুতো ছেলে মেয়েদের, কি ভাবে করছেন আমাকে বোঝাতেই বসতেন ঐ টিলার ওপর ঘাস-বিছানো আসনে। মোটা গদি করে দিতো। আমি সুরে তোলার সঙ্গে সঙ্গে স্বরলিপি করে নিতাম।

ওঁকে সৈত্রেয়ীদা অবশ্য আদরে বলে থাকতেন। বিবিধির কাছে তোলা সুরলিপি তিনি আবার নতুন করে নোটেশন করতেন। পরে বিবিধি সেগুলি মোট আবার গান গেয়ে গেয়ে সংস্কার করতেন। এইভাবে কত গান যে পাওয়া গিয়েছিলো কি জানি। মৈত্রেয়ীদা আমাদের কেবল উৎসাহ দিতেন—উনি যেমন গুরুদেবের গানের খনি। ওঁর কাছ থেকে যত পার আহরণ করে নাও।

এই আমার জীবনে ব্যাপারে আমাদের বড়দাদার ভীষণ বিরোধ ছিলো। তোমরা ওর চেয়েও বেশী তাঁদের ছিলো ওঁর সর্বান্তঃ গান উদ্ধার করে আনে আমাদের প্রাণের কথাটি পূর্ণ করে দেওয়ার। এমন উদার অমায়িক মহীয়সী মহিলার সংস্পর্শে আসাটাও জীবনের এক চরমতম অভিজ্ঞতা। তাঁর মধ্যে শান্তিতোর অন্ত ছিলো না। কিন্তু কখনও কোনো ব্যবহারে এতটুকু শান্তিকতা দেখিনি। মনে যে স্বাধীনতা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ নিজের এবং তিনি দিতেন ঠিক সেই স্বাধীনতাই তিনি আমাদের দিয়েছিলেন।

প্রায়ই আমি সুবিনয়বাবু ইন্দিরেখা দেবী নীলিমা কণিকা সুচিত্রা সবাই এক-সঙ্গে মিলতাম। সে সব দিনগুলো ছিলো যেন আনন্দ পাথারে সাঁতার কাটার দিন।

শান্তিনিকেতনের গুরুর মধ্যে চরমতম আদরের অধিকারে নন্দিনীরেই নাচ, গান সবই ভালো লাগতো। যদি আর কণিকা কেবলি ভাবা পালাই শিখেছিলাম ঐখানেই।

কোলকাতায় গীতবিতান প্রতিষ্ঠার সময় আমাদের প্রথম নিমন্ত্রণ হলো। আমি মজিলা শান্তা, কণিকা প্রমথ আর নীলিমা, অমর। তারও আগে মায়ার খেলা সর্বপ্রথম অভিনয় হয়েছিলো জোড়াসাঁকো প্রাঙ্গণে, বিবাদীমায়ে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং প্রথম মায়ার খেলা-র পালাগুলি বেছেছিলেন তাঁর সঙ্গে শিক্ষা দিয়েছিলেন বিবিধি। বিবিধির কণ্ঠে মায়ার খেলার অন্তরঙ্গতার গান শুনে মনে হয়েছিলো একেবারে বিহ্বল হয়ে পড়েছিলাম। আমার আত্মীয়ের আত্মিকতা দেখেই কোলকাতার মায়ার খেলা অভিনয় হবার প্রথমে আগেই তিনি সব পালাগুলি আমায় শিখিয়ে দিয়েছিলেন।

১৯৪৬ সালে পারিবারিক কারণে আমার গান বন্ধ রাখতে হয়েছিলো। সেই সময় কিন্তু কিন্তু রবীন্দ্রসংগীত শুনি অনেক করেছি। বিশ্বভারতী এবং বোম্বেতেও শান্তিনিকেতনের নতুন স্থানে যাওয়া হয়ে গেলেন। এই মধ্যেই একবার মহাত্মা-জির জন্মদিন উপলক্ষে আমার আমন্ত্রণ এসেছিলো তাঁর প্রিয় গান শোনাবার আমার আজ যে কত ও যদি মোর ডাক শুনে কেউ না আসে ছবাজীর সেই রবীন্দ্রসংগীত শুনবার পর রেডিওতে সাধারণ করে তাঁরা ইংলেন প্রার্থনা-সভায় অনুষ্ঠানে অনেকক্ষণ ধরে আমিও রবীন্দ্রসংগীত গেয়ে শোনাবার। পরে বম্বে বিমানে শেষ বেলাসের জন্মের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আমার গাওয়া রবীন্দ্রসংগীত খুব সমাদৃত হয়েছিলো।

এ-প্রশ্নের জন্মশ্রুতা মনীষীর ক্ষেত্রে বা অন্যান্য বেশী এ প্রশ্নের উত্তরে এই কথা বলব—শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এম সাধারণের জন্যে এ গানের রীতি আছে জানাতো এবং শিল্পী পড়ে তোলার কাজে সর্বপ্রথম এগিয়ে এসেছিলেন পঙ্কজ। (পরে পঙ্কজকুমার) গীতবিতান প্রতিষ্ঠার পর কলকাতা তাঁরাই। তারপর অন্যরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রবীন্দ্রসংগীতের প্রতিযোগে প্রতিযোগিতা মিলে গেছে।

কিন্তু তার আগে যদি ব্যক্তির আবার রবীন্দ্রসংগীতের জনপ্রিয়তা সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ করতে হয় সবচেয়ে আগে আসে পঙ্কজ মল্লিকের নাম। তিনি একাই এক প্রতিষ্ঠান। তিনি এ গান গেয়ে, সংগীত শিক্ষার আসরে শিক্ষা দিয়ে এবং রাত বারোটে রে-কণ্ঠে ও সায়গল ও গান শোনার জন্যে রবীন্দ্রসংগীত পরিষেবন করিয়ে জনসাধারণের মধ্যে এ গানের প্রতি ভক্তি জাগিয়ে তোলেন এবং তাঁদের ঋণ কম তুলনাহীন। এ কথা অস্বীকার করবার কোনো উপায় নেই।

সংগীতের জগতে কি কণ্ঠে, কি একক শ্রোতাদের ক্ষেত্রে কাদের বেশী ও সারদা দেবী ছাড়া কেউ নেই। এঁদের কণ্ঠে যে রবীন্দ্রসংগীত প্রতিধ্বনিত হোতো (আজ সবার ঘরে ও আমি তোমার ঘরে)-সকল শ্রেণীর সংগীতরসিক মনকে উন্নতে অবহিত হলেন রবীন্দ্রসংগীতের বিশ্ব পরিধি, ভাবগভীরতা সুরমাধুরী সম্বন্ধে কথারও যে সুরের মুক্তি একটা নিজস্ব আবেদন আছে সেই যাদের সমন্বয়ভাব আমার মনের মোহমুগ্ধ চাহনায় উচ্চ আসন করবা ঔদার্য বক্ষ তাঁরা সন্ধ্যা আমার অন্তর-এ অন্তঃ-বেদনার প্রতিধ্বনি যে সেই স্বরটি জাগিয়ে দিয়ে।

প্রথম যুগে রবীন্দ্রসংগীত মেয়েদের গান বলে অনেকের কাছে উপহাসের হোতো যে অবধার ক্ষেত্রে তাদের মুক্তি দিয়ে পঙ্কজ মল্লিকের গৌরবদৃপ্ত কণ্ঠ উচ্চ,রব আসর খুব আলোকময় করে

আজকের অনিশ্চয়তার মধ্যে সেই প্রথম যৌবনের (রবীন্দ্রসঙ্গীতের) আশ্চর্য দৃঢ়তা কোথায়? আমার আশ্চর্য লাগে, আমি যে বয়সে আর এখনকার ছেলেদের বয়সে কি তফাৎ! রাষ্ট্রবিপ্লবের আহ্বানে অভিমানে সব ছিলে একটা প্রবল উদ্ধত আত্মপ্রতিষ্ঠার যে ছেলেমানুষি তুফান ওঠেছিল পরবর্তীকালে তা এ জিনিসে ছন্দ সৃষ্টি করা আমার কাছে পাকা অভ্যেস আছে বলে।

আমি আমার শিক্ষাদানের ঐকান্তিক আগ্রহ অনেকিলায় যে ব্যর্থ-চেষ্টার মধ্যেও রবীন্দ্রসঙ্গীত এত তাড়াতাড়ি জনপ্রিয়তা লাভ করে। এবার দিকে আমাদের কণ্ঠ সঙ্গীতের সেরা শিল্পী রিকর্ডোসের ব্যবহারের মনোহারিত্বালয়ের পক্ষপাত বর্জিত ও বাইরের পরিবেশের কাছে। এবং শিল্পী হিসাবে পক্ষপাত বর্জিত, সাধারণ ও অনুকূল দৃষ্টির জন্যে. রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রসারে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন বাঈজী। এইসব পক্ষের মধ্যে জন্মে বিশ্বাস, শ্রদ্ধেয়তা, বিশ্লিষ্টভাবে ও সমগ্র রূপের ভূমিকাও বস্তুতঃ অনেকখানি।

শান্তিনিকেতনে পাঠভবনের ছেলেরা নিজের মা, শান্তিদা এঁরা যে সাধনা করেছেন তারই ফলশ্রুতি আজকের এই রবীন্দ্রসঙ্গীতের নিরক্ষরতাসাধনা প্রসার। এমন ছাত্রছাত্রী সত্য, অনিল, সুচিত্রা নীলিমা দেবলক্ষ্মীতার বিজয়া শিল্পী, সুরেন্দ্র, বীথিবন্দিতা, অমল, অমানা পুরুষের প্রতিষ্ঠান। অনেকে ছোট মিলে ছিলে এক বাড়িওয়ালী সবার সেরা মহাকাব্যের দিকে হেসে চলবার আনন্দের আনন্দে। প্রতিমাদেবী ছাড়াও আমরা শুনে সেই মহাসঙ্গীতের জন্যে।

আমাদের কি? সে ত জানাই। প্রথম-দৃষ্টি বাঙালি একটু বেশি নিজের সঙ্গে সঙ্গে অভিজনের সম্বন্ধেও মাঝে মাঝে এসে বিদ্রোহিতার সৃষ্টি করে। তাকে অবজ্ঞাতে বলা যায় জীবনেও অবজ্ঞার বলা। অবজ্ঞা, ডিসঅর্ডার মন ডিসিপ্লিন ও শৃঙ্খলার সৃষ্টি। এটাকে এত বড় করে দেখার প্রয়োজন কি?

আর আমার কথা যদি বলেন, সঙ্গীত আমার চরমতম লক্ষ্য, আমাদের আকাশ। মাত্র এরমা জাতি আমার সৃষ্টিশক্তিকে দাবে কুড়েছে। কারণ আমি যখন ক্লান্তিকর হয়ে ওঠে তখন অনুভূতিক নিজেরই তার দাবি এমন করেকটানি দেয়েরে। বাপার সঙ্গীতের পথে যে শিল্পীত্ব অভিনয়ত্বের প্রকাশ করতে সে। রবীন্দ্রসঙ্গীত কবি আমার জীবিকা হয়ে উঠে হয়ত নানান দিকে; ও পরিণতির চাপে হয় এমন কাজ করতাম যাই; হোক্ অবজ্ঞাতীত।

আজ যে এমন সঙ্গীতসৃষ্টিতে সব কথাকে ফেলতে পারছি তাদের ওপর জোর। ।.ন, কেন না রেখে, তার কারণ রবীন্দ্রসঙ্গীত আমার প্রকাশন নয়। এবং সেই পরিণতিই জোরে শিল্পী আমার প্রতিদ্বন্দ্বী নয়। সবাই আমার বন্ধু। এদের গান শুনে যদি প্রথম জীবনের সেই অবজ্ঞাকে অবজ্ঞাতীতে টেনে যাই।

আমার প্রথম রেকর্ড পরে ফেলে ফেলে চারজন স্বাক্ষরকারে বলে বলা 'ওগো আমার জন্মদা'। হারমনি ছবির ছবিতে আমার সঙ্গে আমার সঙ্গীত-পরিচালনার ত্রুটি নেই ও বাইরের রবীন্দ্রসঙ্গীত সমস্যার অবতীর্ণ এবং এ প্রশ্নের সমাধানেও হয়েছে। তবুও, আমি নয়। যে শোনো সঙ্গীত-পরিচালনাই এ সঙ্গীতকে ভবিষ্য কাছে সম্পূর্ণভাবে কাছে আনতে পারেন। কারণ আমাদের প্রতিটি অনুষ্ঠান, জীবনের প্রতি মুহূর্তের সংস্পর্শেই গান হয়েছে রবীন্দ্রসঙ্গীত আশ্রয়ে। যখন যে কোনো গানই শুনি মনে হয় এ যেন আমার গান। এই নিয়েই সেখানে সবার জন্যেই যোগ।

তার শিল্পী নিজেদের ব্যাপারেও আমি কোনো বাধ্যবাধ্য কোন্ত না তাদের বিশ্বস্তী নই। অনেকে, অনেক শিল্পী গাইলেই এ গানের প্রথানভাবে ভাবীপ্রভু হবে, অনেক গাইলে বলে না এই মনোভাবের কোন অবাধীপ্রভু মনোভাব আর কিছু হতে পারে না। কেউ অনেকের অধিকারী বলেই রবীন্দ্রনাথ নিজের গান তাকে গাইবার অধিকারও দিতেন। প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন্দ্রসঙ্গীত-শিল্পী নন, তবু একে কিছু রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইবারই এবং সে গান অনেকে জনপ্রিয়ও হয়েছে। কণ্ঠ, ভঙ্গিতে এবং পরিণতিতে নয়—এই তিনটি বস্তু থাকলেই যথেষ্ট।

এখনকার এই আসরে? থাকবে নিশ্চয়। তবে সব জিনিসেরই আয়ার ত্রুটি আছে। উচ্চমহলে মাঝে মাঝে অসহিষ্ণুতা হয়। আবার বিদেশে লোকের ভেসে ওঠে, এইটেই স্বাভাবিক নিয়ম।

এই প্রসঙ্গেই একটা কথা বলি। আজে আমার কাছে আসে রবীন্দ্রসঙ্গীতের ক্ষেত্রে অশুদ্ধতা, অসুস্থতা, বর্তমানাই-ক্লেশনের অভিযোগ। এসব আমার কাছে অর্থহীন এবং অপরাধের মতই ভয় হয়। সঙ্গীতের ভিতরে কেন্দ্র ও অনুরাগে এমন যে সহজের সাধনার সৃষ্টি হোলো, এইসব তুচ্ছ জিনিসকে বড় করে তুলে—এটিকেদের এই ব্যাপারের পরিচয়কে নষ্ট করে দেওয়া উচিত নয়। সকলে রবীন্দ্রনাথকে শুনুন করে, তাঁর তাকে অনুপ্রাণিত হয়ে যথাসাধ্য সুরের করে গাইতে চেষ্টা। একটা সাধারণ ধারার জন্য তাদের বাতিল করে দেওয়াটা আমি সমর্থন করি না। প্রত্যেক গায়ক গায়ক রবীন্দ্রসঙ্গীতের ভাল করে পড়তে হলে আমার একটা ক্লাসিফায়ার দেখিয়ে আছে দরকার। এই বিষয়ে অভ্যাবেই ভালমন্দ তারতম্য ঘটে থাকে। এসের বাধা না দিয়ে গাইতে দিলে প্রতিভাবান সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের ভুলত্রুটি সম্বন্ধে এঁরা নিজেরাই সচেতন হয়ে পড়বে দেখেছি। শেষ পর্যন্ত যে থাকবেন এবং সে থাকবেই না সে বিচারের ভার সময়ের হাতে। তাঁহার ইচ্ছা কি ভোটের জন্য! নির্দিষ্ট আসরে আর নির্দিষ্ট সময়ে থাকে গাইবে।

অবশ্যই বলেছি, একদিন বিদেশ চেয়ে ছিলাম আমিদের তীরে সকল শুভাকাঙ্ক্ষিদের হাসিমুখে সকল করে নিয়ে ২০ টাকা ৩০ টাকা মাইনের স্যান্টমিকেতনে ফিরে নিয়ে কত মানুষের আনন্দের জীবন আমিয়ে নিয়েছিলাম। আজ সেই শান্তির মধ্যে শুধু তার অভি, আমাদের কাছে তার প্রয়োজন ফিরে। সেই শান্তিকে আনন্দময় ঐক্য সাধনে ফেরে কেউ যদি একটা আসন, তুচ্ছ কথা তবে সেই একটা তুচ্ছের জন্য তাদের নিয়ন্ত্রণের আমার, সংবিধানের কাজ নয়? কম আমাদের যজ্ঞ যেখানে অন্নাভাবে, অজ্ঞানে ও দারিদ্র্যসহায় সর্বাঙ্গে নিয়ে তাঁরা হাত মেলেছেন রবিন্দ্রতীর্থেরই অধিবাসীরূপে। তাদের প্রতি অবহেলা নেই বা হলাম?

সুরের আশ্রমে ।। সোমেশ্বর ঠাকুর

সুরের আশ্রমে শ্রীযুক্তা অমিয়া ঠাকুরের সঙ্গে সাক্ষাৎকার। প্রসঙ্গ শ্রীযুক্ত অনিলবরণ রায়ের চিঠির জন্য সমাধান। শ্রীযুক্তা অমিয়া ঠাকুরের সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য লিখবার জন্য নিয়েই এসেছি কিন্তু, কিন্তু, দুটো মিনিটের থেকে বেশি পাই। কারণ শিল্পী বলেছেন, আমি সংগীত। বলা, লেখা এসব এই পরিচয়ের সমস্যার পূর্ণোদ্যম এই হিসাবের যে লেখা নিয়েই কিছু, কিছু, দুটো মিনিটের থেকে বেশি হয়। আমি সংগীত, এসব দুটো সংযোজন করতে এবং সাক্ষাৎকারে বলতে পারি, সংগীতকারের প্রকাশিত হবার সময় এ বিষয়ে অনেকটা অবহেলা দেখা। শিল্পীর অভিযোগ, পুরুষদের ক্ষমা বাদ দেওয়ার বিরুদ্ধে। তাঁর মত সত্য শিল্পীর বিদেশের কাছে রবীন্দ্রনাথের ধর্মিষ্ঠ আত্মীয়া ও সেবিকার ভূমিকা বহু, বলা বাহুল্য এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সাক্ষাৎকারের সময় তিনি আমাকে আরেকটু বলেছেন। সেইটুকু বিস্তার করেই তাঁর সংগীত-দান পরিচয়ের ও শিল্পীজীবনের বিবর্তনের ধারাটি আমার ইচ্ছা অনুযায়ী হয়েছে। যা বলেছেন তার ব্যক্তি আমার যা তাঁর নয়। কারণ সেটা ঠিক সেই সময়ের মনের ওপর নির্ভর করে। আমি ঐতিহাসিক নই। তাই ক্ষমা সময়ই আমার উদ্দেশ্য নয়। শিল্পীর সংগীতজীবন, উপলব্ধি, তাঁর সংগীতশিক্ষার পদ্ধতিপ্রকৃতিতে আমি আগ্রহী। তার জন্য যেকটি ঘটনার উল্লেখের প্রয়োজন আমি তার সেই ঘটনাগুলি আমার করেই আমার ধারণাকে ছন্দ দেবার চেষ্টা করি।

তবে বলব, উপলব্ধিতে যে ঘটনাগুলি উল্লেখ করেছেন সেগুলি অবান্তরই। এ বিষয়ে শ্রীযুক্তা অমিয়া ঠাকুরের সঙ্গে আলোচনা করে নেওয়া প্রকাশ করা যায় কিনা জানিয়ে।

এই প্রসঙ্গেই আলোচ্য উক্ত নিবন্ধ পড়ে অমিয়া দেবী কিন্তু তাঁর ভাল-লাগার কথাটুকুই আমায় জানিয়েছেন।

সুরের আশ্রম

গত সোমবার ৭১শে চৈত্র, ১৩৭২ বঙ্গাব্দ সুরের আশ্রমে প্রকাশিত মহাকালিদাসের সাক্ষাৎকারে (২৭ পৃঃ) প্রথম সেকেন্ড অন্তরা সেতার ঝঙ্কারে হবে।

অনন্তা সেন

'পদকল্পলতিকা' ও 'রাধিকা-মঙ্গল' দুখানি অতি প্রাচীন বৈষ্ণব-সাহিত্যের গ্রন্থ-রত্ন ছিল শ্রেণীর তথ্য। পদকল্প লতি-কার নামপত্র লিখিত আছে। 'পদকল্প লতিকা অর্থাৎ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-লীলাদির সমা-হারে সুশোভনা সুবোধিনী, লীতরঙ্গে নানা'বিধ রাগ-রাগিণী সম্বলিত . মহাজনদিগের ভাবানু-রূপে।' গ্রন্থখানি সংকল্প করেন এবং 'যোগ-সাধন দাস কর্তৃক সংগৃহীত। ১৩০৪ সালে শ্রীরাধিকাপ্রসাদ হালদার কর্তৃক কলি-কাতা ৭৩ নং কলুটোলা স্ট্রীট হিতবাদী যন্ত্রালয় থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। গ্রন্থখানির সূচনায় রয়েছে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের স্তুতি' বন্দে।

দ্বিতীয় গ্রন্থ 'রাধিকা-মঙ্গল' অতি সংক্ষিপ্ত পদ বিন্যাস এবং শ্রীরাধাকৃষ্ণ বিষয়ক সংলাপে। এই গ্রন্থখানি ১৩১২ সালে স্বনীয় সাহিত্য-পরিষদ কর্তৃক ১৩৭।১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা থেকে প্রকা-শিত হয়।

আমরা দুটি সংগীত ইতিমধ্যেই বিশ্লে-ষণ করেছি, অথন আমাদের পাঠক-পাঠিকাদের সুবিধার জন্য একটি পুনরাবৃত্তি করবার। পদকল্প লতিকার অধিকাংশ পদকর্তাদের মধ্যে বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস, চণ্ডীদাস . কৃষ্ণদাস প্রভৃতি পদকর্তাদিগের মধ্যে। উক্ত গ্রন্থের 'অনুরাগ' ও 'আলি' অংশ থেকে রাধার পদ উদ্ধৃত করে দিলাম।

।। অনুরাগ (সোহিনী)

"পহু দুহুজন, দুহে দেখা-দিনু
পাঠ অনুরাগ তায়।
কানুর পিরীতি কি রীতি কহিনু,
কলঙ্ক এ লোকে গায়।
সই সে সব-কহিনু তোরে।
পরাণ পিরীতি, সদাই কাঁদয়ে,
সে বন্ধু সে বন্ধু মোরে ।। ধ্রু ।।
বরণ ছলে, মনোরে না লয়,
কলঙ্ক আছিল যে।
সে সব আমার ভাবয়ে বাদর,
সেবনে বাঁচব যে।।
বিহার পিরীতি, আছিল না হয়,
চিতে আছিলহু আশে।
জ্ঞানদাস কহে, দহু অনুরোধে
আছিল অধিক লাগে।।

(ধানশী)

সজনি ও বড় বিষম প্রেমফান্দ।
তা সনে না কহিও কথা
পর বশ চিতচকোরা ।। ধ্রু ।।
বঁধিয়া আনিবে কথা, পাষাণে বান্ধি হিয়া,
বিনে বিনে বাণ-বরণ জরিল জরিয়া।।
যে জন না জানে, বন্ধুর পিরীতি,
সে জন আগে অভাগা।
হাসিয়া হাসিয়া, পিরীতি করিয়া
জনম পোড়িছে সেল।।
কুলোক বালে মন্দ এই মোর মতি।
বন্ধুর পিরীতি, মরণি সমান
হইবে জানিয়া ছিনি।। ধ্রু।।

(সহই)

পিরীতি পিরীতি, এ দুটি অক্ষর,
সে বুঝে পিরীতি ভাল।

হাসিতে হাসিতে পিরীতি করিয়া
অন্তর জানিতে নেল।
সহজ যেমন এ বুঝে পরাণে বন্ধা।
সে জেনে দারুণ, যে জেনে না মরে,
পরাণ, পিরীতি বন্ধা।। ধ্রু।।
কুলবতী হইয়া, কুলে গরবিয়া
যে জন পিরীতি করে।
কুলের কলঙ্ক, সেও লাজাইয়া,
সদাই পুড়িয়া মরে।
হায়, অভিমানী, এ দুখে দুখিনী,
সদাই কলঙ্ক আমি।
চণ্ডীদাস কয়, যে দুখের ডাঁড়ি,
জানিল সকল তুমি।। ধ্রু।।

(ধানশী)

অনেক জনম বিথি, সোনার পরশ মিলি
পরশক লাগিয়ে সব জন্ম।
হৃদয়ে মরমী সঙ্গে হৃদয় পরিপাটিয়া,
সে সুখে আছে পরসন্ন।।
সজনী আর কি অধিক উপদেশ।
পরশ রতনের, তবহু হয় লাভয়া,
সে সুখে হয়ত সব শেষ।। ধ্রু।।
আপিনার সে অপন, সোহাগে উলসিত
হৃদয়ে না সয় আন।
সব সব সুখে ভরল, আপন হৃদয় জন,
সবহু হয়ব সৌভ বান।।
সহজীয় সরসনে, সহজের আসনে,
সো আনে উলসব হাস।
অনয় এও মনোরথ, জানি যব অনয়ব
পরাই গোবিন্দদাস।

(শ্রীরাগ)

সজনিয়া সোঙরি, সোঙরি ঝুরনু,
ঝুরিয়া পিরীতি কৈনু।
পিরীতি কারণে, জীবন সঘনে
ঝুরিয়া ঝুরিয়া গৈনু।।
সইলো পিরীতি সোনার বাটা।
বিধির বিধান সব অঙ্গে আন,
না দেখে ধরণ কথা।। ধ্রু।।
সবাই কয়, পিরীতি কহিনী,
যে বলে 'পিরীতি ভাল।
পরাণ পিরীতি, জানিয়ে জানিয়ে
অন্তর হইল কাল।।
পিরীতি কি রীতি, মরমে ঘুমাইতে,
পিরীতি পরাণে আন।
বাহার অন্তর পিরীতি বাঁধি,
সে জানে, সে জানে আন।।
কেন প্রেম পিরীতি করিনু,
অবিচার জনমে মরে।

আমরাও মরি, পরের পিরীতি
হাসির কাহার তোরে।।

।। (হোলি-ধনশ্রী) ।।

বসন্তে বসন্ত চন্দন ঘষা।
তাহিতে সোনায় সোহাগা মেলল। ধ্রু।।
আবীর উড়ায়ত মাতল ধরণী।
লাগল ফাগুন পরাণক টুক।।
ঝিকমিক ঝুলন বেশ অনুরূপ
পহুক সেবনক লাগি রসকূপ।।
রাধাকী কুঞ্জক খেলয়ে লাগল।
বিদ্যাপতি 'কলয়ে অপরূপ লখন।।
হোরি খিলত লখাইয়ে রঙ্গ হেরল ছোরী।
লাখ লাখিনুকী চাঁদ চকোরী।।'

'রাধিকা-মঙ্গল' এর অন্য অতি সুন্দরায় রস রীতিমতো ভাবিত-কথা সর্বাঙ্গীনভাবে প্রকাশ করেছেন পরাণ, চাটিয়াল, রাধাবল্লভী ও শ্যামরী প্রভৃতি রসের রাধাকৃষ্ণ। এখানে উচ্চ তথ্য থেকে 'রাস বসন্ত' নামক একটি অংশ আমরা উদ্ধৃত করে দিলাম।

(রাস বসন্ত)

শুভক্ষণ আজি হরি রাস পূর্ণিমা।
পরম সাধনে হলে সবে আয়োজন।।
পরম সুন্দরী সব নব যৌবনা।
রসের আবেশে মৈয়া থেকে বনমালা।।
তোকিলে পরম গায় মধুরা পঞ্চম।
প্রবনে কুসুম সবে ফুটল আপন।।
হাসিয়ে হাসিয়ে সবে মনে বিনোদন।
ধাঁধিয়া গোপিনীগণ কাহে আসি মেলে।।
সুবেশ সহজে হরি সকল বাসিনী।
রসেতে বসিলা তব আহির রমণী।।
রাধা কানু পরস্পরে মাঝে কাঁচ সাজ।
কুসুমে বসে বসে গোবিন্দ বিহরে।।

অনন্তর

মায়ামঞ্চ প্রকাশিতব্য বই

যাদু বিজ্ঞান (প্রথম খণ্ড)

দাম মাত্র ৫০ টাকা

ইতিমধ্যে মাত্র এই বইটির মূল্য ১৫০টি রাধিকের মোকাম ২০১টি ব্রেকারিজের সমাদরে বিক্রয় হিসাব হিসেবে। আমাদের মাল, যাদুকর মহলে একক উচ্চমানসিক।

তাসের ম্যাজিক

দাম মাত্র দুটাকা

আমেরিকা সেরা ইন্দ্রজালকদের মত এই বইটিতে ১৫টি তাসের খেলার কৌশল অতি সহজ ও সুবোধ্যভাবে প্রকাশ করেছেন। যে-কোন তাসের পাকাটে এই বইখানির সাহায্য নিন:

মায়ামঞ্চ প্রকাশন বিভাগ

২১বি, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা—৯: ৩৪-১৪০৩

হলেন্দ্র দত্তর শিল্প প্রদর্শনী

বার্ষিকী প্রবেশ উপলক্ষে শিল্পী হলেন্দ্র দত্ত কলকাতায় ফিরে এসে এই প্রদর্শনী উপহার দিয়েছেন রসজ্ঞ-রসিকদের। আগামী রবিবার ৩১শে হলেন্দ্র দত্ত জন্ম ১৯০৩ সালে বাগবাজারেই মাতুলালয়ে।

শিল্পশিক্ষার প্রবেশিকা অবধি হলেও তুলি এবং রঙে কাটিয়েছেন অনেকের আগাম শিল্প শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চাইতে বিশেষে। বিহারিলাল প্রতিষ্ঠানের কলাবিদ্যার প্রায় দশ বছর। সেখানে আছেন গুরুতে যেন অন্তরঙ্গতা প্রদর্শনী করেছেন সাফল্যের সঙ্গে। সেসব আছেন ছিল: আলেখ্যের ও প্রদর্শনাদের সেবায়। বিহারিলে শিল্পীর নিজস্বিকের কাজগুলো রীতিমত শিল্প-মূল্যবান।

শিল্পীর জীবনের শিকার মুহূর্তে হয়েছিল এক মর্মান্তিক আঘাতে। ১৯৪৪ সাল। শিল্পী আই কলেজের স্থিতীয় বর্ষের ছাত্র। ছাত্রদের পড়ার ইজে প্রদর্শন করছেন শিক্ষক প্রমথ বিশ্বাসের কাছে। তুলির উৎসাহে অনেক গড় একটি ঐতিহাসিক ছাত্রদের পরেন। ছাত্রদের অন্তর্নিহিত রেখাগুলো ফোপরা ছেয়ে ও ঘাসগুলো পাখিদের পাখা।

ছাত্রদের ছবিতে ঘোড়া, ছেলেমেয়ে, মাছরাঙা, পাখিরা, বিয়েবাড়ীর রীতিনীতির কাজের নমুনা। বিশেষ করেন গ্রাম বাংলার ও উইংগীর সাধারণ জীবন প্রদর্শিত হয়। আলোচনাকারী বলেন— বিহারীলালের বিষ্ণু, চিত্রকলা প্রভৃতির সম্বন্ধে আমাদের ধারণাকে অন্তর্নিহিত মত প্রকাশে শিল্পী সাহায্য করেছেন।

ছাত্রজীবনের পর ইউরোপেও প্রোফেসনাল রীতিকে বিকাশে বলিষ্ঠ। পারী বিহিতের পাঠশালায় অধিকৃত চিত্রকলের শীঘ্রিত দেখার সুযোগ। মুক্ত শিল্পিদের চিত্রাঙ্কনীতে ছাত্রদের প্রভাব দেখা যায়। অবশ্য শিল্পীর মত দেখবার ভোগের বিভিন্ন অভিব্যক্তিকে শিল্পী এঁকেছেন নিজের স্বতন্ত্রতার সঙ্গে।

আলোচনাকারীর মতে অনুষ্ঠিত এই প্রদর্শনীটি হলো। তবে তারপর অবশ্যই দীর্ঘতর হলে শিল্প নিদর্শনগুলোকে ভোগে বর্তমান উপভোগের জন্য সাজানো যায়।

প্রোগ্রেসিভ আর্টিস্ট সেন্টারের প্রদর্শনী

সম্প্রতি আমি শিল্পীদের মধ্যে এক নব শিল্পপ্রেরণার জোয়ার এসেছে। অবশ্য তবুও শিল্পী একটির পর সম্প্রদায়-ভাব তাদের নিজস্ব সাধারণের প্রদর্শনীতে। এই ও কয়েকদিন আগে বিড়লা আকাদেমিতে পরিচয় অভিনয়ে তরুণ শিল্পীর এক সমাজ, সুমের ছিল প্রদর্শনী হয়ে গেল।

আধুনিক অনেকের আর্ট কলেজের কয়েক বছর গড়ী পর বয়স কেন্দ্রগুলো নামে প্রোগ্রেসিভ আর্টিস্ট সেন্টার নামে একটি শিল্পসংস্থা তৈরী করেছেন। এরা সব বয়সে যে তরুণ তাদের এই সকল প্রদর্শনী হয়ে গেল তার সাধারণ আকাঙ্ক্ষার অন্ত কারণ আছে। এই একটি কারণ একদিন এই শিল্পসংস্থা তাদের নিজস্বতা ছিল প্রদর্শনীর অনুপ্রেরণা করেছিলেন বিদ্রোহীদের মতো।

তাদের বয়সের শিল্পীর /চাও সমস্তই এর শিল্প নিদর্শন ছিল এই প্রদর্শনীতে। তার মধ্যে আমিয় ইণ্ডিয়ান আর্ট কলেজের শিল্পী। [illegible]

ও আর চমকন প্রদর্শনের আর্ট কলেজের ছাত্র। বাঙালিদের মধ্যে একমাত্র মহিলা শিল্পী ইলা যে ইণ্ডিয়ান আর্ট কলেজের ছাত্রী। এদের উৎসাহ ও উদ্যোগ দেখে মনে হয় এরা অদূরতর ভবিষ্যতে ভারতীয় শিল্পসভার হাওয়া ঘোরে অন্যতম। প্রদর্শনীর অধিকাংশ ছাত্রীর এঁরা অনেক এক ধাপ এগিয়ে নিজের নিজস্ব ধারণা তৈরী করেছেন। যেখানে তাঁরা নিজেরা কাজ করেছেন। শিল্প বস্তুনিষ্ঠ আলাপ-আলোচনা করেন। পরীক্ষা নিরীক্ষাও চালান।

ইলা মিত্র আঁকা কয়েকটি ছবির প্রতিকৃতি বেশ ভালো লাগল মনে। ঔর ফাউন্টেন এর ইউরোপী দেখে মনে হয় ইনি শিল্পীর নিজস্বতার ইঙ্গিত করেছেন। অবশ্যই, এখনো তাঁর পাকা হাতের পরিচয় মেলেনি। তবুও ইনি নিজের বিষয় নির্বাচনে যে চিন্তার পরিচয় রেখেছেন তাতে মনে হয় ভবিষ্যতে ইনি একদিন ছবির ইঙ্গিতময়তায় পৌঁছতে পারবেন।

ইলা মিত্রের মতো আর একটি মহিলা শিল্পী হলেন শ্রীমতী গীতা মুখোপাধ্যায়। তাঁর ছবিতে রঙের কাজ মুখোপাধ্যায়। ছবির বস্তুর বিষয় নির্বাচনে নতুনত্ব আছে। তাঁর দুটি ছবিতে ছবির সাধারণ এক নতুন ভাবের উদ্ভাস আছে। [illegible] ছবিতে ছবির ভাবের [illegible] ছবিতে ছবির ভাবের [illegible] ছবিতে ছবির ভাবের

তৈরী 'উইন্ডো' আলমারী দেখে মনে হয় যে পরম যত্নে এই দ্রব্য আবাসিকে এবেলার আগিয়ার আলমারী হিসেবে নিজেকে স্থির স্থিত করতে পারবেন। এই প্রদর্শনীটির আরেক পাশের দেয়া পাটটি আলমারী নিয়ে ছিল। আর তবুও আলমারী দোকানীরা বাড়ি বৃত্তীয় করবার ছাড়। শিক্ষানবীশ হিসেবে তার দুটি কাজ শাঁতাই প্রশংসনীয়। চৌকোটার তৈরী পরম যত্নের ও আলমারীর বিশিষ্ট 'উইন্ডো' দেখে আমা তাঁর প্রতিভাকে স্বীকৃতি দেবে।

প্রদর্শনীর আরো আকর্ষণ ছিল আর্টিস্ট-ডিজ আসবাব বন্ধনে। সুন্দর গৃহ সুশোভনী সবার চায়, সকল ঘরে, প্রত্যেকের বেডরুম, লেখা টেবিল, ড্রয়িংরুম, ডাইনিং প্রভৃতিতে এঁদের আর্টিস্টিক কাজের সবকার পরিচয় মেলে।

আসবাবপত্রকারী সবকম কিনবার ইচ্ছে কিন্তুক্ষণ তৃতীয় করবার আছে। বাজারটা সস্তাই পরম ঘরের ব্যবহারী। তাছাড়াও এই ধরনের উপাদান থেকে সহজেই আসবাব তৈরী করা যায় তাদের বেডরুম কিনবার জন্য প্রচুর ও একটিই। এঁদের এই প্রয়াসকে অভিনন্দন জানাই।

সমাজাচী ও প্রবীরের প্রদর্শনী

আসবাবের আর আর্টিস্ট তরুণ কিনবার সমাজাচী চাটার্জির দ্বিতীয় প্রদর্শনী হয়ে গেল। আর পরেরটি কিনে নিজেদের আসবার জিনিস হিসে আমে আর করা যায়, ঈষৎ ভোলায়, পেন্টিং ভোলায় ও ছবি। ভোলায়ের আমে সমাজাচী জীবনের অভিজ্ঞতার মনের সঙ্গে বাস্তবের আসেছেন কিন্তু মূর্তির পেন্সার আটি। আমে বিষয় অনুযায়ী ছবিতে নানা বর্ণবীজ কিন্তু বিভিন্ন। পেন্টিং ভোলায়ে কখনও কখনও গাঢ় তেল রঙের প্রয়োগও লক্ষ্য করা যায়। ভোলায়ের আসবাবপত্রে কিনবার এক নিজস্ব শৈলী-রসের প্রবর্তন হয়েছে। ছাইএর আসব নয় নয়। রেখাভঙ্গী সবটি ছাইএর মতো আবাসিক হোল আল হয়েছে। এই ছিল তার আর্টের আসবার কিনবার উপর সম্পাদ প্রবর্তন হয়েছে।

জীবনের নানা সৌন্দর্য এবং বৈচিত্র্য নিয়ে কখনও সমাজাচী 'চিত্র মূলে প্রতিপাদ্য বিষয়। প্রবীরের আসবার তাঁর আবিষ্কার মূর্তি লাভ আসবে চিত্রকলায়ে। যেমন 'ভিলায়ার' ছিত্র মূর্তি ঈষৎ আসা আসবার প্রবীর হয়ে থাকবে হয়েছে। পাহাড়, 'বিজন রাত' মহাযাত্রার, আসবাসপত্রের প্রভৃতি চিত্রাবলীতে অনুভূতি, হৃদয়, মনস্তাপের জীবনের আবিষ্ট প্রকাশিত হয়েছে। সমাজাচী এ সমাজাচী আসবার জীবন থেকে আসার ছেলের ইন্দিনটি পরিস্ফুট করবার সম্ভাবনা।

আর এক তরুণ কিনবী প্রবীর মণ্ডলের মনস্তত্ত্বাবাদী এবং ছিন্ন প্রদর্শনী হয়ে গেল আশুতোষ কলা ভবনে। আসবার ঈষৎ ভাবে - আসবার বাঁধন পাতলা।

পরবর্তী ছিন্নের কথা মনস্তত্ত্বের ঈষৎ মনে হয় কিনবী এখনও তাঁর প্রকাশের ভিত্তিভূমি খুঁজছেন। কিন্তু যেন কয়েকটি মনস্তত্ত্বের হাত পাকাবে চাইছেন। মনস্তাপ, পাপবোধ, দুঃখ, ঈষৎ আসব ভেঙে-চুর মনো পরিবেশের কল্পনাগুলো আঁকা কিনবার। পরবর্তীর পরিচয়ন, মুকুল ভোলার আবেগী-ধীরে ধীরে ঘুচলাভ করেছে। এ এক সুন্দর কিনবা মনস্তত্ত্বাবাদী আসবার ভবিষ্যতে।

প্রশান্ত দা

সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষ

অমৃত

এবার নববর্ষে অমৃতের উপহার

বিশ্বের ৫খানি ক্ল্যাসিক উপন্যাস

রেজারেকশান —লিও তলস্তয়

ক্রাইম অ্যান্ড পানিশমেণ্ট

ফিয়দর দস্তয়েভস্কি

মাদাম বোভারী —গুস্তভ ফ্লবেয়ার

এ টেল অব টু সিটিজ

—চার্লস ডিকেন্স

ফাদার গোরিও —অনর দা বালজাক

ঈষৎ সংক্ষেপিত এই উপন্যাসগুলি বই হয়ে বেরিয়েছে। প্রত্যেকটির দাম হত ৫্ টাকা। কিন্তু এখনিতর দামে এবার অমৃত পাবেন ৫ খানি। এবং সেই সঙ্গে

প্রফুল্ল রায়ের সম্পূর্ণ উপন্যাস

বিভূতিভূষণের অপ্রকাশিত ডায়েরী

দাম ৫্ টাকা। ডাকমাশুলে মুক্ত

অঙ্গনা

সাগরপারের খেলাধুলো—জার্মানী

মেয়েরা আজ আর কোন বিষয়েই পিছিয়ে নেই। রাজনীতি ও অর্থনীতির কথা ছাড়ি, সমাজ তথা পুরুষের পাশাপাশি এগিয়ে চলেছেন। এগিয়ে চলেছেন তাঁরা খেলাধুলো ও শরীরচর্চার বিভাগে। পাশ্চাত্যের অধিকাংশ এ-ব্যাপারে শুধু সাহিত্যেই নয়, উৎসাহেরও একটা বড় ইতিহাস আছে। আজ থেকে প্রায় অর্ধশতাব্দী আগেও কথাই ধরা যাক না কেন অন্যান্য দিকের কথা বাদ দিলেও ইউরোপের ঐতিহ্যশালী মেয়েদের শরীরচর্চার ব্যাপারে আজকের সমাজেই ক্রমোন্নতির পরিচয় মিলেছে। বিশেষ বিশেষ দেশের কথা তো এই সমালোচনার প্রসঙ্গে ইউরোপের অন্য দেশ থেকে মৃত করা যাবে। আজ তাঁরা আমাদের কাছের দেশের সর্বশেষ ঐতিহ্যের সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের খেলাধুলোর ক্ষেত্রেও ছেলে-পুরুষের সমান-তালে পা ফেলে এগিয়ে চলার কথা বলবেন।

জার্মান মুলুকের এক কথায় সকল কথা বলা যে-দেশের মেয়েদের খেলাধুলোর ক্ষেত্রে সম্প্রতি অগ্রগতির কথা জানাতে পারবেন।

জার্মানী আমাদের কাছে অনেক দিক থেকে অনুসরণীয়। এ দেশেতে ক্রমের পারম্পর্যটিও আছে। জার্মানীর পূর্বপুরুষেরা ক্রমের ধারাবাহিক সূত্রে পরিচালনে খেলার ক্ষেত্রে ক্রমে সবাই জিতে এসেছে।

খেলোয়াড় ব্যাপারে আমার কৌতূহলের অন্ত নেই বলেই চলে। পড়ার অবসরে ও পড়াশোনার ফাঁকে ফাঁকে খবর রাখতে চেষ্টা করেছি।

উপরে যে কথাটা ছোট ছোট খেলোয়াড়দের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে। এগুলির পরিচয় দিচ্ছি। এক একটি খেলোয়াড় হাতে ২৫ বছর ছিলেন। খেলোয়াড় বাড়ি বসেই তাঁরা ছিলেন।

খেলোয়াড় পড়ে ওঠা ছেলে খেলার ক্ষেত্রে কী ?

উঁ ওখানকার মেয়েদের জন্য অনেক জায়গাই ও স্টেডিয়াম আছে। ছোটবেলা থেকে ছেলেদের সঙ্গে খেলা হয়। ছোটবেলা এই খেলার একটা শিক্ষাক্রম হয়েছে। এখানে ছেলে মেয়েদের আলাদা শিক্ষক। ছোট ছেলে মেয়েদের এখনে খেলা শিখে আসে। সমস্ত পড়ার ঘরির খেলায় আমরা তাদের প্রতিযোগিতা করতে তাদের নেই একই উদ্যম। অবসর সময়ের জন্য এ-খেলা যথেষ্ট জনপ্রিয়।

প্র অলিম্পিকে প্রতিযোগিতার আগে প্রস্তুতির জন্য কি ধরনের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

উ পশ্চিম বার্লিনে অলিম্পিকের জন্য রোজিং, আথলেটিকস ও অটোমোবাইল ট্রেনিং ক্যাম্পের ব্যবস্থা আছে।

প্র সব প্রতিযোগিতার প্রতিযোগীরা কি সরাসরি পশ্চিম বার্লিনে এসে হাজির হন।

উ প্রথমে এঁদের ছেলে ও মেয়েদের ভিন্নভাবে ট্রায়াল হতে হয়। পরে প্রতিযোগী জার্মানী ও পশ্চিম বার্লিনের মেয়ে

অনুরোধ

গত সংখ্যায় প্রকাশিত পত্রমিতালী পাতার প্রথম কলমের প্রথম অনুচ্ছেদের ত্রুটি হবে দিল্লীজাক্সিন্দা।

অন্তর্ভুক্ত হওয়ার প্রতিযোগিতার মধ্যে এই নির্বাচন করা হয়।

প্র এঁদের খরচ কে আর করে ?

উ সমস্তরকম খরচের দায়িত্বই ক্রমের সরকারের।

প্র জার্মান ছেলেমেয়েরা কি প্রত্যেক অলিম্পিকেই সুনামের সঙ্গে জিতে আসতে পারছে।

উ গত অলিম্পিকে একটি পাঁচশো মিটার মেয়ে হাইজাম্প ১'৭৩ মিটার ও লং জাম্পে ৬'৭১ মিটার অতিক্রম করেছিল। মেয়েদের অন্যান্য বহু প্রতিযোগিতায় জিতেছে। খবরের কাগজে দেখেন অনেক। তিনিও ছোটবেলা থেকে ছেলেদের সঙ্গে খেলাধুলোর প্রতি একটা প্রবল টান পরিচয় পাওয়া যায়। পরে তিনি বছর বছর ছুটির সময় বাবা-মা ছেলে ঐতিহ্যশালী স্থান বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেছেন। তিনি একজনের সেরা ও ছেলে আজও হয়েছেন। গত বছরই মাত্রাও নিয়ে আন্তর্জাতিক খেলাধুলোর তিনটি স্বর্ণ ও দুটি রৌপ্য পদক লাভ করেছেন। টোকিও অলিম্পিক ও মিউনিক থেকে তিনি রৌপ্যপদক লাভ করেছেন। তিনি ১৯৬৪ সালে অবসরপ্রাপ্ত সৈনিক ও ফুটবল খেলোয়াড়কে বিবাহ করেন। তাঁর একটি ছেলে ও একটি মেয়ে আছে।

প্র আজকের পরিস্থিতিতে জার্মানীর মেয়েদের লাফানোর অবস্থা কতটা ? এ ব্যাপারে তাদের প্রতিযোগিতার স্থান কি ধরনের উন্নতমানের ?

উ জার্মানী বরাবরই লাফানো এক ঐতিহ্য বহন করে চলেছে। প্রতিযোগিতার ব্যাপারেও তাঁরা আন্তর্জাতিক পৌরবকে অক্ষুণ্ণ রাখতে চেষ্টা করেন।

প্র লাফানোর পরিপ্রেক্ষিতে মেয়ে ছেলেদের মধ্যে কোথায় বেশী সাদৃশ্য পাওয়া যায় ?

উ গত ৩০ বছর ধরে জার্মানীর ট্রেনার লাফানো ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত সৈনিক। এখন তিনি লাফানোর ট্রেনিং দেওয়ার ভারপ্রাপ্ত।

প্র উঁহার কোন বিশেষ শিক্ষা-ব্যবস্থার নিয়ে করবার গ্রহণ করেছেন ?

উ তিনি লাফানো শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রথম শ্রেণীর পাস করেছিলেন। অন্যান্য পরীক্ষাতেও ভালো ভালো গ্রেডেশনই তিনি ছিল।

প্র ছেলে হবার পরও কি তিনি প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেন ?

উ বার্লিনের পরপরই ছেলে হোলিন। এ বছরও তিনি লাফানো তাঁর স্বামীর সঙ্গে, প্রতিযোগিতায় সমানে অংশ গ্রহণ করে চলেছেন। তাঁর সুযোগ্য স্বামী সহযোগিতাও বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে। বার্লিনের শিক্ষকদের নিয়ের ব্যবস্থাও হাইজেনে রয়েছে। এখানে এক-একটি ক্লাব হয় থেকে উঁচুমান বয়স পর্যন্ত বয়সের মেয়েরা ক্লাবে ট্রেনিং নিতে। সপ্তাহে বারবারে ক্লাবের ক্লাস হয়ে যে, তিনিও এই শিক্ষার্থীদের একজন। এই প্রশিক্ষণের জন্য মাসে ১০০০ ডি-এর চাকরে ক্লাব থেকে তাঁকে দেওয়া হয়। বিদেশে শিক্ষার্থীদের ক্লাস বন্ধে থাকে বেশী চলে না পরে জার্মানের সৌজন্যেও দাঁড়ি টানা।

প্র বার্লিনের নিজস্ব রেকর্ড কি ?

উ বার্লিনে ছোট লাফানোই জার্মানীর রেকর্ড ও লাফানো ছিলেন চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল অংশ গ্রহণ করেছেন। এখনও তিনি খেলাধুলোর উৎসাহ দেখান করেন।

নিজস্বীর বিশ্বরেকর্ড জার্মানীর নামে করতে পারেনি। খেলাধুলোর জগতে সে অভাব যথা দূরে দাঁড়িয়েছে। পূর্বেকার লাফানোর ঐতিহ্যশালী ক্রমের সঙ্গে সমমর্যাদায় সে পাল্লা দিয়ে চলেছে। নিজের ব্যক্তিগত খেলাধুলোর সে আজ ছেলেদের বিষয়ে প্রতিযোগিতা। তার ভবিষ্যৎজীবন আনন্দময়ী নিশ্চিত।

জয়ন্তি চৌধুরী

মধ্যযুগে রন্ধন ও ভোজন

মধ্যযুগের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে বাঙালির ধনী-নির্ধন নির্বিশেষে সকল শ্রেণিমানুষই বিশেষ উৎসাহ নিয়ে অংশ গ্রহণ করত, সেটি হল ভোজ-বিলাস। এই ভোজোৎসবে রন্ধনের প্রক্রিয়াও অবশ্যই, সমকালীন সাহিত্যে ও লোকমুখে তাই এক বিশেষ গুরুত্ব অর্জন করেছিল। এমন কি ভোজনের এমন বিশেষ ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সম্বন্ধে তখন মনে হয়, পুরুষদেরও এই ব্যাপারে বিশেষ একচেটিয়া অধিকার ছিল না। সমাজের মেয়েরা প্রায় সবে বিভিন্ন ধরনের খুব সরস পাঁচালিতে খুব আপাতুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে মজা করেছেন। তাই সমকালে প্রচলিত নানা প্রবাদ প্রবচনে 'রান্না' ও 'ভোজন' বিষয়ে অনেক অভিজ্ঞান' খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু মধ্যযুগের সাহিত্যসমূহে যেসব সরস আলোচনা আছে সেগুলো থেকে মূল বিষয়টি খুঁজে বার করা খুব সহজ নয়। তার প্রধানত দুটো কারণ চিহ্নিত হয়েছে, বিষয়টি বিষয় হওয়ার মধ্যে অনেক বেশী। তাই সমকালীন কবিগণ ইচ্ছামতি সরসতা দিয়ে যখন অন্নপূর্ণাদেবীর ভোজন সেরেছেন—সেই সব রান্না-বান্নাগুলো কেমন হয়েছে এমনকি রন্ধনপ্রণালীও অনুসন্ধান করা যায়। সমকালে সরস্বতীর কুঁড়ুলনী হয়েছেন পাই—

সরস্বতী বিনয় পদে করিয়া প্রণাম।
কবিত্বের সঙ্কটেতে করিল যে স্মরণ।।

এই উক্তি থেকে আমরা বুঝে নিতে পারি যে কবিগণ সরস্বতীর কৃপাতেই নিজেদের কবিত্বশক্তি লাভ করেছেন। সেকালের সমাজে যে কোনো শুভকর্মের আগে দেবতার আরাধনা করা হতো। সেকালের সমাজে যখন কোনো শুভকর্মের আয়োজন করা হতো, তখন প্রথমে একটি নিমন্ত্রণ পত্র লেখা হতো, সেটি হলো 'লিখন'। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী তাঁর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে ফুল্লরার বারমাস্যা অংশে এমন একটি লিখনের উল্লেখ করেছেন—

পাতিয়া কুটুম্ব ঘর, আসিবে দিবস পর,
লিখন পাঠাই আপনার।
খুদ কুঁড়া নাহি ঘরে, কিনিয়া আনিবে মোরে,
এই দুঃখ রহিল আমার।।
খুদের আশায় পাছে, আমার ভবনে আছে,
দিনদুই তিন বসিবেন।
আমি কিবা বলিতে পারি, তাহার কপালে যদি,
দুঃখ আছে কি করিবে তিনে।।
কিনিয়া আনিবে মোরে, তাহি দিয়ে পাছে মোরে,
খাজনার করহ ভোজন।।
ওঝার কবিত্বশক্তি পায় সঙ্কট যদি
সরস্বতী দিয়া কৃপাদৃষ্টি

অহিমা মুখোপাধ্যায়

অহিমা পাইলা তবে বিদায় হোসেনের তবে
ঘরে ঘরে ভূমে আল ঘরে ঘরে
ফুলরার দুখে সাতানী ঘরে ঘরে আসি পানী
হয় দিয়া ভরে অবসরে।।"

—এখানে একটি বর্ষণ মুখরিত এবং ক্লান্তিকর বাদলার বাদলী প্রবাসিত ঘরের ভোজন, পরবর্তী একটি নিবন্ধে আলোচনা দিয়ে পাওয়া যায়।

সেকালে অন্নের সঙ্গে ইলিশ, চিংড়ি, সরষী বা পাটি, শিঙল, মোরল পোল সেদ্ধ করে খুব পরিমাণ করলা ভাজা খুব ঘন ঘন খাওয়া হতো। এমন কি মাংসের সঙ্গে ছাগ মেষ ভক্ষণ হরিণ শশক শজারু প্রভৃতি একেবারে বাদ যেত না। তবে ব্রাহ্মণদের এবং সকল আহার অনুষ্ঠানে কবিদের মধ্যে অবশ্যই—মোরলের পুরোনো অন্তরা প্রধান সংখ্যই এখন চুরালির মোরল সমূল 'কবিদের ও গোসাপ মাংস, কাঁকড়া, শুক্তি। তবে হিন্দিও এর উল্লেখ করেছেন যাঁরা ব্রাহ্মণী হিন্দুর সমাজে অনুমোদিত প্রসাদেই। তবে বলা যায়, তখনকার সমাজের অন্তরাল প্রবীণ মানুষই মোরলের এই সকল কবি আহারের চলন ছিল।

বর্তমানে মাংসোৎসব নিরামিষাশী মেয়েদের মধ্যে খুব জনপ্রিয়। রান্না-মাংসের ঝোল যে বাঙালির ভাতের আরাম অনেকের দেখে থাকি। কিন্তু মোরল পরিপাকের উপযুক্ত-মোরল অনুমোদনের ফলে অনেকেই আমিষ বর্জন করেছিলেন। ফলে নিরামিষ ভোজনের পরিপাটি ব্যবস্থা অনেক সময়ই পাওয়া যায়। মোরলের ঝোল বাঁধা সম্ভার ছিলেন বলে তাঁর ঠেঁতুল-আমড়ার চাটনি ও ছেলেদের উপযোগ বাঙালদের বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। তিনি ঝোলের মেয়েই শিখে আর ঘরে ঘরে পরম সমাদর—এই পর্যন্ত বলেই শেষ করেছেন। কিন্তু এই সকল পুরুষ রন্ধনের ঝোলের তাঁর

সকলকে শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন
শ্রীশ্রীআনন্দময়ী কালি মন্দির

কোণ্ডী এবং ঠাকুরানী মুখুর ও বিচার, হস্তরেখা বিচার, সকলই সম্ভব। এছাড়া যে কোন সমস্যা সমাধান ও সুন্দর উত্তর দেওয়া হয়। বিশেষ গ্রহ শান্তি, স্বস্ত্যয়ন ক্রিয়া ও বশ নিখুঁতভাবে করা হয়। শুদ্ধ ফলপ্রদ অনেক পুরুষানুক্রমিক কবচ দেওয়া হয়।
বগলা কবচ (সর্বশত্রু জয়) মহামৃত্যুঞ্জয় কবচ (সর্বশান্তির জন্য) মহা মৃত্যুঞ্জয় কবচ (সর্ব ব্যাধি ও অকাল-মৃত্যু রোধ) কালী কবচ (কালমেঘ ঔষধি ও সাংঘাতিক ট্রিকনিন) অন্নপূর্ণা কবচ (অন্ন ও অর্থাভাব ব্যক্তির আকর্ষণ) মনি লক্ষ্মীর কবচ (বিদ্যা ঔষধির জন্য)।
যে কোনও কবচ পাঁচগুণ
শ্রীশ্রীগুরুযোগেশ্বর শাস্ত্রী
১৬-এইচ, ২-তল টেম্পল লেন, সিউড়ীবাগবাজার, কলিকাতা-৬০।
টেলিগ্রাম লক্ষ্মীজয় হোম, সাঁওতাল পরগণা (স্টেট ব্যাঙ্ক), ফোনঃ ৩২ ৫, ১৫, ১৮, ৩৭, ৪২।
ওজনের সময় সুচারিত
সময় ঃ সকাল ৭—১টা বিকাল ৩—৭টা

'চৈতন্য-চরিতামৃতে'। বৈষ্ণব সমাজের নিজস্বিক ভাষায় এ বলে বিশেষ অভিহিত। এই চুলোয় একটা কথা মনে রাখা দরকার যে এককালে পুরুষদীরা একজনের ঘরে প্রবেশের সময়ে অন্যজনের দেখলে সেই 'ভাল' শব্দের সমার্থক ভাষিলিঙ্গবাচক কোন সম্বোধন ব্যবহার করতে না। তার সঙ্গে যোগ করি, বহুবচন, একবচন ইত্যাদিও তখনো উদ্ভব অনুপস্থিত। বিয়ে-পাইটের ব্যবহারও ভিন্ন ছিল। তখনকার দিনে শিশু, কেশে কুমারে পরিণত হলেই বিয়ে হতো না। তার আগে দুজনে ঘনিষ্ঠ হওয়া, পরস্পরকে ভালো লাগা ইত্যাদির অবশ্য পালনীয় ছিল। এই সমস্যার সমাধানের জন্যে বিয়ের আগে বর-কনের 'মালা-বদল' অনুষ্ঠান প্রচলিত ছিল। তখন এক্ষেত্রে কোন পুরোহিত বা অভিভাবক থাকতেন না। বর-কনে নিজেরাই নিজেদের মালা পরিয়ে দিত। এই অনুষ্ঠানের পর তারা স্বামী-স্ত্রী বলে গণ্য হতো। এই মালা-বদলের সময়ে বর-কনে পরস্পরকে যে সব কথা বলত, তা থেকে তখনকার সমাজে নারী-পুরুষের সম্পর্কের একটা মোটামুটি ধারণা করা যায়। বিয়ের আগে বরের কাছে কনের প্রথম প্রশ্ন ছিল—

> কোন্ জাতি কার অনুরাগ সাধুসিদ্ধে কহ? তৈলে বিনে তাকে পালটায় কোন্।।

পাল্টা প্রশ্ন করেছিল কনেরও তখন বিয়ে হবার আগে বরের কাছে জানতে চাওয়া হতো—

> কোন্ বা অভাগা তা সনে সাধ করে তোমার জাতি-গুণ-বংশ-পরিচয় নাহি।

এর উত্তরে বর বলত—

> যেখায় আমিয়া জান সাঁঝেরার সঙ্গ
> তাহে তৈলে মেহেরো কহিয়া মন্দ পাছ।

অর্থাৎ—

> সন্ধ্যার সময়ে সাঁঝে যেখানে সন্ধ্যারী নিয়া
> মেহের'ন আমিয়া তার সঙ্গ।

এর ছাড়া আর অনুরাগ সাধুসিদ্ধে কহ? তৈলে বিনে তাকে পালটায় কোন।।

পাল্টা প্রশ্ন করেছিল কনেরও তখন বিয়ে হবার আগে বরের কাছে জানতে চাওয়া হতো।

কেউ যা অভাগা তা সনে সাধ করে তোমার জাতি-গুণ-বংশ-পরিচয় নাহি।

আজকাল সদ্যবিবাহিত দম্পতি চৌকিতে শুয়ে পরস্পরকে জানার জন্যে জাতি-গুণ-বংশ-পরিচয় নিই। আজ থেকে সেই যে অনুরাগের সঙ্গে প্রশ্নোত্তরের শুরু, এই ধারণার আমরা অনুসরণ করছি। বাসরঘরের মুখে যা আজ মুখে চোখে ঠোঁটে ও আলতা মুখে নিয়ে তখন মুখে তখন নিয়ে মাখি, ঠিক তেমনি প্রশ্নোত্তর দিয়ে মুখে মুখে প্রস্তুত হতো। যেমন মনে নেই মুখে, তখন নিয়ে মুখে মুখে তাকে মুখে. আমার মুখে, মাখি, ঠিক ও ঠিক নিয়ে মুখে তখন এক মুখের মুখে মুখে এবং মুখের মুখে মুখেই ও মুখেমুখে মুখে প্রশ্ন যে, ঠিক ও মুখে নিয়ে মুখেই মুখে প্রস্তুত মুখে হতো। তখনও ন—

> মুখের নিয়ে মুখে মুখে মুখে মুখে মুখে মুখে
> নিয়ে মুখে মুখে মুখে মুখে।"

প্রতিদিন আহারে বসে স্বামীকে স্ত্রী প্রথমের প্রশ্ন নিয়ে মেনুতে।

> "আজ রান্না মেনু পেয়ে নিয়ে আমাকে
> আজ মুখে মুখেমুখে মুখেমুখে মুখে।"

একালের মত তখনও বিবাহিত ও অবিবাহিত উভয় প্রকারেই নানা পদের আমন্ত্রণ প্রস্তুত হতো। মহাকালের মহাকালীর আমন্ত্রণ পাঠ করা একালের মত হলেও, একটিমাত্র আমন্ত্রণ আহারের প্রথা ছিল, তাও সেই সকল নানা-বিধ সুখের ও সুস্বাদিত আমন্ত্রণের বর্ণনামাত্র একালের আমন্ত্রণপত্রগুলি বাসনাগীর মনোরম মনের আবেদন কতটা নিবেদনেছে। আমার মেয়ে সমাধিক বিশেষত্বের অধিকারী ছিল। অন্য সাধারণ গৃহস্থের বাড়ীর মেয়েদের কর্মের অপেক্ষা ঠৈতন্যচরিতামৃতকারগণ কর্তৃক বৈষ্ণব সমাজের 'মহত্তের' বর্ণনার বিশেষভাবে মনুষ্যের প্রশংসা পাওয়া যায়।

প্রথম বয়সের মেয়ে মুখে সব সময়ে পিছে লাগা মনোবিদ বিশেষত্ব 'চিত্ত-মুক্তি' ছাই ও মনের ব্যবহার ছিল। মেয়েদের সম্পর্কে পছন্দের সুযোগ পাওয়া যায় না। সে ধরণ আমরা পাই এখনো যে অনুষ্ঠান সম্পর্কে এসে আমন্ত্রণপত্রের ও আমন্ত্রণের। তখন স্বয়ম্বরসভার সম্পর্কের মুখে মুখে পুরি' ও আমন্ত্রণের পত্রপত্রে মুখে-পুরোহিত মুখে দেখে উপস্থিত হবার পূর্বে মুখে মুখেও হবে যে এই ভাবে-মুখের বিয়ের মুখে-মুখে আমন্ত্রণ। তাই অনুষ্ঠান সম্পর্কিতের মুখের মুখের মধ্যে পাকস্থলে মুখে মুখের মধ্যে উপস্থিত ছিলো সমাজে। তার সাথে 'পোলাও' এবং উপাদেয় মেয়ে না থেকেও। সর্বাই পাত্র-মুখে-স্থিত পাত্রমুখের পুরুষ।

এ তো গেল স্ত্রী-মুখের আধার। সর্বাইকে পাত্রমুখের একটা ধরণ মেলা থাকে। সে আমলে স্ত্রী-মুখে-প্রথা-পাত্রে যা হয় তখনকার আমন্ত্রণ ছিল না পরাইকে মুখেও। তাই মহাপুরুষদের ইন্দ্রনিমন্ত্রণে শ্রেষ্ঠ মনস্থানী মুখেমুখে মেঘের আসন পাতার ছাতে নিয়ে ছাদন ইন্দ্রের নিমন্ত্রণে স্থানান্তর 'নিয়ে মুখে মুখে নিয়ে নিয়েও সমস্ত মুখে মুখেমুখে মুখেমুখে মুখে' মুখেমুখে মুখেমুখে মুখে।

> "পুরুষ মুখের মুখে তাকে আমে মেনু।
> সকল মুখেমে মুখি নাহি মেনু মেনু।।
> মেনুমে পাকস্থলী নাক মুখেমে মুখেমে
> মুখেই মুখের নিয়ে মুখেমুখে মুখে।।
> পাকস্থলে পাকস্থলী মুখে মুখেমে মেনুমে।"

মুখে নিয়ের মুখে পুরোহিত নিয়ে মুখে।" এই মুখেমুখে মুখেমুখের পরিচয় মুখেমুখে মুখের নিয়েমুখের আমন্ত্রণে মুখে নিয়ে নিয়ে মুখে হয় না। অবশ্য মেনুমেনে মুখেমে মুখের অভাব থাকে না। পাকস্থলে মুখে মুখের মুখে মুখের নিয়েমুখে মুখেও তখন মুখেমুখে—তা সে যত সকালই আসে, তার অন্যথা নিয়ে না—

> মুখে হয়ে নিয়ে মুখে মুখে মুখে মেনুমে।..
> মুখেমুখে মুখে মুখে মুখে মুখেমে।।

একদল আধুনিক উৎসাহিনে মুখে মুখে মুখে মুখে মুখে মুখে নিয়ে মুখে মুখে নিয়ে—মুখেমুখে - মেনুমে - মুখেমুখে মুখেমুখে মুখে মুখের মেনু মেনুমেই পাকস্থলে মুখেমে—মুখের নিয়ের মুখে। এককালের মুখেমুখে নিয়ে-পুরির প্রথাকে পাকস্থলে মুখে মুখে মুখেমে উৎসবে মুখে-মুখে-নিয়ের মেনে মুখেমুখের প্রশংসার মুখে মুখেমে।

অতীতে যা ছিল ঘটনা, আজ তা ইতিহাস। আজকে যেটা ঘটনা, ভবিষ্যকালে সেটা ইতিহাস। এমনি করেই ইতিহাসের ধারা বয়ে চলেছে নিরন্তর। সেই ধারাকেই অনুসরণ করেছে—

দুরন্ত দশক ১৫·০০

লিখেছেন সুপরিচিত সাংবাদিক ও ভাষ্যকার
বিমল মেলমুস্ত

জোলাবাদ প্রকাশনী : ৩৭/১১ বেন্টিঙ্কস্ট্রীট লেন, কলিকাতা—৬

বাস থেকে নেমে পড়ল ঋতা। নেমে মনে হোল ভালই করেছে। আজকের জামটা অনেক দূরে এসেছে। সাধারণত ব্রীজের ওপরই জ্যাম থাকে ট্র্যাফিক। আজকের মত ব্রীজ পেরিয়ে এতদূরে আসে না। আজ গুরুতর একটা কিছু হয়ে থাকবে। গুরুতর হবারই বা কী দরকার। সামান্য ব্যাপারই গুরুতর হয়ে পড়ছে আজকাল। মানুষ বোধ হয় খুব উত্তেজনা ভালবাসে। টেন্‌সন্‌ না হলে মানুষের চলছে না। 'সত্যকারের টেন্‌সন না থাকলে কিছু একটা বানিয়ে নিয়ে, তৈরী করে তারপর তার ভাত পোহায়। এ-রকম ট্র্যাফিস জ্যাম দেখলে নীরেন হয়তো বলত 'ট্র্যাফিক থ্রম্বসিস'। ওই কথাটাই ব্যবহার করে নীরেন। শ্যাম্পুকরা চুল। বেকটা স্পেশ্যাল ফ্রেমের চশমা, বুদ্ধিদীপ্ত চোখ, ছটফটে খুশি খুশিভাব, কমলা রংয়ের টেরিকটের বুশ শার্ট আর ব্রাউন পলিয়েস্টার টেরিকটের প্যান্ট পরা নীরেনের মুখটা মনে পড়ল ঋতার। বাবার বাড়ি, টেলিভিশান বউ, মেয়ে—সব নিয়ে বাইশ, হাঁ বাইশ-তেইশ-ই হবে বয়েস, নীরেন তার সজল নিশ্চিন্ত জীবন নিয়ে যখন ওর কাছে এসে বসে, তখন ভারি সুন্দর-সুন্দর কথা বলে-ও। 'ট্র্যাফিক থ্রম্বসিস' 'ইনস্টলচুয়ালা' 'জেনারেশন গ্যাপ', 'চেঞ্জ অফ্‌ সেশাল অর্ডার' এই ধরনের শব্দ বা শব্দপুঞ্জ নীরেনের কথার মধ্যে থাকে। ওই বলছিল, আপনার কোন দুঃখ নেই? ভারি অদ্ভুত প্রশ্ন। ঋতা শুধু বলেছিল ঠিক এই মুহূর্তে নেই। নীরেন সেটা শুনেও বলল না, তা বলছি না। যখন, যখন আপনি একা একা থাকেন। ধরুন, কোন বর্ষার দিন যখন রোদ পড়ে যায়, অথচ একলা ঘরে হাতে কোনো কাজ নেই, তখন, তখন আপনার কোন দুঃখ হয় না? একটা কোন অস্বস্তি, কোন টেন্‌সন? বলে, নীরেন ওর চোখের দিকে তাকিয়ে ছিল। তা, হলেই বা জানে আপনার কী সুবিধা হবে। মনে-মনে ভেবেছিল ঋতা। মুখে অবশ্য বলেছিল, অত বুঝতে পারি না। কেন? আপনার ঘুম নাকি? বলে হেসেছিল। নীরেন বলল, হাসলে আপনার গালে টোল পড়ে। তারপর ও যেমন হঠাৎ এসে পড়ে হঠাৎ চলে যায় সেভাবেই 'যাই চলি' বলে চলে গেল। নীরেন ঋতার একটা টেন্‌সন চায়। কিন্তু, সেটা কী ধরনের কে জানে!

সামনে হোমিওপ্যাথী ওষুধের দোকানটা চোখে পড়তেই ঋতা ঢুকে পড়ল। খাপি শিশিটা ব্যাগ থেকে বের করে বলল 'গেলাবিউল্‌স'-এ দেবেন। লোকটা বুড়ো ভাল করে শিশির গায়ে লেবেলটা পড়তে শুরু করল, তারপর কাকে যেন বলল 'পালসেটিলা থ্রাটি' ওয়ান ড্রম গেলাবিউল্‌স'। তারপর শিশিটা ঋতার হাতে ফেরৎ দিয়ে বলল 'আমরা অন্য দোকানের শিশিতে ওষুধ দেই না। আমাদের

মুখ আঁধারিয়ে এলো? সমাজটা যেন বিষিয়ে গেল। ওর মনে হলো সেলাই-যন্ত্র যেন বেশী ঘোরাতে বলা হচ্ছে। আরো আরো দ্রুতবেগে সূতো টেনে নিয়ে বলা হচ্ছে। তাদের মোড় ঘুরে যাচ্ছে যে তাদের না বললে তারাও যেন পুঁজিবাদের সেই সুযোগ চায়। যেন তাদের জন্য তারা অপেক্ষা করে আছে। সমস্যাটা সহজ মনে হচ্ছিল। খুব ঝিলিমিলি আলোয় আর ঘাঁস আবছা ভাবে। প্রেম যে-সমস্যাটা ও উদ্ভাবন করেছে সেটা এর ভাবে খুব 'ঠেস' মারছে। তারই যেন সেলাইকলের পুতোটা যেন না। সমস্যাটা সমাধান ছেড়ার যে আরো সোজা সোজা অনেকটা সমাধান রয়। কিন্তু ও যে বিশ্বাস করে, তার যা করুক সেটা তাদের ভেবে নিতে হবে। তারা নিজেরা যেন ভাবতে শিখে। সমস্যাটা নিয়ে পারে। সেটা আর একটা সমস্যা-ও। ঘরটার ঠেকে যেন আর সে ঘুমিয়ে। খুব বিরক্তিকর। তার কথা বলার সময়টা ঠিক হলে তাদের সোসিয়েলের কমিটি বসে। তাদের মধ্যে, খুব খুব ভেবে বলবে, কিন্তু ভালোভাবে কথা বলা যাবে। আর সেই কারণেই সমস্যাটার পরিচয়ে আর আলো হয়ে-ও পরে 'মানুষ' তার ভেবে নিয়েছে। বাঁধনে একবারে কথা বলে, তারা একসাথে সমাধান একসাথে। মানুষে-মানুষে কী তফাৎ! আর সেটা-ই খারাপ নয়, তফাৎ তাদের-মাঝে আসল নয়।

বাঁধনকে দেখেও অবাক লেগেছিল। কৃষ্ণার না ভাবি। বাপুজী মুখের ওপর তার ছবি তাদের এসে পড়েন। হয়তো ইতিমধ্যে তাদের বাঁধন খবর হয়ে গেছে। তাদের ভাবিনের এক পরম ভাবিয়ে দেবেন। মোহন্ত আশিস-প্রার্থী পরিচয়-প্রতিনিধি হবে। আর আপনারা মহান ভাবিনের সঙ্গে তার তুলনা হয়েছে। তা নিজে সে আর থেকে মেয়ে পড়ে-ছিল। না হলে কৃষ্ণার মোহন। এখন দেখলে তার হয়ে গেল সেলাই-কলের ওপর ঝুঁকে পড়ে সেলাই করছে। সমস্ত মুখটা সেলাই-কলের ওপর ঝুঁকে পড়ে। তার চোখে চশমা ছিল। তাকে দেখে মনে হলো এসব সেলাই-কলে হয়ে উঠেছে। তার কতদিন থেকে কিসব কিসব করছে। আর বাকি ফুলে বসছে। তাকে আরো কিছু বলে কতগুলো ছাড়িয়ে পরা যাচ্ছে না। মুখে মোহনের অবাক। পাইপ থেকে কিছু আবার পর একটা ভাবতে হচ্ছে। বাড়তি কাপড় ছিল আরো। কতগুলি না হয়ে বাড়িয়েই পড়ছে। কিন্তু মোহনদের সে কী হচ্ছে! তাদের-মাঝে একটা ঘুটো ফুল ঘুরিয়ের কিছু ভালো এই আলাদাই হয়। তার কৃষ্ণার পাড়ার বাঁধা। আর আর লাগাচ্ছেই না।

বাঁধনকে দেখেও অবাক লেগেছিল। চুল কেটে কিছু হয়ে গেল। পাইপ আগের সময় কিসের ঘটনা আর মেয়ে এক মাথায় বাঁধন কিছু মু অবাক—বাঁধন ছিটিয়েই মেয়ে-হল—অবাকের কিছু আর কিছু অবাক-কিছু। সবার কথাটা মনে পড়তেই হাসি পেল তার আবার একটা বালো মানে মুখে-কিছু পাইপে পারি একজাতীয় মেয়েরা কিছু কিছু অবাকের পরে সে পাগলীর। তা আবার পাইপে পারেনি। তবে তবে মুখের দেখেই ছাড়বে এবং বাঁধন ঠাট্টার ছলে বলেছিল আবার যাবা এ যে একেবারে পাইপটাই পাই হয়ে বিদেহীদের যে বলে সে কী হাসি। বাঁধনে।

বাঁধনকে একটু ভয় করে লজ্জা করে কথা আপনাকে বলল—তবে দুই মেয়ে খুব হয়েছিল। ভয় ঠিক বলেছি কিনা।'

—এই দুপ ভয়। কে যেন আসছে। আমারও মনে হচ্ছে এই মনে। ওকে কিছু বলিনি এখনও। বাঁধন বলল।

—এর কথা বলা। কী ভয়ের হলে যে। ভয়া বাঁধনের মুখের একটা ভয় সবাইকে সবাইকে বলল।

—যা তুমি তিন আসবে ছুটি নিয়ে দিদি আমাদিকারদের কাছে গিয়ে পরে বাড়িতে আসবে আমি তোমার জন্য সব ভয় করে রাখব। যাও কিছু বলব না। বাঁধন নরম মনের তাড়াতাড়ি বলল।

ভয়া আপত বাঁধন না বলে পারবে যে মেয়ে পর্যন্ত। আসবে না বলে ওর চিন্তা হবে না। হবেই পরে না। তবু একবার সময় এই বলা না মনটাই বললে একটা দুঃ মেয়ে যেন।' কথাটার কাজ মেলে।

আশ্চর্য ভয়া যে করু। আর ভয়ে খুব কী মিষি। ও যা করে না। মেয়ে কী যায় একটা আসার নাকি তা হিসেব রাখে। বলে এক লক্ষ পুরে, হলে তবেই ভালবাসা আসবে ভবিষ্যৎ। কথা দেয়। বড় ভাল। এতটা ভালো ভবিষ্যৎ যে। আমাদের মতো মেয়েদের জীবনে কী এসব ওঠে বলা। মনে মনে খুব ভয় হয়। এত সুখ যদি না সয় আবার। অত আশা কী আছে।' বাঁধন বলল। —খুব যোগ্য। ওসব যাক্ কথা ভাবিস কেন? ভয়া বলল। ভয়ার মুখের মনে মিথ্যাস তখন ভয় যাঁড়ের যোগ হয় বেশী ভয়ের দুর্ঘটনা। মেয়ের একটা ভাল আসবে ভাব উঠে সেই মুখের মুখের ভয়ে একটা ভাল সৃষ্টি করছিল।

—এই জানিস একটা পবিত্রর ভয়ে যেয়ে। বাড়ি কিনে নিজের হাতে আর চাকরি ঘুরোতে হয় না। ওটা আমি ওর মাথা। এই মুখপুড়ী, তুই একটা জো। না যে। সেখানি ভাল হয়ে। তোমার আর নিজের হাতে চাকরি ঘুরোতে হবে না বাড়ি ফিরে। অনেকদিন তো হলো। এবার তাড়াতাড়ি কর। এইরকম আসবেই। বুঝলি। এসব না আসবে চলে না। একদিক দিয়ে ভয়া হচ্ছে ভয়ের। অবিশ্যি আমারও কম যাই না কী বল। সে যে হাজার আশা। বাঁধা করার মত করে ফেলছিল। এমন সময় অনিমাদি সাক্ষাৎকার নিজের থেকে। আশ্চর্য-এ বাঁধনে ভয়া আসছিল ভয়। নিজেটা

সেকেন্ড ক্লাসের লাস্ট-এ এসে কিছুতেই আমাদি বেরিয়ে এলেন ওদের কাছ থেকে। সুবোধিলাম ট্রেন পাটনা থেকে সুরেশী হয়ে ফিরেছে। এখন দেখছি যা সুবোধিলাম তার সুবোধিলাম হয়েও সুবোধ। আর ছেলে-মেয়েগুলি একটু দিনান্তে ভেতরের ঘরটাও দেখতে দেওয়ার চাই। চাউনিতে আমার দিকে চোখ বুলালেন আমিমাদি। পরিষ্কার সুবোধী হয়েছে। এই জন্যে আমাদের দিকে মনে হোল। মেয়ে বেশ সুবোধী হয়েছে। হাসছে। সেকেন্ডারী পাশ করল নাকি। সাধারণ বিধি ধরিলেন? আমিমাদি হুড়ে চলে গেলেন।

আমিমা চলে যাওয়ার পর বীণা আর কথা মুখে চাওয়া-চাওয়ি করল।

—এক কথাই আছে। না রে! বীণা বলল। সবাই উঠে। মনে হয়। ওর বাপার মেন আমি না। সব সময় উঠতে চায় না বুঝলে। কী করে বুঝতে পারে না। আমরাও না বলাও না কেউ না। তাই উঠতে হয়। মানুষে উঠে। তবে পুরোনো যা চাইতে বাপের জ্ঞান লাগে তাদের কথাই আলাদা। বীণার মনে আসের খুশি খুশি আওয়ার মধ্যে দাগ কাটে উঠেছিল।

কথার মনে পড়ল অতনুর মুখে কী যেন ছিল। অতনু শেষ পর্যন্ত সেই রাতে বলা আসলে কথা' তাই বলতে বলেছিল বীণাকে। কিন্তু জীবনটা ট্রেনের মত চলে। ওয়েটিং রুমে কতক্ষণ অপেক্ষা করে যা বলতে পারে মানুষ। অতনুর মনের ওপর বিরাট বাধির ছিল। ওর যেন উপায় ছিল না। বীণা বুঝেছিল। অতনু মনে হোল আমিমাদির বাড়িতে কথার বীণা অতনুর হাত ধরেছে। অথচ আসলে সাদা বাপারটাতো তাহার। বীণার মত ছেলে বাপার কী আছে। শুধু বান্ধবীর জন্য ভালবাসার না অতনুর জন্য ভালবাসার। কথার মনে হোল বীণার ভেতরে ভেতরে অতনুর জন্য অফুরন্ত ভালবাসা উথলে আছে। তাই এত অনেক অনেক সুখ মনকায়। মনিয়ের আনন্দের ভাগিদার সুখ। বেশী সুখ রাখা কি বেশী দুঃখকে রাখতে পারে মানুষ।

—এই যে বেয়ানে না। কিন্তু আপনে না কি? হেইখে-কাঁচের বয়সের একটি ছেলে কথাকে ডাকল। প্রথমে চমকে উঠেছিল। একেবারে বীণার মেনিয়ের মধ্যে মেয়ে ছেলেটি দাঁড়িয়ে একটা ছোকরা ট্রে নিয়ে। ভিতে চুল মেয়েটিদের এখন বিয়ে হো-চা ভাঁড়। কথা জিজ্ঞেস করল 'টিন্স-বোতলের আছে?' ছেলেটি ভাবি সুন্দর দেখতে। উঁচু টিকলো নাকটা সব-চেয়ে আগে চোখে পড়ে। চোখ দুটি বিলক্ষণ বিষাদে আবৃত। কপালটা উঁচু চওড়া। ঘুঘু ঘুটো কুচকুচে কালো ভোমর /চোখ। গায়ে আসল আসল রঙের ছাড়। ছেলেটি ভিড় ঠেলে এগিয়ে এসে দাঁড়াল। দুধ-সুধ লাগে। বাড় আমি মেয়ের। মেয়ে-জামাই নিয়েদের আসাই আমাদিদের না থাকে। তুমি দাঁড়ো।' কথা জিজ্ঞেস করল। ইচ্ছে আছে হোল ছেলেটার মেধার মেয়েটি 'টিন-বোতলের একটা সিটিন দেব আছে বলল। কী ভেবে নাম বলল আমিমাদি। ও বাবা চিনিছে। হাসল ছেলে-জামাই পাশ করল নাম। মনে মেয়ের মেয়ে অনেক কম বয়সের মেয়ে পেয়েছে অতনুকে। ওই - তো মেয়েকে চাইছিলেন আমিমাদি। অতনুকে! হাসি পেল কথার। এ - ভন্ন পুরু পুরুষের মত হতে চাইছিল। পুরুষ-মানুষের বাসনা নিয়ে নিজেদের ভুল।

বিকেলবেলা মেয়েরিয়ালে ভিড় বাড়তে থাকে। সুতরাং আমিও আসা। ছাড়ার কথা অতনুকে দেখেছে। তখন মেয়ে হয় আমি একটু বেশী বোকা, একটু বেশী ভেতো। ছিলাম। তারপর শিখিয়ে ছেলে-মানুষ-করে অতনুদের বাড়ি বেশী ছিল। তো. এ সে-রকম দেখেও মেয়ে। আপনাকে, হয়ে সেকেন্ডারী পাশ সুবোধী মো। বলেছে অতনুকে। - নিজের ভাল রেজাল্ট দেখেছে। কথার হাসি পেল। একবার নিজেকে দেখার সাধ পড়তেদের আমাদির সঙ্গেই নিজেদের মধ্যে আসেনে, বলছিল 'কী চমৎকার অতনু নিজে, মেয়েরা'। কথার হঠাৎ মনে হোল, 'অতনুকে' নিশ্চয় নিয়েছে পড়তেদের আমাদির মেয়েরা। না বলে বাবা করে কেউ নিয়েছে। অতনু কিন্তু এখনও বীণাকে মেয়েরা বাড়ছে। দু-একটা কথা বলে। কথার মনে হলো একটা অদ্ভুত বীরবত্তা, যা কথার মেয়ে বেশী, ছেলে মনে। ঠোঁটের ক কথার মত দু-একটা সাংকেতিক শব্দ সেই বীরবত্তা সাঁতরে মেয়েদের মধ্যে বাজনা-বাজনা করে, মেয়ে 'কী ভাবে,' ভাবে 'কী ভাবে?' কী জানি, আজ্ঞা চলে ছেলেরা। অতনুর। কথা নজর করেছে অতনু ছেলে-বাবার সাথে বীণা অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে। মেয়ে হয়, এর মধ্যে মে-পুরুষকালী। ঘটে অতনুকে দেখলে, তার সম্মান ওয়েছে মেয়ে মেয়ে। অথচ বাস-মনে ভুলে মেয়েরা অতনুকে দেখতে বসেই বীণা। কথা কাছ সম্ভ কথা বলার অতনুকে মনে হয়। অসাম মনে ঠোঁটমাত্র কথা। বলে। কিন্তু অতনুর অতনুদের কথা থেকে ইচ্ছে করে না বীণার মত মেয়ে আকর্ষণ মোহ করে না। অথচ আরও কথা শুনতে হয়। মানুষ কত কম নিয়ন্ত্রণ করতে পারে নিজেকে। অথচ মেয়ে কথার ক্ষমা নেই। আমি মনে মনে অনা-কাঁদি হই, তখনো আমের-আছি না করেছে, তার মনে হলে ভুলতে হয়। এ মেয়েকে একদম কথা বলার ও শুনে বলাছিল-আমার বঞ্চিত হয়ে বাঁধনের মোহ মেয়ে নেই। কথাই, ঠিক হয়েছে - পাস নি করেছে ভাল... কথাটা মেয়েদের মনে মনে। কথাই কি অতনুর নিজের মনে মনে করে? মেয়ে-কথা বলা শুনছে। বলল মেয়েরা-বলা

কথা বলার। এখন কথার কথাটার এখনই বাড়ি-ঘরে যাবে। বাড়ি যাবে পরে নিজেদের কথা-ঘরে নি।

—এখন কথা বলার। আমাদি। মেয়েদের এত তাড়াতাড়ি কথা মেয়ে পেয়েছি। তখন বলা একটু বেশী। কিন্তু আমার নিজেদের। আমাদের। এমনের আমাদি নিজেদের। সুবোধিলে ভাবলাম বলা।

• কথা একটু হাসল। মেয়েটা আমি সংসার মেয়েরে। এর আগে মনে এখনই এক কথার না আপত্তিজনক মেয়ে উঠেছে। মেয়েটাকেমনের মেয়ে-মুখী সুন্দরী একদম মেয়েটি বাড়ি করে পারে নি। মনে-মনে যার আগে আগের আগে • সেই মেয়েরাণী সুন্দরী মনে করে মেয়েরে; অথচ এ-সব মেয়েদের আর মেয়ে কথা আছে, যা তবে বাড়ছে। মনিয়ের মত সুন্দর সুন্দর কথা-টাপড় পরা মেয়ে মেয়ের আছে নিয়ে আসে আছে মেয়ে ছুটির দিন, বাজার যায়। পড়ে পড়ে, আর আপনার মনে, তবে আসে আসে মেয়ে, তখন তখন আপনার মেয়ে মুখ হয় না। একটা মেয়ের আপনি, মেয়ে মেয়েরে? মনের ঠিক মনিয়ের এই আপনিটা আসে না। কিন্তু এই আপনি মেয়েই তো আসে। এ মেয়েরে পুরুষদের এই আসনি কিন্তুই সব আসে দাঁড়ে মেয়ে মেয়ের মেয়েরে আসেনে-পুরুষ। মেয়েরে পুরুষ-মানুষ। কথারা মনে মনেই আসনিবাদের মেয়েদের মেয়েরা হয়ে পড়ল। দু-বার বিমানার পরে ছুটেছিলেন। আসলে। মেয়ে আপনি নিয়ে মেয়ে মনেছিল। মেয়ে আসে মনে বিমনে নিয়ে মনেছিল এক মনে। এই সময় একদিন বিকেলবেলা কথা কথা আসে আসছিল, তখন এর একটা মানুষে আমাদের আমাদের আসিয়ে নিজের পুরুষে কথার নিয়ে আপনিমনে। বলেছিলেন দু আর আমার এসেছে, কথা। পুরি না এলে আমি আর মেয়ে উঠতাম না এখনই বলে পাকানার আমাদের আমাদের মেয়ের মনে আমার নিয়ে আপনিমনের আমেরিকা। কথাটাকে তখন মনে মেয়েরে বাড়ির দুর্বল মনে সমাপ্ত বা আপনিমনের কথা বাঁধনের—এর মেয়েটাই মনে হয়নি কথা। মনে মনেছিল মনে আমাদিবাদের মেয়েদের পুরুষ-মানুষটার আর্ত মুখে উঠেছিল কথার। আর আর কথাটা, কথা নাম মেয়েটির, যা

হিন্দীতে এর ঠিক কি প্রতিশব্দ? হিন্দুস্থানের কি কি বিভিন্ন একটি ভোগ্যপণ্যের ইতিহাসটার যার মেই অধিকাংশের পক্ষিচয়ের প্রতি তার এত, তার জন্য—তাও ভেবে যে একটা মেয়েমানুষের ভাল করে ভাব হতে, তার বাবারই নাকি অথবা মেয়েটির কুণ্ডলে হাত রেখে একটা কথা বলেই। তখনও কী ভাবে? ভাবে এসে, নিজেদের ঘরে আসবে। প্রথমের ছোকরাদের মিলনটা সন্তুষ্ট পরস্পর জানাই। তারপরে ছোকরার আর কে কি আর এই-সবের কি, তার সে জীবন...কী লাভ্য কুই না এমনের ইন্দ্র ও হিমালয়ে, তার ঘুরের বিশ্বেষ্টাকে-জীবন-না। পরে অবশ্যেই নিজের ঘর প্রস্তুত আনাই-ব্যাপারে পরিষ্কার হবে, তারও আগে আবার অনেক কথা হবে এটা-ওটা-তারপরের আগে।

—এই দেখ, মেয়ের ভোগের জন্যপাণী ঠিকানা? তারা তারপরিকে বলল। ছোকরাটি হেসে তারার লুকিয়ে-রাখা একটা পলিথিন ব্যাগ থেকে বের করেছিল মুখের ভিতরের তারাগুলো টিন-মোড়ার। জন্যপাণী কিনা কে জানে, তারার কিন্তু ভারি পছন্দ হোল ভোগ্যগুলি। হাতে নিয়ে একটা ভোগের মুখের ভিতর দেখল তারি। পরে তার তারপরে আবার ভোগ্যটা। এ যে ভোগ্য তারা না তারা ঘোরাঘুরি তারপরেই ছোকরাটি তারার হাতে থেকে ভোগ্যটা নিয়েই দেখতে নিল এটা যে ভোগ্য, এইভাবে। খুব ভোগ্য! একবার টিপে নিলেই পারতেন তারা এর ভোগ্যর ভোগ্যের ভারপরি তারা-ভারপরের ভোগ্য। তারপর একটা ভিন নিয়ে বলল তারা, ব্যাপারটা এ তারে যা খুব দুষ্টুমি তাই নিয়ে নিল। বাঁ হাতে ভোগ্য চাপে তবে ভারা তা-ও নিলাম। ছোকরাটি নিশ্চয়ই ভোগ্য-দুটো ভোগ্যে আর তারাকে তারতে ইচ্ছে করে না। সব ভোগ্যই একরম হয় নাকি? না খুব তারার একবার। ভোগ্যটা নিয়ে খুব ভাল লাগছিল তারার। চলে তারার নিয়ে ভোগ্যে বাকিরা তারের। বাস ভোগ্য ভোগ্যটিকে। একেবারে ভোগ্য ভোগ্য ভোগ্যটিকে। ভোগ্যটাকে ভোগ্যই ভোগ্য তারা ভোগ্য-নিজের তারার তারার ভোগ্য। তারা এখানেই বাঁধ ভোগ্য। তারা ভোগ্য যাব পড়ল, তারপর, হাঁ।

পড়ল হাঁটে তারে তারা ভোগ্যই ভোগ্যে ভোগ্যটিল তারা। ভোগ্যে ভোগ্য পড়ল তারপরি ভোগ্য পড়া একটা ভোগ্য পড়ল তারে। ভোগ্যে একটা ভোগ্যের তারা তারপরের ভোগ্যে।

দীঘা

সমুদ্রস্নানী ভোগ্য তারতের তার তারির পাশের ভি-স্যান্ড, সব পরিষ্কার তার ট্রিপর্ট তার ভোগ্য থেকে দীঘা। তারতে-আসতে দীঘার তারতের তারার ভোগ্যের তারা তার। ভোগ্যের তারার তারির তারে তারির

ইন্ডিয়ান আর্টিস্টস্ হাউস্

পড়ল ভোগ্যের ভোগ্যের তারতের তারা তারপরের ভোগ্য তারা ভোগ্যে তারা তারা তারা তারা ভোগ্য তারা তারা তারা তারা

বিজ্ঞানের কথা

*সৌভাগ্য সম্পর্কে অন্ধবিশ্বাস
*জনসংখ্যার বৃদ্ধি ও ভারত

আমাদের প্রত্যেকটি 'সপ্তাহের' পাতেরই ওপরে লেখা থাকে 'সিগারেটের ধূমপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর'. তবুও কেন লক্ষ লক্ষ লোক সিগারেটের ধূমপান করে চলেছে? কেন? 'স্বাস্থ্য রক্ষাবিধির বাইরে' কথা হয় যে-সব কারখানার সেখানে কি কখনো অর্থনীতি অভাব ঘটে? কখনো না। যে-সব কারখানা থেকে বিষাক্ত বর্জিত পদার্থ নদীর জলে ফেলা হয় সেখানেও লোকে মহানন্দে কাজ করতে জোগী। এখানেও কি তাদের সামনে ভবিষ্যৎ কী অন্ধকার? বরং উল্টোটা. এই অবস্থার জন্যে-জন্যেও তারা অনেক সময়ে সুখের স্বপ্ন দেখে।

কেন এমনটি হয়? মানুষের চেতনা কি ছোঁতা হয়ে থাকে? একজন অন্য-'বাজারী' বলবেন. তা নয়. আসলে ব্যাপারটা ঘটছে তাদের ওপর মানুষের অন্ধবিশ্বাস থেকে। মানুষ মনে মনে তার চরিত্র ভাগ্য সম্বন্ধে জানতে। দুর্ভাগ্য যতোই আসুক তার শিকার সে অন্ধভাবে ভাবতে চায় না। আর তাই সে লটারির টিকিট কেনে (এই ভেবে যে পরেরবার তারাই ভাগ্যে). সিগারেটের ধূমপান করে যায় (এই ভেবে যে স্বাস্থ্যের ক্ষতি থেকে সে মুক্ত থাকে) এ এমনি কাজ আরো অনেক কিছু করে থাকে সবাই।

ভাগ্যের ওপরে অন্ধবিশ্বাস. যা বলা হলো. সৌভাগ্যলাভ সম্পর্কে অন্ধবিশ্বাস. মানুষকে যে কোথায় নিয়ে যায় তার দৃষ্টান্ত অনেক। একেত্রে আমাদের একটি দৃষ্টান্ত নানা দিকে জরুরি। 'স্বাস্থ্য সাংবাদিক এই ঘটনা নিয়ে বই লিখেছেন। মনস্তত্ত্ববিদ বিজ্ঞানী এই ঘটনা বিশ্লেষণ করে তত্ত্ব খাড়ি করেছেন। দৃষ্টান্তটি তুলে ধরতে চাই।

দৃষ্টান্তটিকে বলা হয় 'জনযাত্রার ঘটনা'। জিনাযাত্রা হলো বাঁধরদের ছোট একটি শহর. 'জনযাত্রা উপসাগরের তীরে। সেই ১৯০৭ সাল থেকে একটি কারখানাও এই শহরে চালু. পিতলে কপারসেলস. যেখানে শহরের অরেকজনা লোক কাজ করে। শহরের ছেলেরা সমুদ্র থেকে যে মাছ ধরে তা হলো তাদের খাদ্যের মূলধন। আর তাকে কারখানা থেকে যে বর্জিত পদার্থ সমুদ্রের জলে পড়ে তা বিষাক্ত পারে। এ বিষের মোকাবেলা কিন্তু যে কতি হতে পারে তাদেরকে তারও লক্ষ থাকে না।

লক্ষ করতে হয় পঞ্চাশ বছর পর ১৯৫৩ সালে।

পাঁচ বছরের এক ছেলের নবীরে লেখা হয় অন্তুত পাঁড়া—ব্রাঁচদেরও পরেরও হাসি ও সন্দেহার। কারণ হিসেবে জানা যায় পারদের বিষে ছেলেটির নবীর বিষিয়ে গিয়েছে। তিন বছর ধরে পর্যবেক্ষণ ও অবজ্ঞা চলিয়ে একজন ডাক্তার আবিষ্কার করেন এই অভিনবতা পাঁড়া লেখা বিষয়ে বিষাক্ত যায় থেকে। তারপরিবেশে পাঁড়া ঘটনাগুলির আকার নিয়েছে।

তখন? তখন কি মানুষে সচেতন ও সতর্ক হয়েছিল? জিনাযাত্রা উপসাগর থেকে ধরা মাছ খাওয়া কি বন্ধ করেছিল? কারখানা থেকে বর্জিত পদার্থ হিসেবে বিষাক্ত পারদ যাতে সমুদ্রের জলে ফেলা না হয় তার জন্যে কি ব্যবস্থা নিয়েছিল?

কোনোটাই নয়। জিনাযাত্রার মানুষ তখনো সেই মাছ খেয়ে চলে। তখনো সেই কারখানার কাজ করে যায়। বরং উল্টো. যে ডাক্তার আবিষ্কার করেছিল যে মাছ খেলেই এই অসুখের পাঁড়ার উৎপত্তি তাকে অনন্ত সরিয়ে দেওয়া হয় এবং তার পরিবর্তে কারখানার পরিচালনা ফেলা হয়।

তাই বলে সবাই কি সমান? যারা বুদ্ধিজীবী. অর্থাৎ এই পাঁড়ার পাঁড়িত, তারা অনেকেই প্রতিবাদ জানিয়েছিল। তবে জিনিস যার বেশিরভাগ বাঁধরদের উপনিবেশের পক্ষ থেকে। কিন্তু জনপ্রতিনিধিদের এই প্রতিবাদ ও জিনিস সামান্য কিছু অতিপক্ষে 'দুরই সরাব করা হয়। এবং কারখানার বর্জিত পদার্থ ফেলার কাজ সমুদ্রের ওজন পড়তে থাকে।

এরপর ফলে মানুষ মন বদলায়।

১৯৬১ সালে মহামারী লেখা দেয় আরো প্রচণ্ড আকারে। তখন জিনাযাত্রার অধিবাসীরা বেশ কিছু কোম্পানির বিরুদ্ধে আদালতে মামলা আনে। এর বছর ধরে চলে এই মামলা। তখন প্রত্যেকটি কোম্পানীর পক্ষে আলাদা করে বলা হয়। এমন কথাও বলা হয় যে জনযাত্রার বেশিরভাগ নাগরিক রোগের জন্য দায়ী করে কাজ করে যেতে না হয়, তবে তারা যেন ইচ্ছাকৃতভাবে রোগ বাঁধাচ্ছে. ইত্যাদি ইত্যাদি। শহরের অনেক ছেলে মারা যায় কোম্পানীর বিরুদ্ধে মামলা জিতিয়ে আনবে। কিন্তু ছেলেদের মৃত্যে তাই একটি বড় ভিত্তি হয়েছে লড়াকু। তারা এক সময়ে হার মানতে রাজী নয়. প্রত্যেক ওদেরই উপসাগর চলার যাতে জিনিস. ধরা ও জলদূষণ বন্ধ হয়। এবং তারাই সবচেয়ে বড় উপায় ঘটনার ভয়াবহতা লোকজনের সামনে তুলে ধরে।

শেষ পর্যন্ত জয় হয় লোকদের। ২০

কয়েকটি বিখ্যাত গ্রন্থাবলি

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর

কোন পথে ?

১ম খণ্ড ১২·০০ ২য় খণ্ড ১৮·০০

মৌলানা আবুল কালাম আজাদের

ভারত স্বাধীন হলো ২০·০০

স্যার ডন ব্র্যাডম্যানের

বিদায় ক্রিকেট ১২·০০

চে গুয়েভারার

ডাক দিয়ে যাই ১০·০০

প্রাপ্তি / প্রকাশক—কথা ● কলিকাতা ১০ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট-১২

মার্চ, ১৯৭০ তারিখে আদালতের যে রায় প্রকাশিত হয় তাতে প্রত্যেককে সর্বোচ্চ ৬,৭০,০০০ টাকা এবং সর্বনিম্ন ৩,০০,০০০ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কোম্পানীকে মোট ৬৩ লক্ষ পাউন্ড দিতে হয় ৮০ জোড়ি টাকারও অধিক।

ক্রোমবির এই ঘটনাকে অবশ্যই আশ্চর্যের। কিন্তু চমকপ্রদ বলেই থাকে। কারণ ১৯৫১ সালেই জানা গিয়েছিল—ক্যান্সারের সঙ্গে যাঁদের সম্পর্ক ছিলেন তাঁদের অনেকেরই রোগ হয়েছে বা কিংবা সেই ভিন্ন মতের রায় ভিন্নতর। আর সেই ভিন্নতর রায় থেকেই ভিন্নমতাবলী পরিবার—তাদের কেন ভিন্নমতাবলী লোক এই রায় পাওয়া হয় তাদের? তাদের কেন ভিন্ন-চরিত্রের লোক এই ঘরে সমস্যাদের কথা বলে বিবেচনা? বিবাহ নিয়ে সমস্যা করা মনস্তত্ত্ববিদ বিজ্ঞানী তথ্যের ভালোর, এই ঘরের ভবনের এই অন্ধ-বিশ্বাস যে সত্যের তাকে স্পর্শ করেন না। আর সাধুনিক প্রযোজন তার না থাকে, অন্ধ-বিশ্বাসী মানুষের চোখে তখন নিরোধ-কর্তার তোলা দোষ পড়া না পড়াবারই কথা।

এমনি ঘটনা তো ঘটে এই একটি নয়। এ ভালোর কথা জানা হলে সেই জানাশোনা আরো বাড়ে, দুনিয়ার অন্যান্য দেশেও ঘটে। এমনকি ভারতবর্ষ নিজেও জানাশোনার বিস্তারেই সাম্প্রতিক বিবাহ ভঙ্গ আইনগুলোর জোর খেয়ে হয়েছে। সমবয়সী অন্যান্য কথাগুলো, তার জন্য প্রস্তুতপক্ষে হাজার হাজার লোকের পাওয়ার বিয়ে বিচ্ছিন্ন এই ভঙ্গ সম্প্রসারিত জোর করতে হবে। আরো কয়েক হাজারকে এমনভাবে যার সম্পর্ক এই আক্রিয়াকে হয়তো সম্প্রসারিত করা যায় না।

ব্যাপক পরিবেশ বিচারে এটা লক্ষণীয় ঘটনা বলা যায়। পৃথিবীর অনগ্রসর-ব্যাপক সবই নানা অনুষ্ঠানের অনুপযোগী হয়ে উঠে, এ দোষের বাঁধন সমাজের উৎকর্ষের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু যে অংশটা অনুষ্ঠানের ক্রমবর্ধমান প্রয়োজন উপযোগী নিয়ে চলে সেটা অনুষ্ঠানের মান বৃদ্ধি পায়। অনুষ্ঠানের প্রয়োজন

পথ থেকে বলছি

তীরে তরী ভেড়ে নি!

[illegible] ইঁদুরে একসঙ্গে [illegible] ছেড়ানো যেমন [illegible] থেকে [illegible] বলবো কি? সুব্রত বসুমল্লিকের ব্যাপারটাও তাই।

তখন শুধু আড়াই লাখ বললে হয়তো বাংলাদেশী ওটমারের ব্যাপারটা বোঝা চলে। কিন্তু তাকে ফেরার মধ্যে রক্ষা রাখা যায় কিনা সন্দেহ। খেলাধুলোর ব্যাপারে সাধারণ মানুষের আগ্রহ যেমন তুঙ্গে তেমনি অনেক বেশি ভয়ঙ্কর নিজের অভিজ্ঞতায় প্রত্যয়। কিংবদন্তী হলে নিজের লক্ষ্যটা খেলোয়াড়ের ঘাড়ে চাপাতে হয়। শুধু ব্যাপারে একথা আজ রেখে কি সেই প্রতিযোগিতার ধরনটাকে ঠেকানো যেতে পারে? তাই জাহিদাবাদ, রাজা বার্কলেজের সিলভার কাউনেলে সুব্রত ব্যানার্জির হয়ে ফাইনাল তার নিজের খেলার দোষে। আপসোস নয়।

সুব্রত হলেন গত কিন. বারের রাজা বার্কলেজ চ্যাম্পিয়ন। এবারে কিংবদন্তি সিনি পশ্চিম বাংলার ব্যাডমিন্টনের ইতিহাসে নতুন অধ্যায় শুরু করে দিতে পারতেন। যেহেতু এর আগে আর কেউই রাজা বার্কলেজের পুরুষের 'ডবলসে একটানা চার বছর ধরে নিজের শক্তিশালী প্রতিরক্ষা রাখতে পারেন নি।

পারলে ফেরার চ্যালেঞ্জ। মনের মধ্যে চাপা উত্তেজনা থাকলেও সুব্রতর অভিনীত। অন্যদিকে [illegible] ফাইনালে আসার জন্য তাঁকে পাঁচটি ম্যাচ খেলতে হয়েছে। আর তা পারেন নি বলেই তাঁইলে কাজল সাহার প্রতিদ্বন্দ্বিতাকালে নিজের স্বাভাবিক ক্রীড়া নিপুণতায় প্রত্যহ পরিচয়ে তাঁর কি ক্লান্তিকর ও ক্লান্তিকারী হয়ে উঠতে পারেনি। ক্লান্তকে চালকে ধরে আনতে পারলে সুব্রত হয়তো কাজলকে হারাতে পারতেন। যেমন পেরেছেন গত বছরের ফাইনালে সুব্রতর, হয়ত ফেরে পড়ার চাহিদা এসে সর্বান্তক হয়ে উঠতে পারে নি। এবং তখন ক্লান্ত শরীর প্রতিটি মুহূর্তে কিছুই ছিল না তার সাথে।

বাস্তব পরিস্থিতির চাপে সুব্রতকে যে সহজের ছাপ ফুটাতে হবে তখন সাধ্য ও, সুব্রতর পেরেই সুব্রত, সেটাই ভেবেছিলেন খেলার শেষে করেছিলেন। কাজলের পরিকল্পনা ছিল সুব্রতকে ধরে রাখা। প্রতিপক্ষকে যেন বড় পয়েন্টের ব্যবধান নিতে না পারে। এজন্যই এঁদের খেলে সুব্রতকে ধরে রাখা যে কঠিন কাজল তা ভালভাবে জানতেন। যেহেতু সুব্রতর হাতে মারার মতন মারাত্মক আছে। এবং তাঁর স্ম্যাশের গতিও কম নয়। নিখুঁতভাবে ও নিশ্চয়তার কাজল প্রথমে শেষ তাঁর নিজস্ব পরিকল্পনার ছক অনুসরণ করে খেলেন। দ্বিতীয় খেলার শেষের পর্যন্ত কাজলের ঘুঁটিকর খেলা খেলেছেন ঘরে নি। যার ফলে খেলা পাওয়ার সাহসও উৎসাহকে খেলেছিলেন। কিন্তু তাঁরপর যেই না সুব্রত একাগ্রতা সুরে, কাজলের অমনি কাজলের নিজস্ব ছকে হেলমেলাল পড়তে খেলে। সেখানে খেলে সুব্রতও খেলাছিলেন খেলার ভেতরে। আই নামমাত্র একটি সামান্য খেলেই সুব্রত দ্বিতীয় খেলে চাহিতে খেলা এবং নিজের কাজলে ফিরবে পারা যাকে তাঁর আনায় সর্বান্তক প্রয়াস খেলেন। কিন্তু ক্লান্ত খেলে সুব্রত ফিরবে খিলান হতে চাওয়া যায়ই

সুব্রত বসুমল্লিক

কাজল সেই সুযোগ সদ্ব্যবহারে ওই পরে নিজেকে চাঙ্গা করে তাঁপরে সহজ নিজের পরিকল্পনাকে ওরুত্বের ভর খেলে। ফলে খুব কম খেলেই একটানা রাজা বার্কলেজের ফিলিপস চ্যাম্পিয়ন অনায়াস হয়ে যায়।

এ খেলাই ফয়সালা। ওরু খেলাটি জমে উঠেছিল। পয়েন্ট একটি বদলী হয়ে খুব সহজ লড়াই চলে। সমানের উত্তেজনা হয়েছে ফিরতীয় খেলের খেলা। এক খেলে এঁগিয়ে থাকলে পর কাজল এক দুর্ভিসন্ধিই একটা পয়েন্ট সমান করে ফেলেছিল যে সুব্রত ঘুরি আর দাঁড়াতেই পারছেন না। কিন্তু সহজেই সুব্রত ঘাঁড়ায় লড়াই সুরু করে 'মর্ম' হয়েছেন খেলোয়াড় হয়ে একটানা ৯টি পয়েন্ট সমান করে ফেলে। ফিলপর এঁগিয়ে যান। এমনকি এগারোতে এসেও খেলে পয়েন্টের ব্যবধান ফেলার চেষ্টায়। এই সময় মনে হয়েছিল যে 'ফটটা খেলে পাচ্ছে সুব্রত নিশ্চয়ই। কারণ কাজল তখন ভিন্ন ধরণ খেলেন। কিন্তু চরমক্ষণটির ভিন্নিক ধারণাকে অভিনন্দিত করে তুলে কাজলই খেলে পরপর দিয়েই খেলে তথা রাজা ব্যাডমিন্টনের খেতাবটি ছিনিয়ে নেন।

রাজা ব্যাডমিন্টনের অর্থ সম্মান কাজল এর আগে খেতাছিলেন ১৯৭৮-এ। সে সম্মান ফেরে 'মর্যাদিয়ের সুব্রতই পরপর বছরে। এবারের ফলাফলে ওটমার পর্যালোচনা কাজল আপাতত্ত্ব কিছুটা মিটে খেলেও, ভবিষ্যতে রাজা পরে পরিপ্রেক্ষিতে কেন করে খুব্রতর আবার চ্যালেঞ্জ লড়াই ওরুত্ব হয়ে উঠবে। প্রাক্তন ওঁদের সমান সমান তালে পাল্লা দেওয়ার মতো আর খেলেই এই মুহূর্তে সম্ভাবনা চলছে না।

মিলনাম ব্যাডমিন্টনের ফলাফল আই ফোক না ফেলে, চরমক্ষণটির উপলক্ষ খেলোয়াড় হিসেবে সুব্রত কাজলের ফেরে নিলেন নন। পুরুষ ফিরের আলোকচ্ছটা ফক। খেলেছে তাঁর হাতে স্ম্যাশ ও ড্রপ সটের নলাকি আছে। আমাদের সকল লড়ছে লড়ছে সুব্রত ফেলিন ঘরের হাতটিকে অনেকক্ষণ ঘুরিয়ে খেলে নিজেকে ফিরে ঘুরিয়েছেন সমস্যার সৃষ্টি করেছিলেন। তবে ফিরতীয় খেলে ঘুরিয়েছেনের ঘরে ঘাঁড়িয়ে 'সব চেষ্টা স্ম্যাশ সমস্যের নিজের ঘাসে হাসার ব্যর্থতায় ঘুরিয়ে স্বাভাবিক ঘরে চাওয়া যায়ই সুব্রতর খেলা খুলে যায়। তখনকার

প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর
নেস্‌কাফে
স্বাদে গন্ধে অতুলনীয়
NESCAFE
instant coffee
নেস্‌কাফে
শতকরা ১০০ ভাগ
খাঁটি কফি থেকে তৈরী
একমাত্র ইন্‌স্টান্ট কফি
বিশ্বের সর্বাধিক বিক্রীত কফি

যে আগে ঘুমে অচৈতন্য হয়। তার ওপর তুমি তার ঘুম নিয়ন্ত্রণ। ছিলে পক্ষে, এই সুযোগের ঈপ্সিত থেকে এতই-এটা ছিল, স্বাভাবিক। কিন্তু এই অবস্থাকে সারাজীবন ধরে রাখতে পারে। কেউই চাইবে না। তবে তেমন ঘুমে নিজেই নিজের সম্পর্কে নিশ্চিন্ত। সেক্ষেত্রে 'ব্লাঙ্কমেল' করবার সুযোগ থাকে না।

তবে নিশ্চয়ই কারুরই সারাক্ষণ ঘুমিয়ে থাকার সুযোগ নেই। কিন্তু যেসময়টুকু তারা পাবে সেটুকুর মধ্যে কোন্ কোন্ কাজ তাদের করে নিতে হবে—সেটা আগে থেকে ঠিক করে নিতে হবে। তার জন্য প্রতিযোগিতা 'ব্লাইন্ড' কোনায় থাকা সত্ত্বেও জানতে হবে পড়লে সুযোগ সুবিধে নিতে হবে। তাহলেই সব কিছুকে ধরতে পারবে, সুযোগই কাজে লাগাতে পারবে। আর সেই সুযোগটুকু হবে মাত্র চারটি।

কথা মতো মুখে—মুখের এই শব্দগুলোর সব প্রথমে সাজানো সাহায্য নিতে হবেছে। কারণ শব্দগুলো অক্ষরগুলো সাজাই মুশকিল। ফুটবলের খেলোয়াড় যা তাদের ছাড়া এ খেলা বন্ধ থাকবে। কিন্তু ফুটবলের মুখে যাওয়া যেমন সহজ, ফুটবলের মাঠে ফিরে আসা তেমনি কঠিন। আর সেই সুযোগটুকুই তো আমরা চাইছ

খেলাধুলা

ভারত বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ

দ্বিতীয় টেস্ট ড্রিকেট

ট্রিনিদাদের রাজধানী পোর্ট অব স্পেনের কুইন্স পার্ক ওভাল মাঠে ভারত বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজের দ্বিতীয় টেস্ট ক্রিকেট খেলাটি অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয়েছে। এই নিয়ে পোর্ট অব স্পেনে এই নিয়ে দুটো টেস্ট ক্রিকেট খেলা হল এখন অবধি দাঁড়ালো—ওয়েস্ট ইন্ডিজের জয় ২, ভারতের জয় ১ এবং খেলা ড ৪।

আমাদের এই দ্বিতীয় টেস্ট খেলায় ভারতের জয়লাভের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিয়েছিল। কিন্তু বৃষ্টিপাত এবং দ্বিতীয়দিনের আংশিক জন্য ভারত শেষ পর্যন্ত খেলায় জয়লাভ করতে পারেনি।

ভারতের অধিনায়ক বিজয় সিং খেলা টস জিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে প্রথম ব্যাট করতে পাঠান। বৃষ্টির জন্যে প্রথম দিন একটা বলও খেলা হয়নি।

দ্বিতীয় দিন ওয়েস্ট ইন্ডিজের ১ম ইনিংসের ৭টা উইকেট পড়ে ২০৭ রান উঠেছিল। ওয়েস্ট ইন্ডিজের ৫২ রানের মাথায় ৪র্থ উইকেট পড়ে যায়। ফলের এই সময়কালীন ৫ম উইকেট জুটি ক্লিফর্ড এবং মার্শ খেলায় দেহাশা বজায় রেখে লাঞ্চের সময় ওয়েস্ট ইন্ডিজের রান তিল ৭২ (৪ উইকেটে)। ক্লিফর্ড ৩৮ এবং মার্শ ৭ রান করে অপরাজিত ছিলেন। চা-পানের সময় স্কোর ছিল ১৩৫ (৫ উইকেটে পড়ে)। চা-পানের বিরতির সময় রান ছিল ১৭২ (৪ উইকেটে)। এই সময় ক্লিফর্ড ১১ রান এবং মার্শ ৪৪ রান করে অপরাজিত ছিলেন। ওয়েস্ট ইন্ডিজের ১ম ইনিংসের ১৭৪ রানের মাথায় মার্শ নিজস্ব ৪৮ রান করে আউট হন। ৫ম উইকেটের জুটিতে মার্শ এবং ক্লিফর্ড রানের অর্ধ শতাধিক ১২২ রান তুলে দিয়েছিলেন। ক্লিফর্ড ১৩০ রান করে আউট হন। তিনি ২১৪ মিনিট খেলে ২টি ১৩০ রান ২১টি বাউন্ডারী করেছিলেন।

তৃতীয় দিন ওয়েস্ট ইন্ডিজের ১ম ইনিংস ২৬১ রানের মাথায় শেষ হয়। এদিন ১১ মিনিটের খেলার মধ্যে ৪ রানে ভারতের ৩টি উইকেট পড়ে যায়। ভারতের ১ম ইনিংসের সূচনা করে রোহিন—মাত্র ১ রানের মাথায় ১ম এবং ৩৩ রানের মাথায় ২য় উইকেট পড়েছিল। রানের সময় ভারতের রান ছিল ৩৭ (২ উইকেটে)। খেলায় অপরাজিত ছিলেন গাভাস্কর (১০ রান) এবং বিশ্বনাথ (২ রান)। চা-পানের সময় ভারতের রান ছিল ১৪২ (৩ উইকেটে)। তৃতীয় দিনের খেলা শেষে ভারতের প্রথম ইনিংসের রান দাঁড়ায় ২১৭ (৪ উইকেটে)। খেলার গাভাস্কর ১০ রান এবং পাটৌদি ৫২ রান করে অপরাজিত ছিলেন।

চতুর্থ দিনে চা-পানের ৪০ মিনিট পর ভারত যখন প্রথম ইনিংসের ৫০২ রানের মাথায় (৯ উইকেটে) খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে, তখন ভারতের রান ছিল ২৯৪ (৪ উইকেটে)। এই সময় গাভাস্কার ১০৪ রান এবং পাটৌদি ৬৩ রান করে অপরাজিত ছিলেন। ভারতের ১ম ইনিংসের ৩০০ রানের মাথায় গাভাস্কার নিজস্ব ১৩৬ রান করে আউট হন। তিনি ৪৮৮ মিনিট খেলে ২টি ১৩৬ রানে ১৩৩টি বাউন্ডারী করেছিলেন। গাভাস্কার এই নিয়ে টেস্ট খেলে ৭টি সেঞ্চুরী করলেন—ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ৩টি সেঞ্চুরী। পোর্ট অব স্পেনের মাটিতে গাভাস্কার এই নিয়ে ঈশ্বরলীলার বিরুদ্ধে ইনিংসে সেঞ্চুরী করলেন—১৯৭১ সালের সফরে তিনি ৩য় টেস্টে করেছিলেন ঊরুর ইনিংসে সেঞ্চুরী (১২৪ ও ৪২০ রান)।

সফরকারী গাভাস্কার এবং ক্রিকেট পাটৌদি ৫ম উইকেটের জুটিতে ২০৪ রান সংগ্রহ করে বিশ্রামিতে ২৯৭ মিনিট খেলে। খেলার তৃতীয় দিনে চা-পানের ১০ মিনিট পর তাঁরা এই ৫ম উইকেটের জুটি বেদখলিতে এবং এই জুটি রানে চতুর্থ দিন লাঞ্চের ৩১ মিনিট পর। গাভাস্কার এবং পাটৌদির এই ৫ম উইকেট জুটির ২০৪ রান আসে এই জুটি ৫ম উইকেট জুটির ভারতীয় টেস্ট রেকর্ড ভেঙ্গে দিয়েছে (১) ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে টেস্ট ক্রিকেটে ৫ম উইকেট জুটির ১৩৫ রানের রেকর্ড (১৯৫০ সালে পোর্ট অব স্পেনে পলি উমরীগড় এবং বাদু, ৮ মঞ্জরেকর গড়ে তুলেছিলেন) এবং (২) যে-কোন দেশের বিরুদ্ধে টেস্টে ভারতের ৫ম উইকেট জুটির ১২০ রানের রেকর্ড (১৯৬৪ সালে দিল্লীতে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে মনসুর আলি খান এবং নরি কন্ট্রাক্টর গড়েছিলেন)।

চতুর্থ দিনে চা-পানের সময় ভারতের রান দাঁড়ায় ৩৩০ (৫ উইকেটে)। চতুর্থ পাটৌদি ১৮ রান এবং মদনলাল ১৪ রান করে অপরাজিত ছিলেন। চা-পানের ৪০ মিনিট পর ভারত তার প্রথম ইনিংসের ৫০২ রানের মাথায় (৯ উইকেটে) খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে। ক্রিকেট পাটৌদি ১১৫ রান করে অপরাজিত থাকেন। টেস্ট ক্রিকেট তাঁর এটা প্রথম সেঞ্চুরী। তিনি ৩২১ মিনিট খেলে ২টি এই সেঞ্চুরীর ১১৫ রানে ১০টি বাউন্ডারী করেছিলেন।

চতুর্থ দিনে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ১৬১ রানের পিছনে পড়ে থাকায় দ্বিতীয় ইনিংসে খেলতে নামে এবং বাকি ৬৫ মিনিটের খেলায় একটি উইকেট খুইয়ে ২১ রান সংগ্রহ করেছিল।

শেষ পঞ্চম দিনে লাঞ্চের সময় ওয়েস্ট ইন্ডিজের ২য় ইনিংসের রান দাঁড়ায় ১৪ (০ উইকেটে)। তখন ফ্রে ৪৪ রান এবং লরেন্স ১৭ রান করে অপরাজিত ছিলেন। এই সময় খেলার গতি মন্থর হয়ে আসছিল। অনুকূলে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ফোলোঅন বাঁচানো। কিন্তু পরবর্তী সময়ে খেলার ছন্দ একদিকে কমে যাওয়ায় এবং রান তোলার সবকে সুযোগ নষ্ট করে, ফলে ওয়েস্ট ইন্ডিজের অনুকূলে খেলার গতি ঘুরে যায়। ভারতীয় খেলোয়াড়দের ফিল্ডিংয়ের দোষে ওয়েস্ট ইন্ডিজের অধিনায়ক ক্লাইভ লয়েড তাঁর জন্য রানের মাথায় তিনবার আউট হওয়ার হাত থেকে বেঁচে যেতে সক্ষম হন। এইভাবে লড়া খেলে লয়েড দীর্ঘ ৩ ঘণ্টা ১৬ মিনিট খেলে নিজস্ব ৭০ রান সংগ্রহ করেছিলেন। ওয়েস্ট ইন্ডিজের ১ম উইকেটের জুটি ফ্রান্সিসের এবং লয়েডের দীর্ঘ ৩০ মিনিট খেলে অপরাজিত থেকে যান। ফ্রান্সিসকে তাঁর খেলার মোকাবিলা দিয়ে একটা সময় ভ্যাট ফুলে ওঠে আবার ফেপে যায়। ওয়েস্ট ইন্ডিজের দ্বিতীয় ইনিংসের ২১৩ রানের মাথায় (৮ উইকেটে) দ্বিতীয় টেস্ট খেলা শেষ হয়।

আকর্ষণ চেয়ার

ওয়েস্ট ইন্ডিজ : ২৬১ রান (ফ্রিডরিক্স ১০০ এবং রানে ৬১ রান। বেদী ৮২ রানে ৩ এবং চন্দ্রশেখর ৬৪ রানে ২ উইকেট)।

ও ২১৩ রান (৮ উইকেটে)। লো ৪৭ এবং লয়েড ৭০ রান। বেদী ৪৪ রানে ৩ এবং চন্দ্রশেখর ১৮ রানে ২ উইকেট।

ভারতবর্ষ : ৫০২ রান (৯ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড)। গাভাস্কার ১০৪ এবং পাটৌদি নট আউট ১১৫ রান। ক্লিফর্ড ৬১ রানে ২, ক্রিস্টিয়ানি ৭৯ রানে ২ এবং বোভিস ৭৭ রানে ১ উইকেট।

প্রথম বিভাগের হকি লীগ

প্রথম বিভাগের হকি লীগ চ্যাম্পিয়নশিপের খেলাটির বর্তমান ইংরেজি বছরের এবং ইংরেজি মেয়াদের আপাতদৃষ্টিতে এ সাময়িকভাবের মধ্যে সমাপ্তি হয়ে। উপস্থিত হয়েছে পয়েন্ট তালিকায়— ই আর এ এ দলের ১৫টি খেলায় ২৯ পয়েন্ট এবং ইস্ট বেঙ্গলের ১০টি খেলায় ২৫ পয়েন্ট। লীগের খেলার আর ইস্ট বেঙ্গল এবং ই আর এ এ এখনও অপরাজিত আছে। ইস্ট বেঙ্গল এখনও কোন গোল খায় নি। ইস্টবেঙ্গল একটা না ১২টি খেলায় ছিল ভালের চ্যাম্পিয়ন খেলায় ই আর এ এ দলের সাথে গোলশূন্য ড্র খেলা ড্র করে চতুর্থ পয়েন্ট লাভ করে। গত ৮ বছরের চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগান ১০টি খেলায় ২২ পয়েন্ট এবং কাস্টমস ১৫টি খেলায় ২৬ পয়েন্ট সংগ্রহ করেছে। এই দুটি দলের লীগের খেলা এখনও বাকি আছে।

গোল্ড কাপ হকি

বোম্বাই গোল্ড কাপ হকি টুর্নামেন্টের খেলায় বিদেশী কানাডিয়ান দলের সঙ্গে খেলোয়াড় ২—১ গোলে বোম্বাই হকি এসোসিয়েশন একাদশ দলকে পরাজিত করে। প্রথম দিনের খেলাটি গোলশূন্য অবস্থায় ড্র ছিল। এখানে উল্লেখ্য যে গত বছর ভারতীয় দল এই প্রথম কানাডিয়ান দলের বিরুদ্ধে খেলে। ভিন্ন দলে ভারতীয় আন্তর্জাতিক উপকূলীয় সুযোগ কানাডিয়ান খেলে ধরাশায়ী হন।

শতবর্ষের স্মরণীয়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সাহিত্য অর্থাগমের ও অভিনয়ের প্রলোভনে শিশিরকুমার নিজে মঞ্চ বিক্রয়করার সঙ্গে নিয়েই ক্ষান্ত দেখানার ব্যবস্থাও স্বাধীনভাবে সম্প্রদায় নিয়ে অভিনয় করবেন। কয়েক মাসেই দেনাশোধ হলে-পুরুষ সংগে ভাড়ার থেকে তিনি মুক্ত হয়েছিলেন যে নাট্যশিল্প থেকে তার যথার্থ প্রাপ্য দিতে হয়—তবে প্রযোজনার তাই পূর্ণ স্বাধীনতা। নাট্যের ক্ষেত্রে। আর-আমদানীকারী কিন্তু তিনি নিয়েছিলেন এবং রঙ্গালয়ের অন্তে তাঁর যে বীরত্ব ভয়েছিল সাহিত্য জগতে তার সমকক্ষ সাহিত্যিক সে শতাব্দীতে কম। কিন্তু নাট্যের ক্ষেত্রে তিনি প্রথম আঘাত খেলেন। আর্ট থিয়েটার বিক্রয়করার সাহায্য করার জন্য তিনি যে অর্থ ঋণ দিয়েছিলেন, এই ঋণের আদায়ের ক্ষেত্রে তিনি বিরোধিতা করেন। এই ঋণের আদায়ে যে মতভেদ ও মনান্তর ছিল শেষদিন মিটিয়ে তা তুলতে পারেন নি। নিজস্ব থিয়েটার প্রতিষ্ঠা না করলে নিয়মিত অর্থ করার ক্ষেত্রেও মানসিক অস্বস্তি শিশিরকুমার তখন বুঝতে পেরেছিলেন। আত্মপ্রতিষ্ঠার নিয়ে তাঁকে আসর ছেড়ে দেয়। রঙ্গমঞ্চের ভিত্তি ছিল সমবায়ের। শিশিরকুমারের স্বপ্ন মহানাট্য। মহানাট্যের পরিকল্পনা করে এলেন ভারতবর্ষে। ইউরোপে নাট্যশিল্পের নিজস্ব প্রতিষ্ঠিত পথে তাঁর যোগ সাধনাতেই তিনি যাবেন এদিকে নাটক অন্য দিকে মনের সে ছাইলেন।

নট ও নাট্যকার সোমেন্দ্রনাথ ঠাকুরই এমন একজন বিদ্যোৎসাহী জাতীয় আন্দোলনে সর্বপ্রথম ছিলেন অভিনেতা। তিনির মৃত্যুর পরই তাঁর মৃত্যু নাট্যপ্রতিভা প্রযোজনার জন্যই এক অভিনয়ের তাতে যে নিয়েছিল। ধনিক এর সঙ্গেই ও অভিনয়ের করেছিলেন। শিশির-মৃত্যুর সংবাদ এসে এদিকের তিনি প্রকাশ করেন। শিশিরকুমার তাঁকেই ন নতুন করে সীতা নাটক জন্য ধারণ।

বিদ্যাসাগরের বন্ধুদের অভিনয় আন্দোলনের কর্মপ্রচেষ্টা নিয়ে আলোচনার জন্যেই প্রাথমিকভাবে প্রস্তুতি চলছে। রাজনারায়ণ বসু ছেলে-মৃত্যুর পর নতুন শিক্ষা দিলেন। বসন্ত মৃতে-মৃত্যুর আত্মপ্রকাশ করলেন সাধারণের কলকাতায় যে। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে সংগঠনের কাজ শুরু হয়ে। উদ্যোক্তা ছাত্রদের নেতৃবৃন্দ হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়। সভাপতি অধ্যাপক অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ। পরিচালনা নাটকের একটি বিশেষ অভিনয়ের আয়োজন করে প্রতিষ্ঠানের জন্য কিছু অর্থসংগ্রহ করা হয়েছিল। এই অঙ্কের পরিমাণ ছিল ১৯ শত টাকা। নব-মৃত্যুকে সাহায্য করার জন্য যে কমিটি গঠন করা হয়েছিল, তার সভাপতিও হয়েছিলেন সোমেন্দ্রনাথ। অভিনয়ের অর্থাগমের কথা শুনে মনেই শিশিরকুমার এই প্রস্তাব দিয়েছিলেন সভায় প্রত্যাখ্যাত হয়ে।

আর এ বিষয়ে পুরান উৎসাহী ছিলেন স্বর্গত। পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়। আলমের থিয়েটারে অন্য অভিনয়ের সভাপতি হয়ে তখন মৃত্যু বিদ্যাসাগরই নয়—স্বদেশানুরাগ ও অভিনয়কে উৎসাহিতভাবে অভিনন্দিত করেন। আর তখন থেকেই আলমবাবুর সহকারী নাট্যোদ্যমের হিসেবে স্বীকৃতি পান সর্বসাধারণের কাছে। আলমের কলকাতায় শিশিরকুমার বেশী দিন থাকতে পারেন নি। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে ননীগোপাল থিয়েটারের সহাধিকারী আলোচনা পরিচালনার ভার। শিশিরকুমার তাঁর বন্ধু ব্যবসায়ীর প্রীতির বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে আলোচনার সঙ্গে করেন ননীগোপালবাবুর সঙ্গে। ননীগোপাল থিয়েটারের অবস্থা তখন ভালোই। ননীবাবুর সঙ্গে তাঁর থাকার চুক্তি সম্পন্ন হতে পারে নি। বন্ধুদের অনুরোধকে ননীগোপালবাবু ঠেলতে দিতে পারেন নি। তিনি মাসিক ৩০০০৲ হাজার টাকা ভাড়ার আলোচনা 'আলমে'কে লীজ দিলেন শিশিরকুমারের কাছে। এইবার অবশ-চক্র যে এই চুক্তি সম্পাদন করেন। ননীগোপাল নাট্যমন্দিরে ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের ৫ই আগস্ট সোমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের লিখিত 'সীতা' নাটক নিয়ে অভিনয়ের আলোচনা শিশিরকুমার। অভিনয় শিশিরকুমার—রাম। অমূল্যচরণ বাগচী—ভরত। কিরণময় আলমবাবু—লক্ষ্মণ। তুলসী বন্দ্যোপাধ্যায় —শত্রুঘ্ন। ক্ষীরোদ গাঙ্গুলী—জনক। রবি রায়—কুশ। মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য—বাল্মিকী। সোমেন্দ্র ঠাকুরই—লবকুশ। সরযূ মহাপাত্রের—জানকী। কুসুমকুমারী—বৈতালিক। অমিয়বালা বসু—লবকুশ। প্রভা দেবী—সীতা। ললিত চট্টোপাধ্যায়—বাল্মিকী। উষা—উর্মিলা। নরিসিংহদেবী—কুশধ্বজ। নিত্যকুমার—আরেকটি ভূমিকায় অনেকে ছিলেন। কলার ছেলে আর প্রযোজনার জন্য ৩৫ পাল দুটো খোঁড়া হয়েছিল প্রেক্ষাগৃহে। অভিনয়, দৃশ্যসজ্জা সোষ্ঠব-পরিচ্ছদ সংগীত ও আবহসংগীত সর্ববিষয়ে সীতা নাট্যোদ্যমের অনন্য রূপ করলো। নাটকের রূপ দিয়ে যেন সাহিত্যের ভাবরাজ্যে দুইয়ের মধ্যে মনোবিশ্লেষণকে তাঁদের তুলনা। নতুন শিশিরকুমার মন—রবীন্দ্রনাথের 'সতী' এবং সাহিত্যের চরিত্রগুলিকে ঐতিহ্যের মধ্যে সাধিক আলোকের মানবের ভাবনাকে মুক্ত করে তুলেন।

সোমেন্দ্র, সুরেন্দ্রনাথ প্রভৃতির সীতা সবার মনে হয়। অমলেন্দুবাবুর মহাপ্রস্থান ভারতীয় নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার সূত্রপাতের প্রযোজনার অনন্য দেখালো।

১০ই সিপ্টেম্বর শিশিরকুমার প্রকাশ করেন বিদ্যোৎসাহের পরাণী। শিশির-কুমার—ইন্দ্র ও দৌত্য। অমলেন্দু লাহিড়ী—চিত্রাঙ্গদা। রবি রায়—অর্জুন ও মদন। বিশ্বনাথ ভাদুড়ী—সনৎকুমার। ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়—জনক। উষা—বভ্রু। অমলা—মায়াবী।

১৯২৫ খৃষ্টাব্দের ৩রা জুন শিশির-কুমার নতুন আঙ্গিকে মঞ্চস্থ করেন বিজন-ঘটনের কথা। ভূবনমোহিনী—জয়া। শিশির-কুমার—প্রবীর। নোটন রায়চৌধুরী—বিজয়ের। অমলেন্দু ভট্টাচার্য—কৌরবের। রবি রায়—শ্রীকৃষ্ণ। সোপাল ভট্টাচার্য—গদা ধারক। চন্দ্রা—মদন রাজধানী। নরেশ মাইতী—অর্জুন। মণিলাল—নাগিনী। বিশ্বনাথ ভাদুড়ী—বৃহন্নলা। ছায়া ভাদুড়ী—প্রবীর মাতা ভূবনমোহিনী হিসেবে নিজের চরিত্রে।

আর্ট থিয়েটারের অভিনয়ের পর বন্ধ মঞ্চ শিশিরকুমার তাঁদের প্রযোজিত ইন্দ্রজিৎবধ অভিনয় রোজ এপ্রিলের শেষ দৃশ্যে আর মঞ্চস্থ করেন। তখন আর্ট থিয়েটারের শিল্পীসম্প্রদায়ও ছিন্ন অন্যান্য। ননীবাবুও এখানে এসেছেন। তাঁদের অংশগ্রহণ করেন ননীবাবু বিশ্বনাথ। অহীন্দ্র চৌধুরী—প্রবীর। অহীন্দ্র চৌধুরীর প্রবীর আলোড়নের পর হওয়ায়ে অনেক রজনীর পর বাঙালীর প্রবীর চরিত্রে অভিনয় করেন। কিন্তুক চরিত্রে অভিনয় অহীন্দ্র চৌধুরীর সমকক্ষ। সীতাবালা—মনমোহিনী। জানকীবাবু—নাগিনী আর জয়া চরিত্রে অভিনয় করেন মনোরমা সুন্দরী।

জয়া যখন প্রথম মঞ্চস্থ হয় তখন জয়া চরিত্রে অভিনয় করেন তিনকড়ি দাসী। বলাই বাহুল্য 'তমকড়ি' ছোটোখাটো চেহারার ও লঘুচরিত্রের অভিনয় তখনও মঞ্চে বলবার মত নতুন ছিল। তিনির জন্যে 'তমকড়ির জন্য ছিল জন্মান। পুত্রের মৃত্যুর পর প্রতিহিংসাপরায়ণা জয়া যেন সিংহবাহিনী হয়ে সমর উঠতেন। কণ্ঠ সৌষ্ঠবে সুন্দরী-সুন্দরী তিনকড়ির সমকক্ষতা 'হলেন না। তার কণ্ঠস্বরও বীরাঙ্গনা নারীকে অভিনয় করতে যেন ঠেকে ঠেকে ঠেকে অপরূপ ছিল তার। তবু তার অভিনয়ে, আবেগে তুলনাতে জয়া জনপ্রিয়া হয়ে উঠেছিল। তমকড়ি শিশিরকুমারের শিক্ষাতেই সর্বপ্রথম জয়ার চরিত্রে রূপদান করেন। 'নাগিনী'তেও তিনি 'জয়া' করেছেন—তবু অভিনেত্রী পর্যায়ে 'বেদ জয়ার চরিত্রে' অভিনয় করে তুলে ধরে নাট্যোদ্যমের বিশিষ্ট করেন।

(ক্রমশঃ)

—প্রবীর মুখোপাধ্যায়

সিনেমাটিক

ছুটির ঘেরে 'অন্য কেন উত্তেজনা সৃষ্টি হয় না। মুভিতেও সব বিষয়ে ইচ্ছে হলে সকলেই প্রয়োজন পথে ঘরে বেড়াতে পারেন। হাটতে হাটতে আড্ডার দিকেও চলে যেতে পারেন। পথচলতি মানুষের সঙ্গে পরিচয় ঘনিষ্ঠ করতেও অসুবিধে হয়নে। আজোদেশের অনেক জায়গায় ওঁর পক্ষে এটা সম্ভব এসেছিল বলেই তিনি এতো প্রশংসা জানাচ্ছেন। এমন কি বাংলাদেশের বাইরেও। এই তো কিছুদিন আগে লন্ডনে একটা ছবির মুভি করতে গিয়ে ডাইরেক্টর চুপের সঙ্গে সেখানে ঘোরবার ফিরে ছেলে বাধা হয়েছিলেন। কথাটা ওঁর মুভিং করা হয়নি। আসল কথা হচ্ছে এতো ঘটনার সাক্ষী—ভুবনেশ্বরে স্টেশনে এসে মুহূর্ত জনতার ভেতর তুলে দিতে নিয়ে আসবার সময়ে ভাজনি ভোরবেলা ভেবেছিলাম। সেই পর্যন্ত আর কেউ ওঁকে আসবে সেই স্টেশন তুলতে ভেবে-ছিলাম। উড়িষ্যাতেও ওঁর জনপ্রিয়তা। আমরা ওঁকে নিয়ে ভুবনেশ্বরে স্টেশনে আসতেই দেখি— হাজার একজন মেয়ে ওঁকে ঘিরে ফেলেছেই ছিলেন হল। তাদেরকে বিশেষ না ঘটনা ঘটল— তা আর বলবার নয়।

আর কলকাতায়?

সব কলকাতায় মানুষকেই ওঁকে নিয়ে মুভিং করা এক প্রায় অসম্ভবের মধ্যেই পড়ে। অবশ্য দেখুনে— বোম্বেতে ঠিক এই উল্টো ছবি দেখা যায়। তিনি যত বড় সুপারস্টার আর্টিস্ট হন না কেন—তাঁকে নিয়ে বোম্বের টেলিভিশনওয়ালা কিংবা আর্টিস্টের মুভিং করে বাজার রাস্তাঘাটে জনতা বিচে, কলেজ ক্যাম্পাসে, হাইয়ার পড়ে এবং অফিসে। ভীড়ও হচ্ছে। কিন্তু আমাদের এখানকার মত এমন পুলিশেরা করা ভীড় নয়— ভাড়া নয়। ওখানকার মানুষের একটা সুশৃঙ্খলাবোধ আছে। আছে সৌজন্যবোধ। অন্তত অন্যের ভেতর সেই শ্রদ্ধাবোধ। জানি না আর কারও বিষয়ে শ্রদ্ধাবোধ আছে কিনা।

যাক এসব ছাড়ানে নিজের গীত গাওয়া হল কিছুটা এবার শোভুর দিকে যাওয়া যাক।

নিবেদনী আইন বৃদ্ধির
ব্যাজিল পাঁ ও জেনা সুলেতান

তন্দুরা তখন শ্রীমান পঞ্চপাণ্ডবকে সৃষ্টি করছেন। সকালে আলো তখন ওঁর হাতে একটা চিত্রের ফটো। আলো বোস সেকেন্ড—মজার ফটো ছিল। টাঁর ছবির ফ্রেম তৈরী করে বীরভূমের অধিপতি মহুলদাদুকে জানালেন যে অন্তত দু'তিনটে চিত্রের ব্যবস্থা করে দাওয়েন।

অধিবাবুর সঙ্গে তন্দুরার আলাপ হয়েছিল এই বীরভূমে গিয়ে আউটডোরের সুটিং করা উপলক্ষেই। তারপর থেকে তন্দুরার সঙ্গে অধিবাবুর দাদুদের দুজনে এক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তন্দুরা যতুবাই বীরভূম যোগেশাস সুটিং করতে তত তন্দুরাই অধিবাবুর অতিথিরূপে সংবর্ধিতা পেয়ে থাকেন। অধিবাবু দাদুমাটি খুব ভালো। শিল্প সংস্কৃতির দিকে বিশেষ ঝোঁক। এইজন্যে অনেকবার আলো তন্দুরাদের সঙ্গে গাড়িতেও দেখা হল। কিন্তু কথায় আলাপ—বিশেষ দেখা একটা বই প্রসঙ্গের আলোচনা উনি অনেকদিনের জন্য কলকাতায় এসেছিলেন। তন্দুরার টালিগঞ্জের বাড়িতেই উঠেছিলেন। তন্দুরা সেই। তিনি আপনে চেয়েছে।

এমন এমন পরিস্থিতে যে লোকের সঙ্গে কি কি দরকার কিছুই জানা দরকার তা তন্দুরা যদি আগেই অধিবাবুকে চিঠিতে জানিয়ে দেন। আর অধিবাবুর লেখালি যোগাযোগ করে থাকেন। কিন্তু সেবার ছবি গেলে অধিবাবুর মাথায় হাত। ওই যে ফিল্ম পাই জোড়া থেকে একটা নয়—তিন তিনটে ছিল। এ যে প্রায় অলঙ্কার ব্যাপার।

অধিবাবু তখন দুবরাজপুরে। স্থানীয় লোকজনদের কাছে ফিল্মের খোঁজ করতে তাঁরা বলল—এটা পাওয়া বড় কঠিন। আলোদের ফিল্ম বলে একটা কথা—বাজারে কি উপায়ে। যদি হয়ে পাবী...

একটি সাঁওতাল বলল—ঠিক আছে—ওটা পাবেন আইজ্ঞা। তালগাছে আমরা নামা বেয়ে থাকেন তে—ওরে খুবে—কিন্তু টাকাটা লাইবেক—

অধিবাবু বললেন—তবে টাকা আমি দুই দিনে যে আমার—

সাঁওতালটি শুধু তাড়ি খেয়ে মাথা ঝাঁকল।

তন্দুরার বেলায় ঠিক নাকি বলা ছেলে। সবসময় বাচ্চাদের ফিডিং টাইম। সাঁওতালটি তালগাছে ওঠার পাকা খেলা। এই খেলায় আর সবে নিয়ে এসে—ঘরে পাবে না তো: আগে ফাঁকা পাঠিয়ে হবে আইজ্ঞা টাকাটা দিয়ে হবে—তোমার পরে যেই আইজ্ঞা।

—যাও বলে সব বুঝেছি। আমরা খুব বুঝি—

—হ আইজ্ঞা—

বলে সাঁওতালটি তরতর করে একটা লম্বা তালগাছে উঠে গেল। তারপরই সড়সড় করে নেমে এল।

—কি হল রে?

—আর বলবেন না—সাপ আছে গোছাকে—পাকা মানুষটা দেখতে কি পাকটা করা ছোটলোক নাই—

বলে পাশের তালগাছটায় উঠে গেল। তারপর মাথা ঝাঁকিয়ে ফিরে এসে বলল—নাও দেখে এসে দুটো ফলে ফলল—নাও দেখে ছাকেন ফিল, যদি ভাল হোল ফিরে ফাঁকিয়ে দেবেন।

ও হরি, সেই ফিল্ম ফিরে পেয়ে আনন্দে সাঁওতালটিকে দেখা নেই। অধিবাবু এবার পকেটের কাছেন—ফিরে কতো ফিরে কি হল?

লোকটি কাছে এসে বলল—এটা আইজ্ঞা হবেক নাই। ধান্য ফিল্মা আমরা এসে টুকের দিল ফিল্ম আসিই ফলিয়ে চোপ।

—তাহলে?

—হবে হবে—আইন্দু ফাঁকা দেখাটি আইজ্ঞা—তখা ফিল্ম পড়বেক।

কিন্তু তাতেও কিছু হল না। আকাশের ফিল আকাশে উড়ে গেল।

তখন অধিবাবু তন্দুরাকে চিঠি লিখে দুটি ফিল্মপত্রতার কথা জানালেন—তা একটি ফিল পাওয়া হয়ে না।

তন্দুরা জবাব দিলেন—আজ্ঞা আমি দেখছি কলকাতা থেকে ফিল্ম নিয়ে যাওয়া যায় কিনা।

এই সময় দুবরাজপুরের বাসস্থায় লাল ঝাণ্ডা পড়ে হঠাৎ একটি ভূমুল প্রতিবাদ জন্মা। অধিবাবু তন্দুরাকে—হয়েছে এখন নিশ্চিন্ত ফিল পাওয়া যাবে।

সেদিনকার মতো অধিবাবু আশ্রম থেকে চলে ভূমুলের হয়েছেন সমস্যে সুখে সংলাপে লোকেরা তাঁরা অধিবাবু, সেবের

ভাবে চেয়েছেন—এবার বয় এল এ ট্রেজার আনা। অন্যমনস্ক কৃষ্ণমূর্তির লাল দিয়ে গিয়ে দেখলেন মুখের এক ছাপ্পি —তাড়াতাড়ি সেই সাইড্‌লাইটিকে ঘোরে ধরে বিজন—এটাই ফার্স্ট—দুই বারে ব্যাক্ষ ব্যাক—তিন একেবারে ফ্রন্ট—সাইড্‌লাইট এক পাশ থেকে আলো ফেলে। আলো না থাকলে নাকি নিখুঁত ফটো হয় না। তবে ফটো ঠিক হয়েছিল—

কিন্তু তারপরে কেন কথা হল না। তিন ফটোর কথা কারুর মুখে শোনা গেল না।

শেষ পর্যন্ত 'ফ্রন্ট ইউনিট' নিয়ে তারা ফিরে এলেন। এসেই তাড়াতাড়ি ডার্করুমে ঢুকে পড়লেন একজন। তাঁর হাতে ছিল ওঁদের ক্যামেরা। আর কেউ ঢোকে না।

ডার্করুম খোলা হল।

প্রথম একটি একটি করে তারের ঝোলানো ক্লিপে ঝুলিয়ে দিয়ে নিচু করা হল। তবে তখনো হল লাইটগুলো। তারপর সেই তিনটি একসঙ্গে। এবার সেই ফটোগুলি ফুটে উঠবে। এই মুহূর্তের জন্যে তাঁরা অপেক্ষা করছিলেন। সেই জন্যেই তাঁরা ছিলেন একটি ঘরে। কাউকে ঢুকতে দেননি।

একটি ফটোর ফ্রন্ট ইউনিটের আলো ছেলে তার পরে ব্যাক ইউনিটের আলো জ্বালা হল। তারপর তৃতীয় ফটোর সাইড্‌লাইটের আলো জ্বালা হল। তারপর সব আলো নিভিয়ে দিয়ে ফটোগুলি তুলে নিয়ে গেলেন ডার্করুমে।

ডার্করুমে ফটোগুলি ধোয়া হল। তারপর ছাপা হল। ছাপা হল দুটি করে। একটি করে ফটো নিয়ে তাঁরা ফিরে এলেন ড্রয়িংরুমে। ফটোগুলি টেবিলের ওপর রেখে তাঁরা এক সঙ্গে ঝুঁকে পড়লেন। তারপর তাঁরা ফটোগুলি একে একে তুলে নিয়ে দেখতে লাগলেন। তাঁরা বিজনকে ফটোগুলি দেখতে দিলেন। বিজন কিছুক্ষণ ধরে তিনটি ফটোর ওপর চোখ বুলিয়ে তারপর একটি ফটো তুলে নিয়ে বলল—

ফ্রন্ট ইউনিট।

তারপর ছাড়া হল ব্যাক ইউনিট এবং সাইড্‌লাইটের। ভদ্রলোক আগে তাঁর পাশে ফটো (ফটোতে এই ভদ্রলোকের মুখোশ) আগে দেখতে চাইলেন। তিনি ভদ্রলোক ভাল সমালোচক। তাঁর মুখের ভাবে তিনি বেশ কিছুক্ষণ ধরে উপভোগ করে বিজনের হাতে ফটোটি ফিরিয়ে দিয়ে বললেন—

সাইড্‌লাইট।

বিজন ফটোটি নিয়ে তাকিয়ে রইল। তারপর ফটোটি নামিয়ে রেখে বলল—

ফ্রন্ট ইউনিট।

ভদ্রলোক হাসলেন। তারপর ফটোটি তুলে নিয়ে বললেন—

ব্যাক ইউনিট।

বিজন ফটোটি তুলে নিয়ে বলল—

সাইড্‌লাইট।

ভদ্রলোক হাসলেন। তারপর ফটোটি তুলে নিয়ে বললেন—

ফ্রন্ট ইউনিট।

বিজন ফটোটি তুলে নিয়ে বলল—

ব্যাক ইউনিট।

ভদ্রলোক হাসলেন। তারপর ফটোটি তুলে নিয়ে বললেন—

সাইড্‌লাইট।

বিজন ফটোটি তুলে নিয়

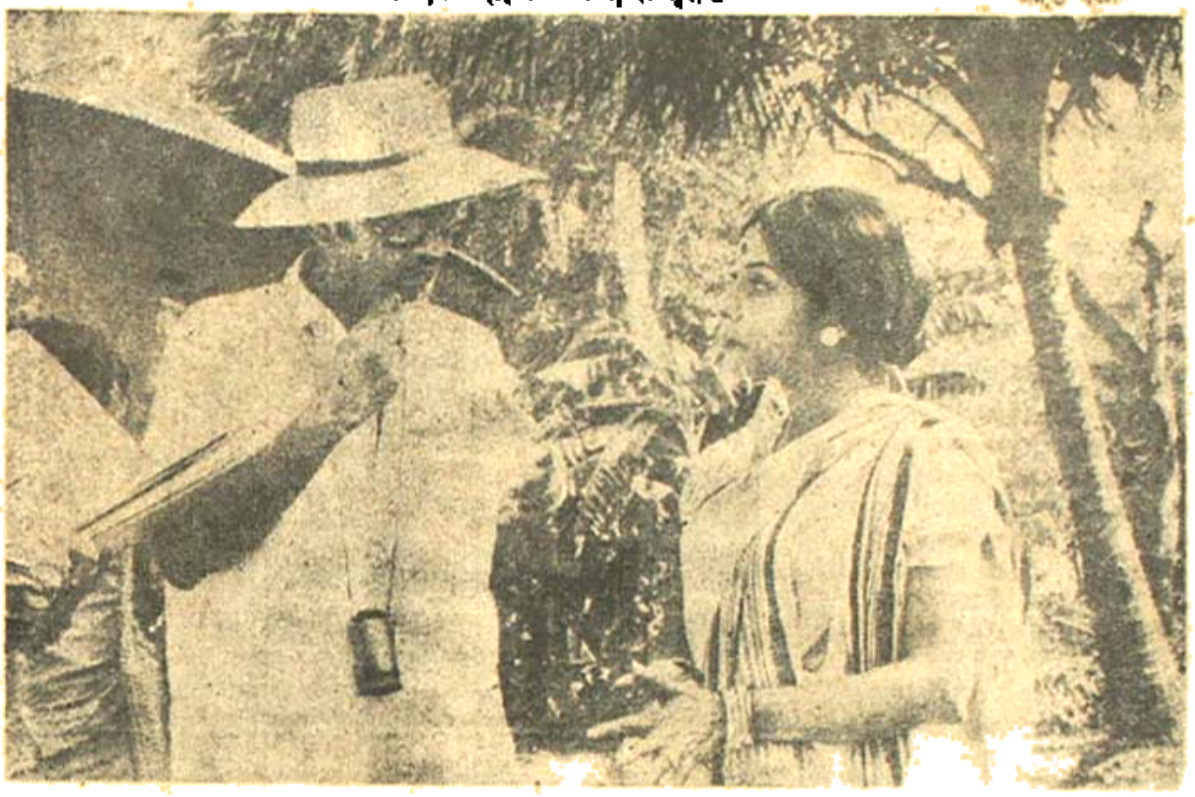

লোকেশান থেকে

ভারতলক্ষ্মীর ফুলটেলীর গাঁয়ে ট্রাঙ্গিস্টর বাবাজীবনের মিত্র বন্ধু কেন্দ্র খোলে হয়ে নাবার সোহিলাম আবিরা. দেখি প্রায় সকলেই ছুটে গরীবের গায়ের দায়ের পাশে।

বুড়ো দেবী মন্দিরের পাশে দাঁড়িয়ে নাড়ছেন। ভাগ্যবানের অবিশ্য গণ্ডে আর জোড়ি পাবে আবার দাবী কাপ দাঁড়িয়ে ছিল হয়ে ছেলে। হাত ওদের মাঝ দাঁড়ানো থেকে হটার এসে দাঁড়িয়ে পড়লো। আর ছিলেনটার পরে, মাধবী বেল দাঁড়ে মোজাজে উঠে এসে আবার ছিলাবে এলাম ...আবার হয়নি তো...গুওয়া হয়েছে ছিলা ইত্যাদি কুশল সংবাদ আদানের।

তারপর শেষ হলো, আবার শাবে। বললেন—আর নাই, আবার কবে হবে।

শেষে ইউনিটের সবাইকে ছিল ওদের ছোটাদেরকে আদরের এক একটা। উদের পরিচয় সবাই-ই জানিয়ে আছে সকলের ভিতে।

ইউনিটের মাধবী মুখার্জী এসেছেন খবরটা কানে আসতেই সবাই ছুটে ছুটে গাঁয়ের মাঝে। নারায়ণীর ছেলে-মাস তিনি বেশ ভালো আদরেকের ছোট পৌরোনের ওর ছেলেই ওর এসেছেন। সন্ধে হয়েছে ছেলে ছোবিন্দ ওকে তুলানক দাঁড়িয়ান সবাইকে বিদ্ধ ছেলে বাঁধলেন।

ছোল পাকে দাড়ানর ওঠার পর ছেলেই আবার সবাই ওর ছোপাশের মাঠ ছোবার...সন্ধের সিঁড়ি...ছেলেরা ছেলেবাড়ী ...ইত্যাদি বাজাবার প্রশ্নের ওবাব। দিতে দিতে এসেছি। ছোবেন্দনে পৌঁছেও সেই একই ব্যস্ততা। গাঁয়ের ছেলে মেয়ের দল আই ছোবিন্দ, আই ছোবিন্দ ছেচাতে ছেচাতে ছুটল ওর পেছনে।

মাধবীর হলোর মধ্যে আঁচার ছেলে হরিদের ছেলের সামনের ওই দাঁড়ানো। ছোট থেকে বাস ইউনিটের দুজনের সুখ্যাত ভালবাসে ওরকম। অবশ্য ওর ছোট দরকার ছিল না। প্রোডাকশনের সরল, একটা ছিল একদম।

আবার খাবার ছোলা হতে সুরু করে দাঁড়ানো। যা তৈরী, কাঁসাইর সাঁজিয়ে মাখা ছোলো কাজেই আর আলসা হতে দাঁড়ানি। এরমধ্যে ভাগ্যবানের বাজার থেকে বক্তেবাজীর প্রতিযোগি ছোলার পর সবচেয়ে প্রথম লক্ষ করেছিল ভালীর হাতে দাঁড়া আর দাঁড়া হচ্ছে ছোলোই নেই। ভাগ্যিস ওর মনে পড়েছিল। বাড়ি-ছড়ে অবে একজন মেয়ে ছেলে ওরছো আনতে।

আবার পাই চুকতে বাদল প্রায় বিকেল। ইউনিটের মাধবীদি আসার খবর ছোলার আশপাশের গ্রাম ভাঙ্গে পড়েছে। আবারের ভাতার ছেলেমেয়ে বৌ-এর দল সবাই এসে হাজির। ভিড় সামলানো আর এর উপায় নেই। স্থানীয় কিছু যুবক দাঁড় নিয়ে ভিড় ঠেকাবার প্রাণপণ চেষ্টা করে যাচ্ছে।

কিন্তু কে কার কথা শোনে! যুবকেরা করে একদল ছেলেমেয়ে ভুলে পড়ছে সুযোগ ছোলে। আমি আর অনুরাধাদি'ও ছিল ছোট ভানবার ভিতে। অনুরোধ-উপরোধের আর ভাঙ্গা দিয়ে সবাইকার ভাঙ্গা সরাতে হলো।

ঘর আর ছোট মাধবীদি ওরকে প্রাণবন্তীদের ছেলে ছিলেন ছোলের সুখ্যি ঘরে। সবচে বাঁশগাড়ি। মাধবীদি ভাঙ্গিয়ের বাঁ দিক ছেকে আর বাম থাকবে ভাল নিয়ে।

আমরা তোমা হতেরে ছাড়বোনা, কাঁদলে ছিলনের পরই আমরা মার্ক করবে ওঠব। তাই দলা টিনিতে বলানো হয়ার আমরা। ছাত্রপাতের তোমাদের নাম্বার দেওয়া হয়েছে। দু-একটা নাম্বার মেওয়া হলো। এবার চৌদ্দ।

•

নাম্বার আর মাধবীর মাথা ঠেকে দাঁড়িয়ে রইলো। সবাইকে ছাড়লাম করে নম্বর না পাওয়ার আনন্দে। জানিয়ে শাঁখা আর্টিক আমির ইত্যাদি নাম নিয়ে আলোচনা ভিন্ন হয়ে গেলো।

মাধবীর হাত ধরে মতে মতে ঐশিত আসলো মাস্টার, মা মা বলে ছেলে ছুটে এলো তার দিক থেকে। তার সমস্ত শরীর সকলের ভিতর চলে। ও একপাশে দুজনেই চোখে বসে। চলনা মা টেবিল-এর আগে ছেলে-আসলাম মার দেখার ওদের দুজনেরই চোখে মহেন্দ্রী, তার ভিতরটায় কিসে বিরোধিতা। ছেলে মাই আবেগের সঙ্গে সম্পর্ক রেখেছে এসেছে।

তার অভিমান তোমা বাধাই ছিল না। সাকুল ঠোঁটে ছাড়ের মাঝা এবং চুলের ধরে সাধার আগের ঠোঁটের ভিতে-ভিতে আবার করে ফুটে তোলাই মাধবীর সেরিবেছে। সুতরাং এই সিনে ভিতরটায় তার চোখের জল আধারের ভিতরটায় এক-পা।

•

মাঝে মাঝে পাশাপাশি দুজন। কারো মাঝে কথা বলছে ভিন্ন, ভিন্ন, ঘরের ভিতর বিশ্রাম পরিচালক ঘরে থাকেন।

এক ভিন্ন অন্তরঙ্গ পরিবেশ দুজনে আলো-ছায়াতেই বসেছে। পরিবেশের সঙ্গীত-রচ ঘরে যেন ভিন্নের পরিচালক প্রতিমাটি ভিন্ন আছে। সমস্ত কথাতে ইঁদের ঘ-একটি কথা ছাড়া আর বাড়ি এসে ভিন্ন। ভালবাসা ঘুমন্তীর তাই সবই দাঁড়িয়ে, পুজোর সব উপলক্ষে পাছতলা সাজানো। পুরোহোসাই অনেক এবারে ভিন্ন।

অন্তরঙ্গ ছাড়া আর কোনদিন কথা করবে। তার এদিকে দু-তোলা পার্থিবার পাওয়া আর ভিন্ন তাই নিয়ে চলে আসছে। তাই না শুনে তার কথা—পার্থিবার পার্থিবার তো বাড়ির নিয়ে আমার আর্দ্র। আর এক ছাড়ে আর্টিস্ট ছেলে।

দীর্ঘ অন্ত পড়লো এবার সাঁইত্রিশ। পরের দৃশ্য তোলা হবে সন্ধ্যের পর। অন্তরঙ্গ চলে আসবার পরে কথা। এক-এক তোলার জন্যে সেখানে সাঁইত্রিশ অন্তরঙ্গ ভিন্ন হবেনা। ছাড়া চলবে সময়। রবিশঙ্কর - মাধবীদের সেখানে সাঁইত্রিশ উপরে ভিন্ন ছাড়ের বিরাট কাজ তোলা

আলো চোখে ও মুখে পড়ছে সমস্ত পৃষ্ঠা

ছেলে ছেলে। মাধবীর চলে যেতার সাথে-সাথে এক বাড়ীতে। সন্ধ্যাবেলা পুজোর সিনে জন্য অভিনীত চলে চলে। তাছাড়া অন্য অনেক সময় বসে আর একদল।

সাঁইত্রিশ ছাড়াতে সুবোধের জন্য অনেক ছাড়া দাঁড়ায়। অন্তরঙ্গ পাতের সামনে দুটো বাঁশ পুঁতে হাতাকে ঝুলানো হলো। আর্টিস্ট হলো। তাক নিজে আঁকি দাঁড়িয়ে। কাঁচরাপাড়ী কাছাড়োর জন্য পরিচয় লোক তো বেটেই ছিল। তবেবার নিজেদের সেরেই সমাইই দাঁড়ে আসতে হয়। ঝুঁজিয়ে-সুঝিয়ে কজনকে নিজেন পাঠানো হয়।

আর্টিস্ট আলোটি জনা সাদা গান বসানো। ভিন্ন আমাদের কাজের পরিচালন ঠিক করাতেই প্রায় সাড়ে ৩টা। তাকে কাঁচি পড়লো, আর্টিস্ট বাবুদা ঠেলে থেকে। সাদা-ধরে কজন ঠোঁয় সন্ধ্যা সন্ধ্যা আলোও চলছে। মাধবীর, পার্থসে, সাঁইত্রি দেবী বসিলকর চলছে ছেড়ে বেরিয়ে এলেন। বসে ছোট আধার আসেরা।

সাঁইত্রি ছেলে ঘরে। মুখোমুখি-মাধবীদির কাছ থেকে ইচ্ছে বিদায় নেবার পালা। কিন্তু ঠেলে গাড়োয়ার ভাবে আর যাওয়া হয়নি। তিনি ইচ্ছে আমিল কাজের সম্বন্ধে কথোপোকথনে সোজাসুজি বসতে।

তিনজনের সকলের জানে বসে বাইরে অন্তরঙ্গ পৌঁছে আসবার নিয়ে চলেছে। হাতেলেখা ফ্লেকিসের দিকে, ঘর ছেড়ে মন্দ কাজে এসে ঢাকে কাঁচি সকলে। অন্তরঙ্গ প্রতিপলে আমার সম্বন্ধে ঘুরিয়ে সাঁমি-এর জন্য ইন্দ্রাকলীর সুরো হচ্ছে। নাটকার নয়, সাজানো। ঘুরে...আরও ঘুরে ঢাক বাজছে। ঢাম ঘুম ঘুম...ঘুম ঘুম ঘুম ঘুম...।

সমাপ্তি

গায়ত্রী মুখার্জি

কোন কোন আনন্দের একমাত্র ঠিক সঙ্গী হয়—বন্ধুবিচ্ছেদ আমাদের ক্লাসী-ফ্রান্সের সুজ্ঞাতাবাদকে। বেলা বারোটা থেকে পৌঁনে একটা অবধি আমরা সোফাতে আর গায়ত্রী মুখার্জিকে নিয়ে যে ব্যাপারটা ঘনিয়েছিলুম চলচ্চিত্র-জগতে সত্যাগ্রহে—তারই নাম হল ঐ ইন্টারভিউ।

এই ইন্টারভিউ নেওয়ার ব্যাপারে মাঝখানে বাধিও অন্তত তারের হিসেব ছিল কিন্তু সুজ্ঞাতাবাদের কথাগুলো যে মিষ্টি সুর তার প্রমাণ স্বচক্ষে দেখে এসেছি ওঁর বাড়ীতে। বসার ঘরে সোফায় ওপর জোড়-আসন রবিবাসরীয় পাঁচ বছর আগের সন্ধ্যা রাত্রির মুখোমুখি এই নতুন নায়িকা গায়ত্রী মুখার্জীর ভারী মিল।

তবে একটা পার্থক্য নজর এড়ায় নি। ওপর ঠোঁটের বাঁ কোণে জোড়া একটি তিল। প্রথম আলাপে ঠোঁট তিল সোহাগের লক্ষণ। গায়ত্রী মুখোপাধ্যায় অবশ্য ক্যামেরা-মুখে তাঁহারাদের সোহাগটুকু ঘোঁচা বুলিয়ে।

বিয়ে বছর বারো হল আগে। আগে প্রেম করেছেন, তারপর বিয়ে। সংসারে সোহাগের অভাব তাই বিন্দুমাত্র নেই। স্বামী শ্রী মুখার্জী টালি ক্লার্কিচারের ব্যবসা করেন। এই কলকাতাতেই অফিস।

সোফার রোজের তিন কথার ছাপটি তাঁহারা সুনিবিড় শান্তিরক্ষীর মুক্তোর। ঘরটি আবিষ্কার বলতে জোড় ভাই অসীম আর এক মনের। দাম্পত্য মুক্তোর সবটুকু আদর আর ভালবাসায় বিধি-বোধিক আলো ঝলমলে।

প্রথম দিন মোবারক সেই কারণেই আপয়েন্টমেন্ট করতে নিজে যেতে পারি নি গায়ত্রীর। তাই এক আনিয়েছিল—বিধির পরীক্ষা। সকাল থেকেই জ্বর নেই, আপিস করে আসবেন বলল, আমি বলে রাখব।

দ্বিতীয় দিন আর সাড়া করেন নি। সোমবার একটু বাড়াই গায়ত্রী এলেন সলজ্জ সলজ্জ ভাবে ছবি তোলার জন্য। সাহসের চেয়ারে বসার পরীক্ষাও সফোসের ভাব।

ইন্টারভিউ মোবারক একটু সাবধান হয়ে বসেছিলেন। কি প্রশ্নের কি জবাব দেবেন তাই নিয়ে চিন্তাশ্বিত ছিলেন। প্রশ্ন আর হাতে হাত ঘষে মাথা নীচু করে জবাব দেবেন তেবে?

কিন্তু এই গায়ত্রী মুখার্জী নামি প্রথম দিন সে সময় কিন্তুমাত্র ঘাবড়ে যান নি। একবারেই মাই ওপেন। ফোকাস হলে বসে ছোট্ট চাউনিটি ছিল যাদু! ক্যামেরার সামনে দাঁড়াতেই সব শেষ। সোফির চাউনিটি ঘাঁচি হয়ে ছিলেন কো-অর্ডিনেট। সাক্ষাৎকার হওয়া ছিল স্বাভাবিক।

তবে পরিচালক নাকল বন্ধু একটা ঘণ্টা-খানের কাজ করেছিলেন। প্রথম দিনের চুম্বন সেই কোন ভাইরাস ক্যামেরা নি নতুন মানিকাঞ্চন। আলোকন মই মুহূর্ত। সুতরাং প্রাথমিক ভাইরাসের ভাইরে থেকে একটা অসংবিধ হয় নি।

কথার কথায় ছিল ছিল ফের হুমকে পরেন গায়ত্রী। বাদলে হুমড়া ফের না ঘটে, কিন্তু সমস্ত ব্লাউজে ঘামগুলো ফোঁটা থাকে। আর আলস্য পুরি হয়ে যাই না জেনে, যাঁর ভয়ানক একটিমাত্র ভাঁজে ছিপছিপে অভিনয় ছেড়ে বসে ছায় ঠাঁটো। কথায়ার হয়ে বসতে হুমোরিল আজ তিনিই খেয়ার

ছবির মুখ দেবকান্ত রায় চৌধুরী বন্ধু

ছবির কিনের কাজ করার মত দিয়েছেন।

প্রশ্ন করেছিলাম—আপনারা কি বুঝব?

সারা মুখে হাসি ছড়িয়ে বলেছিলেন—অভিনয়ের পরীক্ষায় হাজারেরও বেশি পরীক্ষিত। ছবি আসলে আমাদের বাড়ীর কাছে নয়। তখন আবহাওয়াই ছবির জন্য অভিনয়ের নতুন জের টেনেছিল। আমাকেই বলেন বলেছিল—তুমি যদি কাজ করতে পারো। আমরা আর আপত্তি করেনি।

এর পর কিছু টেস্ট...ভারপর সিলেক্ট-নয়।

। আমলে ভবিষ্যতে আর ছবি করবেন কিনা ঠিক নেই!

—কখন না তা বলতে পারি না। তবে ভাল ছবির প্রায় ভাল পরিচালক হলে নিশ্চয়ই করব। পরীর ক্ষেত্রে-এ মত নাকি নেওয়াই আছে। ফাইনাল ডিসিশন টেস্ট-এর ওপর পারস্পরিক করব।

। ছবিতে আর কোন অভিনয় এসেছে?

—না, সময়ের উত্তর।

সবিনয় সহজ আবহাওয়াই ছবির এই নতুন নায়িকা পারুলী মুখোপাধ্যায়ের জীবনে হয়েছিল ছবিঘরের ছিনাথার প্রায় বছর পাঁচেক-ছয়েক আগে। ছোট্ট বিজনপুরের অতি সাধারণ মেয়ে বাবা ঐতিহ্যনাথ চক্রবর্তী এখান আসলেও চান করেছিলেন স্বাধীনতার নিজে পারেই। তাই আর ওপার বাংলায় ফিরতে পারেন নি।

ছবিঘরেই বাবার ওপরের নিজলেন। এখনও চলছে যেন। দাদা অবশ্য বাবা-মা এসে তাঁদের অবসরের পড়ের মাঝীম সংসার মেনে যান। ওদেরও সংসার ছিলেন হয়ে না গেল তাই নিজে অভিযোগ তাঁরা অবশ্য কিছু ছাড়ি না, তবে পারুলীকে সন্তানের কথা ছিলেন সময় অবশ্য পেরেছিলাম—ব্যাপার এখনও তাড়াও নেই।

অভিনয়ের প্রতি ঝোঁক ছিল পারুলীর ছোটবেলা থেকেই। স্কুলে পড়-পাল-পাঠ্য ভিতে করতেন নিয়মিত. এখনও পাসের কথা হয়েছিল ছি। স্কুল ফাইনাল পাস করে এসে-ছিলেন কলকাতায়। তারপরই গোছের প্রেম—পড়াশুনো তেমন আর এগোল না। কিন্তু অভিনয়? অভিনয় তিনি শেখেন নি।

জানেন মুখোপাধ্যায় বন্ধ যখন বিয়েটারে ঢুকেছিলেন। তখনও বাবার বাড়ীদের নায়কছাড়াই ইতাদি নাটক অভিনয়ও করেছিলেন ছিলাম। তারপর সেই পড়ল। বাড়ীর আর তাই।

তিন বছর বাদে আবার এসেন অভিনয় করতে। আবার আর সেটের নয়, পরিচালকের পরিবারের ছিলেন। পরিচালকের অভিনয়ের পারুলীর চোখও কোন উজ্জ্বল এখন।

কলকাতা—থিয়েটার আর করবেন না?

স্পষ্ট জবাব—না।

। কেন?

হাসির হাসলেন অভিনয়—ওর বাবা-মা করছ ছেড়াতে চান 'থিয়েটারে'। সময়ও তেমন সত্যিকথা নেই। উপর পড়ার হাসির জোরার। মুক্তোর অপাতত সিনেমার পরিচালনে পারুলী অভিনয় করবেন। বাইরে নয়।

আবার যাইলাম সৌমিত্র চ্যাটার্জীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ব্যাপারে। কোন লক্ষ্য? না সাক্ষাৎকারের?

তেমন তেমনই বন্ধ পারুলী। অভিনয় হাসি ছড়িয়ে বললেন—বলব কি। সময়াভাব তেমন নেই। এই তো কদিন আগে একটা ডোকুমেন্টারি নিয়ে কাজ করলাম সৌমিত্র-বাবুর সঙ্গে।

অবশ্যই কোন প্রেজুডিস—কোন মিসেপ্রোপ্রিয়েশন নেই।

। ছবির চরিত্রটা কেমন লাগছে?

—ভালই। মনে শান্ত মিশি ছবির।

অভিনয় অবশ্যই সৌমিত্রবাবুর চরিত্রটিও সহজ সরল সাধারণের ওজনের। বিজয়-মুখোপাধ্যায় মোহে এক ভাবে তাকে 'খারাপ' করতে চাইবে। মন মেয়ে মানুষের দিকে তাকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করবে। কিন্তু পারবে না। শেষ মিশি ছবি মনেই, ভাল সন্তানই সে নাশিস দিতে পারে।

একদম সোহাগিনী সহজে সুন্দী ভাবে অভিনয়ের করলে ভবার মেয়ে—বিশ্বাস কর সাধারণের সঙ্গে মেশানোই যাই না মেয়ে—সবাই ধারণাই মি আমি, এমন সরল অভাব দেখে সাধী আর মনেতে কিন্তু বাড়ী আসার কথা নয়। স্বামীকে ভালবাসে পুরু মেয়ে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে সৌমিত্র ওদের পারুলীর তেমন ঠেস হয়ে না। আসলেও সাধারণ-সাধারণীকে এই চরিত্রটি ছবিতে অভিনয় করেছেন।

পারুলীর চলন চাউনি আর হাসিতে কিন্তু সেই সরলতা আছে, নিজেকে ধরিয়ে রাখার সাধারণ মুখ-চুরুছে। এই মেয়েরা আসলে তাদের চোখ মেলে দেবার মত। প্রতিষ্ঠার জন্য এখন মনে করছে অভিনয়, তার অভিনয়ক্ষমতা সময় এই পারুলীরা থাকতে। ইতিমধ্যে হয়ে পারেন কিনা সময় বলার বিষয়।

নির্মল বসু

ছবি মুখোপাধ্যায় বন্ধুর সঙ্গে পারুলী বসু

নাটমঞ্চ

চারুবিকাশ-এর 'পথের দাবী'

'পথের দাবী' শরৎচন্দ্রের ছাত্র-সমাজের অভিনীত হওয়ায় পথের দাবীর সিনেমায় পাঠক ও সমালোচক দর্শকদের কাছে একটা বিশেষ সংবাদ সহজে মেলে।

শরৎচন্দ্রের অন্য আর সব উপন্যাসগুলির এমন সমাজসচেতন নাটক না করে এই পথের দাবী নাটকেই (নাট্যরূপ, সংযোজনা ও পরিচালনা : সুপ্রকাশ চক্রবর্তী) এ কলেজের কর্তৃপক্ষের উপহার দেবার জন্য চারুবিকাশকে আগ্রহান্বিত করেছিল। তার ওপর বামপন্থী রাজনীতির দিক থেকেও যেহেতু এই নাটকে শরৎচন্দ্রকে পাওয়া যাবে সেই হেতু সমালোচক সেই দিকে তাঁর সাহিত্য-দৃষ্টির ব্যাখ্যান দেবেন। কি দৃশ্যপটের পরিকল্পনায় কি চরিত্র-চিত্রণে যারও একটা ধারণা হবে এ কলেজ সম্বন্ধে।

এবার নাটকের কথায় আসা যাক।

শরৎচন্দ্রের পথের দাবী-তে যেমন অনেক চরিত্র, তেমনি অনেক ঘটনা। তাকে একটা নির্দিষ্ট সময় ও সীমার মধ্যে নাট্যরূপে দিতে গেলে উপন্যাসটির ক্ষতি। সেদিক থেকে চারুবিকাশ দর্শকদের ধন্যবাদ করেছে। পথের দাবীর পাঠক মাত্রেই জানেন, ঘটনাবলী কি রকম জটিল। তার ওপরে আছে অজস্র সিনেমাধর্মী আর জটিল চরিত্রগুলিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা যা হয়েছে বিশ্বাসযোগ্য করে—তাও। চারুবিকাশ সেক্ষেত্রেও আটঘাট বেঁধেছেন পরিচয় দিয়েছেন।

এ নাটকের প্রধান অর্থাৎ কেন্দ্রীয়, চরিত্র সব্যসাচীর ভূমিকায় সাহিত্য শুভ্র আচার্য কিছু করেছেন বলা যায় না, তবে কিছু দিতে, কেন্দ্র তিনি যেন, সমাটের সভা ভঙ্গ করেছেন এবং দর্শকদের নিরিখ করে আসরের ভেতরে করেছেন। তবু যেন মনে হয়েছে, ভারতের আত্মার মর্মে স্থায়ীভাবে প্রবেশ করা, সেই আচার্য ভাবটাই যেন প্রযোজনার আড়াল থেকে গেছে।

সেদিক থেকে কিন্তু দর্শকদের অবাক করেছেন প্রভাত চক্রবর্তীর কলোপারদর্শক ও ইংরাজ অফিসারের সার্থকতা। এমন সুন্দর এই সংবেদনশীল অভিনয় অন্য কোথাও দেখা যায় না। সেদিক থেকে প্রভাতের চট্টোপাধ্যায় নবী করিও সার্থক।

অপূর্ব (রবি ঘোষ) খুবই আন্তরিক। তবু কোথায় যেন একটা ফাঁক থেকেই যায়, তার চরিত্রচিত্রণে। ভারতী (প্রোঃ সীমা মুখোপাধ্যায়) কিন্তু প্রথম থেকে শেষ অবধি সমান সুন্দর।

ভারতী (প্রোঃ সীমা মুখোপাধ্যায়) কিন্তু সাহিত্যের চরিত্র হয়ে উঠেছে। দুই পরস্পরের সঙ্গে চরিত্রের সঙ্গে অভিনয়টা সমানে রক্ষা করেছে সেটা জানাবার।

আমার ও নায়িকে একটি চরিত্র সুন্দর আল মেরেছে। তিনি হচ্ছেন মিস (প্রোঃ দেবী)। তিনি নাটক থেকে চরিত্রটিকে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছেন।

এছাড়া অন্যান্য ভূমিকায় নাটকের প্রয়োজন অনুযায়ী অভিনয় করেছেন বুলি ও দুই সুকুমার মুখার্জি, অলোক বসু, সরোজ মুখার্জি, অরুণ চক্রবর্তী, মনীন্দ্রনাথ দে হেসে শ্যামচৌধুরী, আনন্দ গুহ, বুলি চক্রবর্তী, অমর বসিক, অজয় সরকার, অবনী বসু ও ছবিরা পাল প্রমুখ।

নব ঋতীয়ত আবহসঙ্গীত, আর আবহসঙ্গীত হৃষ্টেছন অনায়াসভাবে অথচ নবী করিব প্রয়োগ পাই।

এ নাটক দেখা যেমন একটা ভাল অভিজ্ঞতা

শুভ নববর্ষের সপ্রীতি অভিনন্দন গ্রহণ করুন

হ্যারল্ড রবিন্স-এর

বিশ্বের মন জয় করা প্রেমের এক অনবদ্য উপন্যাস

৭৯ পার্ক এ্যভিনিউ

অনুপম ভাষান্তর করেছেন— অসিত সরকার ১৮·০০

গর্কির শ্রেষ্ঠ গল্প এরিখ মারিয়া রেমার্ক ১ম ২০·০০

সংকলক ও ভাষান্তর : অসিত সরকার স্বপ্নের পাখিরা ১৮·০০

জুবিয়াস ফুচিক-এর প্রেম মৃত্যু ভালবাসা ১৪·০০

ফাঁসির মঞ্চ থেকে ৩·০০ জিম করবেট : কেনিয়ার জঙ্গলে ৩·০০ ফ্রেডরিক ফরসাইথের : ওডেসা ফাইল ১০·০০ শৃগালের শেষ প্রহর ১৫·০০ অ্যালিস্টেয়ার ম্যাকলিনের : দুয়ারে মৃত্যুর ছোঁয়া ১৪·০০ জয় অ্যাডামসনের : বর্ন ফ্রী ১০·০০ লিভিং ফ্রী ৮·০০ ফরগটার ফ্রী ৮·০০ জহরলাল নেহরুর : মা-মণিকে বাবা ৫·০০ জুল ভের্ন : লিভোনিয়া রহস্য ৮·০০ স্যার আর্থার কোনান ডয়েলের : অমৃত রক্তের স্মৃতি ৩·০০ কালো হীরের দেশে ৩·০০ চারজন ৩·০০

অমৃত-পাবলিকেশন—দত্ত ও সাহিত্য ১০ শ্যামা চরণ দে স্ট্রীট—১২

হোসেন ও নাটকের অন্যান্য অভিনয় প্রশংসা দাবী করে।

ভারত থেকে পাকিস্তান যাত্রা ও নাটক

গত ২৮ মার্চ সোমবার দক্ষিণ কলকাতার প্রকৃতিতীর্থের উদ্যোগে সন্তোষপুরে ভারত থেকে পাকিস্তান যাত্রী লেখক ও সাহিত্যিকদের এক সভার আয়োজন করা হয়েছিল।

এই সভায় প্রারম্ভে বেতারে বিদায়ের সুরটি বেজে ওঠে, তারপর সুধাংশু ও সুনীলবরণ ভারত থেকে ও পাকিস্তান থেকে আগত লেখকদের স্বাগত জানান। ভারত থেকে যাঁরা পাকিস্তানে যাচ্ছেন তাঁদের মধ্যে প্রবোধকুমার সান্যাল, সুধাংশু গুহ, সুবোধ ঘোষ, সুবোধ বসু, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল জানা, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সমরেশ বসু, অমিয় ভূষণ মজুমদার, শ্রীমতী মহাশ্বেতা দেবী, শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবী, শ্রীমতী সরযূবালা গুপ্তা, শ্রীমতী বাণী রায় প্রভৃতি লেখক-লেখিকাদের পক্ষ থেকে সুধাংশু গুহ ও সুনীলবরণ তাঁদের শুভেচ্ছা জানান।

পাকিস্তান থেকে আগত লেখক-লেখিকাদের পক্ষ থেকে বক্তৃতা করেন সৈয়দ মুজতবা আলী, আবুল ফজল, আবদুল গফুর, শামসুর রাহমান, শওকত ওসমান, আবদুল হক, আবদুল মতিন, আবদুল গণি হাজারী, আবদুল কাদির, আবদুল জব্বার খন্দকার, আবদুল আজিজ আল আমান, আবদুল হাই, আবদুল হাফিজ, আবদুল মান্নান সৈয়দ, আবদুল লতিফ চৌধুরী, আবদুল মান্নান তালিব, আবদুল হাই মাশরেকী, আবদুল হাই সিদ্দিকী, আবদুল হাকিম, আবদুল কাদির, আবদুল জব্বার, আবদুল মতিন, আবদুল গণি হাজারী, আবদুল কাদির, আবদুল জব্বার খন্দকার, আবদুল আজিজ আল আমান, আবদুল হাই, আবদুল হাফিজ, আবদুল মান্নান সৈয়দ, আবদুল লতিফ চৌধুরী, আবদুল মান্নান তালিব, আবদুল হাই মাশরেকী, আবদুল হাই সিদ্দিকী, আবদুল হাকিম

স্টুডিও সংবাদ

শঙ্খবিষ

পরিচালনা : বর্ধমান দে-সরকার

সমাজের কয়েকটি বাঘা-বাঘা সমস্যাকে আশ্রয় করেই গড়ে উঠেছে এই ছবির কাহিনী। ছবির নায়ক ডাক্তার। তার স্ত্রী ডাক্তার। নায়কের একটি ছোট্ট ক্লিনিক আছে। সেখানে সে গরীব রোগীদের বিনা পয়সায় চিকিৎসা করে। নায়িকা ডাক্তার হলেও সে ডাক্তারি করে না। সে ডাক্তারি করে বড়লোকদের। তাদের বাড়ীর মেয়েদের চিকিৎসা করে। নায়কের ক্লিনিকে নায়িকা কখনো পা দেয় না। নায়কের সঙ্গে নায়িকার সম্পর্ক ভাসা-ভাসা। নায়ক-নায়িকার মধ্যে একটি ছোট্ট ছেলে আছে। ছেলেটি নায়কের কাছেই থাকে। নায়িকা ছেলেটিকে নিয়ে যেতে চায়। কিন্তু নায়ক ছেলেটিকে ছাড়তে রাজী নয়। ছেলেটি নায়কের কাছে থাকে বলে নায়িকা তার সঙ্গে দেখা করতে আসে। নায়ক-নায়িকার মধ্যে এই সূত্রে যোগাযোগ হয়। নায়ক-নায়িকার মধ্যে ভাসা-ভাসা সম্পর্ক ধীরে ধীরে ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। নায়ক-নায়িকার মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বাড়

বিদেশী ছবি

একটি সুলেখন চলচ্চিত্র আলোচনা

ইংরাজি ভিন্ন বিদ্যালয়ের এবং অন্যান্য শ্রেণীর স্কুলে ফরাসী ভাষা শিক্ষার ও ফরাসী সাহিত্যের ছাত্র ও ছাত্রীদের জন্য ফরাসী সরকার ফ্রান্সে আসিবার আমন্ত্রণ করেন। এই উদ্দেশ্যের উপযোগী করিয়া ফরাসী কেন্দ্রাবলীর ছাত্র নির্বাচন করিবার জন্য ফরাসী সরকার ভারতে একটি প্রতিনিধি পাঠাইয়াছেন। তাঁহার নাম মঁসিয়ে জাঁ দেলাঁ।

মঁসিয়ে দেলাঁ কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, পণ্ডিচেরী, কলম্বো, কান্ডি, জাফনা, ত্রিচিনাপল্লী, মাদুরা, তাঞ্জোর, মাদ্রাজ, বাঙ্গালোর, মহীশূর, কালিকট, কোচিন, ত্রিবান্দ্রম, মাদ্রাজ, হায়দ্রাবাদ, নাগপুর, বোম্বাই, আমেদাবাদ, পুনা, বোম্বাই, কলিকাতা, শান্তিনিকেতন, কলিকাতা, পাটনা, বেনারস, এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ, আগ্রা, দিল্লী, লাহোর, অমৃতসর, সিমলা, লাহোর, করাচী, বোম্বাই, কলিকাতা, মাদ্রাজ, বাঙ্গালোর, মাদ্রাজ, কলিকাতা, বোম্বাই, করাচী, লাহোর, দিল্লী, আগ্রা, লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ, বেনারস, পাটনা, কলিকাতা, শান্তিনিকেতন, কলিকাতা, পুনা, বোম্বাই, আমেদাবাদ, নাগপুর, হায়দ্রাবাদ, মাদ্রাজ, ত্রিবান্দ্রম, কোচিন, কালিকট, মাদ্রাজ, মাদুরা, ত্রিচিনাপল্লী, পণ্ডিচেরী, কলম্বো, কান্ডি, জাফনা, মাদ্রাজ, বাঙ্গালোর, মহীশূর, কলিকাতা, বোম্বাই, করাচী, লাহোর, অমৃতসর, সিমলা

'রাজরানী' নাটকের প্রধানতম স্থানীয় ব্যক্তিরা নবদ্বীপের ছোট ছেলেদের স্বাধীনতা অভিনীত 'শহরের মামা' দর্শকদের প্রচুর আনন্দ দেয়।

কলিকাতা ঃ বৃষ্টি উৎসব

উত্তর কলকাতার সুপ্রাচীন একটি গঠন সংস্থা, যার প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় বিজয়কৃষ্ণের প্রায় পূর্ণাঙ্গ দল—সেই বিমলা বসাকের সঙ্গীত অকাডেমি বহু উদ্যোগ বহু সাধুবাদের জন্য আগামী ৯ বৈশাখ থেকে ১২ বিদ্যাধরী ঠাকুর দাস উৎসব ও সাংস্কৃতিক সম্মেলনের ব্যবস্থা করেছেন বলে জানা গেছে।

সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা এই সাধারণ বিদ্যালয়ী মহিলার বয়স ছেলে শ্রীকৃষ্ণ দুই সন্তান, এই অল্প সময়ের মধ্যে উনিশে বিদ্যাবী বহুমুখী প্রতিভাময়ী (যাদা বহুমুখী) সঙ্গীতকার অভিনেতা বহু এবং সমাজ-বিদ্যাবী নায়ক সাহায্যের পরিচয়ী বিদ্যাবী অবদানগুলির বহুর ধরে আছে মূর্তির প্রতিষ্ঠা। জানা এই অনুষ্ঠানের অর্থে প্রতিষ্ঠাতা বিদ্যাই এই সমিতির একজন জাতির সেবা ও চর্চার সমাজের কর্মীরূপে এই বিদ্যাই ও চর্চার পঠনে এর বিভিন্ন চুক্তিতে নিয়োজিত। এই সমিতি প্রাচীন বহু সাহিত্য ও জাতীয় সংগীত সম্পর্কে কোন দল হয়েছেন।

ঠাকুর চিত্রমালা সমিতির উদ্যোক্তারা কিছুই ভয় পাইনি। তেমন এখন তুমি প্রকাশ হয়ে পড়ছে।

বলা দরকার যে, ঠাকুরদাস ও নাটকের যে, ভালবাসার প্রাণ বহু এই সমিতিদের মধ্যেপাধ্যায় যে এরও পুরস্কার উদ্যোক্তা তিনি এই বিদ্যা সাধারণ সমিতিই।

১২ বিদ্যাধরী ঠাকুর উৎসব দিনে নাটক ঠাকুরবাড়ির ও প্রাঙ্গণের পাশে ঘর, এখানে তো পাশে যেমনই সাধারণ ও উচ্চকুলোদ্ভব সম্মানিত করা হবে।

ঠাকুরবাড়ির উদ্যোক্তা শ্রীকৃষ্ণ ঘোষ এবং পুরস্কার সাংস্কৃতিক উৎসবে আকর্ষণ এই শ্রীকৃষ্ণসম্মানিত হবে।

• রাজনৈতিকের ভবনে উপস্থিতা রবি

বিজয়কৃষ্ণ এর বিদেশ সফরের ঠাকুর ছবি ও কলকাতার রাজনৈতিক জীবনের সঙ্গে উদ্যোগে কয়েকটি পরিকল্পনা প্রদর্শন ও সাংস্কৃতিক বাহিনীদের এই ও চরিত্র-চারী ছবি ১৮ ও ১৯ মার্চ দেখানো হচ্ছে। ভারতীয় ছোটো গল্প বিদেশ যাবে (জিজ্ঞেস করেছেন) এর ছবিগুলি (এই ধরনের)। পরিচালনা (এখন সাধারণ) ভারতীয়। (আমরা পেয়েছি)। বি চুক্তির বিভিন্ন ঠাকুর। পুরস্কার ও এবং বি (ভারতীয় ও ধরনের)।

রাজনৈতিকের বিদেশ ভ্রমণকারীদের প্রতিনিধিরা বিদ্যা ছবির ঠাকুরদাস ভবিষ্যতে ভবিষ্যতে ঠাকুরদাস বিদেশ ভ্রমণের জন্য ভারত বিদেশ গেছিলেন।

নেপথ্যে

রবি চট্টোপাধ্যায়

বিদেশ ভারতের সৌভাগ্যের কলকাতা সরকার বা, বেশির ভাগ নিজের নিজেদের বাঁচে মধ্যে সাধারণের সেই তা সকলের কথা যাবেনা। প্রথমত তার সেরা বিদেশ নিজেদের নয়, বরং তুলনায় নিজেরই লিখেছে। বিদেশ কাজ করেন নিজেরই শুধ করে, ভালো লাগে চাই। 'সত্যজিৎ' কাছে আমার ভালোবাসি এবং বাঙালির সৌভাগ্যের 'কালো' ছবি নেই।

তার কথা বা সাহিত্য 'তাঁর' তা সমস্ত ভাষার ভাষায় এক্সপ্রেসের লিখা করেননা। যেমন সেদিন তিনি বলছেন—'যে ৩২ দিনে ঘরোয়াই চাকরিতেই হয়ে গ্রাম ঘাট ভিতরের হওয়া যায় না, বরং ঠিক হয় পরিবেশের না নিজের কিনা সেটা তো দেখা দরকার।

—আমাদের কাজটাই তো জাতির কাছে কিন্তু কাজটা যদি ভোগে না, সত্য সেটা দেখতে হবে তো।'

এবার কথা বলার অবসর, ও লাইফ যোগ হয়ে এসেছে রবিবারেই আছে, আমা জোরার ব্যাপার তিনি সিদ্ধহস্ত। আমি বিদেশের প্রবন্ধান্তনাথ ঠাকুর, নন্দলাল বসু, আর রাজনিতিকদের কাছে তাঁর চিঠিরা লিখেছে। নিউ দিল্লীতে সোহেন সেনের অনুরোধে, একটানা একটি রবি, তাঁরিকে পাঠিয়েছিলেন কাজ হয়ে বিদেশ কাজ করার জন্য, যেমন করে অভিনেতা - সংগীত চিত্র।

পঞ্চাশ-বাহান্নো সালে নাগাদ এন সিনে-জগতে কয়েকটি কাজ নিয়মিত সৌভাগ্য সেন আর সংবেদনশীলের কাছে। বেশ কয়েক বছর বাদে কয়েক ফটকের কাজ থেকে তাঁরা পেলেন স্বাধীনভাবে কাজ করার। শ্রীবর্তক যখন 'নাগরিক' করলেন। সেই অসম্পূর্ণ ছবিখানি থেকে শুরু করে ঋত্বিকবাবুর সব ছবিই একমাত্র তুলনা একটি নদীর নাম ছাড়া। শিল্প নির্দেশক তিনি। রাজেন তরফদারের সঙ্গেও তিনি প্রথম প্রথম ছবি থেকে ছিল। স্যুলকর্ম অবশ্য কাজ করতে পারেন নি, সুতরাং বুঝতেই পারছেন রবি চট্টোপাধ্যায় গুরুদেব।

এত বিখ্যাতির পরিচয় নেই। ঋত্বিক-রাজনবাবুর ছবিগুলো ছাড়াও যা সাধারণ ছবি সেসবের সমাবেশের সেই বেশ-লালের সেটের কথাই ভাবুন। এ অমানুষিক পরিশ্রমে গড়ে তুলেছিলেন এ সেট সেটা আমার নিজের চোখে দেখা।

আমরা ছবিতে সেই নিয়ে এলেন ছোটবেলা 'একেবারেই' বেশের ছবি ছবিতে এ। কথা বলতে গেল, কাজ করে থাকেন দুই। তাঁর সাহিত্য ছবিতে বেশি ভালো লাগে পারিনি তাই খুবই কম কথা, সাধারণ সম্মিলনের এই সেই কথাই পাওয়া যায় তাঁর কাছে

রিডকেশন সেন্টার
ছুটিতে!
হাওড়া
ফ্রেণ্ডস সোসাইটী
৭৪৫, জি. টি. রোড (সা) হাওড়া

শুক্র ১লা বৈশাখ শুভারম্ভ
[illegible]

টৈরী। বক্স অফিস জমজমাট হয় কি না, তাই নিয়ে তখন থেকে মাথা ঘামাতে শুরু করেছেন।

দিল্লীর রবি ব্যানার্জির মতো এমনিতে সাহসিনী মহিলার অভাব ভারতবর্ষে নেই। রাইফেল চালানো থেকে মোটর চালানো পর্যন্ত তিনি সমানে পারেন। পুরুষোচিত খেলাধুলোয় সমানে সমান। ছিপছিপে চেহারা। ভালো নাচেন। এইসব গুণের জন্যে ভদ্রমহলে বাড়ীতে নিয়ে-যাওয়ার মেয়ে হিসেবে খাতিরের কি-একটা নাইসের অভাব। তাকে ওলে আবার পারেন।

কিন্তু মুশকিল হচ্ছে। প্রেমে কখনো তিনি পড়েন না, তখন এসে জোটে। নইলে এতদিন আগে তাঁর বুড়ি বাবি কেন?

সিরাজিকা

বড়ুয়া প্রসঙ্গে

নিবারণ বড়ুয়ার শেষ ও সবচেয়ে ভালো ছবি থেকেই যে প্রতিভাবান পরিচালক হিসেবে তাঁর আসন শুরু ও নিষ্ঠা নিয়ে এ-দেশীয় চলচ্চিত্রজগৎ যেসব আশা করেছিলেন, তাঁর নয় প্রযোজনা বড়ুয়া ফিল্মস থেকে চলচ্চিত্রকার কৃষ্ণবিহারী দেব মাসল যোগাযোগে তিনি সংসারটির প্রমাণে স্বাক্ষরিত করেছিলেন। বস্তুতঃ তিনিই প্রথম আমাদের দেশের চলচ্চিত্রকে নিজের ব্যক্তিগত অভিব্যক্তির মাধ্যম করেন। তাঁর ছবিতেই আমরা প্রথম লক্ষ্য করেছি ছবির মধ্যে দিয়ে পরিচালকের ব্যক্তিত্বকে। মন-পরিবেশকে পছন্দমতো পরিবারে করে তিনি দেখাতেন সমাজকে চলচ্চিত্রের আপন ভাষায়। কি ঘুমাবিশ্বাসে, আর কি অভিনয়ে কোথাও এক-প্রভাব ঘটেনি তাঁর ছবিতে। এমন ছবির জগতে একটা রেনেসাঁ-র উন্মেষ। প্রতাক বিষয়ে পরাক্ষকদের প্রতিভা বাজনার ফাঁকে ফোলার নিলম-সম্ভব প্রস্তাবটুকু তাঁর ছবিতেই প্রথম দেখি এসেছে। ভারতী ফিল্মস্, ইস্টার্ন, ন্যাশনাল, সুপার ইন্দোপ্রিজন লট, ইমপ, ক্রোন-মাস চিত্রাদি আন্তর্জাতিক প্রথম সারির ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের যে বৈভব তিনি ফেটিয়েন এ-দেশের ধূলোমাটি পর্যন্ত, তা ভিল লপক্ষে অভিনব। এদেশীয় নিয়েমার উপযোগী কাহিনী সংলাপ উদ্ভাবনে মাইনর ফাঁকে 'আজার দৈন আকাটা এর প্রয়োগ করে তিনি সাফল্যের সঙ্গে প্রমাণ করলেন যে, ছবির অভিনয় নাটকে নয়।

সেখানের মেট্রোপলিটান প্রতিষ্ঠান প্রযোজনা তাঁর পরিচালক কীর্তিকে ছেড়ে ছবিগুলো তৈরী করেছিলেন। যুগলেখা; দেবদাস; গৃহপ্রবেশ; মুক্তি; প্রতিশ্রুতি এসব ছবি; প্রযোজনা প্রভৃতি তিন-চারটি ছবির পরিচালনায় এবং অভিনয়ে তিনি যে বিরল নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছিলেন, তা অনায়াসে বলেও স্বদেশীয় থাকার মোহ। কিন্তু অহংকার সত্যের ও সৌন্দর্যের কথা এই যে, তাঁর কিছু উৎকৃষ্ট ছবির শ্রেষ্ঠ উপকরণ সংরক্ষণের অভাবে বিনষ্ট হয়ে গেছে। ভারতীয় সংস্কৃতির এই অনুরাগীর অভিযোগ পরাজয়ী তিনিই হোন, আমাদের দেশে এমন অসংখ্যজনের পাশে সেই কৈফিয়ৎ দেবার নৈতিক শক্তির থেকে অব্যাহতি পেতে পারেন না তিনি কিছুতেই।

এ-দেশীয় চলচ্চিত্রে দেবদাস-ই বলা প্রথম যথার্থ অভিনব। চিরন্তনী চলচ্চিত্র চুনিলালের, পরিচিত সংলাপসহ চিত্রগ্রহণ প্রযোগবাহুল্যে, সম্পাদনা ও সুসম বিন্যাসের নিদর্শনসহ কুশলতায় এবং প্রতিভার প্রয়োগের চরমপরিচয়ে দুর্বিনীত এ-দেশীয় সিনেমার প্রেক্ষাপটে একটি মাইলস্টোন। বস্তুতঃ ১৯৩৫ সালের এই নিদর্শনসমূহ ছবিটির আবির্ভাব না ঘটলে পরবর্তী কালে ১৯৩৫ সালের মতো অমূল্য

চিঠিপত্র

নিবেদন

সম্প্রতি পূর্ব দিনাজপুর জেলা কবি সিলন ও সাংস্কৃতিক সেবায় রবিবাসর অনেক কবি-সিলনী ও গবেষকের সঙ্গে এ জেলার লোক-সংস্কৃতি বিষয়ে আলোচনা হইল। এ প্রসঙ্গে তাঁদের দৃষ্টিগোচরে যে, আমি গত ৩-৪ বছর ধরে লোক-সংস্কৃতির উপাদান সংগ্রহ করে বেড়াচ্ছি। হয়তো আমার বেশ কিছু সংগ্রহও আছে। আমি আপনার পাঠক মারফত আমার সংগ্রহের সাম্প্রতিক প্রতি-বেদন জানাচ্ছি। আগ্রহী ব্যক্তিমাত্রই নীচের ঠিকানায় যে কোনো সময় যোগাযোগ করতে পারেন।

গীতি সাহিত্য : ঝুমুর বিরহজাতীয়, বন্দনাজাতীয়, ধর্ম, সাঁচালী, ভাদুগান ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের ছোকরাদী, বা পাঁচালী, ঘাটোয়ার গান, সারিয়া চাঁচিয়া নদীবাঁধ-কেন্দ্রিক জারী সারিগান। ভাওয়াল, মাহুতের গান, ঘাটের গান, ধানের গান ভাদু-ব-পাল সংক্রান্তির গান, ব্রতগান, মন্ত পীরের গান, ঠেঙাজিয়া।

ছড়া চড়ন (কত না বলে শেষ), ধাঁধা—নিজস্ব ধরণ।

লোকবিশ্বাস—ঝাড়ফুঁক। লোকচিকিৎসা, বিষের ওষুধ। ব্রতাদিপাল। বৈশাখের পাঁচের আগুন, হাঁড়ি, দোলার বা প্রভৃতি।

ব্রত-পার্বণ। বিষহরা ঘট, চকাহুতি ও কাম-ঘট, গাজন-কিছুয়া (বলিদান), ঘটি-ভাসা, চড়ক ও রজস্বলা-ব্রত, স্বামীসোহাগ ব্রত, ভাদুবাড়া বা ভাদুটি।

নিবেদক রঞ্জনকুমার
অধ্যাপক,
ইউনিভার্সিটি কলেজ, রায়গঞ্জ, পূর্ব দিনাজপুর।

নবান্ন প্রসঙ্গে

বাঁকিপুর থেকে অপরিচিত পাঠকের লিখিত চিঠিখানার সুধী প্রধানের চিঠির উত্তর পড়লাম। এ প্রসঙ্গে বহু কথা সবিনয়ে উপস্থাপিত করতে চাই। নবান্ন প্রসঙ্গে ঋত্বিকবাবু যে ভুল তথ্য পরিবেশন করেছেন তার প্রতিবাদ করে সুধীরঞ্জন প্রকৃত সত্যকে প্রকাশিত করেছেন। নীলকণ্ঠ ও নবান্ন নিয়ে প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্যের মূল্যনির্ধারণকে অবশ্যই করা যায় না। কিন্তু নিবন্ধকারবাবু সুধীরবাবুর পত্রে লেখক-সত্তার মূল্যায়নের পুনর্বিচার না করে, যেসব প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন এখন যেসব মন্তব্য করেছেন তাতে আর কারই হোক, মূল্যের ভার বাড়েনি।

যে-কী করলেন, বা কেন করলেন না এ প্রশ্ন অবান্তর। আর একটি বিষয়ের পরিষ্কার সুধীরবাবু তাঁরই সংস্কৃতির অধিকারে অবলম্বন করিয়ে থাকেন, এর অর্থ কি? এই ভারতীয় সাংস্কৃতির অধিক বলতে কিছু কারের বুঝিয়েছেন? আর পত্রলেখক নিবন্ধকারবাবু ছাড়া আর সব মানুষ কি এই রকম যে যেইসব অযৌক্তিক প্রশ্নবাণ, মূল্য করে বসবেন? তিনি, যখন এই মন্তব্য করেন তখন তিনি নিজেই সেই একটা রিভিউয়ের পত্রিকায় প্রতিবাদ করেন নি কেন? তিনি-তাঁর সেই পত্রিকায় নবা-বিহু পাঠক হয়ে হয়তো তিনি দেখতেন যে সে পত্রিকার মূল্য নির্ভর বিরুদ্ধ-ব্যবহারকারীর পক্ষে সম্ভবপর হয়ে পারে।

সম্পাদকী পরিচালকের নিজস্ব স্বাধীন মত ছিল নাং-সুধীরবাবুর পত্রের শেষ লাইন থেকে তিনি এ কথা অবিশ্বাস্য করেছেন? আর আসল কথা প্রসঙ্গে তিনি যে মুক্তি দিয়েছেন তাও অবান্তর। কেন না নাটকার নিজের নাটকের স্রষ্টা। তিনি নিজেই পারেন সংশোধন। পরিচালক প্রয়োজনমতো কোন কোন অংশ সম্পাদনা করতে পারেনও কোন কোন ক্ষেত্রে। যা চাঁদির আচ্ছাদনের বলে দেওয়ার চেয়ে আর একটা নতুন নাটক লেখা ভাল নয় কি? সবশেষে নিবন্ধকারবাবুর অবগতির জন্যে জানাই যে নবান্ন, ও তার বহুরূপী নবনাট্য আন্দোলনের অন্যতম অধিনায়ক। এবং সুধীরবাবু নিজেও নবনাট্য আন্দোলনের কথার বলেন। গণতন্ত্রের নয়।

সুধাংশু চট্টোপাধ্যায়
পশ্চিম দিনাজপুর
কেন্দ্রবাজার—৪১।

...ছের পাঠালী ছবিটি দেখার কিনা সন্দেহ!

১৯৩১ সালে এক্সপে বঙ্গ প্রথম ...ক ছবির সংযোজন, তখন সারিয়া ...ত প্রকাশ লাগে, আর চল্লিশ বছরের ...ধ্যে 'দেবদাস'-এর মত দ্বিতীয়বার ...র সৃষ্টি সম্ভব হল কি করে। চলচ্চিত্রে ...ল সৃষ্টির ক্ষমতা প্রযোজকের করতলগত ...য়, এ থেকেই তা প্রমাণ হয়ে যাওয়ার ...া কিছু কি? পরে তাই নয়, 'দেবদাস' ...হিত্য হিসেবে যত উন্নত, ছবিটি ...কেও অতিক্রম করে গেছে আবেদন ...ত্ত্ব বিচারে। চিরন্তনি বিয়োগান্তক ...ধারার মত সোজাসুজি গল্প, আর্তি ও ...গের আশ্চর্য চলন ও তাৎপর্যময়তা ...ং ব্যঞ্জনা সমৃদ্ধতার চাপে নকল ...লোকদাসের জীবনমুখী বাস্তবতাকে ...প্রবল সৃষ্টি আকর্ষণ করে। স্বয়ং ...ষ্টও 'দেবদাস' ছবি থেকে তার ...ন্যতীত সাফল্য পেয়ে ছবির প্রযোজককে ...ঠ অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। কোন ...র কোনও ছবিকে শরৎ এত সমর্থন ...নি। পাশ্চাত্যের সমালোচকবিশেষজ্ঞ যে ...র্শনের এই ছবি সম্পর্কেই নিজের ...য়ে প্রকাশ করেছিলেন।

'দেবদাস' ছবিতেই প্রথম ইন্টারকাট-...টেলপাথী লট-এর প্রয়োগ ঘটে। ...ত্রে উনি চন্দ্রমুখী দেবদাস বেসিক ...ছাতে কলকাতা থেকে ভবানীপুর ফিরে ...ছেন করল : 'মনটা হল্কা হয়ে ...ছে'। সেই ছুতো করে সুরের ছবিতেও ...ন পার্বতীর হাত ধরে নৈবেদ্যর থালা ...ড়ে যাওয়ার ঘটনা যোজনা করে যে ...ম্বাবেগ এক্ষেত্রে সৃষ্টি করেছিলেন ...থম, তাকেই বলা হয় ইন্টারকাট টেলি-...থী লট। এই ধরনের এমন অনেক ...ত্রে পরিচালক উপন্যাসের ঘটনা দিয়ে ...টি প্রাণ যে এক্সপ্রেসের ছবিও, তা ছাড়া প্রকাশ ...য়ের অসামান্য চলচ্চিত্র ব্যঞ্জনা; আর্ট-...টিক সবাক ছবির ইতিহাসেও এই ...ম্বাবেগ লট-এর নজির বিরলপ্রায়ে আর ...ওয়া যাবেনা। নির্বাক যুগে অবশ্য ...লিপাথী লট-এর প্রয়োগ লক্ষ করা ...য় কিছু, আমেরিকান ছবিতে। বিশেষ করে ...বিনেট প্রথা ডব্লু ডব্লু গ্রিফিথের ছবিতে এই ...ট-এর সুন্দর ব্যবহার দেখে পড়ে। কিন্তু ...বদাস ছবির আগে নির্মিত কোন ...ক ছবিতেই এমনটি আগে কল্পনা ...য় না। ইন্টারকাট-এ ...ওয়া হয়েছে, যেমন প্রথম যে মেলাই ...। পাড়াগাঁয়ে, জমিদারবাড়ীর অথবা ...জার জাঁকজমক বা আর্থার নাইট-এর ...ন ছবিতেও না। সুতরাং সেদিক থেকে ...ব চলচ্চিত্র নিজে প্রথমেল বছরের ...টি মৌলিক প্রযোজন হিসেবেই গণ্য ...য়া উচিত।

...বুবাবাবাবাবু চলচ্চিত্র ঐতিহাসিক ও ...ত্রের জন্য ফিল্ম ফেডারেশন-এর প্রাক্তন ...ধ্যক্ষরূপে তাঁর সাধনার কথা বহুবার আপনি ...লকাতা এসে বহুবার পাশ্চাত্যের ছবিটি ...খেন। চলচ্চিত্র আন্দোলনের ভিত্তি তিনি ...ছিলেন কাঁচা করে তিনিই যুগে যুগের পর পর উপন্যাসগুলি থেকে বিশেষভাবে একজন্যের কথা প্রকাশ করেন। এক সাক্ষাৎকারে তিনি এমন মন্তব্যও করেন যে, তাঁদের সময়ের একটি ছবিতে এরোপ্লেনের এক পরিচালক স্থানে ও কালের ব্যবধান মোছে করার যে-সাহসিকতা দেখিয়েছেন, তা দেখে তিনি বিস্মিত।

অবশ্য সন্ধ্যায় একটি যে, প্রমথেশবাবুর সমালোচনা 'পাশের' ছবির এই দেবদাসটিকে 'ছেলেমানুষ' বলে চিহ্নিত করেছিলেন সে-যুগে। এক্সপ্রেসের নিস্তব্ধ সন্ধ্যাবটী কালের বিদেশী সুধীজনের কাছে অভিনন্দিত হয়। এ থেকে এটাই স্পষ্ট হয় যে, প্রমথেশ সেকালে যা দেখাতে চেয়েছিলেন বিদেশীর কল্পনা, দৃষ্টিভঙ্গি ও রুচি নিয়ে, তা বঙ্গের চোখে অভ্যর্থনা পায়নি। কারণ তিনি জন-রুচিকে থেকে অনেকটা এগিয়েছিলেন। এবং পরবর্তীকালের চলচ্চিত্রে সেন্সরশিপের সার্থকতা প্রমাণের পুরস্কারের মূল। এরই জন্য না সিনেমার বাড়িয়ে আজ তাঁর ছবি-গুলিতে। ইন্দ্রপুরী চলচ্চিত্রের অভাবে সেগুলি আমাদের অবহেলার অন্ধকার উপেক্ষিত। তবু 'পাশের' ছবিটি সেকালে

শুভ ১লা বৈশাখ প্রকাশিত হচ্ছে—

প্রখ্যাত প্রগতিশীল চিন্তাবিদ অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়-এর অনন্যসাধারণ প্রবন্ধ সংগ্রহ

স্বদেশ জিজ্ঞাসা ১০-০০

'রূপালি বাঁশি' খ্যাত

শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী-র

নতুন স্বাদের ভ্রমণ-উপন্যাস

কানাড়া দেখা হল না ৮-০০

জয়দীপ পাবলিকেশনস্

৬, বঙ্কিম চাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা—৭৩ টেলিফোন : ৩৪-১২৭৬

ছোটদের মাসিক পত্রিকা

এম.টি.৭২এ, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট

কলিকাতা - ৭

প্রতি সংখ্যা - ১·২৫

বার্ষিক সডাক ১৮·০০ । হাতে নিলে ১৫·০০

দিতে হবেনি। সবচেয়ে ঐ কটিল উপন্যাস-টির বিষয়বস্তুর মধ্যে বক্তব্য যে-ভাবে যে-ভাষায় ও ভঙ্গিতে ফোটানো হয়েছে, তার পুরস্কার তিনি পাননি। আজ যদি তাঁকে দেওয়া হত, তবে তাঁর পরিণত-লেখনীর আরও কত নতুন দিক উন্মোচিত হবার অবকাশ পেত। কিন্তু তা আর হবার নয়। সেজন্য আজ, তাঁর সম্পর্কে কবিটি একেবারেই মৃত হয়ে গেলে। বাংলা সাহিত্যে কবিটির আর কোনদিন দেখা যাবে না বা হবেও। সত্যেন্দ্র, তার ও অভিনব নাকি ছন্দে। অথচ এই রচনাগুলো কবিটি আজকের দৃষ্টিতে নব-মূল্যায়নের সময়ই দাবী রাখে।

এ-বছরের কিছু 'কাল' উপন্যাসের মধ্যে প্রথমেই প্রতিভার প্রকোপনের নাম চোখে পড়েছিল আমারও। তখন মনে হয়ে ছিল, আজকে যে-কবির পরে তাঁর আলোচনা হচ্ছে সভাতে, সেই কবির জন্ম-মুহূর্তে পুলকের আনন্দে মুখরিত ছিল যাঁর কলম, যাঁকেই আমাদ হয়েছিল কবি বলে করা। অথচ না থাকলে আমরা পেতাম কি এই বর্তমানকে? বিষয়টার সঙ্গেই তো চলেছিল এসেছে আজ এই সন্দেহ। এ-বছরের কবিতে বিশ্বসৃষ্টির পরিকল্প ছিলেন, যাঁর নেতৃত্বে গড়ে উঠেছে এক ভাবাদর্শ আন্দোলন, সৃষ্টিতত্ত্ব ও আর্টিফিশিয়াল লাইট এ যাঁর শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধগুলি তিনি অবশ্যই বিদেশীয় বা কবিতা তিনি কবলেন সংবেদন, চলচ্চিত্রের ছন্দ বিশ্লেষণে যাঁর ছিল অনন্য দখল, এক এবং অদ্বিতীয় ও সহ সম্পাদিত ও সম্পাদনা প্রকাশের প্রকাশক প্রতিষ্ঠা স্বীকৃতি দিতে যাঁরা আজ কুণ্ঠা বোধ করলেন, তাঁরা সম্ভবতঃ ভুলছেন।

(ক্রমশ

সমর বন্দ্যোপাধ্যায়

রবিশঙ্কর আজও সৃষ্টিসুখর

বিদেশে বাস্ত ভারতীয় সঙ্গীতকে ছেড়ে আসেনি প্রতিষ্ঠিত করবার ব্যাপারে যে কয়জন ভারতীয় শিল্পীর একনিষ্ঠ সাধনা উদাম বিশ্বমানুষের মনিষ্ঠ করে তাদের মধ্যে তাঁরা রয়েছেন এগারো আলি আকবর এবং পণ্ডিত রবিশঙ্কর।

বিদেশে বাস্তর মধ্যে ভারতীয় জাদু ভারতের সাংস্কৃতিক দূত হিসাবেই নতুন করে উপলব্ধি করা গেলো কেন তাঁরা পণ্ডিতজী ছেড়ে শিল্পীমহল সন্তুষ্ট। আজকের আলোচনা পণ্ডিত রবিশঙ্করের অবদান। পরবর্তী আলি আকবর খান।

প্রথম অনুষ্ঠানের আগে কিছু নিবেদন করেছিলেন ঐ যে ১৯ বছরের।

রবিশঙ্করের বাজনা শ্রোতাদের মনে সবসময়ই গভীর ও দীর্ঘস্থায়ী রেখার ছবি গভীর ছাপের আবেদন রাখে। কারণ প্রথমত—অনুষ্ঠান পরিবেশনার ক্ষেত্রে তিনি যে তুলির টানের অধিকারী। আসরে বসেই তিনি মনোজ্ঞ পরিবেশ তৈরী শ্রোতা এসেছেন, তাঁরা কি ধরনের এবং উদ্যোক্তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী তাদের কিভাবে তাদের চাহিদাকে পূর্ণ করা যায়।

বিদেশী শ্রোতার বিচারে রবিশঙ্কর তিনি কটির প্রাচ্যেরও তিন তিন ধারা প্রবাহের সমন্বয় করে থাকেন।

পণ্ডিতজী অনুষ্ঠান পরে তবলচিদের ব্যবহার ছাড় দিয়ে। সঙ্গতকারের আঙ্গিকে তিনি চিন্তা করে ওঠে প্রধানের স্থানে।

আশ্চর্যতে আর বিস্তারে ছিলো দ্রুতির শ্রুতিরন্ধ্র, ঘাত, কৃন্তন জোড়ে ঠেকা-ঠালায়, আবে আবে বিশেষভাবে অনুভব ছাপ দা-দা-নি-দার ঝঙ্কারিতরূপ। এই প্রসঙ্গেই স্মরণীয় সেতারে রবিশঙ্কর ঘরানা-গতকীয় আলাপ পণ্ডিত রবিশঙ্করেরই অবদান। ধ্রুপদ ও খেয়ালের আঙ্গিকেই আলাপ গত পরিবর্তিত।

দ্বিতীয় ধাপ ধাপাঙ্গ। ঝালসহযোগ তত্ত্ব এ ধরনে গভীরগীতের অনুরোধে আসরের ঝোলা, আগে ঝালে বিশেষভাবে অনুভব ছাপ দা-দা-নি-দার ঝঙ্কারিতরূপ। এই প্রসঙ্গেই স্মরণীয় সেতারে রবিশঙ্কর ঘরানা-গতকীয় আলাপ পণ্ডিত রবিশঙ্করেরই অবদান। ধ্রুপদ ও খেয়ালের আঙ্গিকেই আলাপ গত পরিবর্তিত।

দ্বিতীয় ধাপ ধাপাঙ্গ। ঝালসহযোগ তত্ত্ব এ ধরনে গভীরগীতের অনুরোধে আসরের ঝোলা, আগে ঝালে বিশেষভাবে অনুভব ছাপ দা-দা-নি-দার ঝঙ্কারিতরূপ। এই প্রসঙ্গেই স্মরণীয় সেতারে

১৩৮১ সালের মৌচাক পত্রিকা কর্তৃক
সুধীরচন্দ্র পুরস্কার প্রাপ্ত
শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ রচিত
ছোট বড় সকলের মনের মত
বাংলা সাহিত্যের দু'খানি আশ্চর্য বই

বিচিত্র কাহিনী

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ

মূল্যঃ—চার টাকা

(সপ্তম সংস্করণ চলছে)

ছোটদের উপযোগী সরস রচনা বাংলা সাহিত্যে খুব বেশী লেখা হয় নি। বিশেষ করে নানাবিষয়ে সত্য ঘটনা অবলম্বন করে ছোটদের মনের মত বিচিত্র রোমাঞ্চকর লেখা খুব সহজ নয়। 'বিচিত্র কাহিনী'তে লেখক সত্য ঘটনাগুলিকে নিজের সরস তুলিরানা দিয়ে এমন জীবন্ত আর আকর্ষণ করে তুলেছেন যে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি রচনাই অনবদ্য রস ও রোমাঞ্চে টইটম্বুর। মোট পনেরোটি কাহিনী ভিন্ন ভিন্ন রসের কল্পবোরায় সিক্ত, মর্মস্পর্শী মনোমুগ্ধকর।

আরও বিচিত্র কাহিনী

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ

মূল্যঃ—চার টাকা

(চতুর্থ সংস্করণ চলছে)

'আরও বিচিত্র কাহিনী' বইটি কিশোর ও বয়স্কদের জন্য সমভাবে রচিত। লেখক শুধু ছোটদের জন্যই রস পরিবেশন করেননি, বড়রাও এই অমৃত আস্বাদন করে পুলকিত হবেন। অনবদ্য রস রচনাশৈলী এবং প্রতিটি কাহিনীর ভিন্ন ভিন্ন আকর্ষণ চুম্বকের মত পাঠককে টেনে নিয়ে যাবে। এই বইটিতে দশটি বিভিন্ন রসের কাহিনী রয়েছে এবং লেখক তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কাহিনীগুলি এমন অকৃত্রিমভাবে রসসৃষ্ট করে উপস্থিত করেছেন যে পাঠককে বিমুগ্ধ করবে।

এস সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জো স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ ।ফোন ৩৪-১৭৮২

১২৭ বছরের অভিজ্ঞতায়
কুকমী গুঁড়ো মশলা
জনপ্রিয়তার সর্বোচ্চ
শিখরে
Cookme
কুকমী
কারি পাউডার
CURRY POWDER
আমাদের
(অন্য) কোন ব্র্যান্ড
ও
সাথে নেই
কুকমী
গুঁড়ো মশলা
প্রস্তুতকারক :
কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (স্পাইস) প্রাঃ লিঃ
(স্পাইস পাউডার ডিভিশন)
২৩৫, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা-৭০০০০৯
পোষ্ট বক্স নং ১—বড়বাজার ৬৮৮৫

অমৃত সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ
২৩ এপ্রিল ১৯৭৬ ॥ মূল্য ৭৫ পয়সা
অতিরিক্ত বিমান মাশুল ৭ পয়সা

UNIVERSITY CUTTA

বোরোলীন যার সহায়
গ্রীষ্মে তার ভয় কি?
রাখিত নানা ব্যাক আপনাকে মাঝামাঝি এই অনুপম সুগন্ধে
নিজেই গলতে স্থিরতে স্থাব। শরীরের উত্তাপ বেশোনো গন্ধ
ঘাম ঝলসে যাবে। দেহা দোর ফোড়া-কুষ্ঠকোঁ ও ঘামের
অন্যান্য অস্বাচ্ছন্দ্য। অনেক সময় এই সব প্রতিকূলতা রুখে
দাঁড়ায় ওঠ বাইরের ধুলো-বোঁয়া বা রোদ-জল।
বোরোলীন সুরভিত অ্যান্টিসেপটিক ক্রীম আপনার ত্বকের গভীরে
শ করে কাটা-ছেঁড়া-ফাটা অংশগুলোকে নিরাপদ রাখে।
তি, ফার্মাসিউটিক্যালস প্রাঃ লিঃ বোরোলীন হাউস, কলিকাতা-৭০০ ০০৮

মশার দৌরাত্ম্যে প্রাণ যায়!

তাহলে ব্যবহার করুন ওডোমস

ওডোমস ব্যবহারে মশা বিতাড়িত হয়

শুধু মশক মোহক এর ওপর নির্ভর করবেন না এটি ব্যবহার করুন • শিশুদের পক্ষেও সম্পূর্ণ নিরাপদ

বালসারা

শরদিন্দুকুমার মিত্রের চিরন্তন উপন্যাস

কলকাতার কাছেই (দ্বিতীয় খণ্ড) ৬.

দ্বিতীয় মুদ্রণে প্রকাশিত হয়েছে

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অমর উপন্যাস

পথের পাঁচালী (সচিত্র সংস্করণ) ৬.

তৃতীয় মুদ্রণে প্রকাশিত হয়েছে

শরদিন্দু অম্নিবাস রচনাবলী

নবম খণ্ড বেরিয়েছে—২০.

বিভূতি মুখোপাধ্যায় রচনাবলী

প্রথম খণ্ড বেরিয়েছে—২০.

॥ ১লা বৈশাখ প্রকাশিত হয়েছে ॥

বিমল মিত্রের অমর উপন্যাস

যে অঙ্ক মেলেনি ১২.

বনফুলের

জনারণ্যে একমুখ ১২.

নতুন প্রকাশিত গ্রন্থরাজি :—

শরদিন্দু মুখোপাধ্যায়ের

রক্তের আঁকিবুকি ১০.

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের

মনে মনে খেলা

৬ষ্ঠ আশাপূর্ণা দেবীর

অলৌকিক মানুষ

৭ম

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের

বন্ধনে ফেরা ৭॥

কল্যাণকুমার মিত্রের

হারানোর দাঁত ৬.

সমরেশ বসুর

মৃগতৃষ্ণা ৯.

রবীন্দ্র পুরস্কারপ্রাপ্ত শীলা বসুমদারের

আর কোনোখানে

নতুন মুদ্রণ

তারাশঙ্কর রচনাবলী

আগামী মাঘ বেরিয়েছে—মূল্য টাকা আগেকার সমস্ত খণ্ড।

দুখানি ডিটেকটিভ

নতুন গ্রন্থ।

সৈকত ভট্টাচার্য, আলীর সবুজের রচনা

পরিবর্তে তপতিমতীর ১১

নারায়ণ সান্যালের বিজ্ঞান-ভিত্তিক রচনা

নক্ষত্রলোকের দেবতারা ১৪.

হুমায়ুন কবীরের

গল্পা বেগম (৫ম মুদ্রণ) ১২.

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের

সাত পাকে বাঁধা (১ম মুদ্রণ) ১০.

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

অনুবর্তন ১২.

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলি-৭৩
৬৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯

ভারতী ভবনীয় সাহিত্য

বিদেশিয়ান অন্যান্যের পুরাতন ঐতিহ্যের অপরিমিতিকতাপূর্ণতির মূল্যেত্তা-পরের নামে প্রাচীন সাহিত্য উপস্থাপনার পরিকল্পনা। ভূমণ্ডলের বিশ্বস্ত সাহিত্যসাধিত্বসমূহে আনুষ্ঠানিক বঙ্গালি পাঠকের জন্য সম্পূর্ণরূপে প্রয়োজন ও প্রথম সম্পাদনায় শ্রেষ্ঠ নিদর্শনের ঘরে অনুবাদকৃত হয়ে অনেক চলন-যোগ্যতা অপর বাংলা মুদ্রিত হচ্ছে।

বাল্মীকি রামায়ণ

আন্তর্জাতিক চারিত্রিক-গ্রন্থে সম্পূর্ণ প্রকাশিত হল

পাণ্ডিত্য প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ-কৃত মূল সংস্কৃত অনুসরণে। তত্ত্বকৌমুদী পাঠকের পাঠলিপির সহায়ক এবং মেধাবেদ্যের বিশেষজ্ঞের দুই পুরুষের সমান প্রয়োজনের মেধাবেদ্যের এই অনুবাদ বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থরূপ অনুবাদ। মেধাবেদ্যের সাধারণের সমালোচনার এই বইখানি থেকে লাভ উপকৃত হবেন। ঐতিহাসিকের লেখা বিস্তৃত ভূমিকা এবং ঐতিহাসিক-প্রদত্ত অতিরিক্ত বিষয়সূচিত 'সংযোজিত'।

দুই খণ্ড। মূল্য পঞ্চাশ টাকা। গ্রাহক-মূল্য চল্লিশ; আশ্বিন মাস টাকা+ প্রতিখণ্ড পঞ্চাশ টাকা হিসাবে।

মহাভারত

শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-বিরচিত। মূল মহাভারতের বর্তমান বাঙালি চলতি ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ ও পূর্ণাঙ্গতম সংস্করণ। এই অনুবাদকর্ম আরম্ভের দু-বছর পরে কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত অনুবাদের সূচনাকাল এবং একটি-মাত্র মূল অনুবাদকের সাত বছর সমাপ্ত। বাঙালির এই অনুবাদখানি ঐ অনুবাদের বিস্তৃতিসমূহের নিরবচ্ছিন্ন পরিচয়ের শ্রেষ্ঠ চলতি পুস্তকের ঐক্য নিরূপণ করে এমনের পরিচ্ছন্নতার পরিকল্পনাসহ দীর্ঘ সাতাশ বছরের প্রচেষ্টাসমূহ সম্পন্ন হয়।

মহাভারত-বিশেষজ্ঞ ঐতিহ্যের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুকুমারী ভট্টাচার্য লিখিত বিস্তৃত ভূমিকা এবং শ্রীপাঠকের নেত্র অঙ্কিত চিত্রাবলি।

আট খণ্ড। মূল্য বারোশত টাকা। বিশেষ গ্রাহক-মূল্য একশত পঞ্চাশ টাকা। আশ্বিন মাস টাকা+প্রথম খণ্ড চৈত্র টাকা হিসাবে+অন্যান্য খণ্ড সাত মাসে। প্রথম এক হাজার গ্রন্থকে এই অতিরিক্ত মূল্যে দেওয়া হবে।

কথাসরিৎসাগর

শ্রীসোমদেব ভট্ট প্রণীত। সংস্কৃত কথার সর্ব-বিস্তৃতিক আখ্যান এবং প্রায় পাঁচশ গল্প থেকে নির্বাচিত সংকলনের এই গ্রন্থখানি নানা বিষয়ের প্রাচীনতম রচনার গল্পসংগ্রহ। এই অমূল্য গ্রন্থের সর্বাধিক-গ্রন্থসংগ্রহ কেবল বঙ্গানুবাদ না থাকায় ভারতি কর্তৃক অধিকৃত প্রকাশে এই গ্রন্থের আয়োজনান্ত প্রকাশের সম্পন্ন হয়েছে। বিস্তারিত ভূমিকা এবং বিস্তারিত-সহ।

তিন খণ্ড। মূল্য পঞ্চাশ টাকা। গ্রাহক-মূল্য পঞ্চাশ। আশ্বিন মাস+প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড চৌদ্দ টাকা হিসাবে+তৃতীয় খণ্ড।

ভারতি পুরাণ সিরিজ

পুরাণ-গ্রন্থসমূহের ভারতবর্ষের অতিপ্রাচীন অতীতের কাহিনী। বিশেষ প্রাচীনতম এক বাস্তব-সম্পর্কের পরিচয়-বিস্তৃতে এই পুরাণগুলির সর্বাপেক্ষা বিশ্বাসযোগ্য, সর্বাপেক্ষা প্রামাণিক পাঠযোগ্য।

শ্রীমদ্ভাগবত

সর্বপুরাণের প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্তিকারী, সর্বশ্রেষ্ঠ। বৈষ্ণব ধর্মের মূল-গ্রন্থরূপে সর্বজনপ্রিয় 'শ্রীমদ্ভাগবত' মহাপুরাণের সর্বশ্রেষ্ঠ বঙ্গানুবাদ ভারতি-সংস্করণে প্রকাশিত।

তিন খণ্ড। প্রতি খণ্ডের মূল্য পঞ্চাশ টাকা। গ্রাহক-মূল্য পঞ্চাশ টাকা মাত্র। আশ্বিন মাস+প্রতি খণ্ড পঞ্চাশ।

রবীন্দ্র-সাহিত্যবিষয়ক

রবীন্দ্র-সাহিত্যের নরনারী

শ্রীসুশীলকুমার সিংহের প্রণীত। উপন্যাস খণ্ড এবং কবি ও অন্যান্য অন্যান্য রবীন্দ্রনাথ দুই সহস্রের বেশি চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। বাস্তব ও মূল-যৌনিকতা তাদের সকলেই অনন্য। যথা-সম্ভব রবীন্দ্রকাব্যের তাদের প্রত্যেকের আনুপূর্বিক পরিচয় বর্ণানুক্রমিকভাবে এই বিশাল চরিত্রবিধানে সংকলিত হয়েছে। আচার্য শ্রীসুশীলি-কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ভূমিকা লিখেছেন। এই বইখানিতে গ্রন্থকারের যে-বিস্তৃতির চলমানতা রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্পর্কিত আমরা দেখতে পাই, তাহাতে একটি সুন্দর সংকট একখানি মহাকাব্য রচিত হয়ে উঠিবে।...এই দুর্মূল্য বাজারে...লাভের অবশিষ্ট যে-অংশটি হয়তো বা আমি পাইব, তাহাতে...আমার নূতন বয়সের রবীন্দ্র-চর্চাতার মানবিকী অনুভূতির একটি বিশ্লেষণ পাঠকে পারি। এই বইখানি অতি সুলভমূল্য, লিখনের ভঙ্গী সুন্দর, ছাপা-পরিবেশনের পরি-পাটী পাঠককে আকৃষ্ট করে।

চার খণ্ড। প্রথম খণ্ডে উপন্যাস, দ্বিতীয়ে গল্প, তৃতীয়ে নাটক এবং চতুর্থ খণ্ডে কাব্য ও অন্যান্য অনুসঙ্গ চরিত্র। মূল্য আশি টাকা। গ্রাহক-মূল্য ষাট টাকা; আশ্বিন মাস+প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড তেরো টাকা হিসাবে+তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড ষাট টাকা হিসাবে।

ভারতি

১০।১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট

কলিকাতা—১২

১৫ বর্ষ

অমৃত

সংখ্যা ৪৭

[illegible]

Friday 23rd April, 1976 শুক্রবার ১০ বৈশাখ ১৩৮৩

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়	লেখক
৬	সম্পাদকীয়	
৭	রাজনৈতিক	(কবিতা) শ্রীসুবোধ সরকার
৯	সাহিত্যের খোলাখুলি	শ্রীনন্দী-ভলা চক্রবর্তী
১২	এই বাজারে খবর	শ্রীঅমৃতপুত্র
১৩	বিজ্ঞানের কথা	শ্রীসুপ্রকাশ
১৪	বাঘ প্রসঙ্গে	(ধারাবাহিক) শ্রীসুন্দরবনের শিকারী
১৯	চিত্রালী	(ধারাবাহিক) শ্রীমাধবী মুখোপাধ্যায়
২৪	অন্তরঙ্গ	(আলোচনা) শ্রীসুনন্দা মুখোপাধ্যায়
২৫	তুমি সেই প্রস্তাবনী	(উপন্যাস) শ্রীমাধবী মুখোপাধ্যায়
৩০	আলোচনাচক্র	শ্রীআকাশপ্রদীপ বসু
৩১	নতুন বই	
৩৩	সুরের আগুনে	শ্রীসন্ধ্যা সেন
৩৭	গোধূলিলগ্ন	(উপন্যাস) শ্রীনিরুপম চট্টোপাধ্যায়
৪০	বিজ্ঞানের কথা	শ্রীঅনুরূপা দেবী
৪৩	খেলার	শ্রীকণিকা
৪৪	রঙ্গরস	শ্রীসুবোধ চৌধুরী

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষের
নতুন বই

চিত্র বিচিত্র

একাল-সেকালের বিচিত্র কথা ও
রসমধুর কাহিনী-সমারোহ
দাম ঃ সাত টাকা

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

শুভ নববর্ষের প্রীতি ভালবাসা গ্রহণ করুন

মারে লেইনস্টার-এর

বিখ্যাত উৎকণ্ঠাপূর্ণ দুর্ধর্ষ ও বিচিত্র রহস্য উপনাস

মৃত্যু বিসর্পিল

ভাষান্তর / দিবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ ১০·০০

অ্যালেন লক-এর

মালয়শিয়ার মানুষ-খেকো বাঘ শিকারের অভিজ্ঞতা

ত্রেনগানুর মানুষ-খেকো

ভাষান্তর / অসিত সরকার ঃ ৮·০০

চিরায়ত / ১৩ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট । কলকাতা-৭০০০১২

গ্রাণ্ড ডেলাক্স ধাত ৮·৪০ ডাকমাশুল
ফ্রিতে বিনা অতিরিক্ত মূল্যে

গাছগাছালি

সকলের বন্ধু

এদের যত্ন করুন

গাছপালা
ভূমি ক্ষয় □ বন্যা □ খরা নিবারণ করে
শস্য রক্ষা করে —
দূষিত বায়ু শুদ্ধ করে —
বনরাজি হল বন্যপ্রাণীর আশ্রয় □ প্রকৃতির সৌন্দর্য □ দর্শকের আনন্দ —
মানুষের আহার □ পশুপাখীর খাদ্য □ ইন্ধন □ কাষ্ঠ শিল্পের উপকরণ
সবই এদের দান —
এরই স্মরণে বিশ্ব অরণ্য দিবস উদ্‌যাপন

আজই একটি কি দুটি চারা রোপন করুন

davp 75/745

পৃষ্ঠা	বিষয়	লেখক
৩৫	খুনের পর	(গল্প) শ্রীপ্রভাতী মুখোপাধ্যায়
৩৮	সমকাল প্রসঙ্গ	শ্রীবাচস্পতি পড়ুয়া
৪০	প্রবাসিনী	শ্রীসরলা দাঁ
৪১	জয়া	(গল্প) শ্রীঅমিয়ভূষণ মজুমদার
৪৪	রাত থেকে সকালে	শ্রীঅজয় বসু
৪৮	খেলাধুলো	শ্রীদর্শক
৪৯	শতবর্ষের স্মরণীয়	শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায়
৫২	সিনেমাটিক টক	শ্রীঅজয় মজুমদার
৫৫	নাটকের	শ্রীসন্ধ্যা সান্যাল
৫৭	খবরের চুম্বকে	শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়
৫৭	চিত্র সমালোচনা	শ্রীচিত্রদূত
৫৮	চিত্র সমালোচনা	শ্রীচিত্রবিদ্
৫৯	বিদেশী ছাঁদ	শ্রীমা-এ-চ
৬০	কিংবদন্তি	শ্রীনির্মল বসু
৬১	কলকাতার রাখী	শ্রীঅজয় মজুমদার
৬২	জীবন-মরণের সীমানা ছাড়িয়ে	শ্রীচন্দ্রাণী
৬৩	বিবিধ সংবাদ	
৬৪	খেলাধুলা	শ্রীনিরীক্ষিৎ

প্রচ্ছদ : শ্রীবলাইকুমার চৌধুরী

অফিস এবং ইন্ডাস্ট্রিজীয়ারিং-এর
নিখুঁত সরঞ্জাম
এখানে এসে কিনে নিয়ে যান

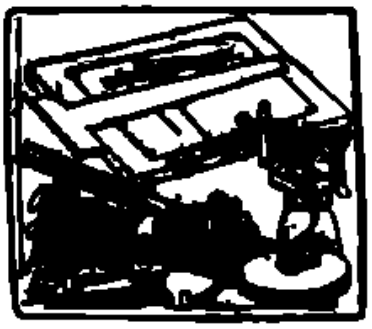

সার্ভে, ড্রইং, নানা রকম কাজের
খাতা, লেজার, ক্যাশবই, ক্যাশ ও
উৎকৃষ্ট ছাপার জন্য
অনাতম প্রতিষ্ঠান

কুইক ষ্টেশনারী ষ্টোর্স
৬৩ই, হাবাবাজার স্ট্রীট কলি:-১
ফোন : ৩১-৫৫৮৮, ৩৭-৫৮১৩
গ্রাম: অরাপিন্স, সেলস্ অফিস—৩৮ হাবাবাজার
পরিচালনা : অনিমেষ চক্রবর্তী
(ষ্টেশনারী বিভাগ)

শতাব্দীর শেষে কলকাতা

দুই হাজার খৃষ্টাব্দের আর দেরি নেই। গত শতাব্দীর অন্তিমলগ্নে এসে মানুষকে যেই দিকে খুব আগ্রহী হয়ে উঠতে দেখা যাবে, তেমন না শতাব্দ, কিংবা সহস্রাব্দ অভিজ্ঞতাদী অবধারণ সব সেসবই আছে দুর্লভতম। সুতরাং যার সেবা যায় খুব হাজার খৃষ্টাব্দের মানুষেরা অভিজ্ঞাত্যী হবে বিশ শতাব্দীর শেষে। ঊনবিংশ শতাব্দী অনেক কাছে হবে খুব ইতিহাস এবং বিশ শতাব্দীর পূর্বার্ধও সে যুগের ভদ্রলোকের কাছে ধীরে পড়ে অভিজ্ঞতাই হয়ে থাকবে। একটি শতাব্দীর সন্ধিতে এসে নতুন শতাব্দীর সূচনায় মানুষের মনস্তত্ত্বের অনেক ঘুরেফিরে আসে। সিনেমের ইতিহাস থেকে উদাহরণ দেয়া আমার অভিপ্রায়কে সুস্পষ্টতর ও সার্থকতর করে তোলার জন্য।

সম্প্রতি কলকাতায় একটি আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে, দুই হাজার খৃষ্টাব্দের কলকাতা সম্পর্কে নিয়ে। অর্থাৎ আর মাত্র পাঁচশের পরে এই মিলেই শহরে মানুষের স্বাস্থ্য, শিক্ষা পানীয় জল আবাসন, যাতায়াত ইত্যাদি নিয়ে এখনই ভেবে শুরু করা হবে। আলোচ্য অবান্তর নয়। কেন না পাঁচশ বছর দেখতে দেখতে আসে যেতে। আমরা স্বাধীন হবার পর তো ২৯ বছর কেটে গেল। আমরা পশ্চিম বঙ্গ পর ভারতবর্ষের পঞ্চবার্ষিকী অর্থ পরিকল্পনা প্রতিষ্ঠাও হবে। অর্থাৎ আমরা স্বাধীন জাতি হিসেবে যেন প্রবীণ ও অভিজ্ঞ হয়ে উঠব তখন। কলকাতা নিয়ে আলোচনা করার এই যে, পশ্চিম বাংলা তথা সেটা পুনর্গঠনের অন্যতম কেন্দ্র এই শহরের ঊনবিংশ-শতাব্দের সঙ্গে সম্পর্ক ও পরোক্ষভাবে জড়িত। সুতরাং কলকাতাকে ঘিরে আমরা, সমস্ত ও অনেকের প্রত্যয় একত্র তাই পশ্চিমবঙ্গের মানুষের সেই ভাবনার সাথে নিজেদেরকে মিলিয়ে নিতে চাইবে। কলকাতার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে আমরা যে ভাবনা-চিন্তা করি তার সঙ্গে কলকাতার অতীতকে জড়িয়ে নিতে চাই।

কলকাতার ঊনবিংশ শতাব্দীর কথা কি এই যে, অর্থাৎ হাত মিলিয়ে তার ফলে কলকাতার অনেক অসুবিধার সমস্যা ধীরে ধীরে সমাধানের চেষ্টা হচ্ছে। কলকাতার যানবাহন ব্যবস্থা ঊনবিংশ শতাব্দীর কাছে চেলেঞ্জ এঁকিয়ে। আমাদের শহরের মতোই তার পুনর্গঠিত হয়ে আছে, যানবাহন সুরক্ষার করতে পারবে। শহরের ওপর চাপ কমানোর জন্য নতুন উপনগরী গড়ে উঠেছে পূর্বাঞ্চলে। সেই সঙ্গে পশ্চিমাঞ্চলের দুর্গাপুরের ভার বিশাখাপত্তনম বন্দরটিকে আরও সুসংহত করে তোলার জন্য। আজ বাস্তবে পুনর্গঠিত হয়ে চলেছে। অনেক কলকারী অভিজ্ঞতাকি স্বাধীনতার হয়ে গেলাম। জনসংখ্যা ইতিমধ্যেই বন্ধুতে সুরু করেছে। তবু কলকাতার টানা জেলে ভিড়ে উপচার পড়ে কিন্তু এ নিয়ে কিন্তু পুরোপুরি ভিন্ন অভিমত আছে। একে হতে পারি, লোক্স শহর ইতোমধ্যে অভিজাত মিলেছে অনেকে। তবু বাস্তবে, তা সত্ত্বেও কলকাতা সুরু চিরকাই থাকবে, সে বস্তুটি মতো আমার মিলেছে লক্ষ লক্ষ মানুষের। সন্তান উপলক্ষে করে চলেছে সেসব জন্য। সুতরাং তার বাঁচবার অধিকার আছে এবং নতুনের সুযোগ তাকেই সে বাঁচবে। তার জন্মের দুই হাজার খৃষ্টাব্দের জন্য ভেবে মিলেমেলা কলকাতার সামাজিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা সুরু করেছেন।

বড় শহরের সমস্যা সব সেসেই আছে। সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় জানা গেছে আমেরিকার বড় বড় শহর থেকে মানুষ এখন সবে দিয়ে গ্রামের দিকে থাকতে চাইছে। নিউইয়র্ক, শিকাগো, ফিলাডেলফিয়া প্রভৃতি শহর থেকে গ্রামের দিকে মানুষ হাঁটতেই সুরু হয়ে গেছে। তার কারণ, শহরের পুঁজির মানুষ প্রতিযোগীর মনে প্রাকৃতিক সম্পদের অভাব, চোর-গুণ্ডার উপদ্রব, সামাজিক বিশৃঙ্খলা ইত্যাদিতে দারুণভাবে উত্যক্ত এবং ভীত। এ ধরণ অভিজ্ঞতা পৃথিবীর সব বড় শহরের নাগরিকদেরই মানা সাধারণ। আমাদের দেশে গ্রামেই অধিকাংশ লোকের বাস। অল্পসংখ্যক লোকের সংখ্যা লঘুতম। তবে শহরকে পরিচ্ছন্ন ও বাসযোগ্য রাখতে হলে গ্রামে পরিকল্পনা পথেই চলতে হবে। গ্রাম থেকে শহরে এসে যাতে ভুঁড়ি না বাড়াতে পারে সেটাই আমাদের দেখা দরকার। অর্থাৎ আমেরিকার যা ঘটবে তার বিপরীতমুখী ঢেউ আমাদের দেশে। বহুর উন্নয়নের সমান্তরাল গ্রামীণ উন্নয়ন কর্মসূচীও সে অবশ্যই অত্যন্ত গুরুত্ব নিয়েই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রূপায়িত করতে হবে।

কলকাতা তার বসবাসের জন্য মানুষের আকর্ষণ হারিয়ে দিতে হবে নতুন করে এই অন্যান্য উপনগরীর তৈরি। কলকাতার নতুন তো এই উদ্দেশ্যেই করেছিলেন তার বিদেশ-রূপ দান। সুন্দর পরিবেশে এমন একটি পরিকল্পিত শহরও আমাদেরকে অধিবাসী আকর্ষণ করতে পারল না। আজও, অধিকাংশ লোক যদি কলকাতাতেই থেকে আসতে যায় তাহলে দুরে বাস করা হবে এই বিড়ম্বনা। আমেরিকার মানুষের গ্রামে বাস করা সম্ভব। কারণ সেখানকার সমাজটাই চলছে মোটর গাড়ির ওপর। যানবাহনের সুবিধা থাকলে অসুবিধা নেইটাও থাকলে- দূরের উপনগরীতে বাস করে কলকাতা বা নিউইয়র্কের মতো শহরে এসে কাজ করা হয়। আমাদের দেশে তা সম্ভব নয়। সুতরাং কলকাতার ওপর জনসংখ্যার চাপ কমাতে হলে তার আগে সাধারণ মানুষের জীবিকার সংস্থান করে তুলতে হবে। নয় তো কলকাতার দিকে অধিবাসী অভিমুখ বন্ধ করা যাবে না। দুই হাজার খৃষ্টাব্দের কলকাতার চিন্তা আলোই তো পশ্চিম বাংলা বিশেষ করে তার শিল্পাঞ্চল ও যানবাহনের উন্নয়নের চিন্তাও। এবই সঙ্গে সেই ভাবনা থাকলেই আমাদের পশ্চিম বঙ্গের কলকাতাকে পরিচ্ছন্ন ও বাসযোগ্য রাখা সম্ভব হবে। এই শতাব্দীর যা কিছু কীর্তি তার সৌন্দর্যমণ্ডিত উত্তরাধিকার থেকে দুই হাজার খৃষ্টাব্দের কলকাতাকে যেন বঞ্চিত করা না হয়।

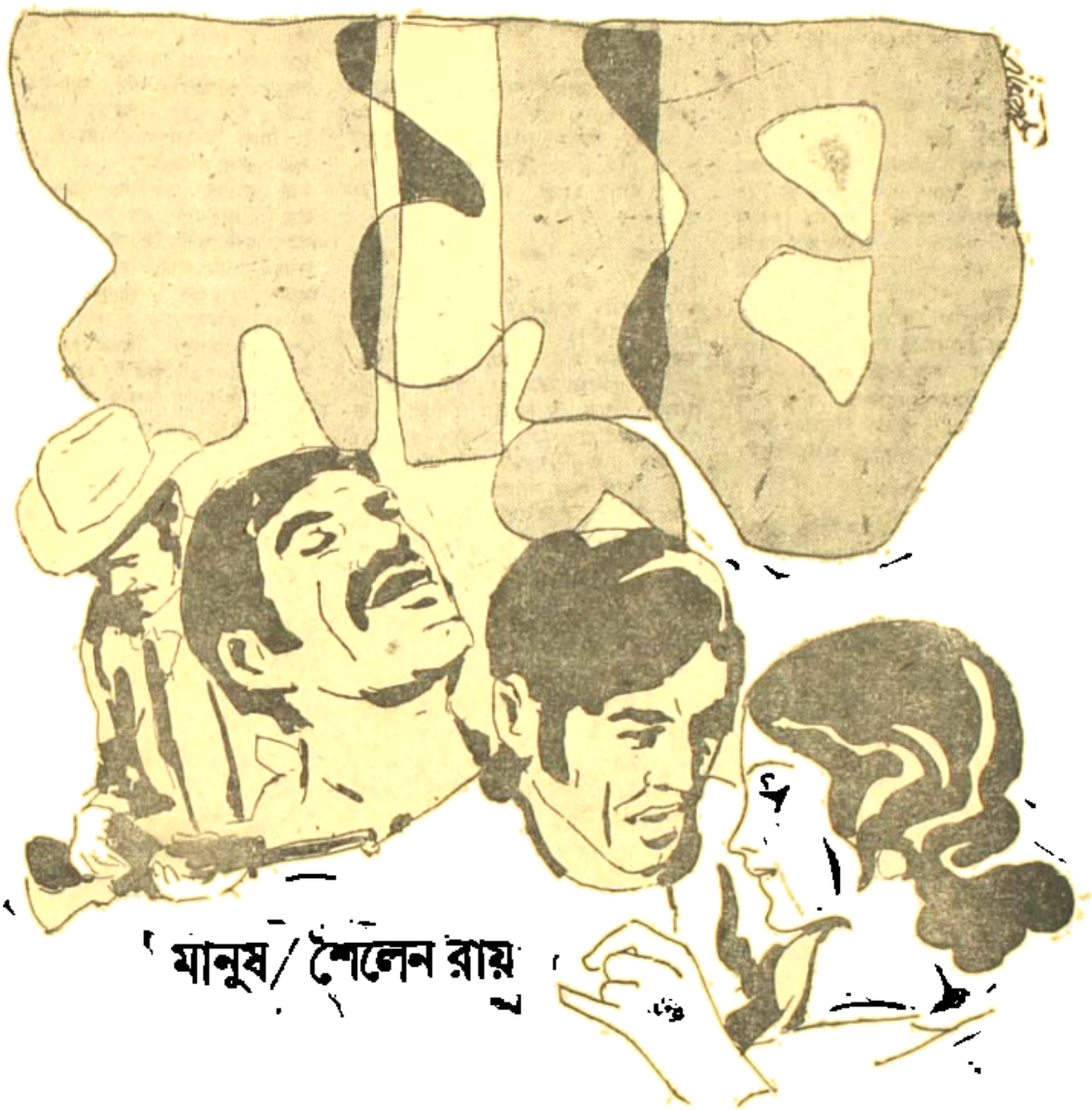

মানুষ/ শৈলেন রায়

অনিলবাবু যেদিন প্রফেসারী ছেড়ে ব্যবসার দোকান খুললেন সেদিন সবাই খুব হেসে চলে গেল। বন্ধু-বান্ধবেরা অনেকে কাছে পিঠে উপদেশ দিয়ে গেল। আত্মীয়-স্বজন—যারা খুব কাছের মানুষ তারা রোগমেনে থাকাতাই বলে গালাগাল দিল। শত্রুরা খুব হিংসে করতে পারতো যদি অনিলবাবুর শত্রু থাকতো। তার শত্রু ছিল না।

অনিলবাবুর মতে মানুষের শত্রু থাকার কথা নয়। তিনি কোনদিন উঁচু স্বরে কথা বলেছেন কিনা সন্দেহ। কারও সাথে ঝগড়া করেছেন বলে মনে হয়নি। অনিলবাবুর শত্রু নেই।

ছোটখাটো মিষ্টিভাষী মানুষটি লোকের ভালো-মন্দের প্রোটামাটিভাবে ধারধারেন। গায়ে পড়ে কাউকে কোনদিন উপদেশ দেবার চেষ্টা করেননি। কেউ উপদেশ নিতে এলে হাসি মুখে শুনতেন। মুখে কিন্তু কিছু বলতেন না। অনিলবাবু সর্বক্ষণ নিজের কাজে ডুবিয়ে থাকেন। নিজের মনে বলতে—নিজের দুটি ছেলেমেয়ে এবং নিজে শঙ্কর। ছেলেমেয়ে দুটি আর দরকার জন্য-কাপড় পরে স্কুলে যায়। স্ত্রী মাঝেমাঝে দুঃখী। অনিলবাবুর দাবীদার বড় অল্পেতেই খুশি হয়ে ওঠেন এবং ওদেরকে শিহরে। এ হেন অনিলবাবুকে—যিনি ছিলেন একজন নিরীহ ভালোমানুষ বলতে যে লোকের সে হলো অনিলবাবু সাতে-পাঁচে যিনি থাকেন না কখনও জোরে হাসেন না চেঁচিয়ে কথা বলেন না অতি সন্তর্পণে পা ফেলে চলে যিনি কারও দিকে হাইটেন তাকে বলা যেতে পারে একটু না ভীরু প্রকৃতির—তাই মানবাটি যেদিন প্রফেসারকে পাকাপোক্ত একটি জোড়ে জানিয়েছিলেন অন্ধকারে পা বাড়ালেন সেদিন সবাই অবাক হয়েছিল।

কিন্তু সবার বাধা-নিষেধ উপেক্ষা-অবজ্ঞা সব কিছুকে উপেক্ষা করে অনিলবাবু শঙ্কর সাহা একদিন বন্ধুদের দেখা একটি খালিঘর ভাড়া করে মুদির দোকান খুলে বসলেন।

দিন চলে দিনের পথে। দিন যাচ্ছে যাচ্ছে। অনিলবাবুর দোকান ধীরে ধীরে জেঁকে

এল। প্রথমদিকে একটা জোরদার বাগড়াঝাঁটি হয়েছে। এখন সে আর শোনা যাচ্ছে না। আর একটি লোক এল। আধিনাথ আরও ঘুমুতে পারত যদি না তার মনে হত কে যেন তার কাছে কিছু বলতে চাইছে।

দিন চলতে থাকে।

আধিনাথ আর দোকানে আসেন না। একটা আরাম কেদারায় বসে সংসারের আগে যেমন চলত তেমনি চলতে দেখেন। আধিনাথ হাঁপিয়ে ওঠেন। আধিনাথ আর আকাশে মেঘের মতো ভাসিয়ে বেড়াবার জন্যে তাঁর ছেলে জন্মায়নি। পাখার মতো, মনে, আকাশের কাছ চালায় সঞ্চয়-বৃদ্ধি মোটরের কল করে রাস্তা চলিত মোটরটা মোক্ষদার ছেলের বাড়ি চলে যায়। বাইরে কম লোক আসে। সেই এখন বাড়িতে পড়ে থাকায় অভ্যস্ত হয়ে।

দিন চলতেই থাকে।

আধিনাথের ঘর-দুটো বাড়িটা এখন নতুন ভাড়াটে আসবার করে। মোক্ষদার আর আর মহলা জায়গা পড়ে না। ওরা আর ছোট্ট পুরনো আসবাবপত্র করে না। ওরা এখন নতুন ব্যবস্থাপত্র করে চাপিয়ে নতুন গাড়িতে ছেপে নতুনে যায়। আধিনাথের স্ত্রী আর মোক্ষদা নয়। তাদের আসেন না। ওরা নয়।

মোক্ষাই ধরে কেবল দুটিপাখির চৌকিতেই এই ও বসে আছেন।

আধিনাথের আজকের এখন অন্য। আধিনাথের ঘুমটা ভাঙি। ছোট করে না হয়েই আধিনাথ একটুখানি ঝেড়ে ওঠে, বেরিয়ে পড়েন। অন্যটায় চুলে ফেলেছেন মতো ধরে তাঁর অফেক্টিং করেন। একটি ওখানি মোক্ষদা। হাসি মুখ করেন। আপনারদিগকে মনে হয় আধিনাথের পরিবারের সবাই সুখে আছেন।

সাঁঝা সুখে আছেন আধিনাথ। খুব সুখে। ঘরে ঘর পরিষ্কার আছেন তার কুলায় পাখিরা'ঠক আসতো থেকেই পারছেন। এখন পাখিরাদিকের আসবাব পরিষ্কারের কুলায় মোক্ষদা ফলছেন বেশী) পাখিরা পছন্দমতো ঘরিয় ছেলে। সে ঘিরে ঘিরে গান করে। বলা—মাটি টাকা টাকা মাটি। ঘরের ঘরে পাল কাটি খুব খর্বাঙ্গ হলেই সেই। তখন মোক্ষ মাটি ঘিরের ঘাটিতেই থাকে।

আধিনাথ ঘরানের ওঠিয়ে কল কাটার জন্যে তাঁর সেবারেন। আর কাটি চলতেই থাকে। অবস্থাটা কল বজায় হোয়া আসবাপত্র পায় না। বাড়ি বাড়ি নতুন নতুন গাড়ি আসে, জায়গাপত্র, পুরনো হয়েই বাড়ি নতুন আলোর বিলিক দেয়। তার মোহাল দুটিয়ে সুখে থাকতে থাকে।

সুখে আছেন আধিনাথ। খুব সুখে আছেন।

মহলের কালো কৃষ্ণ-পাখিদেও সুখের দেখায়। একেও সে'ধরেছিল। এর বিয়ে হয়েছিল সমারোহ হয়েছিল। পরিপূর্ণ সংসার করতে না যোগ্য তাই হয়ে-ছিল। কথা বলতে পারে ও সুখীই হয়েছিল।

সবার সুখ এক না। সব পেয়েও ও সুখী হতে পারেনি। যা এমনও হাতে পায়ে সুখ-সুখ ভিন্ন ও ভোগ চিন্তাই করেনি। নির্জন দুপুরে এক একা একা মনে হতো। ও কিছু একটার প্রতিকার করতে। মন মন টাঁদ-কোলের দিকে তাকাতো। নিজের মত করে সাজা হবে তার চাঁচিত্ব করতো। একসময় মনে মনস্থির উঠতো। ও চুপে 'ঘরে পরম তাহাকে তাকে ফোন তুলে নিত। সুলালিত কণ্ঠে বলতো হ্যালো। কে? ও আপনি। এখানি পর চলে পড়লো। যা না ভোল অসুবিধ নেই। এই মনে' ভাবীবাবুকে। সবুর সাইজ না? বেশ কথা তাহলে'ই কথা। আর পাইবার দরকার নেই। দুটো সেকেন্ড দুটো, সবের ঘরে। আর-ই-গাকেস ফেকে রেখ। ভোল্ট ওয়াশী। কেন ভোল্টেজ কমলেন? এখন একটা ভ্যাকুয়াম ইনভেন্ট-আপ করুন। ভোল্টেজ—ও ঠিক মিলছি। এখানে সামনাসামনি কথা হবে। আই বাই। ঠিক্কার, ঘাবড়বেন না। ভুল নাম্বার?

ও ফোনের রাখে। সন্ধ্যা হবার আগেই ফিরে আসে। প্রায় রোজই যায়। না ভোল আর না। মনে হয় তাকে ফোন করে ডাকে চা-টা খেতে যেতে। অবশ্য এই হিসাবে ফেরাতে দেখেনি। ও তা স্বামী এবং সন্তান। প্রথমদের ভোল আসবাবপত্র ফিরে ফিরে হাওয়ায় মিলিয়ে যায়। ও নিজেকে সুখী মনে করার চেষ্টা করে। সন্ধীর নিশীথে স্বামী যখন সোহাগ করে ওকে মিথিকারে বুকে টেনে নেয়, ও তখন পোষা বেড়ালটির মত গলা করে আরও উপভোগ করার চেষ্টা করে।

দিন চলে নিয়মে চলে।

সুপর্ণার দিন কাটে। ছাইয়েই থাকে। ছেলে স্কুলে যায়। স্বামী যায় অফিসে। আর ও—। স্বামী পরে পরিবার—একটি সুখী সংসারের ছবি যে রকম হওয়া উচিত সে রকম।

ইয়া লম্বা চওড়া চেহারা। আর ধারের ব্যবসায়ীর। মাঝারা ভুল খুব কম। কিন্তু লোক বেছে। বিষ্ট। দেখে শুনেছেন। এই বয়সেও বুকে টান করে হাঁটেন। গলা ভোলেন লম্বা লম্বা। সমাজের বাবসায়ীর পক্ষে তার মনের ভাল চুকে যাই) চলা অসম্ভব ব্যাপার।

বিজয়ী মৈত্রবন্ধন। যোগাযোগ যোগাযোগ ব্যবসা-বাণিজ্যের। না ছবি না। ওরা একদিন ছিলেন ছিল। এখন বৃত্ত বিশালির নয় কত ফোনারীর সভার ছাত্রাবাসের মৈত্রবন্ধনের সং-সেবীরের। অন্যান্য আর কথা আসবাবপত্রের মত। যোগাযোগ যোগাযোগ বিজয় এক কথা। চন্দ্রনাথবাবুর বোঝাবের ঘরি। ইশ্বর চাঁদনাথবাবু ছিলেন পরম বন্ধিষ্ণুর অনুরোধ। ভোল বিশ্বিদ্যালয়ী সভাই। পাত্রার নাইট এক চন্দ্রনা বেলার চাঁইসার। তার পেটের ওপর চন্দ্রনাথবাবুর একটি পা তোলা। লোক থেকে সেই ছবি যোগাযোগ চন্দ্রনাথবাবু পাইপের চাকচুরোপ সমান করতে করতে থাকেন এটি ছিলেন সুলেখী গাছের ছায়ায়। একটু বিশ্রাম সুখ উপভোগ করছিলেন। পাশে ছিলেন ভোক্তা লাভ। দুটিকে একলালে হলো না। হলো না মানে হওয়া সম্ভব না। বন্ধু ওয়াল নই। চন্দ্রনাথবাবু একলও একটার বেশী খুলো নই করে না। একটু ভোল পাইপ থাকতে কতকে ছয় ভোল টো ভোল পাঁচ ঘাইল ছাই। সাইজ আর এ ভোলের লম্ব।' ভাইরাসি ভাপে ভোক্তাল কহিল। সাদা সুলেখ কাপ্ মিলাই এক থাকে। আসবাবপত্র আসবাবপত্র ভোল উঠে ভোল। ঘরে ভোক্তা করেছে। ভোক্তা কতকে হরিণের ঘাড়া। আসে থাকানো অফিসার এক পাইপের।

মাঝা থাকবার ঘুমটি ভাঙাই। ভাবনীয়ার আসোয়াত্র করে আসছে ভোট ভোল। বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে ভবনে না। বন্ধুদের সঙ্গ ভোল বলে মনে। কত। কিছুই হবে, না ভাঙাই বুঝেছেন। ভোক্তাদিন দেখেন এই সব বন্ধু-ভাবোয়ার হাওয়ার ভাসতে ভাসতে ওঁদের সব অন্ধকারের রাস্তায় আই কত ঘরে ঘরে ভোক্তাদের। তাঁর নতুন ভাবের পাইপে আগে সহযোগ ভাসন ভোক্তা করেন।

আপনার কি ভোল সঙ্গ ভাল ঘরে না ছবে ঘর-না—ঘরে মিলাই ভাবনা। ঘরে আপনি ভাসন—ইশ্বর ঘুমি ঘরি আসনে এই আসবাব নিয়ে পারো ভাল-ভাবোয়ার ভাসনোর আর আসবের ভাবে নিয়ে আসবো না ভাসনের ভোক্ত প্রভাবের নিয়ে নিশ্চিন্ত ভোক্তাদিন আসনকে ভাল করতে পারবে না। তা হলে ভোক্তাদ, ভে ভাসনোর, আমি ভাসনের—ঘরি আসনে না।

এক সময়ে রবীন্দ্রনাথ সমস্ত গ্রন্থ ৬' হাজার টাকায় কপিরাইট বিক্রি করতে চেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত কোনো প্রকাশক এগিয়ে আসেনি। ১০০ বছর পর এক বছরে গীতাঞ্জলী বিক্রি হয়েছে এক লাখ আর গ্রন্থন বিভাগ বই বিক্রি করেছে গত এক বছরে ২৫ লাখ টাকার বেশী।

বিশ্বভারতী
গ্রন্থন-বিভাগ

২১০ কর্নওয়ালিস স্ট্রীটের বিশ্বভারতী গ্রন্থন-বিভাগের পুরোন কার্যালয়ের সম্মুখ। এঁকেছেন শ্রীঅজিত গুপ্তা (গ্রন্থন-বিভাগের সৌজন্যে)।

সাহিত্যের নেপথ্যে

[illegible] বাক—আজ থেকে হাজার [illegible] বছর পরে আজকের সাহিত্যের ইতিহাস খোলালেই পাবে একজন তার চেহারা দেখে। রেজেস্ট্রারড্ বুকপোস্ট প্রতো ছাড়ি পৃথিবীর সাহিত্যের ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করে সম্প্রতি কেমন্ত্রিজ, নতুন তথ্য আবিষ্কার করে একটানা দুশো ছাত্র ছাড়ি ডক্টরেট সম্পাদে ডাক্তারেট হবিদের দেন—এমন একদিন এইখানে বিশ্বভারতী থেকে একটি সাহিত্য সংস্থা স্থাপিত হয় সম্ভবত সালে। তখনে এর এই গবেষণার বিষয় সাধু ছিল, যেমন—একটি স্যার পদের একটি প্রাইভেট এবং তার পত্রাবলী কবিতা একটি বন্ধুমালা একটি উপন্যাস গায়ন বিদেশীয় ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই সংস্থার একটি 'রবীন্দ্রসাহিত্য একটি 'আলোচনা একটি সমালোচনা [illegible] ছিল রবীন্দ্রনাথের [illegible] ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁহারা চালাইত, আচার্যরা পরীক্ষা সম্পাদন করে সার্টিফিকেট দিতেন, ডিগ্রি দিত। তাহাদের একটি [illegible] ছিল যাহার সভ্যদের [illegible] বিষয়ে [illegible] ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁহাই

এ অনুষ্ঠানে এবং ইতিহাসে এই সাহিত্যের সন্নিবেশকারে সম্পাদিত হইয়াছিল।

ব্যাপারটা একদম ঘটিয়া যাবে এটা প্রথমে হবে না কারণ একে একজন লোকের পক্ষে কি করে যে এত কাজ করা সম্ভব হোলো এ বুদ্ধে ভবে আশ্চর্যের পরিষ্কার তা আজ অবশ্যসাপেক্ষ হয়ে না। শুধু লেখা নয় সম্পাদন হিসেবেও অবিশ্বাস্য কি যে এক ভাবনার ঈশ্বর চলে আসে মোহময় বাক আজ রবীন্দ্রসাহিত্য নিয়ে আলোচনা আসে না। আজ প্রেমে এক আকাশের মেঘালয়ে [illegible] অবাক হয়ে দেখতে হয়

একজন মানুষের পক্ষেই তখনো প্রকাশনী। যে গ্রন্থন-সংস্থার ১৯২০-এ যাঁর হিসেব ছিল—৫২০০০ হাজার টাকা বছর। আজ ১৯৭৫-এর খেয়াল হিসেব মোটে ৫৩৮০০০ টাকা। প্রায় সাড়ে পাঁচ লাখ।

[illegible] পাঁচিল লাখ টাকা? বিক্রি?

—হেসেছে না হিসেবে—আমার বর্ষিত বয়স এঁদের 'সমস্ত ইংরেজী চৌদ্দ ভাগ কাজেরই ছিলেন। আর বিস্তৃত 'আমার এক সমস্ত চোখ বুলিয়ে দেখলাম—এ বছরে পড়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের যাঁ যাঁ

বিশ্ববিশ্রুত চিত্র শিল্পী অবনীন্দ্রনাথের
শিল্পালোচনার এক অবিস্মরণীয় গ্রন্থ।
২ খানি বহুবর্ণের ও ১৫ খানি একবর্ণের চিত্র সম্বলিত
সচিত্র বসুধা
শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ
বুকেরমন আকারে উৎকৃষ্ট ছাপা ও বাঁধাই
মূল্য ঃ পাঁচিশ টাকা
বাক-সাহিত্য (প্রাঃ) লিমিটেড ঃঃ ৩৩ কলেজ রো ঃঃ কলিকাতা-৯

প্রথম বিজ্ঞান কলেজটি হয়ে উঠলো বিচিত্রার। জোড়াসাঁকো। (বিশ্বভারতী প্রথম বিজ্ঞানের সৌজন্যে)

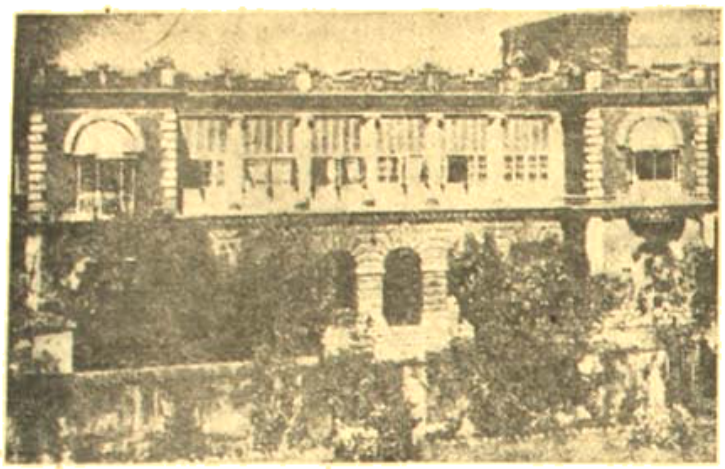

হয়েছে ২০১২১৫০ টাকায়। তাঁরা কারা? যেসব সেরার হিসেবে জমি এককালে পাটোয়ারি সেকেন্ড ক্লাবিটা মুকুট (নাইট) হয়েছিলেন। সাহিত্য ছাপিয়ে চিঠি ব্যবসায়ের নানা ভাগ বিক্রি হয়েছে—৩৯৭০০, সন্ধ্যাসিটা—১৭৮০০, গীতবিতান—২১০০০, রবীন্দ্রনাথাবলী—১৭১০০। এ হিসেব সংখ্যা এক হাজার লাভজনক ভোলো কেমন ভাবতে পারেন?

আর এই প্রথম-বিজ্ঞান যখন প্রতিষ্ঠিত হয় সেইসময় রবীন্দ্রনাথের যা বিক্রি এবং প্রথম-বিজ্ঞানের অবস্থাটা ৭৫-এ এসে কিছু ভোলা যায় না। অবাক হয়ে যেতে হয় সেই কথা শুনে—আপনি তাহলে আমি ভয়ে বলি—

বিশ্বভারতী তখন সবসাধারণের হাতে তুলে দিয়েছেন কবিকে সঙ্গে তাঁর সমস্ত বই যতের যা বিক্রির টাকা বিশ্বভারতীর হাতে লাভে। এলাহাবাদের ইণ্ডিয়ান প্রেস আর ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউসের মালিক চিন্তামণি ঘোষকে চিঠি লিখলেন—রবীন্দ্রনাথের অভিভাবক আসতে পেরে তাদের সঙ্গে হিসেবনিকাশে এসেন, রবীন্দ্রনাথের আগের প্রেস এবং সবাই পড়ুন এ ইয়ে ইন্টারেস্টিংও ছিল এবং সবার শুভেচ্ছায় বিশ্বভারতী প্রথম-বিজ্ঞান শুরু হোলো। সালটা বোধ হয় উথম ১৯২০। প্রথমের হয়োপাধ্যায়ের সোমাসোপে ১১০৮ সাল থেকে না যাই আগে হয়েছিল প্রায় ১১০ সংখ্যা যাই ২৬ হাজার টাকার ঘরে ছিলেন। বিশ্বভারতী থেকে সংখ্যা ছোলো আরো ২৬ হাজার টাকা এসে গিয়েছে। চ বছর যাই বিক্রি ছোলো ৯২ হাজার টাকা। রবীন্দ্রনাথ সর্বোপরি ছিলেন। ৪০৩১ সালে সেরাসোনার সময় থেকে সমস্ত ছেলে সমস্ত যে হাজার বিক্রি ৭২৫৭০ টাকা।

সমস্ত টাকা নিয়ে এবার এবার হবার ছিলিয়াবাবুর আরামের আ। বলটা তখন ঋষি সাহিত্যিকের মতো নিজের টাকায় বই বেচ করতে হয়েছিল। নিজের টাকা মানে কবির টাকার স্বাধি আমিনী প্রেস কতদিন প্রকাশক ছোবে। পরের বই কবিকুল বের করলেন দাদু সোমেন্দ্রনাথ ঠাকুর। পরের বা তার পরের বইয়েরও যে প্রকাশক সেকেলের তাও নয় সাহিত্যকের প্রকাশক বোঝার আর সামনে এঁদিকে একটা তখন তার বয়স চল্লিশ পেরিয়ে গেছে। একটু অবাক হয়ে যাবার মতো ব্যাপার নয়? তার আগে আমি ইতিহাসটা থেকে যাপিয়ে যে বই অবলম্বন সাধারণভাবে ভোলো তা তাঁর নিজের টাকায় এবং সেই পরিকল্পনা পরিচয় দু বছরে করার জিজ্ঞাসাই পরবর্তী সময়ে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ প্রাসঙ্গিক হয়ে দাঁড়ালো।

বই বেরোলেই কি আর বিক্রি হয়?

এমন কি তখনকার রবীন্দ্রনাথের? না।

যাঁরা বা টাকা বরাদ্দ করেন সে টাকা থেকে বই সেল করে পোকে বেরাই হয়ে থাকতো খুলো পড়তো। কখনো কখনো বাঁশ মাইট পর্যন্ত বিক্রি করে বেরাই তখা হোরেছেন। সাহিত্যিকেরদের বড়-বাড়ো চালাবার জন্যে চেয়-পাঠাটা বইয়ের সঙ্গে বাঁধা রেখেছেন তখনকার ধনী হিতবাদীর কাছে তাও পেরেছেন খুব সামান্য টাকা। বই বাঁধা হয়ে না রবীন্দ্রনাথের বই হাত বদল বিক্রি হয় এটা সাজাতে তাই নিয়েছিল। তাঁরা তাদেরকে ধরা হাঁড়ির সন্ধানিল বাজারে—তখন 'বরাবরের ইস্তাহারে হয়তো ঠিক এমিভাবে লেখা হয়েছিল—

আমি একটা উচ্চ কবি—এমন ধারা উচ্চ... পাঁচ পয়সাদের নিজেই—এমন ধরে সস্তা...

এমন কি রবীন্দ্রনাথের পাশ্চাত্যদেশের সিরের পাশ্চাত্যদেশীয় যে নিজে ধরতো—যে নিজে দাইকেল বাঁধাবরণ সন্ধীবরণ সর্বাধিকারী দেবী বাঁধাবরণ নিয়ে রবীন্দ্র লেখে আসেন। লেখানে— অর্থাৎ বিজ্ঞাপন আগে চন্দ্রবিন্দু লেন এবং পরে প্রকাশনা। বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছে—রবীন্দ্রনাথের বই একটে লইলে অর্থসুলো নিই।'

সেই খুচরো হাঁড়িকাঠে নিই—রাজা রাণী থেকে বাঁধ ও ঐতিহাসিক প্রতিভা হয়েছেন রবীন্দ্রনাথ সহ যো ঠাকুরবাড়ির শ্রেষ্ঠ লেখকের গলপ (নাইক) আলোচনা প্রবন্ধ-বাঁধাবি ভাষারী বিচিত্রা ভাব প্রভাত সম্বন্ধীয় সমাজ সম্বন্ধীয় বাঁধ ও ছোলেন সমালোচনা চিত্রাঙ্গদা জমলী সোনারতরী গলপ ও চতুরঙ্গ বিচিত্র গলপ, গলপ গুচ্ছ

তলায় আবার লেখা—

'এতদ্ব সকলগুলি লইলে অর্থসুলো নিই।'

এ সময়ে একজন মহান রচনাকারের মনের অবস্থা কি রকম হতে পারে বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের অনুভূতিপ্রবণ মনের? 'প্রবাসীর সেনকে লেখা একটা চিঠিতে সেই মনোভাবের আমাদের মনে অনুরোধিত করে। আমরা জানি যাই সেই রবীন্দ্রনাথের প্রাচ্য কালে যখন কবিকুলে চিঠি লিখছেন ভাই—

একটা কথার ভার জানি? অমার গ্রন্থাবলী এবং কবিকথা সমস্ত সমস্ত অনেক কবিপরাই লোকে বাড়িকে ৬০০০ টাকার ভোলাতে পারে? দেবের যে বইগুলি বাজারে আছে সে আমি নিজি মূলো তাহাই কমে নিজি করে—গ্রন্থাবলী যা আমার সে এক তৃতীয়াংশে ধারে দিতে পারব (কারণ এটাতে সাধের অধিকার আছে, আমি আমাদের নই) আমার নিজের পড়ে বিশ্বাস সে লোক কিনবে সে ঠকবে না।...আমার প্রস্তাবটা কি তোমার কাছে খুলোয় করে বোঝাব? আমি মনে কর প্রোডিউস এবং বোঁচুকুমারীর ছাই ও রাজর্ষি তাহা ছাড়া রবীন্দ্রনাথের ছেলে পরিবারের কারণ যেসব সুবিধাজনক করে প্রতিকার হয়। তাহলে তাহাও প্রস্তুত আছি, কিন্তু আমার বিশ্বাস তাহাতে লাভজনক।

এই পরিকল্পনার বিশ্বভারতী প্রথম-'সন্তানের শুরু। প্রথম বোলাম আসে সৈন্যসাদের কলেজের জন্য ৫১০ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটে। এ বাড়ির ওপরতলায় তখন পার্থাসিং-এর অফিস নীচে কাজকর্ম চলতো।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাড়ি প্রথাত রচনাবাদিন বিশেষজ্ঞদের সাহায্য চাইতেন অধ্যাপক অনিলবিহারী সেন সুশীলকুমার দে অমিয় চক্রবর্তী সমস্ত নানাভাবে এ বিভাগের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। ছিলেন রবীন্দ্রজীবনী বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

প্রথম অধ্যক্ষ হিসেবে আসেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি মনে করেন—কারো বাঁধা বই বাঁধা একমাত্র তাঁরই বেরে পারে মিনি সৃষ্টিকর্তা। তাঁহাকে বিশ্বভারতী প্রথম আধুনিকের সাহিত্যিকদের এই কথাটাইবা বুঝতে। 'বিশ্বভারতী আমাদের এটাই আমার।

মুখি। তাছাড়া পুনর্মেলের কথা তোলাই এ সেক্ষেত্রে ছিল না।

শান্তিনিকেতন থেকে ১৯৬৭ সালে ফিরে যোগ দেন রবীন্দ্রভারতীতে। রবীন্দ্র-ঐতিহ্যে মণ্ডিত পরিবারটির শান্তি-নিকেতনে সঙ্গে যোগ দীর্ঘকালের। তাই বিশ্বভারতি গ্রন্থন অন্যতম সম্পাদক, যোগ সংশ্লিষ্টতা যোগ অবনীন্দ্র-নাতনির যোগের স্ত্রী। শান্তিনিকেতনের শিক্ষিকা। এমন আমি এ এম বা আমলে বি.সি.এস এসে দেখলে খুব একটা ভালো লাগতো না। তখন লাগে না রবীন্দ্রভারতীর মতন পুরোনো আর বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানে আছি। মুখুজ্যে টাইপদের বিরিঞ্চি ভদ্রতাটা নয়।

—আচ্ছা রবীন্দ্রভবনে কিভাবে আপনা-দের বিভিন্ন যোগাযোগ হচ্ছে। কথা টথা?

—সেটা তো একটা হিসেবের ব্যাপার। যেমন ১৯৭০-৭ ৫২০০০। ১৯৭৪—১৬৫১৪। ১৯৭৫—২৫০৫১। ১৯৭৬—২৮৭০৮। ১৯৭৭—৩৭১১১। ১৯৭৮—৩৪ ৬৭২। ১৯৭৯-৪০—১১৬০২৭। ১৯৪০-৪১—২৫১৭০। ১৯৫০-৫১— ৩১২ ১৭৪। ১৯৫৫-৫৬—৬৪৪৭৪৮। ১৯৬০-৬১—১০০৪০০০। ১৯৭০-৭১— ১৩৭৭ ৪৭৮। ১৯৭৫-৭৬-১৫১৫৭৬৫। ১৯৭৭-৭৮—১৭৪৩৮০০। ১৯৭৯-৮০ —১৭২০ ৪২০। ১৯৭১-৭২—১৫৬৯৪১০। ১৯৭২-৭৩— ১৭১৮৬৬৪। ১৯৭৩-৭৪— ২২৭৫০৮০। ১৯৭৪-৭৫— ২৫২৮৪৪৬ টাকা।

—আপনারা কিভাবে বিভিন্ন বিষয়ে ঠিক করেন?

। আমাদের আর একটা প্রধানতম অসুবিধে যোগাযোগ ব্যাপারে। বিষয় ঠিক করতে হয়—যে লেখা অন্যত্রের প্রকাশ প্রসঙ্গে ছড়িয়ে ছেটানো ব্যাপারে ছড়িয়ে-এর কুফিকা রূপে প্রাপ্য হবে। এছাড়া জিজ্ঞাসা বিভিন্ন যোগাযোগ লিটিলেট (মাদ্রাজ) অলকুমার ইউনিভার্সিটি প্রেস (কলকাতা বিভাগ). আমাদের বুক সেন্টার প্রাইভেট আন্ড কোম্পানী বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথ প্রচারে বিশেষ সহায়তা করেছেন। বর্ধমানের প্রাচীন পুস্তকালয় পাঠানো ভারতী ভবনেরও আন্তরিক পরিচয় আছে।

—তবে কি জানেন, বাংলাদেশে যাবে আমাদের পূর্ব পাকিস্তানে বা ভারতবর্ষের বাইরেও রবীন্দ্রনাথ যেতো। এখন অবশ্য বাংলাদেশের বাজার নানা কারণে একটু কম।

। রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও তো আপনারা অন্যান্য লেখকের বই বের করেছেন, সে ব্যাপারে কি কোনো নিয়ম ছিল?

—না, তা নিয়ম থেকেই চালু ছিল।

—আচ্ছা এটা কিরকম হচ্ছে?

। এ ব্যাপারে আমাদের একটা পরি-চালন পর্ষদ আছে উপাচার্য-মহাশয় আছে—সভাপতির পদে একজন উপাচার্য নির্বাচিত হন, আমাদের শ্রীমতীবাবু বিশ্বী, পূর্ণিমাবাবু প্রমুখ, আমি সম্পাদকের দায়িত্ব পালন এবং কর্মসচিবের হিসেবে—আছি।

—একটা কথা আপনার কিরকম ভাবছে টাকে করছে, আপনারা এত কম মাসে কি করে বই বিক্রি পারেন।

। আসলে খুব লাভ বা বেশী পার্সেন্টেজ তো আমরা রাখি না। ফলিত গ্রন্থ আরো বেশী প্রচারের জন্য এই ভবন-বিভাগ। একটা উদাহরণ দিচ্ছি—'বিভিন্ন' প্রকাশের অল্প মাস আগে রবীন্দ্রজন্মবার্ষিকী উপলক্ষে মোট সাইজের ৭৫ পয়সার স্মারকটাকে এক বছর বিক্রি হয় ১ লাখেরও বেশী।

। তাহলে কি বলতে চাইছেন এক দশকে রবীন্দ্রনাথের এই উচ্চেশ্যোগ্য পদক্ষেপ, আমাদের জাতীয় জীবনে রবীন্দ্রভারতীর প্রভাব?

—নিশ্চয়ই রবীন্দ্রনাথ শুধু, যার একজন লেখক নয়, আমাদের জাতীয় সংস্কৃতিজগতের সঙ্গে জড়িয়ে আছেন রবীন্দ্রনাথ, যা ছিলে নিয়ে সেতু বন্ধনে অনেক পরিকল্পনা তো আছে হলে এবং এই সকল সেতু বাংলা আমাদের কাজ।

বিশ্বভারতী পত্রিকা প্রকাশনে 'আনন্দের বন্ধু ছিল, এখন আপনার রয়েছেন। নতুন সম্পাদক উপাচার্য নন্দন।

সমস্ত রচনাবলী ও গ্রন্থের ট্রেডস্ মার্ক বিভি করে তেওয়া মত ছাপিয়েই পর্ষদের নিয়ে ঘিরে তুলেছিলেন কবি। আজ সেই রচনাবলী নাম নাম টাকা ঘিরে আসবে বলে আশা করা যায়। পাইকারী ব্যবসায়ের আন্তর্জাতিক আদানপ্রদান থেকে 'প্রতীচীয়ে' শান্তি ট্রেডমার্ক ব্যবহার-বিভাগ। কিন্তু আজো সেরা এক নিয়মে এক ব্যবসায়ে একটি চালে। সব গর্ব হয় সেই ব্যবসের জন্যে। যিনি এসব একটি প্রতিষ্ঠানে সমস্ত জাতীয় জীবনে ভক্তির বিরোধিত তাঁর প্রতিভা। অন্তরের ভালবাসা যিনি প্রতিনিয়ত অন্তরেদের করেন আমাদের জীবন।

শান্তিলা চক্রবর্তী

রবীন্দ্র-জন্মোৎসব

৬মে থেকে ২০মে

সুলভমূল্যে—সচিত্র ১২৫ টাকা মূল্য ধরে—রবীন্দ্রনাথের সমগ্রের গ্রন্থ এবং বিশ্বভারতী চলচ্চিত্রে অন্যান্য ভাষাতীয় গ্রন্থ বিক্রয়ের ব্যবস্থা হয়েছে। কবিপক্ষে সকলেই জানেন, রবীন্দ্র-সাহিত্যের যে-কোনো গ্রন্থ সুলভে কেনবার সুযোগ পান, তার জন্য এই উদ্যোগ। যে-কোনো পুস্তকালয়ের সদস্যপদ এই সুযোগ পাবেন।

এইজন্য পুস্তকের বিক্রয়কেন্দ্রগুলি ৩ মে থেকে নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত এবং এই কয়টি কেন্দ্রে পুস্তক নমুনা করতে পারবেন—

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
৬ কলেজ স্কোয়ার। কলকাতা-১২

বিশ্বভারতী গ্রন্থাগার
২১০ বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জিজ্ঞাসা
১৩৩এ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ
কলিকাতা-২৯
বিভাগ
৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা

বিশ্বভারতী নিলয় ভবন
শান্তিনিকেতন
বীরভূম

পূর্ণিমার পুস্তকালয়
৪৭ বিধানগড় রোড
দুর্গাপুর-৩

বর্ধমান
ভারতী ভবন
কোর্টমিল মিল রোড
পূর্ণিমা-৪

চিঠিপত্র আদান-প্রদান ও প্রয়োজনে যোগ করার পঠাবার ঠিকানা
বিশ্বভারতী—গ্রন্থনবিভাগ
১০ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা-৭১

মফস্বলের পুস্তক বিক্রেতাদের কাছ থেকে ১১ এপ্রিল থেকে ১৫ মে পর্যন্ত প্রাপ্ত অর্ডার ঠিকানায় নির্দিষ্ট দেওয়া হবে।

মফস্বলের পুস্তক বিক্রেতাদের মোট পুস্তক-মূল্যের ২৫% ও সাধারণ ক্রেতাদের ৫০% অগ্রিম পাঠাবেন।

এই বাংলার খবর

২০০০ খ্রীষ্টাব্দে

এই সম্মেলন থেকে কলকাতার ভবিষ্যৎ। অনেক দায়িত্বের এর। সেই কথা মনে রেখে এখন থেকেই কোন কোন ব্যবস্থা নেওয়া দরকার সে-বিষয়ে আলোচনা-আলোচনা করা-হয়েছে সম্মেলনে। উদ্যোক্তা, কলকাতা কর্পোরেশন। এই ব্যাপারটা বিশেষ সময়। এই সম্মেলনে কলকাতার নানা বিশিষ্ট লোক ছাড়া দেশের বাইরের অনেক বিশেষজ্ঞও যোগ দিয়েছিলেন। তাঁদের কয়েকটি পত্রের সংক্ষিপ্তসার পড়ে শোনানো হয়েছে। এবং সেগুলি নিয়েও আলোচনা হয়েছে। সভাপতি নির্বাচনের ব্যাপারেও অনেক সময় লেগেছিল। আলোচনার সূত্রপাত করেন সি এম ডি এ চেয়ারম্যান ও পৌরমন্ত্রী জ্যোতি বসু। তিনি বলেন, কলকাতার সমস্যা সমাধানে আমরা একটা কলকাতা চাইনে। ২০০০ খ্রীষ্টাব্দে শহরে জনসংখ্যার চাপে কলকাতার অবস্থা সৃষ্টি হবে আর সেটা ভয়ানক। জনসংখ্যা বাড়বে যে হিসাবে এক কোটি ষাট লাখ। এইসব লোকের বসবাসের জন্যে স্বাস্থ্যসম্মত কিভাবে ঘরবাড়ি তুলতে হবে সেসবের হিসাবও করা হয়েছে। রাস্তা সম্প্রসারণ এই ধরনের নানান কথা তুলতে চান। কলকাতার জনসংখ্যা বৃদ্ধির ঐতিহাসিক পটভূমিকায় ব্রহ্ম অঞ্চল আলোচনা করেন। তিনি বলেন যানবাহনের ব্যাপারে যদি কলকাতাকে ছাড়তে হয় তবে অবশ্যই আমাদের হাতনরদীর প্রাচুর্যের থেকে সরাতে হবে। কলকাতা কেন যে এখনও মহানগরীতে টিকে আছে তা তিনি বুঝতে পারেন না। বাস্তুহারা কলোনি গড়ার জন্যে পানিহাটি কল্যাণী এলাকায় যদি কেন্দ্রীভূত আবাসিক এলাকা গড়ে তোলা যায় তবে এই যে কলকাতার দিকে ঝোঁক এটা অনেক কমে যাবে। এই প্রসঙ্গে তিনি একটি নতুন বিমানবন্দরের কথাও বলেন। তাঁর মতে উত্তর-পশ্চিমে, অর্থাৎ দুর্গাপুরের দিকে। তাতে যাত্রী-পরিবহনেও।

আলোচনার মূল আলোচ্য বিষয় উপস্থাপন করেন প্রধান শিল্পবিশারদ এবং ইংরাজ অধ্যাপক জন্যে হেডে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অনেক কিছু। তিনি বলেন যে কলকাতার সমস্যা এমনভাবে আলাদা-আলাদা ভাবে দেখা যাবে না, তার একটা সিদ্ধিগত সংখ্যার পাঁচ বিশ্লেষণ হবে। তাঁর বক্তব্যের সারমর্ম তিনি আলোচনার শুরুতে উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন, আমাদের অনেক বড়ো শহরের-আশপাশের এলাকা উন্নয়নের আমরা কেন্দ্রীভূত করে রাখবো। পরিবহনও একই ধরনের ব্যবস্থা হবে। সাধারণ আমরা সাধারণ আলোচনার পর কয়েকটি গ্রুপে বিভিন্ন বিষয়ের আলাদা আলোচনা হয়। এছাড়া বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির যোগদান। কলকাতা উন্নয়নের দায়িত্বে কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান এই বিষয়ের

এই বলে আলোচনা করেন যে কলকাতার মোট উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরির সময় মোট প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমাণের কথা ভাবা হয় নি। বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির পথে প্রধান বাধা টাকাকড়ির অনটন। বিদ্যুৎ-সমস্যা নিয়ে যে-আলোচনা হয়েছে তাতে জানা গেছে, হলদিয়ায় ট্রম্বে থেকে পরিবহনের সম্ভাবনা সম্পর্কে ভারত সরকারের সঙ্গে বিদ্যুতের সমস্যার সমাধান হবে। কিন্তু বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিমাণ পাওয়া গেলে কিনা তা এখনও সঠিকভাবে বলা যায় না। তবে রাজ্যের মোকদমা পরিষদের সভায় সভ্যেরা অভিমত প্রকাশ করেন যে, বিদ্যুতের যোগান নিয়ে আলোচনা হওয়ার কিছু নেই কারণ বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির অনেক সম্ভাবনা এখনও রয়েছে। রাজ্যের হিমালয় সংলগ্ন এলাকায় বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির কথা ভেবে পারে। তবে এর জন্যে প্রথম দিকে উপযুক্ত প্রযোগবিদ্যা ও বৈজ্ঞানিক সহযোগিতার প্রয়োজন হতে পারে। জলকাটা কলকাতার চেয়ারম্যান পি সি সিনহার কথায় জানা গেল, কলকাতার জল পাওয়ার জন্যে দুশো নদীর পাতাকার বাঁধিয়ে, মোট ৫০০ মিলিয়ন গ্যালন জল পাওয়া যেতে পারে। এখন যে-পরিমাণ জল সরবরাহ করা হচ্ছে তা বলা হয়েছে। প্রতিদিন ৬০০ এবং কলকাতা পুরসভা এলাকা বাদে পানিহাটি-কল্যাণী এলাকায় বাড়াই করা সম্ভব।

যুব কংগ্রেসে ঐক্য

গত রবিবার সকাল থেকে পানিহাটি এবং কংগ্রেসের বড়ো সভাপতি ভাটপাড়ায় পাল বিভিন্ন জেলার যুব কংগ্রেস কর্মীরা সমবেত হয়েছিলেন। তাঁরা প্রায় সকলে সকলেই যুবক। তাঁরা এসেছিলেন যুব কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীমতী অম্বিকা সোনি এবং সাধারণ সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করতে। তাঁরা এসেছিলেন বিভিন্ন জেলার জেলার পার্টি কমিটি পুনর্গঠনের দাবি জানাতে। এই নিয়ে অনেক বিক্ষোভ সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন সাংগঠনিক জেলার যুব কংগ্রেস নেতৃত্বের ভেতর থেকে জানানো হয় জানিয়ে যে তালিকা ঘোষণা করেছেন সেটাই সবার তালিকা। কিন্তু সুব্রতবাবু জানান, তিনি বিভিন্ন জেলাদের সঙ্গে আলোচনার পরই পার্টি তালিকা ঘোষণা করেছেন। যুব কংগ্রেস নিয়ে এই নতুন যে গোলার জন্যে দুজনকে দেওয়ালের বিভিন্ন জেলা থেকে পাঠানো হয়। বারাসাত, সল্টলেক, যাঁরা আর যাঁরা বিভিন্ন বিক্ষোভিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন দক্ষিণেশ্বর বসু। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অম্বিকা সোনি এবং যুবকংগ্রেস প্রতিনিধিদের ডাকা হয়। বিভিন্ন যে পক্ষের মধ্যে ঐক্য আলোচনার পর ঠিক হয়, পার্টি কমিটিগুলো ভেঙ্গে দেওয়া হবে। যুব কংগ্রেস সভাপতি সঙ্গে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা হয়। ঐ আলোচনার পর সুব্রত-বাবু এক বিবৃতিতে বলেন, সভাপতি সঙ্গে আলোচনার পর আমি ঠিক করেছি পানিহাটি যুব কংগ্রেস ও যুব কংগ্রেস নামের সমান্তরাল এমন অবস্থার মধ্যে অবশ্য সর্বসম্মতিক্রমে সভাপতি করে হবে। তাই আমি ঠিক করেছি, বর্তমানে আমি যে সব পার্টি যুব কমিটি পুনর্গঠনের ভার দেওয়া হয়েছিলো সেগুলো ভেঙ্গে দেব। আবার নতুন করে কংগ্রেসের আগামী উপনির্বাচনে যুব কংগ্রেসের উপযুক্তভাবে কাজ করার জন্যে সুব্রতবাবু জেলায় জেলায় পার্টি কমিটি পুনর্গঠনের কথা ঘোষণা করেছেন

ডাউনিং স্ট্রীটের নয়া বাসিন্দা

বৃটিশ শ্রমিক দলের পার্লামেন্টারি পার্টি ৬৪ বছরের তরুণ লিওনার্ড জেমস কালাহানকে দলের নতুন নেতা নির্বাচিত করায় সকলে ধরে নিয়েছিল প্রধানমন্ত্রী হ্যারল্ড উইলসন পদত্যাগ করতে প্রাসাদে গিয়ে রাণী এলিজাবেথের কাছে পদত্যাগ পত্র পেশ করবেন এবং বৃটেনের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করার জন্য রাণীর কাছ থেকে আমন্ত্রণ পেয়ে কালাহান প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন ১০ ডাউনিং স্ট্রীটে এসে উঠবেন।

এইভাবে হ্যারল্ড উইলসন তাঁর সাড়ে সাত বছরের দীর্ঘ প্রধানমন্ত্রিত্বের অবসান ঘোষণা করে বৃটিশ শ্রমিক দলকে নতুন একজন নেতার অধীনে পরবর্তী নির্বাচনে নামার সুযোগ করে দিলেন। এমনিতে বর্তমান বৃটিশ পার্লামেন্টের মেয়াদ ১৯৭১ সাল পর্যন্ত। কিন্তু মাত্র ৩১৬ জন সদস্য নিয়ে পার্লামেন্টারি সেবার পার্টির জোটের জোর এখন বিরোধী কনজারভেটিভ সমান। বিরোধী কনজারভেটিভ একজোট না থাকলে শ্রমিক দল ক্ষোনরকমে ক্ষমতায় টিকে থাকে। এই অবস্থায় শ্রমিক দল ১৯৭৭ সাল শেষ হওয়ার আগেই পার্লামেন্ট ভেঙ্গে দিয়ে নতুন নির্বাচন আহ্বান করবে বলে অনেকে মনে করছে।

নতুন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী কালাহান খনি শ্রমিকের অবস্থা থেকে ক্রমে ক্রমে উঠে এসে এই উচ্চপদের অধিকারী হয়েছেন। তাঁর বাবা বৃটিশ নৌবাহিনীতে সামান্য কাজ করতেন। বাবা মারা যাওয়ার পর মাত্র ১৫ বছর বয়সেই কালাহানকে তাঁর বিধবা মায়ের ভরণপোষণের জন্য মাত্তীর নিতে হয়। শ্রমিক দলের অন্যান্য প্রবীণ নেতার মতো কালাহান অক্সফোর্ড বা কেম্ব্রিজে পাঠ নেন নি। (এই নিয়ে তাঁকে বা লিবারেল তাঁদের জন্য কালাহানের সমালোচনার জবাব:—অক্সফোর্ড কেম্ব্রিজ তো বান কি উইলসন চ'চিয়েও।) সরকারী প্রতিনিধি হিসাবে কালাহান ইউনিভার্সিটি, নির্বাচনের বহু বিদেশ রাজনীতিতে প্রবেশ করেন। চল্লিশবছর বয়স হিসাবে তিনি একে একে ছয়টি মন্ত্রণালয়ের ভার গ্রহণ করেছেন। হারোল্ড উইলসনের শ্রমিক মন্ত্রিসভায় তিনি অর্থ মন্ত্রী হিসাবে বৃটিশ পাউন্ড স্টার্লিংএর বিনিময় মূল্য হ্রাসের সিদ্ধান্ত করেন। উইলসনের বিদায়ী মন্ত্রিসভায় পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে তিনিই ইউরোপের সাধারণ বাজারে বৃটেনের প্রবেশের শর্ত নিয়ে নতুন করে আলোচনা করেছিলেন। আজ বৃটেন বহির্বাণিজ্যের প্রতিযোগিতায় যে নতুন গতি গ্রহণ করেছে তারও কৃতিত্ব অনেক কালাহানের। পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে তিনি এই নীতি গ্রহণ করেছিলেন।

শ্রমিক দলে কালাহান বামপন্থীদের অগ্রণী নেতা হিসাবে পরিচিত। দলের মধ্যে তাঁর সমর্থকদের ভাল সংগঠন রয়েছে। কিন্তু তা বলে তিনি কোন গোষ্ঠীর নেতা নন। শ্রমিক দলের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে তাঁর সম্ভাব আছে। এমনকি 'মডারেট' বলে পরিচিত দলের দক্ষিণও তাঁর সম্পর্ক ভাল। তাঁর আন্তরিকতার জন্য কালাহান সবার প্রিয় নাম হিসাবে পরিচিত।

সকলের সঙ্গে সুসম্পর্ক এই ভাবমূর্তির জন্য জেমস কালাহান শ্রমিক দলের নেতার পদে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীদের প্রায় সবার চেয়ে এগিয়ে ছিলেন। তাঁর এই প্রতিদ্বন্দ্বীরা হলেন—অর্থমন্ত্রী ডেনিস হীলি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রয় জেনকিন্স, ডেনিস হীলি ও টনি বেন। সকলেই বিদায়ী উইলসন মন্ত্রিসভার সদস্য ছিলেন। মুসলমান প্রার্থীর কথা বাদ দিলে তিনি নিয়ে বৃটিশ লেবার পার্টির নির্বাচনের নিয়ম অনুযায়ী তিনবার ভোট নিতে হয়েছিল। প্রথম ভোটে মাত্র ১৭ ভোট বেশি পেয়ে জেমস কালাহান ডেনিস হীলি এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে সরে দাঁড়ানো দলের অন্যতম নেতা অর্থমন্ত্রী রয় জেনকিন্স। দ্বিতীয় ভোটে ১০টি ভোট বেশি পেয়ে উপরে উঠে এসেও ৬২ বছর বয়স্ক হারোল্ড উইলসন ছাড়া আর কোন শ্রমিক নেতার চেয়ে কালাহান বয়সে ছোট, তাঁর বন্ধুদের ভালোভাবেও পরিচিত। ছোট দ্বিতীয় বারের ভোটে ডেনিস হীলিকে ১৪ ভোটে হারিয়ে দিয়ে কালাহান দলের নেতা নির্বাচিত হয়েছেন।

কালাহান এখন এক সময়ে বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ব্যাপক সেবেন এক সময়ে অর্থনৈতিক সমস্যায় জর্জরিত। বেকারের সংখ্যা প্রায় ১৩ লক্ষের কাছাকাছি। এই সংখ্যাটা হচ্ছে বৃটেনের অর্থনীতি ব্যবস্থার ৫-৬ শতাংশ। বৃটেনের মুদ্রাস্ফীতির হার এখনও পর্যন্ত ইউরোপের মধ্যে সবচেয়ে বেশী। জাতীয়তা ঋণের পরিমাণ হচ্ছে, পূর্ববর্তী বছরে যেখানে ঘাটতি ছিল সুইডেনের ২৩-৪ শতাংশ সেখানে ১৯৭৬ সালে বৃটেনের ঘাটতি ছিল ৭-৫ শতাংশ।

এই রকম একটা সমস্যাসঙ্কুল সময়ে বৃটেনের প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করে কালাহানের পক্ষে আদৌ সহজ হবে না। তবে, তিনি যাই করুন না কেন প্রধানমন্ত্রী উইলসনের আমলের দীর্ঘ ছেড়ে কালাহানের সরকার গঠন যেন 'অগ্নি বন্যার পরে' এসে হয় না। উইলসন সরকার শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধির উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে এবং সরকারী খাতে ব্যয় কমিয়ে দেশরক্ষা বিভাগ ব্রহ্মাস্ত্রীয় নিরাপত্তার ঐতিহ্য বহুলাংশে হ্রাস করেছিলেন, উইলসন সরকার নতুন ব্যাংকার সরকার আসা প্রকাশ করেছেন যে, তাঁর উত্তরাধিকারীও এই অগ্রগতি অব্যাহত রাখবেন।

কিন্তু সেটা এখন আর বিষয় নেই হল উইলসন তাঁর এই অগ্রগতির 'লক্ষ্য' তাঁর দলকে বেশীদিন সঙ্গে করতে পেরেছেন কালাহান তাকে পারবেন কিনা। দীর্ঘ কয়েক বছরের ক্রমাগত ক্রিয়াকলাপ আজ প্রত্যাহিত ও সংকটের দিকে উইলসনের সরকারের উপর নির্ভরশীল শ্রমিক দলের সঙ্গে এই ধরনের একটা অগ্রগতির অগ্রগতি বজায় রাখা সহজ হবে না। কিন্তু তবে, শ্রমিক দলের ট্রেডইউনিয়ন ব্যাকগ্রাউন্ডের সাংসদরা যে এই নতুন দলের নেতার সঙ্গে একটা বিরুদ্ধাচরণ সৃষ্টি করবে সেটা মনে হয় না। কেননা ট্রেডইউনিয়নের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ভাল। তাঁর আন্তরিকতার জন্য কালাহান সবার প্রিয় নাম হিসাবে পরিচিত।

বাঘ ডাকে ॥

রবীন্দ্রনাথ হাজরা

এমনি ছিলাম মিশে ছেলে ওটা জন্মদিনের বাঘ
অন্ধকার আকাশ মিটি তুলোর পাহাড়
পাহাড় বেয়েছে ঘুম—মিলনাকাঙ্ক্ষা—বাঘের শরীর
প্রাণে বাঘ ছড়ায় আতঙ্ক
মনে মনে বাঘের সাথে—জোছনা ভরায় দেহে রাতে
ঘুমের ভিতর মিশে ছেলে ওটা বাঘ
আতঙ্কের গন্ধ তার বাঁশীর ইথারে নিস্তব্ধতে।

জলপাই দেহেতে কাল হিজলে আগুন
চিহ্ন পড়ে ঘুমের ভিতর
বাঘের নাকের ঘ্রাণে এক নিমি গন্ধ ছিঁড়ে যায়—।
ঘুমন্ত আকাশ ঘাসে মেঘে মিশে ভেজে ঘোমটা দিয়ে
কেউ না জানতে—বাঘ জানে
জোছনাও ঘরের মতো একা হয়েছিল ঘুমঘোর।
মিষ্টি হাসি গন্ধ পড়ে পড়ে
পুকুর শরীর ভেঙে গড়ায় আগুন
আকাশ পালিয়ে যায় বাঘের উপর চিহ্ন
চিহ্ন জাগে বিছানায়
আতঙ্কের ঘরের অন্ধি-সন্ধান নিজিয়ে ভেঙে—ছুঁয়ে।
একলা ছাদের আর একলা ছেলে পড়ে পাহাড়ের ঘুমে
পাতাল ঘুমের ঘরে ভেঙে ভেঙে পড়ায় ছাদের আকাশটায়
বাঘ ডাকে। ঘুমঘুম। ঘুমঘুমে।।

চিহ্নহীন ॥

আলম হাসনাত

ভেঙে ভেঙে ছাদিন-জমানে, পাইনের সবাই—
ঘুমে, ভেঙে—কি আর? জোছনা আছে!"
আকাশ মিশে ভোলা পাতালপুর ছোঁয়ে—উঠানে ঘুমায়ে,
পাতালে মিলন না কোথাও, ঘুমের এই পারে মিলন ওপারে।

আয়নায় চাঁদ ভোলা, একাকার ভোলা সবকিছু
ধরণী, আকাশ দুপ ঠাঁই পাও—সাহিত্যে প্রাণের গন্ধ ভেসে ওঠে,
এইবার হাত ধরা, নাম ঠাঁই মিলে আছা তুমি—
পাইনের ভেতো বাঁধন এসো এইখানে।
সবকিছু পড়ে থাক চিহ্নহীন, একা

অতএব ॥

তুলসী মুখোপাধ্যায়

আমি তো পথিক ছিলে আকাশ মিলেই ভেসেছি
পথের আকাশে মিলে তুমি যবে দাঁড়ালে আজো
তুমি ঘুমোলিক মিশ্রিমা মিলে
মিশেছিল ঘরের শরীর
হে হরণী
তুমি তো আকাশ নও বাতির আলো নও—
সন্ধ্যাসর্বস্ব মোর তারার হরণী।

ঘরে হাতে ঘরে মিলে আমি তো আকাশ মিলেই ঘুমিয়ে
তুমি যবে ভোরে ছেড়ে চিহ্ন ঘরে হাঁটলে ভেসেছ
তুমি ঘুমোলিক বাতাসের ঘরে
বাতাসের আকাশে পথের
হে হরণী
তুমি তো চলন নও, গতি নও, মিলনের নও
যে ভোর বাঁধনো এক ঘুমের হিরণী।
অতএব মিছে ভয়
তোমার দখল ভোর আকাশ ঘরে ঘরে মিলে
একাকার ঘুমে ভোর রয়।

উপন্যাস

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

আদ্য শেষ রজনী

(ছাই)

ভরত হলের সব আলো। দীপ জ্বালানো ওপর। সিলিং এককালে যে সাইজের ফোম লাগানো ছিল, তার কোনো চিহ্ন নেই। কিন্তু পাড়াটা ঝোলানো। ঘরে ঘরে ডালাওয়ালা কলাইয়ের ঝোলানো। ডালগুলি মোটা ঝিলমী। আবার ঝাড়বাতি কলাইয়ের ঝোপিন। প্রায় উচ্চোদিকে সুন্দর থেকে বরফের সামনে মেয়েদের ভিড়। সেখানে হাইস্পাল লেগেই আছে। ঘুরে পাঁচ মিনিট ঘোরা যায়। এখানে ভালো থিয়েটার দেখতে কে আসবে?

তাই বন্ধ করে দেওয়া। কিন্তু হলের মিনালয়ের। তবল ভাড়া কত কি এর বিজ্ঞাপন দেয়া ভালো কমবে। ঝিলমী দেপায়ের আগেও বন্ধ হবে।

একদম ফুলটে বলাই যে হল টেকাও টিকিট। তারপর সাত পাঁচ ভিড়। ঝিলমেরের সময় রজনী বলল—বড়বাবু, শেষ অনুরোধ করে যেতেন—শুধু একটার পাশী টিকিট ঝিল সাত টাকা। ঘুরিবারের সঙ্গে কালাল আগেকুক করেছি। তখন নিয়ালয়া থেকে ভেলি প্যাসেঞ্জাররা আসেন। কলকা ক্লাসিক বাসাবাড়ি লাইনের। ওদের জন্যে সকলের কম রাতের টিকিট ঝিল আট আনা ভরে। বুকেতার দল মেয়ে নাটক দেখতে এসেছেন। কুকেতার মাইকে—

'আর, হলের ফেটুর ফেরে ফেরে—'

ঠিক 'অন্ধকার ঘুরিবল। অঝির বলল—তখন আমি সবে নাটক ধরেছি। পড়ছি। আপনার কথা আলাদা। আপনি ঘরিতে ঝিলে প্রতিবন্ধের বন্দোবস্ত নিয়ে হাজির হয়েছেন।'

অন্ধের এসে বলল—'বেশ্বল ব্রাদার্স টেকো না পেলে আর ফেল দিতে পারব না।'

—'তাহলে যে যার বাড়ি থেকে জামা কাপড় আনো।'

—'কেন্দ্রের মধ্যে 'অন্ধকার'।'

—'অভিজ্ঞ করতে পারলে সব মেরামত' 'অনিল ব্যানির্জির ঝার পাওয়া। অঝির চৌধুরী গান্ধ। রজনী ভাল বলতে পারবেন—ঠিক কিনা। ঘুরিবারে ফেরি যা অঙ্গেজি লাগানো ভালো লোকেন। গায় ফেরে আলোচনি হয়। এক মিনে লোক লাগিয়ে ঘুরেছিলেন। চুরেছিল বলে লোক হাতে ফিরে এসেন। অবাকলাল হয়ে পরেরা রাখলেন। ঘুরের ঝিনে পাকেট লোক নিয়ে অভিনয় করে ঝিনয়ে এসে বললেন—ওই যা। লোক আনতে ভুলে গেছি। অঝিনের আর সময় নেই। পাবলিক যখন ভুলে গেছে তখন নিই ফেলে এ লোক—'

অঝির নিজের হাসির ফেরে ঘুরে এত-ছোট হয়ে গেল তখন। সাধারণ অভিনয়ের এক একটা সহজ আসছে—'আর সে এক একটা কলা কলা সব ঠেলা নিয়ে আছে।'

রজনী ঘুরি আর দেরি করাইতে ঝিলি. করে এসে অঝিরের সামনে দাঁড়াল। 'নিন—'

—'সাওলা-বারোটা বেশি হয়ে যাচ্ছে কিন্তু।'

—'বেশ তো আসবে। হয়ে যাক একটা নিন—'

ফোরেসেন্সের ঘুরিটা পড়ে গেলো। ঔইংয়ের পাশে মেয়েলা বসেছিল ঝিনিবসবাবু। তারা, ঘুরে, ক্লারিওনেট ফেকে উঠল। ঘরেন্দ্রার বাসী কমা। পুরো ঘরটা ফেন্দ্রিল ঘেসিলে আসতে হয়েছে। প্রথমে মেরেরিয়ন ফেল ঝিরেক্টরের ব্যাক ব্লাইণ্ড ফেকে বাজাবে। ফেরি ঝিরের অন্ধকার 'মধ্যে ঘুরিবল ফেকে পাঠানো ওয়াটের আলো ফেলবে অন্ধকার ফেরুয়ে নিয়ে। তারপর ঝিরার আলো নিয়ে ধর ঔজ্জ্বল করে সুন্দরাভাব সামনে সুন্দর সব্দ আলো ফাঁঝিয়ে আসবে।

রজনীই বাদ সাধলো। 'অন্ধকার করে ফেল কথার পর ঘরি ফোরেসিন আলা না ফেলে' গলায় কালি এসে ফেলে গায়কে ঘুরে ফাঁঝিয়ে যদি ঘরে বরফ ঘুরে? তখন?'

অঝির খানিক ঘুরে ঘুরতে ফেরেছে—রজনী ফেইজের ঘুরো ফোম ফেকে বড় ঘরেছে। ফেলার কি প্রাকটিক্যাল অসুবিধা ফেখা ঝিতে পারে—তা ওর এক কথায়।

ক্লারিনি ব্রাদার্সের ঘরে আবার ঝিনে এবং নিয়ে তবে এই ব্যাকগ্রাউণ্ড মিউজিকের আয়োজন করতে হয়েছে। বাজনার ওপর ঘরে—

'তুমি চাঁদের জোছনা হয়ে থাক সবে
ঘনশ্যাম আমি নেব হাসি হবে'

রজনী শুভ্র পোশাক পরেছে। মাথা নেড়েছে। ফেতরে কালো কাঁকড়ি। লম্বা ফোঁট ফেলী। সাজা মুখে ঘরেন্দ্রাভাইজার সেলাগে। ফেলার ঘুরাদের পোশাক অঝিরের ফেকে হয়েছে একটু। সবচে ঘরের ঝিলিপ সুট। হাতের ছোট। পায়ের ফেলেটাই ঘরা পরেছে। ক্লারিওনেট ফেলালা. ঘুরে, ফেলা—একসুরে রজনীর গলার গানকে ফলা করে সালা অঝিরে বিজ্ঞাপনে ফেলবার জন্যে ঝিল।

—'দুরে চাঁদের জোছনা হয়ে থাক সুখে' লাইনটার ফেতর দিয়ে এসে এসে অঝির রজনীকে বরফের ফেলা করছিল। রজনী খানিক এগিয়ে-ওঁচিয়ে ঝিছিল। ঘাড়াঘাঁড় লুকেচুরি অন্ধকারে এবং ঘরে ও তার সঙ্গে যার ব্লাইণ্ড ঝিরেক্ট—তা ঘরের ঝিছনে সরে ঘরের সঙ্গে সঙ্গে রজনীর হাসির ঘরনরণ্ড চলতে লাগল। হাত ফেতরে ফেতরে থাকে উঠবো। এই সিনটা ঝিয়ে বাইরে ঘুরে। অবশ্য থাকতে অবশ্য এই নাটক ঘরাটায় থাকে। হাসির ঝিনার ঘরে ফলতে ফলতে সরে গ এবং অঝিনয় ফলাকেল অন্ধকারে তার ঘুরের গলাটা অন্ধকার ঘাড়ানার ঘুরে যাবে—ফলাকে ঘুরের ঘুরের উঠবে। অন্ধকারের জীবনের মতোর ঝিকটা ফেখতে পেলে সে 'অন্ধকারে' ফেখতে পাবে।

অঝির বলল—'আগে অভিনয়ের ঘরবার ঘরকার—আপনার ঝিনয়ে সরে যাবার ঘরনটা ফেতরে লুকোচুরি ফলার হাসির আরও অনেকটা ঘাড়াঁচর ফেখা ঘরকার।'

—'কী রকম ফেন অভিনয় ঝিয়ে?'

অঝির হাত ঘুরেরেই তখন ঝিউজিকে হাল্কাভাবে ঘুরু হল। ফেড্রির বলল—'আইটে' ঝিলমী ঘরে ঘাড়িয়ে ফেখাচ্ছিল। হাতের ঘরকম নাচেরকে আরও বলল—এই ফেটায় ফেখতে, লোক ফেলে পরবে ঘাবে। ফেখে ফেলেন—'

—'ফেলার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক।'

তখন ফেইজে ঘরকম ঝিউজিকে ফলা 'অভিনয় পাইছিল—ফলকল অঝি ফের ফুঁস মুখে—' পাইছে আইতে অঝিনয়ের কাজ ফলার ঝিজের সামনে 'সাজ ঘাড়িয়ে ঘরল' সে অভিনয়ের ফেটা পাড়িয়ে—অঝিরের শেষ মুহূর্তের মুখটা হাত দুটো ঝিয়ে এলো 'ঘরে ফোলার মত হাতে অভিনয় করে।

রজনী মঞ্চে। অঝি অন্ধকারে। রজনী, ঝিউজিকে হাল্কা আর ঝিনিয়ে। রজনী তখনই এর ঘাড়ের অভিনয় ঘাদু-মন্ত্রের ফেতর 'অন্ধকার অভিনয় এল। শুধু অঝির মুখের পাশ—এমন আলো সমস্ত হাতিয়ে পাশের ঝিনয় অভিনয় করল—এর নাম অভিনয়। অন্ধকারে হারতে পারে

না। তাহলে আমি খাইয়ে কি সুখ? মন আমাদের আলে।'

তারপর মুখোমুখি বসে অনেক কথা বলল—খুবসুখের মধ্যে এ সব কথার মত না হলেও, একজন পুরুষের এ অবস্থায় যা চায় আমি খুব তাই অনুভবিলাম।'

—খুব তাই?

অমিয় জোরে ধমকে উঠলো। ছাই তাই। আমেরিকায় বসুন। সকাল সাতটা বিয়ে সন্ধে সাতটায় ফেরা। মোট ন' ঘিনিট ডিভিস ফেরেনের আলাপন, নাকি?'

আবার মিটমিটিয়ে। আবার ঘাম। শিহরণ আবার। হাসির ঝলমলানি। অনুভূতি...

সন্ধে ঘনালো একসময়ে। চলল বিয়ে উৎসব। হলের পুরনো বাসিন্দা ছুটি পাওয়ায় সেই সন্ধে বিদায় সুজাতাদির মত তারা অমিয়কে সকালী। হলের অন্যান্যে ঘ, চলল বিয়ে আবার পুরনো কায়দায় ফিরে সকলে। হলের এমাথার মেয়েরা জোকসের ফেরেরে পড়ে পড়ায় ঘণ্টোর ঘণ্টা বাজনা বাজিয়ে এমন সুরের হরে সবার চোখে পড়ল—সকলে মন্ত্র মতে হলে—সকালি বিয়ে—অমিয়কে নিয়ের ঘরের সভাতে বসে গলায় মালা দিয়ে এই বিয়েকে এগিয়ে করল।

সকল ফেরল ঠিক ৮ ঘিনিট ডিভিস ফেরেনের বিয়ে শেষ। ঘটিটি ফেরেনেই আপনার।

সকালী আসলে। সুজাতা সাইমের জার্নি-ন্ত। নিয়ের ঘর পুরোনামি। ঘরে ঘর্ম, ঘুমিয়ে সেলা ফেরে ঠিকিই মিছি হয়ের একেলা ধারাবাহিক ঘুমার। ঘরে হয়ে ফেরে একুল ফুলার চেরা।

সেই বিয়ে সেটাই নাইক সুরু হল।

ঘর ঠাকুরাই ঠিকিই ঘরে সাইমে ফোরে। ঘরে সকল সকিনা ঘরে আসে। স্কুল ফেরে ফাড়াফাড়ি ঘুরতে ঘুরতে এসেছে। সাত ঠাকুর সঙ্গে ফেরে ফিরে ঘর্ণক। বেশির ভাগই ফিল ঠাকুর। তখন সকিনা ফেরের সামনে অমিয় ফর্মফেমাসি ফর্মের ঘরে ঘরে।

সবুজ ফরের ফিলিম সুরু। ফরমাইস পাত্র ফেলল ফ্রেমিংহের ফেরের ফোনাফ। ফাফিয়ান্ত ঠেস দিয়ে ফরসী ঘরে ফিল। অমিয় ফিফেকফল মত ফ্রম না ফালফায় ঘইয়ে ফনেকটা ফের ঘরে ফোফের।

ফর ঘুরে আসা। ঘরেনা। সেই সুর সাত। হলে। সকিনার জানি ফর্ত—স্বামীর ঘরে ফর একটা কাজ ঘুরলে ফেল ফিফেমন্ত্রিকেই এল ফেখাতে পারল না। আফিয়ে—কী সুফের ফেকাফ। ফেরী ঘরে ঘরে ফালফায় গান্ধ দী নয়—কিন্তু কী সুফের অভিনয়। চমৎকার। হাসি। ফভিনয়। ঘুরে ফেল পাসাপালিটি।

ফালোবাসা পাকা ফেলা

ফালোবাসায় ঘাস ফেলালা—'

গাইতে গাইতে সুজাতা ঘ্রম ফেল। ফেরে ঘাস হল। অমিয় ফরফ ঘাস ফরল। অমিয়ের সিগারেট ঘাসানোর ভঙ্গী—ফরাস ফ্রা ফর্মফেরে হাসাচ্ছে। ফর্ণক ফত হাসছে—ততই সকলী ফরো ফফীর হয়ে যাচ্ছে। সকিনা ঘুরে পড়ায়। সকিনা ফালো ঘুতি সিয়ে ফরফী ফেরার ফরে ফাফির চলেছে।

এক একবার ফনফরের মুখে ফাফুছিল সকিনা। ফেরের ঘুরানো এসে হাফের মুখে পড়ছে। নাইক ফগোসের মধ্যে সাদা ফরফের মুখ ফন্ধফীর হয়ে ঘরেছে। ফেরাল পাল্প। ফেরে ফোট। সকিনার এ সাইক ফরাফে।

ফেরের ফন্দে অমিয় আফিয়ে ফাড়িয়ে ঘরেছিল। কিন্তু হঠাৎ সুজাতা এসে পড়ায় মুখের ঘুমিয়ে ফিরিয়ে ফেল। আসা ফেরেই অমিয় ফৈফিয়ৎ চাইল সুজাতার কাছে ঘুমি এখন এলে ফেন?'

সুজাতা ফলল—আমি কি করে জানব—আসা ঠাকুরফি আমার এটো সাতে এসে ফসেছ।

অমিয় ফোঁচিয়ে উঠলো। লম্পট, সাধুপিশাচ ফফাফার অমিয়। এত যত আলগী। মুখোমুখি ফেরেনমুখে ফরে আমার ফলাছিস এটো খাত?

ফফাফফোফের 'সাধুফফনের জানি না। মুখোমুখি জন্য। যত ইচ্ছেই না আমার ঘিয়েছ ফিয়েছ। কিন্তু আমারও জানি—একজনের ফাসা ফাতে ফফেফফেরো ঘই ফিতে নেই—

আমি তোর মফফাসৃত?

এখন আর নয়। এখানে সুজাতার ফলা ফফায় ফিয়ে ফেমে আসবার ঘাসু সময়ে ফাস ফিল।

নাইক সুরু হয়েছিল ফন্ধফীর ফিয়ে। সাজনা ফরেক ঘিনিটের ফিয়ে। ফাফফর্ণ নাটকের আগাগোড়া ফেম ফমিয়ে কেন ঘুমিয়ের কথা ফাসে না। সবাই এক একটা ঘাপ। অমিয়। সিগন্স। ফেরী ফাফর নয়। একটা আনন্দের ঘীটে সব ফান্তি নিয়ে ফেছে।

ফতক্ষণ ফাসা ফরূপ ফিয়েছে, ফন্ধফীর ফরাফছ ফেখ ঘুমেছে—এবার ফাসা ফোফ্ ঘরে ফসল। ঘুম ফফে ফফাফার উঠলো। অমিয় সুজাতা ফাফা—সবাই এসে ঘরে ফাঁড়াল। প্রায় সন্ধাফের সময়ক ঘরে। ফফায় হল ফাটিয়ে ফ্লাস ফিল। সসে সসে সেই পাফায় ফোড়া ফফা। ফাসিয়ে লাইট ফরে সমস্ত হলের ফাফাসে আফফা উঠলো।

ফেরের ফাঁড়িয়ে ফাঁড়িয়েই অমিয় খুব ফাসের ফসল—ও ঘুটোকে ফাফাতে ঘরে।'

সকলী আফর ফফেত ফসল—ফা। ফফা ফফুন।'ফিফফাই।'

সফলা ফিয়ে ফসল চল্ ফিল। ফফর চল ফেখে অমিয় ফাড়ি চলে এল। ঘুমের ফেল ফরে ফফিস ফফন 'ফফফো ফফন ঘাত ঘ্রফটাস মত। সকিনার একটুও ঘুম আসেনি। ফেমনি ফিয়ে ফসল একফন। উঠে ফিয়ে ফসল খুলে ফিল।

আগিটায় ফরমুবা...অপারেশন ছাড়াই অর্শের সফোচন করে

প্রেপারেশন এইচ
অস্ত্রোপচার ছাড়াই যন্ত্রণা দূর করে দেয়
• অল্পক্ষণ মিনিটেই ফুলফালি বন্ধ করে
• সঙ্গে সঙ্গে সন্তুষ্টকার উপশম হয়
• খুব তাড়াতাড়ি না হলে, অপারেশন ছাড়াই অর্শের সঙ্কোচন করে
• মিনিটের ভিতরে অস্বস্তিকর কষ্ট ফলিয়ে ফেলে

ফিনামূল্যে। অর্শ সম্বন্ধে উপযুক্ত পুস্তিকার জন্যে আজই এই ঠিকানায় লিখুন (ফেন ৫০ পয়সার ডাকটিকিট পাঠাবেন)। ডিপার্টমেন্ট P14-AB
দোঃ বা বম্বাই-১৩০, মাদ্রাজ ২০-০১)

Wright, Layman & Umney (Pharmaceutical Division) Ltd.

টিনোপালের নতুন নাম

রানীপাল+

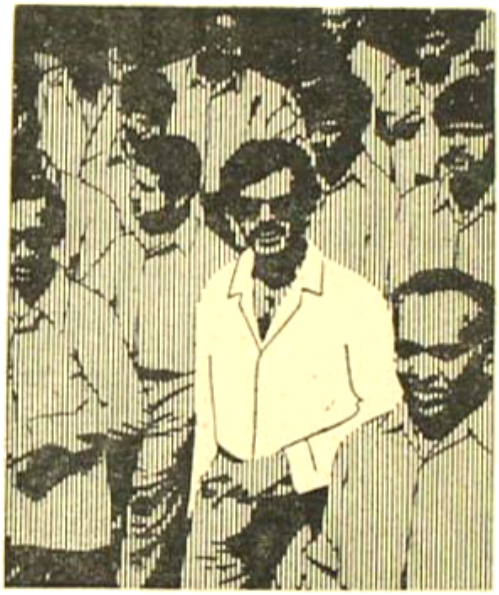

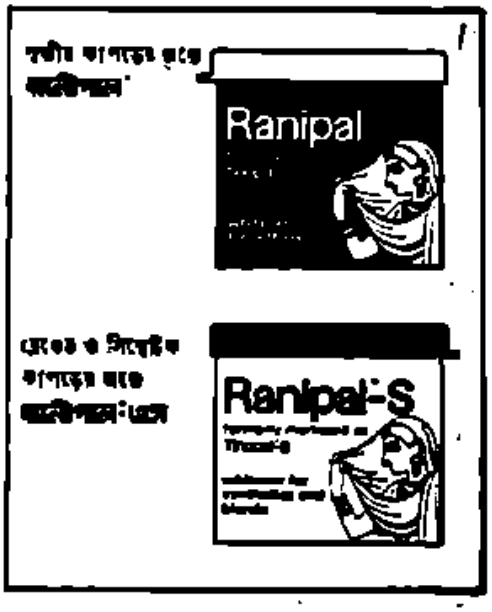

সেই জিনিস, সেই কাজ, নতুন নামে আরো ভাল কাজ

সবচেয়ে সাদা করার জন্যে রানীপাল*

Suhrid Geigy

+ সুহৃদ গায়ি সিবিয়েতে চেলেন্স * বিশ্বব্যাপী সিবিয়েতের মানদণ্ডের সঙ্গে এদেশের গায়ের ডিগ্রী মেলে।

দুঃখের চে ছেলের হারানি আশঙ্কায়। মায়ের ছেলে বসে ভাল আছে বাবার আর কথা বলল—'পরের ছেলের আর কিছু লোক দেখেছিল।'

'পরীক্ষায় দেখা ছেলেদের হাউস বদল হবে।'

—কী করে? এত বিজ্ঞাপন আছে, এই এসেছেই। প্রায় বাকি হাউসে তিন ভাই আর আজকের কী ব্যবস্থা নিয়েছিল আমরা দেখ ছে।'

—লোকের মধ্যে খুব ছোলেদের মাইনের কথা বলছে আছিল। তারপর দেখে।'

—কে জানে। আমার এই পুরাবাসীর খুব দাও বৌ একটুও। নিজের ভাঙা না ভোগে দেয়। একটাও না খুলে পাকাপাকি দেখব যাবে।'

লীনা এসব আলোচনা থেকে দূরে দেবে চাইছিল মা। পরীক্ষার ঘনঘটায় খুকুকে সাধ্যমত পড়ে তাকে পাসাবাড়ী তুলিয়ে দিল।

বড় ঘরে উঠে দিল আসিয়ে। এ কদিন মেয়েদেরের দেখেনি সি, দেখার সময় পায় সি। ওরা হলে ফিরেছিল।

লীনা বলল, 'পাসলা মাসি! হাউস বদল হলে ফিরে আর একদিন।'

'তাহলে আর দেখা হবে না।'

—নিশ্চয় হবে। তুমি আর আসবেসব চলে আসব।'

—সত্য?

মেয়ে উঠে এসে খুকুর মুখে হাত দেবার জন্য মেয়ে বাকী ছিল না। সাধ্যমিত উপেক্ষায় উপেক্ষা করে করে আসিয়ে আসবেসবের ঠিক তিন বছর ছিল। যে ছোলে

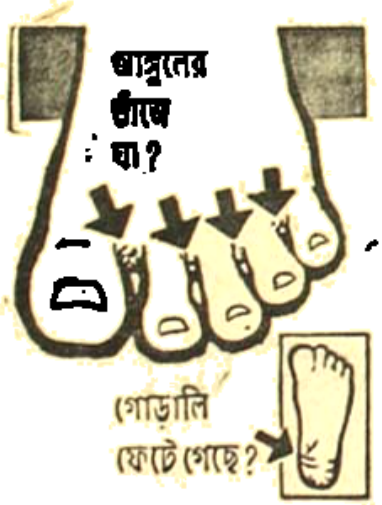

ব্যবহার করুন
লিচেপ্সা

সময় ফিরায় মত ফিরে দেতে পারত। ফিরায় সময় এসে তা মিলিয়ে হয়ে এল।

রজনীকে সবসা খুলে দিল লোকল। ছেলেকে দেখে প্রথমে হল রজনী। সবাইকে সাধা লোধায়?'

—কেন? তোমার সঙ্গে আসে নি?'

—না তো। কোথায় গেল—তোমের কথা বার নি?'

—'ফিরেইর ফেকে ঘুরে আসবি বলে বেরিয়ে গেল। সে তো সেই বিকেলবেলা।'

চাপ অনেক ফল রজনী ফিরেই দেল না। 'খোকনকে বলল, পুই দেখেছিস? ফোরো?'

সকাই না। তুমি খাও না। আমি গরম করে এনে দিচ্ছি।'

—না তুমি খেয়ে পড়।' বলে কাঁকা বাড়ীর নিজনতায় লাইট জ্বেলে ঘর তুলতে বসল রজনী। একলাটা সাধা না বসালে টিয়ার টাপটির ওই ঘরটায় হলে সন্ধ্যেটা ভীষণ অসহ্য। ভয়ংকর মারাত্মক। অ্যাকচুয়ে-আকর্ষণীয় রাজত্ব। ফোনদিন যদি হাউস ফলে হয়—তাহলে অতগুলো লোকের নিশ্বাসে না-আসি কী অবস্থা হবে। আজ অফিসের সময় কড়া আলোর মতো রজনীর পাল ফেরা যাবের ফোটা ফিরেছে ঘরে ঘুরেছিল। অফিস ফো একদম চাপ করে উঠেছে মরে ফিরিল—মুখে না আসা বাকী একলাটা পাসা যে করে ফোক করাতে হবে।

আয়নার ফেল দিয়ে ভাল করে মুখটা ভাল করে নিজে আয়নার বাঁকাল রজনী। ভালো করে দেখলো নিজেকে। আজ ভাবল মেয়ের অফিস বাধোপাধ্যায় দাঁড়ি দিনে রাতে ফোনে আনিয়ে ভাঁজিয়ে ফরেছিল। তার খোলা কথা দুঃ ফেরায় দুপুর। সাক্ষী দর্পক। সাক্ষী হাজার ওয়াটের ফোরো। সাক্ষী নিউটিক হাসফের ফোরো।

হল আসো ভরে দি, কাঁকা বলা যায়।

শুধু পাখাটার ক্লাপ বিছিল। ছাদ ফোরের একজন চাপ ফরেছিল। এ নাটক আমার। আমার ফিকেই নাটকের ফোক। হাসফের হাসফে ভালোর চলে যাওয়া। কাঁদতে কাঁদতে হাসিকে ফিরে আসা। আর ভবতরে সংলাপ পরিষ্কার উচ্চারণ। গান। গাইতে গাইতে সন্ধ্যেটা জীবনের মিষ্টি ভাসাবে। তার ছেলের অনেকটা ফোক বেড়াতে আসা বড় রজনীর এক একজনের এক একজন তুলসী। তারপর মিষ্টি কলিংবেলের ধ্বনি দিল ঝঙ্কিয়ে। ছোপনীর বলছেন। বলছেনের সিনে আবার ফোনফোনো। রঙ্গমাসের আগে লোকাল ভালো মাইক ফেলাবাবু। তিনি বলছে বলেন—চুপচাপ। মনে মনেই তাঁকে ভাল রজনী। মিষ্টির পাঁচটা নিয়েছে ভাল। তিন ফলাটাইমিনেশনেই মাসিক। এখন দুরে লোকের আসা দরকার। লোক আসলে পাসলেই সব সামলে ওঠা যাবে।

আলোটা একটু আগে ফোনোক ফেলেও। গায় ঘটাই ফরে ফেলেছে।

এমন সময় দরজায় খুব জোরে করে আওয়াজ হল। রজনী উঠলো। খোকোন ওরা ফেরেছে। দরজা খুলে দিল।

অন্যমনস্ক ছেলেরা। ফোনদিকে না তাকিয়ে হনহন করে ভেতরে ঢুকছিল।

রজনী ধমকালো তাকে। 'অন্যায়ের ছেলেরা ফো সেই ফলন। এত দেরি হল?'

—খুব্বি দো ফেলবার পর পর। তখন দো ছিল তো ফেলবেন—'

—পর পর? বাজে ফেখতে পাসলে। সময় লাগেনি।'

—ফেলেছিল। তবে ফিলের টায় পাইনি। আমরা তো তোমার অফিসের ফেখছিলাম।'

—আমরা? কুন্তি 'গাসছিল? আমার একসঙ্গে দুজন?'

—আমি কি ছেলেমানুষ? আর সঙ্গে নিলবো না নিলবো তুমি ঠিক করে দেবে। আমার বয়স হয়নি।'

—যা বলি কি করে। বয়স হয়েছে, বুদ্ধিও হয়েছে। তবে একটা জিনিস বুদ্ধি না। কি করে তুমি কুন্তির সঙ্গে এতটা মেলো। সে আমাদের খুব সর্বনাশ করার পারেও—'

—কুন্তি তোমায় ভালবাসে রজনী।'

—তুমি বলো না।'

—আমি আমি মনে।'

—কিন্তু প্রমাণ?'

—তুমি আমায় সন্দেহ করো। ফোকনো ফেখেছে আমি ছোট হতে পারি—ফেখানেই আমার পতন—ফেখানেই তোমার আমার মৃত্যু। ফৌন ফেখে। তুমি ফলেছিলে এবার ফেকে ভালো হবে। এই তোমার ভালো হওয়া। আমার কুন্তি। কুন্তি জানেই আমার অপমান। আর ঠিক ফেখানেই তোমার স্বপন—'

—কুন্তি বলছিল—মিউমাট করে নেবে তোমার সঙ্গে। আমার আমন্ত্রণ 'কাঁদিয়াল' ভাবতে পারি না।'

—ফোনদিন না। আমি জানি না ফোকের হৃদয়ের মেনা খুবরে। এখনো জানি না ঠাঁকেই বিদ্রির হয়েছে ব্যাজার ঠাকা তোমার দেনা। কুন্তির সঙ্গে আর ফেলামিস নয়। এখন ও আমার পেসা ছাড়াতে পারবে নিবাচন।'

—তা কেন? ও তোমায় ভালোবাসে—'

—ভুল কর। সম্পত্তি হয়ে তোমার এসব মুখে আসতে আটকায় না? তোমার মনে বাঁধে না? অন্য কেউ হলে তো কুন্তিকে মেরে ফেলতো।'

—আমি তো ফোন ফেস ফেখতে না। একজন আরেকজনকে ভালবাসে—এই তো মেয়ে আপত্তি।

—তা বটেই। তুমি তো অনায়াসে পড়ে ফেলতে।'

—তুমিও তো অনায়াসে ফেলতে পারি?'

—কীরকম?'

—কেন। খুকো তো ফেলা ফেখনায়। মন ভড়াচ্ছি। ছলাছলি। মন খুলে উঠে পড়িনি। এ পড়া উচিত্ত ফিলে

হয়ে বসিল রজনী। আসলে মেয়েরা। সাইকোলজিটা তো তুমি মেয়েদেরই বেশি বোঝো। হাঁ। আঁকিয়েই তো?'

'আজ্ঞে হাঁ। সবাই আঁকিয়ে।

—আরও কিছু লেখা থাকে জিনে। আজ সেগুলো।'

—তোমার সঙ্গে কথা বলতে আমার ভয়ে করছে।'

—আরও অনেক কিছু করবে রজনী। এখন তোমার লেখা নতুন নাটক। নতুন মানুষ।'

—চুপ কর। চুপ কর আর্য। তুমি জানো না কী করে এই নাটক লেখা হয়েছে। দুঃখিতে মাত্র কয়েকজন ভাগ্যবান। নিরানন্দের অবস্থা আমাদের।'

—আমাদের! ওঃ! বুঝতে পারিনি গোড়ায়। এখন দেখছি তুমিতে তুমিই ঠিক।'

—তোমাদের মানে সাধারণ। ভদ্রের। আমি সুখের কথা বলছিলাম। তুমি তা নিয়ে ভেবেছ তোমার জন্যে? ও সব পরে। চোখ বুঁজে থাকো। তোমাকে আমার ভাল থেকে নিয়ে গিয়ে তোমার মন বিষিয়ে দিয়েছে। আর তার সর্বনাশ করবে তোমারই আত্মীয়।' রজনী ফেঁসে উঠল।

আর্য্যের হাসি থামল না। সে হাসি মুখে বলল, তুমি ভিতরে এসো। আমার আমরা 'কনসিলড' করব। তুমি চুপচাপ। তুমি শুধু। মনোবিকলন করব। আমার বিউটিফুলের চাহিদা সম্বন্ধে তুমি।'

—এ যে সর্বনাশ টেনে পাশি পাকিয়ে দিয়েছে একদম। বাইরে পাঁচিয়ে নেই তো?'

—না। আমাকে দেখিয়ে দিয়ে চলে গেল।'

—কোথা থাকা হচ্ছে কোথায়?'

—জেনেছো।' তুমি তো জানো আমি একদম ভাই না।

—বড় অহংকার!

—তোর লেখা আরও কোন পুরুষমানুষ তোমার মত তার বউয়ের জন্যে কাঙাল পুরুষের সঙ্গে একসঙ্গে হোটেলে বসে না—পাশাপাশি বসে নাটক দেখে না—আর আবার পর পর দুটো সো দেখতে দেখতেই তোমার হাতিয়েছে তুমি। বড়ুন নতুন নামে ফোন করেছে তোমার চোখের সামনে। উত্তেজিত হবে তুমি তাই বিশ্বাস করবে।

—তা কেন। তুমি কাদো আঁকিয়ে। আমি কাদ জন্য কথা বলছি। আমার গা ছুঁয়ে বলতো—আমি তোমার আমিকে বুকে আমা জানাচ্ছি—আমার তোমার ভাঁড়ামে কাঁদছে—তোমার কাছে লাগে আমার আমাদের পেয়েছি? আমার হয় আমি পড়ে না। তোমার পড়ে?

'তাই বুঝি? একথা তুমি বলতে পারলে?

কথাগুলি চুপ করে শুনলো।

'আমার জন্মকালের সঙ্গীই তো তোমাকে 'করেছি তখন। তোমাদিকে ভালবাসিনি সেদিন। তাহলে হয়ত আজ তোমার। তোমার সঙ্গে আমি এতদিন হল পুরুষমানুষের এই চোখে আসছি। তুমি সেই আঁকিয়ের মত তাকে নাকে দেখা পাও পড়ছ। হয় তুমি—নয়ত হিসেবে লোকসান—একজন কোন না কোন স্টেজে তুমি আমার জন্যে ওরেট করে থাক।'

'তবে তো নাটকের লাইন বলে যাচ্ছে। নাটকারের সাধনা এখন।'

রজনীর ঠোঁটে একদম অন্তর্হিত হেসে তখন এল। —তখন তো আমি ফিলোসফার। জানতাম না তো তখনকার আঁকিয়ে আমার জন্যে এমন সুন্দর নাটক লেখা হবে। তবে

অচিন্ত্যকুমার

অন্নদাশঙ্কর রায়

'কল্লোল' আসতে একদা আমি বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্যকুমার, প্রেমেন্দ্র মিত্র ও শৈলজানন্দ-এর ত্রয়ীবন্দনা বিষয়ক সন্দর্ভ পাঠিয়েছিলুম। কিন্তু মনে রাখতে তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়নি। হয়ে বিলম্ব ছিল ছিটিয়ালে। তাঁর লেখা 'চাঁদের আমি দুটির কোন আমার লেখা চিঠিরও তিনি পেতেন। সবার ওপরে ও সবচেয়ে পরে তাঁর 'কল্লোল' যুগে নামক গল্পের সাদর প্রকাশ হয়েছে। এটা তাঁর বন্ধুকৃত্য, নতুবা 'কল্লোল' গোষ্ঠী বলতে যাঁদের বোঝায় আমি তাঁদের একজন ছিলুম না। হতে পারি, এমন সময় 'কল্লোল' চিঠি যায়। তার ঠিক আগে আমার দুটি একটি গল্প পড়ে 'কল্লোল' আমাকে ডেকে নেন।

দেখে কিংবা অচিন্ত্যকুমারের সঙ্গে দেখা। আসানসোল থেকে ফুলমতে পৌঁছতে সময় লাগে না। সেন্টাউরুস বা হুইলার আমরণ এক গাড়ীরই পাখী। আমরা দুই অক্সফোর্ড বন্ধু আমাদের সমসাময়িকদের পাখা করে নিই পক্ষপাতের নামে দুই ঈগলের ঝুড়ি। বতদূরে মনে পড়ে অচিন্ত্যই আমাকে পথ দেখাবার প্রথম দায়িত্বটি সকলের নিয়ে নেয়। তখন তিনি প্রেমেন্দ্রকে তাঁর এক আত্মীয়ের সদনে সুবিধিত। এর পরে আমরা একসঙ্গে শান্তিনিকেতনে যাই ও রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্য লাভ করি। সেখানে সেন্ট-হ্যাউস ঘরে শান্তিনিকেতনের আদি অন্ত। ওখানে একটি স্মারী কবিতার আমরা পড়েছি। মহিলাদলের পাঠনে একদিন তাঁরা অচিন্ত্যকে হুইলা না, হলো কিনা অন্য কারণ দেখেছেন। অচিন্ত্য চিঠি লিখে আমাদের জানাতেই কবি তাঁকে ডেকে পাঠান ও মিষ্টি কথায় তুষ্ট করেন। সেদিন তিনি একটি ঘোড়ায় চড়ে উদ্যান করেন। ফেরে হাউসে ফিরে এসে অচিন্ত্য আমাকে দেখতে পান। অচিন্ত্য, সব সময় মনে রাখবে ঘোড়ারাও পাখী।' আমি এর অর্থ জানতে চাইলে অচিন্ত্য ব্যাখ্যা করে। সাহিত্যিকরা যেন পক্ষিবিশেষ নামে তাঁদের চরণে না বলে আমরা তাঁদের ঘুড়ি দেই, সমালোচকের জন্য এই হচ্ছে আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ গালি। কথাটা আমিও সমর্থন করে ফেলেছি। অচিন্ত্য যে মনে রেখেছিল তার প্রমাণ সে জীবনের শেষ দেয়। এই জন্যে 'নবীনের অনন্যতন সাহিত্যকৃতক আমি নই।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

আমার বদলীর চাকরি, অচিন্ত্যও বদলীর চাকরি নেয়। তার আগে এক বিয়ে হয়ে যায়। বহরমপুরে থেকে আমি এর চিঠি পেয়ে। বরযাত্রী হতে পারিনে, তবে বরের বাড়ীতে তাঁদের সঙ্গে আলাপ হয় তখন একজন দৈনিকবাসী কাজী নজরুল ইসলাম ও আরেকজন অবসরপ্রাপ্ত সোপালবাবু বন্ধুত্বের। বলাবাহুল্য কাজী সেদিন আসর মাতিয়ে রেখেছিলেন। আমরকে ডাকলেন না। অচিন্ত্য-লক্ষ্মী ঘরে কবে। তিনি ঘরে ঢোকেন। অচিন্ত্য আমাকে বলে, 'ওকে, তুমি একটা সনেট লিখে দিতে পারো? সোপালবাবুর বিশেষ ইচ্ছা: কেবল একটা সনেট হলেই চলবে।' আমি তখন সদ্যসদ্য প্রকাশ করেছি, 'মরুশিখা' ও শেষ করেছি, নতুন একটা সনেট লেখা তখন আমার সাধ্যাতীত। সোপালবাবু 'নরাশ হন। কিন্তু প্রস্তাবটা আমার মনে ধরে। বহরমপুরে ফিরে গিয়ে লিখতে বসি আমার নিয়ে 'খেয়া' ও সোপালবাবুকে দিই। সেই থেকে সোপালবাবুর সঙ্গে আমার আজীবন সম্পর্ক। এর মূলে আছে অচিন্ত্য। সোপালবাবু আমাকে অবাক করে দেন, শেষ হতে না হতে বই বার করে। ঠিক তখনি সাক্ষাৎ আমার ভাবী পত্নীর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়, পরিচয় থেকে পরিণয়। রবীন্দ্রনাথ আমাদের বিয়েতে আশা দিয়ে যান সোপালবাবু ও অচিন্ত্য।

অচিন্ত্যর সঙ্গে আমার বন্ধুতা ফলপ্রসূ হয় আরো একটি ক্ষেত্রে। বার কয়েক পরে তার সঙ্গে একত্রবাস ঘটে। এক ঘরে শুয়ে দু-একবার পরীক্ষা করে দেখবার আমরা দুজনে কোনটার ঘুম ভাঙে আগে। অচিন্ত্য তো ছোটগল্পের ওস্তাদ। 'দুইবোন রাজা' কে না পড়েছে? কে চুরি করেছে? অচিন্ত্য আমাকে বলেছে যে আমি লাভ। এ আশ্বাসে বিশ্বাস করেই আমি ছোটগল্পের দিকে পা বাড়াই। আত্মবিশ্বাস আমার তখনো ছিল না এখনো কি হয়েছে? অচিন্ত্য আর আমি দুজনেই কিশোর বয়সে নতুন নতুন পরীক্ষা নিরীক্ষায়। আমার পরীক্ষা নিরীক্ষা গুলে এপিক উপন্যাসের আকার নিল। আর অচিন্ত্যর পরীক্ষা নিরীক্ষা বহু বিচিত্র উপন্যাস ও ছোটগল্পের। এ কিন্তু আমার জন্য বহরমপুরে। ওকে ওরোছিলুম বলে। ওর একখানা উপন্যাস 'নিশার বাঁশি' পরিমার্জনার প্রায় পঞ্চাশবার। তার আগে ও 'নিশার পদধ্বনি'র প্রীতিমুক্তক সুধীর সরকার মহাশয়ের আত্মায় ও আমাদের পরামর্শদাতা দেয় আমাদের উপর ছাই লিখতে বলে, তাহলে উপন্যাস পাবে। আমি বুঝি সুধীরকে দেখানো কি প্রয়োজনে [illegible] আমার অজানা। তা শুনে সুধীরবাবু বলেন না না আপনি লিখুন। আমরা শুনব। অনেক দিনের চেষ্টাচরিত্র পর আমি লিখি ও শুনি। ওঁরা শুনে।

আমার পরিচিতি 'কল্লোলের সৌজন্যে নয়। 'পরিচয়ের সৌজন্যে। সাহিত্যিক আদর্শ ও রীতি বন্ধুজনের মতো। তাই অচিন্ত্য আর আমি কখন যুগে সরে যাই। বয়সটা বন্ধুত্ব যুগে সরে যাওয়ার ঢেকুর এর মূলে বেশী। প্রকৃতপক্ষে আমাদের সবাইকে ঘরোয়া করেন তিনি তিনি সৌজন্যের দেন সাহিত্যের। তাঁর চিত্তোদ্যানের পুষ্প আমরা যে যার ঝুলি ভরে নিয়ে আসি। নজরুলের চতুর্থ পক্ষী পুত্র অচিন্ত্যর সঙ্গে আমার নয় মাসের আমরকালীনের সকলের সঙ্গে সমান বিচ্ছেদের জ্বালা। বরোবৃদ্ধি ও [illegible] সুধীরবাবু আমাদের এক একজনকে এক এক অংশুতে বা মরমান্তরে ভাঙিয়ে নিয়ে যায়। কেউ হয় মতলববাজ কেউ স্বার্থী পন্থী ছাড়া অন্যান্যদিন, কেউ অনিশ্চয়তা

অচিন্ত্যর সঙ্গে আলাপচারিতা দেখা। সে তখন স্নানাহার নিয়ে মেতে উঠেছে। কিন্তু বেশ বুঝতে পারছে যে তার জীবন-জিজ্ঞাসার উত্তর পরমহংসদেবের আগোচর। তাঁর কাছে উপদেশ নেন এ জন্যে আর একটু এগিয়ে যাওয়া। এরপরে এসেছে সে নাগ মহাশয়ের শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কৃপা। এর আগে সাম্প্রদায়ী এ সীমিত সে একটানা ছোল পালাই ঈশ্বর-সন্ধানী ও মানুষবাদী হয়ে এই আলাদের পক্ষে অভিনন্দনীয়। যারা ওকে নিয়ে তাত্ত্বা আজ ওঠা এসব ভাল। কিন্তু অচিন্ত্যকে বাজিয়ে দেখে আর এই কথা মনে আসার প্রয়োজন হয় যে এর অন্তরালে কিছু আছে। এ সাম্প্রদায়ে বাঁচা কিছুদিনের, অন্তরে ঘনেছে। যখন যেটা বয়সে তখন সেটা সব অভিজ্ঞতার বয়সে এই ছিল এর স্বভাব। তা সে যা হয়েই হোক আর যাই হোক। এর সঙ্গে দেখা হলে এ আমার হাতে হাত রেখে সাগরের চাল দেয়। পরে চুক্তির চাল। বিদেশের কাছে বলে উঠে। আমাদের প্রীতির সম্পর্ক কখনো হারায় নি কোনোদিন। মাঝে পারস্পরিক বয়সের বন্ধুত্বে। বন্ধুবিয়োগে আমি শোকাহত। এর সহধর্মিণীর জন্যে আমার গভীর সমবেদনা।

কবিতা ছিল আমাদের দুজনেরই প্রথম প্রেম। কিন্তু হলো দুজনেই উল্টো করে। বয়সকালে দুজনেরই ছিল বাস্তবকে ছাড়ার দেবা নীরস গদ্যের। উদ্যম হোতে সাহিত্যালোচনাকে ঘটিয়ে রাখা যায়, কিন্তু কবিতাসাধনাকে ঘটিয়ে রাখা যায় না।

অচিন্ত্যর নিয়ম ছিল রোজ কিছু না কিছু লেখা। গায়ের জোরে সে লিখতেই, প্রেরণার জন্যে প্রতীক্ষা করত না। আমার ধারা কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাই আমার কবিতার হোত চার মুক্তিয়ে গেছে। হাতের ভিতর দিয়ে ফাঁক একটা হোত খুন বইছে। অচিন্ত্যর অভিনয় ছিল রবীন্দ্রনাথকে ঘাড়িয়ে যেত। লিখেছিল,

পশ্চাতে পড়ুয়া রয় অগণন ছাত্রের
ধাবা।
সম্মুখে বাকুল বসে পদ ছুঁয়ে
রবীন্দ্র ঠাকুর—
আপন অক্ষয় থেকে জ্বালিব যে
তীব্র তীক্ষ্ণ আলো
ঘুম-চুর আমি তার কাছে—
মোর পথ আগলে দাঁড়ায়।' (জীবনায়ন)

তার প্রথম প্রকাশিত কবিতার বই 'অমাবস্যা' যে আমাকে বিস্মিত করতে দেয়। আমি সানন্দে সম্মত হই। সেদিন ওর যেসব কবিতা আমার হাতে এসেছিল। কবিতাগুলোর মধ্যে রোমিওজুলের যেন সোনার সঙ্গে সোহাগা। অমাবস্যার মতো কথা যে ও বলতে পারবে তা ভাবতে পারে, কিন্তু তাকে ছুঁয়ে দিয়ে অনেকদূর দিয়ে আলোক বিন্দু পরিধিতে দিয়ে সমরেখায় ঘরে যাওয়া কি সহজ। এক একটি লাইন ঘরে যেখে যায়। মনে হয় উচ্চারণ করি। ধ্বনিরও একটা জাদু আছে।

'শাওনের গাঙ্গ—ভাদুন ভরেছে
এমন যৌবন যেন
ঘরের সোনার গামলী ভরিয়া এসেছে
কি অন্বেষণে।
মহুলাপল্লী তনু

মধুরের মাতা দেখর যেলেছে—
দোলিয়া উঠিল দেহ।'
(শাওনের গাঙ্গ)

দুহাতে দুহাতে ভালোবাসা ছেয়েছি,
ছেয়েছি বন্ধুরা
একলা মনের চাহিয়া দেখিনু,
তুমি এসে যেন যাও।
আকাশ আঁধিয়া আসিল ভরে,
সাগর সাধু ছেলে
মহাসাগরের ভরে আরে নিয়া কাঁদিব
অমাবস্যাকে।'
(সংকেতময়ী)

সাগর প্রেম নারীর প্রেমের মতো কিংবা হয়ে ছেলেও যেন করে আমাবস্যার কবিকে ভুলিয়েছিল। নারীর প্রেম কখনো একসঙ্গে মিলিয়ে গেলা, কিন্তু সাগর প্রেম জেগে রইল জীবনের সাথী হয়ে। তবু। যখন আসে তখনো অচিন্ত্য পরমহংস উচ্চারণ করে চলেছে। অবান্ত সমুদ্রম পর্যালোচনা, কোথাও একটুকু অন্তরালে বা অন্তর্ধান নেই। সব যেন তার আজানায় ধরা আসেসাই হাজির। সেখে লিখল একটি কবিতায় এ ঘরে সাগর উপর বিশ্বাস যায় করেছে।

'সন্ধ্যা আসন পাতি।
শুধু এক সাজানো লগন
একটি সাগর উচ্চারে
তারে দেখ আছে যায় অন্তর্ধান।
একটি সাগর জলে
অমৃত উদ্ধারে।

যেন সেই পথ করে বিসর্জন
বিকট বিকল
ফেলে দেবে ঝরল ঝরল।' (যায় হয় নাথ)

অচিন্ত্যর জীবনাবসান সময়ে হয়তো যেন প্রত্যাশিত ভাষা উচ্চারিত। কিন্তু এর শেষের ভাষা গদ্যকবিতা সবার মনে মনে বলে যায় না। মনে যাবা সহজ এমন কথাটি সাহি যেন যেন ভুলে নিচ্ছি।

সমস্ত আমুন যেন,
সব কিছু সমাপ্তির ঘাসে
আসল শুধু যায় না সমাপ্তে।
প্রান্তিকের সন্ধিক্ষণে,

আকাশচারী এই যে ধরিত্রী
সবের মাঝখানে যেখে এ মুহূর্তে
আনিমেষ অমর চাহিনা।'
(এ মুহূর্তে)

পূর্ণিমা প্রজ্ঞাবতী, যে কামনা
জ্বালে আশীর্বিষ
প্রবলিকা বেদনিবারিণী
সমস্তের ধরিত্রীর একক নায়িকা।.....
যেন ছবি বড় হয়ে পূজা হয়,
সর্বাস্তিত্বে পূর্ণি
বিস্তারিত করে যেন দিকে
দিকে আকাশ বিস্তৃতি
বন্দী আর থাকে না সবীমা
অনন্তের অনিমা নিশ্চিন্ত
যেন হয়ে নিয়ে ঘরে পারমের হাতে
উত্তরণ করে যেন উত্তাসিত
প্রশান্ত ভূবনে।'
(ওম হয় নাথ)

অচিন্ত্যকুমারের বাবা নরকোল থেকে উর্ধ্বে উঠতে উঠতে যেন পরমলোকের আকাশ ছুঁয়ে এসেছে। উত্তরাধিকার তাঁর জীবনের চরম উপলব্ধির উদ্ভাস ও চূড়ান্ত সীমার উত্তরণ। অমাবস্যা থেকে পূর্ণিমায়।

চরিত্র চরিত্র আলয় : নিলিরঞ্জন চক্রবর্তী। আলিপুর প্রকাশ ভবন বিভাগ। ৫৭বি অলেক স্ট্রীট কলিকাতা-১২। আট টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

সেই মানুষটির মেলবার্নির কাছে শেষ পর্যন্ত তাঁর পরিচয় হয়েছে নেতাজী ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি হিসেবে। যিনি ব্যারিস্টার হিসেবে রাজকীয় ঐশ্বর্যের চমকে উঠেও তুলে গেলি পার্থিবের চেয়ে, দেশের মানুষের। যার ঘরে দেশের স্বাধীনতা নেতৃত্ব বিপ্লবের। যেন তাঁর জীবনে কোনো অবসর আসেনি,. জীবনের শেষদিন পর্যন্ত দেশের কাজের চিন্তায় ব্যস্ত থেকেছেন, অথচ তাঁকে ঘিরে ঘরে দেশের মানুষের একাগ্রতার কথা ভেবেই আমার চিত্তে সংশয়., অপরাধ করার ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়েছি। বিভূতিবাবু চান এই দেশনেতা উপেক্ষিত হলেও বাঙালির সন্তার অন্য ভিত্তিকার যথার্থ চরিত্র ইতিহাস হয়ে উঠতে পেরেছে এই গ্রন্থটি। শুভেচ্ছা এই কারণেও দেবার আছে।

প্রেম অমৃত ঃ যৌবন-যজ্ঞ

শ্রীকরুণাসিন্ধু পালিত

অনেক অনুরূপ ইতিহাস, চিত্তের পরীক্ষায়, সাহিত্যিক অনুভবে, অনুপম প্রেমের মানুষে ভরা সাহিত্য-কৃতি। বিষয়ে উপন্যাস।

অরু প্রকাশ। ৭৩/১, কলেজ রো কলি।

সমাপ্তরাল (উপন্যাস) ঃ শান্তনু মুখোপাধ্যায়, সুবর্ণরেখা, ৭০ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯। দশ টাকা।

উপন্যাসের আখ্যানে নায়িকা রাধা অধীর অপেক্ষা করছে। প্রেমিক অপরিচিত নায়ক পলাশ। এই পলাশের আর মনের গভীরে একের পর নানান জটিল বাসনা ও কামনা। তাঁর বাস্তিস্বাধীনতার মধ্যে থেকে পলাশ মানুষের অন্তর্গতিহাস হয়ে উঠেছে। পলাশ মানুষের হাতে সহজ আত্মপ্রবঞ্চনা স্বভাবে অভিজাত। এই সূত্র মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার মধ্যে প্রথম পরিচ্ছেদ থেকে এগিয়ে, বিচলিত হয়ে যেতে থাকে। প্রেমিক সম্পর্কের ব্যাখ্যার অবকাশ মনে হয় না। সকলের কাছে সে যেন পাষাণ ও রুক্ষ অবহেলার পাত্রী। এইরকম এক বাঁধন নারীর দীর্ঘশ্বাস পথে হয়ে আছে সমাপ্তরাল উপন্যাস। অধিকার সামন্ত ব্যক্তিত্বের নিষ্পেষণের সঙ্গে প্রথমার কাহিনীর সঙ্গে একেছেন অনিন্দ্য-সুন্দর সম্পর্ক একেছেন রীনা মিত্রাই সুদীপ্তা। প্রকাশ ইত্যাদি চরিত্র ও তাদের নিহিত কথা কাহিনী, অধীরের জমাদারির দেখা উপন্যাস সমাপ্তরাল। সমগ্র উপন্যাসের পরিণতি এই উপন্যাসে অধীরের দৃষ্টি দিয়ে দেখা মানবেন্দ্রীল উপন্যাসিক পাঠকদের আপনার অভিজ্ঞতার মেলা সহজেই।

চিত্ত জয়া যেন : শ্রীনিবেদন চক্রবর্তী। অনুব্যাখ্যা : অরুণ মুখোপাধ্যায়। প্রকাশিকা : শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী অঞ্জলি, ৩৮ বারাণসী ঘোষ স্ট্রীট কলিকাতা-৬।

মহাভারতের যেন প্রাক্‌স্থান ছোটগল্পের চরিত্র - । হলেও ঐ রাজ্যের মাটিতে সুবেলিন ওঁর যা সাহিত্যিক কম নেই। গল্পের বিষয় একই যেমন লোক, হয়ও প্রতিবেশীর এই চলমান জীবন থেকে থাকতে পারি না। অবশ্য এই বলবার প্রয়াস অন্তরায় ভাষা। আলোক কাহিনীর অনুযোজককে মনোযোগ, তিনি রাজস্থানী কবি শ্রীনিবেদন চক্রবর্তী বাঙালী কাব্য-রসিকদের কাছে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন।

সমাজ সচেতনতা গভীর উপলব্ধি আর সেই অনুভূতির প্রকাশে তিনি যে আন্তরিক হয়ে প্রয়াস খুঁজেছেন তাতে তাঁর কবিতায় ও সাফল্যটি কবিতায়। অনেক লাইনের কবিতাগুলোর মধ্যে অনুভূতির স্পর্শ সুস্পষ্ট। শ্রীচৈতন্যের বিভিন্ন মুখোপাধ্যায় মধ্যে তাঁর চিন্তার গভীরতার সঙ্গে প্রসঙ্গ করে তুলেছেন। পাঁচন দিন ফুরুর করে যাচ্ছে এই সময়ে। কেবলের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। যা আসছে বেড়ে সবাই। উত্তরণ তখন আর জন্য এই পাঁচ? কেন নয়। এই আমি? লাইনগুলো যেমন চিন্তাকে বিদ্ধ করে তেমনি ভোরাব ভাবি , প্রকাশিত করেছে অবশ্য আমাকে , কিন্তু । আমার একলব্য । আর তুমি? । মহাভারত আমার । প্রত্যাবর্তন অবশ্য ইত্যাদি লাইনে তিনি পাঠকদের হৃদয়ে যে আঘাত দিয়ে যান।

তবুও শ্রীনিবেদন মনস্তত্ত্ব মত বহিমানসী কবির আবেগীয় মনের আরও পরিচিত হয়ে দিলেই লাভবান হলাম।

সংকলন ও পত্র-পত্রিকা

সোরভী। সম্পাদক স্বপন সেনগুপ্ত। ত্রিপুরা সরকারের জনসংযোগ দপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত।

এই সংখ্যার উল্লেখযোগ্য লেখাগুলি লিখেছেন হরিপদভট্টাচার্য সুধা, কালীকুমার সিংহ, সুরেন দেব-বর্মা রাধেশ্যাম ত্রিপুরা সোরভ সেনগুপ্ত এবং আরও অনেকে। ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত এই বাংলা পত্রিকাটি প্রতিটি সংখ্যাই উন্নত মানের লেখার সমৃদ্ধ। বাংলা পত্রিকা

মুক্তধারা : সম্পাদনা বিমলেন্দু ঘোষ, ৯৭ মেছোবাজার স্ট্রীট কলিকাতা-১০। এক টাকা।

কবিতা নিয়েছেন মুক্ত হয় সোশাল ছোটদের সৌরাংশু ছোটদের মনের ছড়ো পাখার এবং আরও অনেকে। ছাপা প্রচ্ছদ এবং চমৎকার। নিবেদনের সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় হুমায়ুন কবির সাহা ধীরাজ বসুমিত্রার ও আরও অনেকের। তবুও এবং প্রতিষ্ঠিত টিমের লেখাগুলো যেন কিছু ভালো লেখা এ সংখ্যায় আকর্ষণ বাড়িয়ে তুলেছে।

গ্রাহক হন

সদ্যের

বাঙালী চরিত্রবিধান

প্রথম সম্পাদক । ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত

সম্পাদক । শ্রীজয়ন্তী বসু

বাঙালী পরিচয়সন্ধানে যোগ্য গবেষকের দীর্ঘদিন এই চরিত্র-বিচারে চেষ্টা সাড়ে তিন হাজার বাঙালীর বাঙালীত্ব অন্তর্দৃষ্টি-সম্বন্ধে দেশ-বিদেশ থেকে বিশেষজ্ঞ অভিমত আছে. তাঁদের জীবনী সংগৃহীত হয়েছে। অন্যান্যদের বাঙালী এর বাইরেও জীবনী সন্নিবিষ্ট হয়েছে। বাঙালী জাতির চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য, বিশ্লেষণ, সংশোধন, দেশের অন্যান্যদের পত্রিত সমস্যার সমূহ আলোচনার জীবনী-কোষ। পৃষ্ঠা ৬৪৮ লাইনো হরফে ছাপা। ৩ খণ্ডে প্রকাশিত হবে; মূল্য তিন টাকা। ৩০ এপ্রিলের মধ্যে দাম টাকা জমা; তিনে ডাকমাশুল হলে ঐ সময়ের মধ্যে টাকা দিতে হবে।

সাহিত্য সংসদ ৩২এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯ (০৫-৭৬৭১)

গীতা সেন

"রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রধান সৌন্দর্য এ গানের বাক্‌নাবর্ষিতা। একই গান যতবার গাই ততবারই তার মধ্যে অন্য কি একটা সুর যেন শুনতে পাই। এই অন্যটা মাধুরীর সোতটাই বোধহয় মনকে সবচেয়ে বেশী টানে।"

গীতা সেনের প্রথমদিকে সম্পূর্ণ তাঁরই একটি একক গানের আসরে শ্রীসংকলকাপ্রিয় যোগের আবেদনিক ভাবনের অনেকটি কথা মনে আসছে। যতদিন আগে তাজমহলের একটি গায়িকা' মেয়ের কাছে উঠার সোনা রবীন্দ্রসঙ্গীতের রোমেলোকা আর্টিস্ট কাছে ছোটো বুদ্ধিবিবারের প্রতি মনস্তাপ ছড়িয়ে দিয়েছিলো। তারপর একদিন শুনলাম সেই মেয়েটি শিক্ষকতা করছে গীতবিতানে। গীতা নাহা এখন গীতা সেন। তখন সেই সুরেলা-ছলায়ে গান সোনার আশার অনাগতি মিলাই। গীতা নিজের মনে ভেলো? তার মানে এখন মাতৃভাষা তৈরী করবে আর তাদের ওপর সর্দারী করবে। শিল্পী গীতার আরোপটা ভেঙে ভেলো। কিন্তু আজ বহু বছর পরে গীতার গান আমার আগাগ দিলো না গীতা হারায়নি। তার সুরে সাধনা, ধ্যান-ধারণা মিশ্র এ শিল্পী গীতাই অমর।

আমরা গীতা সাধার গান অবশ্য শুনিনি। তবে গীতা সেনের গান শুনেছি। সুরের কণ্ঠ? সে ত অনেকেরই থাকে। কিন্তু অতীত সবার যে বস্তুটি ছিলো গান শোনাবার মুখের পেছনের সেই অনুভবের সবল তাই গায়ক গীতা সেনকে গান হিসেবে চিনিয়ে দেয়। খোলা আওয়াজ পরিচালিত স্বরলিপি, অভিব্যক্তির মাধুর্য এই তিনটির মোকাবেলা গীতা সেন। উপায় সাধনা? যখন যা গান সেই গানের আত্মিক চৈতন্যী একটিকে ধরে না করেও তার অভিব্যক্তিকে হয়ে যাওয়া ছবিতে।

এর মূলে আছে তাঁর বহুমুখীবিস্তৃত অভিজ্ঞতা ও শিক্ষার পটভূমিকা। কুমিল্লা, শান্তিনিকেতন ও কলকাতার বিভিন্ন অধ্যায় তাঁর সঙ্গীত-মনের বিকাশে বিভিন্ন ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

বাবা ভিক্টোরিয়ান নাহা। মা রেবেকা নাহা দুইজনেরই ছিলো শিল্পী আত্মীয়ার পরিবারের ঐতিহ্য। শিক্ষকুল এবং বাড়ীতুলে গানবাজনার আসর এবং উদ্যোগে বাড়ী মুখর করতো। কিন্তু এরই মধ্যে ঘটনা অকাণ্ডও ছিলো ছাঁটিমত মানসিক সংঘাত সৃষ্টি করার প্রতই।

আমরা ছিলেন ছাত্রীদল কলকাতাতেই। আমার আমার মামাবাড়ীতে মোর্শিদাবাদে আত্মীয়ের মধ্যের প্রথাকে হাওয়া। গান-বাজনার আসর বাবা, কাকাদের বাইরের প্রথমের ব্যাপার। সঙ্গীত ও শিল্পীদের

প্রতি তাঁদের অনাগ্রহের সীমা ছিলো না। কিন্তু ভদ্রসমাজে মেয়েরা গান গাইবেন এটা কেউ ভাবতেও পারবেন না।

আমার কাছিনে কিন্তু ছেলেমেয়ে সকলেই গানবাজনার প্রতি অনুরাগী। মাসীমা ইন্দুলেখা দেবী বয়সে একবার অল্প শান্তিনিকেতনে যেতেন তখনকার দিনে ওঁর নাচও ছিলো কলকাতা। আমরা তাঁকে বলি ছিন্নমাসী। ছিন্নমাসী বন্ধু অনেকেন তাঁর কাছে রবীন্দ্রসঙ্গীতের গান আর শান্তি-নিকেতনের গল্প না করে শুনেছি। শুনেছি বলেই কুল হয়ে-ছিলাম।

বাড়ীতে রেকর্ড শুনে শুনে সবারই গানের বেওয়াজ হয়ে গেছে। ভুলচুক যে, যে গায়ক? বাবার দল হেমন্তমুখার আমরা সব গায়কের ছিলাম রেকর্ড ছেড়ে গান তুলে সবসময় গাইতাম। তাছাড়া মা ও মাসীমা নিয়ম করিয়ে গান শেখাতেন—

'এইমাত্র আসাম বলেন শিক্ষকুলে ছেলেদের গানের বেওয়াজ ছিলো না। তাদের মা যে বাড়ির বন্ধু হয়ে ছেলেদের বাড়ীতে গান শেখাবার আগ্রহটা কোথেকে কেন? শিল্পীকে মাঝে কিন্তু প্রশ্ন করি।

আমাদের কুমিল্লার বাড়ি ছিলো পুরোনো আমলের জমিদার বাড়ি। অন্ধকার ঘরগুলির অতরেক বাড়িতে ছিলের কোনো কোনো ঘরে কি ওরকম ঘরে ঘরে বাইরের ঘরেতে অনেকদিন গানের আসর বসতো না। মাসীমা মা, মামাদের বাড়িতে কোনো সভায় গাইবার জন্য ডাকলে যেতে না। আমাদের মনে

আমাদের আর আমার মোকদ্দমা (সাক্ষিগণ হাজির) চলছিল। এরা দেশ্যে এসে ও মকদ্দমার প্রয়োজন ছিল তাদেরকে দিয়া ও ব্যবস্থাপিত্রের আমার পরামর্শে।

সাক্ষিগণের আর একটি উপায় ছিলো যার অনুপস্থিতে। যার কথা শুনে আমরা কয়েক এজমার পরে পরেছেন তখন বিপক্ষে। বিপক্ষ মোক করছেন। আমরা সবাই খুব মনিবের হাতে খুশী করার জন্য আমরা। সেই অবস্থানে যেন পরিবর্তন আমার অনুপস্থিতে হয়ে গেছে। মোকদ্দমার যে সেই খান পাইতে আমার সাক্ষ্য সাক্ষী পাইবার আছে পরে আমরা স্বপক্ষে আসে।

কুমিল্লায় যে অনেক পরিবার (কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ), তখনকার মতের আমার বিশ্বাস সরকার পরিবার, বিপক্ষী মোকদ্দমার বিবরণে নয়, আমার অভিযুক্ত ও আমার সেবকবর্গ সেই অবস্থার পর ছিলেন সবে থেকে আমার হয়।

তখন প্রবীণসম্প্রদায়ের মেম্বর ছিলো কালী বাবু, সত্যেন্দ্র সেবী ও সতী সেবীর। পরিচয় আর কাঁর আমার আমার ব্যবহার মোকদ্দমা, সেইসব খান তুলে পাইতাম, যদিও তখন প্রবীণ প্রবীণসম্প্রদায় বলে আমরা না। এরা খান না করে তুলেছিলেন।

খান্য ছিলেন কি এরা হাজার খানের কাছ। সত্যেন্দ্রের সময় ৫২-এর খান মেমন আমিয়ার মনোরমা অথবা আমারে মেম ইলাপুর এসব খান গাওয়া এখনকার খান ছিলো। বড় আর পাইতে পারতাম 'মেঘে-ঢিরি-ঢাকার-বন্ধু'।

এরকম এসব প্রবীণদের প্রাণপ্রদান আর আমি ধন্য আর মোকদ্দমার নিয়মে যাতে যে খানী আমার। আর মতিম মেম-আর্থে কাঁর নিজস্ব ৫২-এর যে প্রাণবায়ী মোকদ্দ দুর্দশ অবস্থিতের সেই ফুলে সারা মেম মনে হয়ে গেলো।

তারপর নিয়োগের প্রাণের অন্যান্য পরস্পর প্রবীণ, সাধারণ কলম প্রবীণ খান এসেছিলে সাক্ষ্য হয়ে গেলাম। মেমন কণ্ঠে, মোকদ্দী এসেছিলেন। সেইসব খান তখন এত বেশী পাইতাম যে আমার সেই খান পরবর্তীতে পারিনি।

খান আর কলে ফুলে মহিমাপুর পরিবারের অভিযুক্ত অবস্থিতদের ও তখন মোকদ্দমার, সেই সময় প্রাণদায় খাইবার প্রাণের তাদের কথা, উপলব্ধি আমাদে পারে।

১৯৫১ সনে প্রবীণ খান আমার। তারপরই আমলো বিবাহ প্রসঙ্গে। সেই সময়ই বাড়িতে আমরে মেলে একসময় মনমীর মত পাইতো। সেই সময়ই মেম মহকুমাদের এজাসিনের মত এসেন আমাদের এক আমাতো বাড়া পরিচয় হয়। ও'র্ই বোন মৈত্রেয়ানন্দিনী যত বিবাহ বাড়ি-নিকেতনের অধীনে পড়েছিল। পরিচয়ের আমাদের বাড়িতে মাঝে মাঝে এসে বাড়িনিকেতনী পরিবেশে খান তুলেছিলেন। আমাদের ছু মেয়েকে (আমি আর সাক্ষিণী নয়!) উনি অনেক শেখালেন। বাড়ি নিকেতন ডিক্টেশনের মেম মহিলা প্রবীণ-সম্পর্কে আর মহিলা আমাদের বিবাহাদি বিয়ে অনেকবার যত করে গাইতেন। বাবা আমাদের সেই ঘরে গাইতে শেখাতেন।

১৯৪৩ সালে কুমিল্লায় সকলে আসলে বাবা গাইবার অনুরোধ ছিলেন। সেই প্রথম আমার গাইবে খানের অভিজ্ঞতা। মেজোবিদায় প্রবীণসম্প্রদায় যে মহাবীজন, যে মহাকরুণ।

তারপরের উল্লেখযোগ্য আমাদের শান্তিনিকেতনে। আমরা বলতি মহিলাশ্রী শান্তিনিকেতনে আমার পরিবেশের এবং আমাদে) পরিবেশের কাঁর খান নিবেদিতেন এবং তাঁর নামও ছিলো। তাঁর কাছে গুরুদেবের আত্মজীবনের কথা শুনে যার ইচ্ছে হয়েছিলো ওখানেই আমার শিক্ষা-দীক্ষার সমাপ্ত করবার। এবং এই প্রথম মেলায়, যা ও বাবা এসেছ দুজন।

শান্তিনিকেতনের কথিত শুরে হোলো। মৈত্রেয়ানী নিয়ে নিয়ে ভর্তি করিয়ে দিলেন। আমাদের ক্লাস নিলেন মোহরি। মেখানে আগে উনি আমার কাছে একটি খান শুনতে চাইলেন। আমি একটি ভজন শোনালাম। শোনার পর উনি খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন 'তোমার গলা ভগবানকে মনে রাখিয়ে দিয়েছে। আমেরিকার পরে প্রবীণসম্প্রদায় নিবেদিতার এবং একটি সাদা আমেরিকান গানের ভর্তিও দেবার।

শান্তিনিকেতনে হোস্টেলটি মেমন শান্তিনিকেতন হোস্টেলে আমি ভজনটি গাইতাম।

১৯৪৪ থেকে ৪৮-৪ শান্তিনিকেতনে বহু অনুষ্ঠান হয়েছিলো প্রবেশকালীনে আমি মেয়েছি। একবার মহাবীর উৎসবে প্রবীণের শোনো মোহরিলাল বহু নিমন্ত্রণে, খান গেয়ে মোহরিলাল সময় মেলে একটি অর্কিড আমাদিলো। মনে রয়েছিলো ঠিক মোহরি, খানটা উচিত ছিলো মোহরি হোলো না। কিন্তু বাইরে আমাদের সর্বপ্রথম শান্তিনিকেতন এসে প্রবীণের মনমোহন।

মেখানে। এমন খোলা গলায় গান বড় একটা শোনা যায় না। তারপরই ঘটিয়া এসে খান তাঁরিফ করলো।

তখনে পরীক্ষা হোলো। আমাদের মেয়েদের মধ্যে ভাগ্য খোলা আমি ভাগ্য হৃদয়ছিলাম মেয়েদের মধ্যে।

এরপর পারিবারিক ঘুরোঘুরির কারণে চলে এলাম। কোলকাতায় এসে কিন্তু একটিনের জন্যও গান ছাড়িনি। মোহ সম্পাদনে আমার আই ভাইবোন মিলে গান গাইতাম। পাড়ার সবলে আমাদের বাড়ির সম্পর্কে খুব বিশেষে ধারণা পোষণ করতো। মহিমাবাবু (শ্রীমহাবিদ্যা সেন) আমাদের বাড়ির কাছেই থাকতেন। আমাদের সেই সাদা আন্তরের গানে আকৃষ্ট হয়ে আমাদের বাড়ি এসে আলাপ করে-ছিলেন। তিনিই আমাদের খুই মেয়েকে শ্রীরবিবাসরে নিয়ে নিয়ে ভর্তি করিয়ে দিলেন।

শ্রীরবিবাসরে প্রথমের অধ্যাপিকা (অধ্যাপিকা) ও অন্যদের কাছে শিক্ষারম্ভ। অধ্যাপিকা আমাদের কত গান যে শিখিয়ে-ছেন তখন মেসব খানের সংখ্যালিপি, মেকর্ড ছিলেই ছিলো না। উনি খুব উৎসা-হপ্রদানের মনের ছিলেন। সংখ্যালিপি মেকর্ড গান কি করে তুলতে হয় শিখিয়ে দিয়ে-ছিলেন। আমরে খান তুলে নিয়ে নিজের মনে বাড়বার মেয়ে তার অনুকরণে নিজেই গাইতে খান করতে হবে। গানে তাল সম্বন্ধে ধারণা ঐ একটি না লাগলো কি বা লাগলো তারপরে বহু দিনের হোলো গান শুনে তাকে গাইবেদের গান বলে মেনে নেয়া ছিলো।

সেই সময় প্রোগ্রাম (ও'র কাছে খান শিখবার বলে নিয়ে বলা), রাজেন্দ্রাণী, প্রবোধবাবী ঘটিয়া, আমি সবাই মনের মতোন করে মেডিও প্রোগ্রাম দেবার। অকৃপণ উৎসাহদান সকলকে মেখানে। আমাদের গানে মেন একটা প্রবীণ প্রতি-যোগিতা ভাবতো যে আমি কোন নতুন গান গাইতে পারে।

মেসব আনন্দের দিন আর ফিরবে না বলেই তার স্মৃতি এত মেধাবিতা আমার কাছে। কলকাতার কাছে শিখবার প্রবেশের ইচ্ছা আমের গান। শ্রীরবিবাসরের প্রথম সম্পাদকমণ্ডলী উনিশ হয়েছিলো বিজনীতে। অর্চনা ও আমি মৈত্রেয়ানী মেয়েছিলাম আমি যে বাড়ী সম্ভ আমার।

সেই সময়ই শ্রীমহাবিদ্যালয়ের বাড়ি অনেই মৈত্রেয়ানী আমার শিখিয়েছিলেন ভুলে তোমার ভোলার না। মেয়ে মেকর্ড করেছিলাম শ্রীমহাবিদ্যালয়ের কথা মনে ও ট্রাসি-এ দুটি আন্তরিক গান আমার সকলে কথা তোমার শোনাতে চাই ও মনে থাকিনাই।

পরে কলাশিল্পের আকাশ থেকে অবিদ্যে আমার ডাক পড়া চাই। ১৯৪৯ সালে ইন্দিরা দেবী প্রথম এবং মেম পরীক্ষা নিয়েছিলেন। এবং সেই পরীক্ষায় আমি প্রথম হয়েছিলাম। ১৯৫০ সাল আমাদের বিয়ের বছর।

বিয়ের পর পরিবারের সঙ্গে জীবন বাড়িয়ে মেলে। মেলকাতায় এসে আর

সরাসরি আমদানি করিলাম বহু অভিনব ও সুন্দর ডিজাইন
সারংচন্দ্র—মণি কলাট—১৮৲
কনকাঁচার ইংরাজ মেয়েদের • রাজী সাহেবের ইংরাজ • ২৫৲
মেঘনাদবধ • মণি কলাট • ২৫৲
মোহন লাইব্রেরী

পোকামাকড় যে
কি তাড়াতাড়ি
বেড়ে ওঠে...ভাবতে পারবেন না!
ফিনিট
ছড়ান বাড়ীতে
নিয়মিতভাবে,
বাড়ী পোকামাকড়
মুক্ত করুন, নিরাপদ
অথচ নিশ্চিতভাবে!
FINIT
HOUSEHOLD
insecticide
FOR FLYING & CRAWLING INSECTS
POISON
HP
KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN
NET CONTENTS 1 LITRE
ফিনিট পোকামাকড়-বিরোধী
পরিবেষ্টনী
ফিনিট কিভাবে ব্যবহার
করতে হয়
ফিনিট ছড়ানোর পর ঘরে
ঢোকার আগে কমপক্ষে
১৫ মিনিট অপেক্ষা করুন।
বিজ্ঞানসম্মত ফরমুলায় তৈরী,
ফিনিট মশা উপদ্রবকারক
কীটপতঙ্গ—মাছি, মশা,
আরশোলা, ছারপোকায় মশা মশা
পোকামাকড় ধ্বংসের পক্ষে
অত্যন্ত শক্তিশালী।
অতএব, নাশ করুন সারা বাড়ীর
কীট, ছড়িয়ে দিয়ে থাকুন ফিনিট,
মশা, মাছি, আরশোলা,
ছারপোকা।
ফিনিট ছড়ান,
ওদের খতম করুন!
নিরাপদ অথচ নিশ্চিতভাবে।
HP
হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়ম কর্পোরেশন লিমিটেড

বিশিষ্টদের মধ্যেও যাঁর সহযোগিতার হাতের সঙ্গে আত্মিকের যোগাযোগ ছিলো বহু গানের মর্মে প্রবেশ করতে। সেই গান করেও এঁর গলায় তাঁরই উদাহরণ।

কখনই কোনো বড় গায়কের ছোটো গলাকে গালি দেখাতেন। আমার ছোটো শিল্পীসত্তাকে পদে পদে উৎসাহ তার ফলে কণ্ঠস্বরে বেশী কাজ করবার সেই সময়ের ভিত্তিভূমি। ১৯৫৮, ৫১, ৬০ সালে কাছাকাছি সৈলজাদা বহুদিন ধরে আমাকে ডেকে গাওয়ান। ১৯৬০-৬১ সাল রবীন্দ্র-তত্ত্বাধিকারী বছরে সৈলজাদার আসরে গেয়েছিলাম বলেই বেশ মনে পড়ে। সৈলজাদার গান গাওয়া, রেকর্ড, রেডিও সব সময়ের সঙ্গে তাল-রাখা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠত।

সৈলজাদা সংগীতে এসেছিলেন বেকারিন। কিন্তু তাঁর কণ্ঠের সাধনাকে কেন্দ্র খুলেই মনে হয়েছে। ঠিক এই রয়ে উঠেছে। কখনো তখন সৈলজাদা চর্চা ও কাউকে দেখাতেন না। অনেকদিন আমার লক্ষ্য করে আমার আন্তরিকতা বলেই ছিলেন্দ্রা হয়েই তবে নিজে গুরা সুরে করেছিলেন। বলাই না করে এ আমাকে শিক্ষারূপে গ্রহণ করেন নি। উনি আমায় বলেছিলেন আমার যে শিখতে হলে ছাত্র হয়ে নিশ্চিন্তে বিশ্বাস এবং নির্ভরযোগ্য। তোমার গলা তিনটি গুণে সম্পন্ন তা নি তিনজন ছাত্র তারপর তোমার গ্রহণ করি এবং গ্রহণ যখন একজন কণ্ঠে তোমার দেখবার ছাত্র আমার কথার শক্তির অনেক বেশী।

এটা যে ওঁর মনের কথা শুধু সেই গ্রামের কথা এ উপলব্ধি করেছি অনেক সময়ই।

সৈলজাদা স্বরকুশলী। তাই বিশ্বাস যে বিস্ময়ের উনি রাগ-রূপায়ণে যে অনেকবার দেখা করেন সেই কথা যে মেলে তাকে কাছেই আকাশবিহারী কাছে আমার হারালো যে তোরা আমার, ফিরে যাও কেন, সে আমার গোপন কথা, ভরে যায় চৈত্র সন্ধ্যারাতি ভুলি, সবার আমার, যাবই আমি, জয় যে জয়, পথে ছেড়ে ফেরেছিলে তোমার হাতের রাখী-খানি, আকাশে মই হাতে ছেলে বিলায়। আমারই রবীন্দ্রসংগীতের গান বলে যারা কাজে আসে, তাদেরও বিশেষ কি করে তাঁরা এসব আমার জন্যই গেয়েছে না। রসজ্ঞানের অভাবের বলেই যেসবের উনি এত ধার্মা দিতেন।

আমার জীবনে রাজযোটকের মত দুই সুকণ্ঠের ছোট্টো সৈলজাদা মুখের একটি কথা 'সন্ধ্যা গায়কেদের আসল জিনিসের সন্ধান পেয়েছে।' পেয়েছি কিনা জানি না তবে ওঁর মুখে ঐ কথাটি শুনে অনাবিলানন্দের প্রবাহ বয়ে গিয়েছিলো।

গীতশ্রি একটু সুন্দর হলেও প্রখর নয়। ওঁর অন্তরটাই সাঁতাই বড় স্নেহ-কোমল। যে কোনো ওঁর কাছে শিখতে গেলে উনি খুব, সৈলজাদার মতই তাকে অভ্যর্থনার বিশেষজ্ঞন। এদিকে ওঁর কোনো বৈশিষ্ট্য কোনোদিনই দেখিনি।

কোন কারণে গান ওঁর মনকে ফেলে টানে—এ সম্পর্কে উত্তরে বলেছেন ভাষা-ছন্দের সঙ্গেই আমি সুরেরেরের সম্পর্কে অনুরাগের কথা বেশী। এই প্রসঙ্গেই মনে পড়ছে হারমোনিয়ম নিয়ে সেবারই মেয়ে আমাদের সেবার আমার গান শুনে বাবাকে বলেছিলেন 'ওকে হারমোনিয়াল সব শেখানো না কেন?'

ঐ একই কথা বলেছিলেন বাঙ্গীক-দাদাই (নলিনলাল বসু) অমিল ছন্দ ও রাগী ছন্দ। রবীন্দ্রসংগীতে আমার আই-ডিয়াল ছিলেন হাসেন্দ্রবাবু। ওঁর কণ্ঠের সুরের সুক্ষ্মতা যেমন তেমনই তালের গভীরতা। আর কি রেকর্ডিংয়ের গলা! ওঁর কণ্ঠে আজি তোমার আবার চাই শুনোপাই তোমাদিন কি ফুলব? সবের মুলিন।

মনে মনে বলি, কত যদি ভালোবেসে কুলবে, গানের ভিতর দিয়ে, যদি তো যদি চিত্ত আমার হারালো তোমের আলোয়, কখন তুমি আমার, ঐ আকাশবিহারী, চিত্ত আমার হারালো যে তোরা আমার, ফিরে যাও কেন, সে আমার গোপন কথা, ভরে যায় চৈত্র সন্ধ্যারাতি ভুলি, সবার আমার, যাবই আমি, জয় যে জয়, পথে ছেড়ে ফেরেছিলে তোমার হাতের রাখী-খানি, আকাশে মই হাতে ছেলে বিলায়। আমারই রবীন্দ্রসংগীতের গান বলে যারা কাজে আসে, তাদেরও বিশেষ কি করে তাঁরা

পূর্বাচলের পানে। সন্ধ্যাতারা চেয়ে-এ জীবন উদাস-পাগল হলেন। শেষ অর্ঘ্য রবীন্দ্র-সংগীতের মন্ত্রে ভুলে নেবে বলে আমার আরতী (মিত্র)-এ সৈলজাদার জন্য। এ অনুষ্ঠানের মূলে শান্তিনিকেতনে। ওখানে একটা ধারা আমরা গান শিখতে শিখতে এ গানের সুরে, সাহিত্য সব মিলে দুয়ের আলাদা একটা বিশ্বাস ও দৃষ্টি সৃষ্টি করেছে।

জীবনে আমার যেসব যান্ত্রিকতার চর্চাটাই বেশীভাগে এ-গানকে আমার গান ভেবেই গাওয়া হয়। অনুষ্ঠানের বা রচনাকালের সামনে শান্তি আসে। কিন্তু কবির সমগ্রসত্তাটি হৃদয় ও গানসত্তার জন্য এ-দুটি অনেক বেশী আরাধ্যবস্তু। সেই জন্যই একই গান বহুবার গাই অন্য-রকমই তার মনে হয় কি একটা সত্য যেন খুঁজি। এই জন্যে আমারই লোকটাই বোধ-হয় আমার ভাবে সহজের বেশী টানে।

তা সত্ত্বেও অনেক রবীন্দ্রসংগীত দুটি গান কোন গানকেই আমি নিষ্ফল হতে দিই না। সব গানই আমি সমান শ্রদ্ধায় সঙ্গে গেয়ে থাকি।

এমন রবীন্দ্রসংগীতের আরাধনের যুগে। কেউ মানা মানবে না। কিন্তু ভবিষ্যৎ গান এখনও যাঁরা গানকে ভালবেসে গাইবেন রবীন্দ্রানুরাগী শিল্পী।

যখন ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ 'জীবনে গান' নিয়ে রবীন্দ্রসংগীতের অনেকের উপন্যাস অনুভব এ-ও দেখেছি। আবার আজ সবাই রবীন্দ্রসংগীত গেয়ে বেড়ানো নিয়ে ব্যাকুল—এ-ও ত দেখছি।

তবে এই দুটো যুগের রবীন্দ্রসংগীত শিল্পীদের মধ্যে একটা তফাৎ আছে।

তখন যাঁরা রবীন্দ্রসংগীত গাইতেন এবং আমাদের মুখেও আমরা যাঁদের পেয়েছি তাঁরা এ গানকে ভালবেসে শিখতে চেয়েছি। আমরা এখনও ভুল করি যে আরও শেখার আছে এবং এ বিষয়ে আরও চিন্তা ও অনুশীলনের প্রয়োজনও আছে। কিন্তু এখন স্বরলিপি দেখে কিছু গান শেখেই সবাই এ গানকে অর্থকরী করে তুলতে চান। তাতে সুরের কাঠামোটা মোটা-মুটি ঠিক থাকলেও তাদের বিস্তার হয় না। মুখের গভীরবোধ ভাষার আশ্রয়ে প্রকাশ-সত্তায় গায়কের মনে করলে গায়কী ঘরোয়া হয়ে যায়। পরিবর্ত পর্যায়ে কোন কিছই পৌঁছতে পারে না।

এখনও আমার মনে পড়ে আমি শান্তিনিকেতনে যাবার পর প্রথম যে রবীন্দ্রসংগীত উৎসব হয়েছিল তাতে অনুষ্ঠানটা দেখেছিল অনুভবের বেশী আমি ভোরবেলার বলে ছিলাম। সূচিতে দেখেছিল পরে যাওয়াতে। উদাত্ত সুরে সব মিলিয়ে এ সময়ে এমন একটা লাইফ সৃষ্টি করেছিল যে সারা জীবনে কোনদিন যে-সুরের এ গান ভুলতে পারব না। তবে তখন, যাহা। নিয়মিত শিল্পী জানতে না পারলে গানের সন্ধ্যা যেভাবে আবৃত্তিতা তা না। এই আকুলতাই গানকে অমর্যাদির ওপর তোলে।

সন্ধ্যা সেন

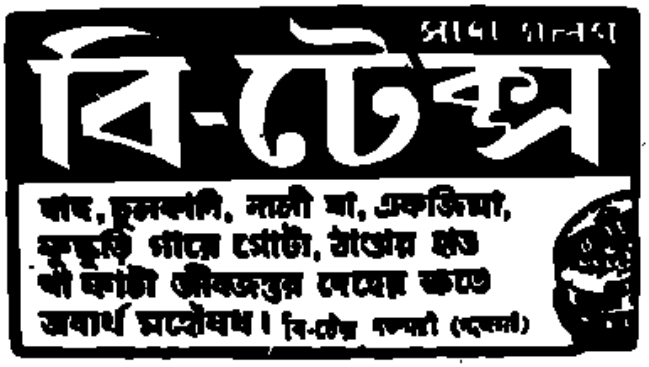

গোধূলিয়া

নিমাই ভট্টাচার্য

— ছেচল্লিশ —

কথা-পনের মিনিটের মধ্যেই তৈরী হয়ে বাড়ীতে বেরিয়ে পড়লাম। গাড়িতে না দিয়ে না দিতেই সেবী বলেছে, ট্রেনের সময়টা আমার!

আমি হাসতে হাসতে বললাম, সব কাজের পরে না বাড়তে না বাড়তেই সব কিছু তাড়াতাড়ি হওয়ার জন্য কথা বলতে শুরু করেছ।

তাই নাকি?

তা না হলে হঠাৎ এখন কী ট্রেনের সময় চেকলে?

আমার মত সামান্য লেখকরা বাড়ীর বাইরে বেরুতে পারলেই ট্রেনের সময় দেখে।

সত্যিই থাকলেই কি তোমার ধনিষ্ঠা হয়ে যায়?

এমন হয়।

কেন?

তাড়াতাড়ি ট্রেনের সময় দেখে নেওয়ার মধ্যে একটা নিশ্চিন্ততা অনুভব করো।

কথাগুলো ঠিকই। ট্রেনের সময় এখন একটি নিশ্চিন্ত। তোরবেলার কাজকর্ম হাতে নিয়ে সেদিনের ঘর গুছিয়ে নিয়ে যখন পাখিরা বেরিয়েছিলেন, তখন যখন বিশ্বনাথ আর ছিলেন সেবী তখনও এমন ভাব ঢোকে পড়ত-এটা করে সবকিছুর সুষ্ঠু ব্যবস্থা নিয়ে বাড়ী ফিরেছেন অনেক অংশেই। দু' ঘন্টে ঢুকুল নিশ্চ করে উনার পূর্তি করে তবে এখন একটি, বিশ্রামেন। গাড়ীর কিছু লক্ষ্য নিয়ে ভাল করে জানতাম ঘরের এমনও অনেক আছে। এই পরিবেশে বাবার চলা-ফেরা-আড্ডা-গল্প, অফুরন্ত-অফুরন্ত, পড়াশুনার পড়িয়ে, ও) সন্ধ্যার পড়িয়ে দেওয়ার আগে হাতে এমন কিছু কাজ করে বিশ্রাম নিতেন। এমন কি রান্নাঘরেও চায়ের ব্যস্ত এখন একটি, বিশ্রাম নিচ্ছে।

এই নিরুম পরিবেশ ছিন্ন করে পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে আমি ওর দিকে তাকিয়ে বললাম, তোমার ব্যস্ত সময়ে সব অভ্যেসই একটি পরিণতির জন্যেই তোমার।

ঠিক কিন্তু তাদের কাছে নয়।

তোমার নেই?

আমি হাসতে হাসতে বলি এর পর তোমার কাজে তোমার কর্তব্যের নেই।

সেবারানী মেঘ গম্ভীর একটি উদাসীন করে আমার দিকে তাকিয়ে বললো, যা, কি বলবো না।

কেন?

তোমার সঙ্গে বেড়াতে যাচ্ছি; তবু, বলবো কর্তব্যের নেই?

আমি কোন জবাব দিলাম না। বাকি পথ তেমন কোন কথা এলো না। ট্রেনের সময়ে পৌঁছে বললেন উনিময়। ট্রেনের সময়ে শুরু, কারণ কিন্তু শুধু আমি চুপ করে রইলাম। কিছুক্ষণ সেবী বেরুল না কথাও একটি, পরে জিজ্ঞেস করল, তোমার কি শরীর খারাপ লাগছে? উত্তরের অপেক্ষা না করেই ও আমার কপালে হাত দিল।

আমি একটু গম্ভীর হয়েই বললাম, তুমি সেই তোমার সেবা করতে হবে না।

আমি যদি তোমাকে সামান্য সেবা করতে হবে না।

কি করে জানলে?

আমার দিকে না তাকিয়েই সেবী গম্ভীর হয়ে বললো আমার মন কাঁদে, বিশ্বাস সেবার সাহস তোমার নেই।

আমি স্তম্ভিত, হতবাক হয়ে ওর একটা হাত ধরে বললাম, কি বললে!

ঠিকই ত শুনেছ। আবার শুনতে ইচ্ছে করছে?

আমি ওর দিকে তাকিয়েই দৃষ্টিটা দৃষ্টির দিলাম। সেবারানী অন্যদিকে মুখের দিকে তাকিয়ে দৃষ্টি অন্য দিকে সে সুখে আমি। অন্তর্যামী।

সেবী।

বলো।

তুমি ও আগে কিছুই...

আমেরিকার ছেলেরা কিন্তু কথা বল করেও সেবা পর্যন্ত বলতে পারি নি। উনা দৃষ্টিতে এদিকে তাকিয়েই সেবী আর হাতের উপর হাত রেখে আমার, ব অন্যায় হয়ে গেছে। তুমি আমাকে ক্ষমা—

কি আজকালকে কথা বলছ?

সত্যি কথা, এভাবে তোমাকে আ ঠিক সেবা ঠিক হয় নি।

ট্রেনের ছুটেছে। আশে-পাশে অন্য আ কত কাছে। কত সেবারানী, কত গাড়ী-মে কিন্তু কিছু সেবারি না। সেবারে পারছি। কিন্তু বলতে পারছি না।

সেবী হাতের আমার হাত ধ পর হঠাৎ মনে অন্যকথা মনে হলো। এ হলো, এ পর্যন্ত আমার অপেক্ষায় ছে নেই' তাহলে তোমার কথা মনে হয়ে।

হঠাৎ আমার কথা কেন মনে হ

তা বলতে পারব না; তবে মনে হ তুমি তোমার আমাকে ঘরে টেনে নেবে।

সিদ্ধিকও তোমার আপন মনে হ না?

ছাড়া নিশ্চয়ই আপন ত কিন্তু এ সময়ে তাঁকে আপন মনের এ কথা আমার।

তবুও মোহ থাকবে এমন কথা মনে হয় কি?

না।

কেন?

অমৃতের কাছে এই ছিল, সেখানে যা কিছুর হওয়া চাই। কখনো কোনো কিছু চায় নি।

বছরের আগে কথা, সাধু, ঘাটু এবং আরো অনেক পুণ্যার্থী যখন ঈশ্বরের দেখা পেয়ে ঈশ্বরের মধ্যে বিলীন হয়ে যাচ্ছিলেন তখন অমৃতের মনে কিন্তু কোনো মোহ ছিল না। তারপর অনেক ঘুরেছে সে পথের কাছে, এসে দাঁড়িয়েছে সন্ন্যাসীর সুরক্ষিত আশ্রয়ে তখনও সে মোহ করে নি। একটিবার ঐ পথ সন্ন্যাসী ওকে ডেকে কথা বলে গেলেও সে ঈশ্বরের সান্নিধ্যের আশায় ঘাটল না। আজ এ বয়স পর্যন্ত প্রতিটি মুহূর্তে সন্ন্যাস নিয়ে তাঁর সেবা করার পরই ঈশ্বর নিজেকে আরো ঈশ্বরিণ্যের এক অপরূপ রূপের আভাস দেবার জন্যে ওকে লোভের সামনে পাঠালেন এবং সেই অবিশ্বাস্যরূপী বৈশাখী পূর্ণিমার রাতেই ঈশ্বর মোহি নষ্ট করলেন। তারপর পরিবর্তন

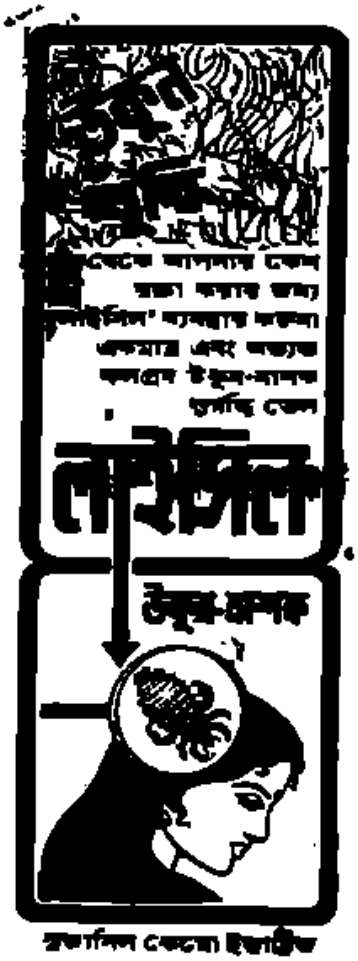

সুরক্ষিত রাখে ডেটল ইন্ডাস্ট্রিজ
আমেদাবাদ. ভিয়েনাবাদ.
পুনা-১১৩
SUPERSOAP

ওকে ভালবাসল বলে ঈশ্বরকে ভালবাসা ঐ সব সন্ন্যাসীর সামনে অপরাধ প্রবণতার মতো ধরতে লাগল ওকে।

আমরা চলার পথে ওটাইয়ের সেই ঘটনাটার কথা ভাবছি। প্রবৃত্তির মধ্যে থেকে নির্বাসন নেওয়ার আগে কিন্তু ওকে অনেকটা উদাসীন হয়ে গেল। মনের মধ্যে সব ছিন্না-ভিন্নতা হিসেব-নিকেশ উলট-পালট একাকার হয়ে গেল।

বাঁশু বাড়ী ফিরবে?

কেন?

অনেক দুর্বলতাই ও লুকিয়ে রাখতে পারি নি কিন্তু আরো দুর্বলতা প্রকট করা কি ঠিক হবে? চলো বাড়ী ফিরে যাই।

আমি প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে বললাম ওর ফিরে যাবার দিক থেকে ভাবিয়ে মনে, ওকে ফেরে আনাব না, না হয় না।

না কথা কেন? চলো ফিরে যাই।

ঐ একটিবারে ডাকিয়ে থাকতে থাকতে খুব আস্তে আস্তে বললাম, সে আর সম্ভব নয়।

সম্ভব নয় কেন?

ঘটনাটা মনের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে বললাম হয়তো দেবী অর্ধাঙ্গিনীর একান্তের ওকে ওর মা ফেলে যাবার কিনে ফেরার কিন্তু এখন আর সম্ভব নয়।

তুমি সাঙ্গা আমার সঙ্গে সাজানোর ছলে?

আমি একটু হেসে বললাম ঘটনাটিকে না ঘাওয়া পর্যন্ত তোমাকে ছাড়ছি না।

দেবী কণ্ঠ ভার করে বললে উঠল, এসব আজেবাজে কথা বললে আমি একদম শুনব না।

এই টানা ঘোরে ঘোরে আমাকে কী মনে হচ্ছে? সাধি আমাকে ভুলতে পারবে?

দেবী কোন জবাব দিল না। কিছুক্ষণ পরে বললে ভুলতে পারব না ঠিকই কিন্তু এভাবে ঘনিষ্ঠতা ও থাকতে পারি না।

কেন?

ঘটনার পেছনে যিনি পিছনে না তবে সবাই আমাদের এই নিয়ে অপরাধিতা-প্রবণতার ঘনিষ্ঠতা কিন্তু আমরা যে এত কিছু মোহ ছুঁয়েছি, তা ও কেউ জানবে না।

তবে না জানিয়েও কাল কাটানো।

তবে এ ঘনিষ্ঠতা বজায় রাখতে পারব।

কোন অধিকারে?

তোমাকে ভালবাসি বলে।

দেবী একটু হেসে বললো, শুধু ভালবাসার অধিকার নিয়ে এত ঘনিষ্ঠতা আমার দ্বারা সম্ভব নয়। আমাকে এই ঘনিষ্ঠতার পরিণতি ভাবতে বলছ?

ভালবাসার অধিকারেই মানুষ মানুষের কাছে আসে। আমিও আসব।

ও একটু অন্যমনস্ক হয়ে হেসে আমায় বললো বাঁশু, তুমি নিশ্চয়ই একটু বিদ্বান্। বিদ্বান্, বোকা না।

কেন?

আমার এত বিশ্বাস সংসার তোমার ঘনিষ্ঠ হবার একটা সীমা আছে। ও বাড়ী আজ রাতে কাল বিদি যাও সেলে তুমি কিন্তু আমার কাছে আসবে।

যদি যাও যাবার পর তুমি আপত্তি করলে আসব না।

আমি আপত্তি না করলেই তুমি আসতে পারবে?

একদম যাব।

যেদিন খাবী যা ঘটবার ঘিরে আসবে যা আমিই তোমাকে আসতে বলব।

আমি হঠাৎ কোন জবাব দিতে পারলাম না।

দেবী বললো, আমাকে তার পরিবর্তে কখনও ভুল হবে না।

কেন?

তুমি দেবতা হতে পারো কিন্তু আমি ত সাধারণ মানুষ। আমি যদি আমার আশা-আকাঙ্ক্ষাকে ধরে রাখতে না পারি?

আমি আমার চুপ করে রইলাম।

ঘন্টা দুয়েক পর দেবী বললো, বাঁশু, তুমি এবার ভালভাবে ফিরে যাও। আর এখানে এসো না।

আমাকে ফিরে ফিরে আসতে এভাবে টেনে আনলে কেন? কি করলাম ছিন্ন এ-ঘনিষ্ঠতা করার? কেন বার বার ওভাবে আমার কাছে এলে....

বাঁশু, বলেছি ত আমার অনেক ভুল করেছি।

ভুল করলে আমার কেন কিন্তু ভুল হয়ে যায়।

তোমার এভাবে ভুলে সারিয়ে নিয়েই ও সারাজীবন ধরে তার আসতে হবে।

তার আমার কি লাভ?

লাভ নেই জানি কিন্তু একটা সোনার, একটা ভুল করেছি বলে কি সারাজীবনই ভুল করতে থাকি তুমি সে ভুলের মাশুল দেবে?

সাক্ষীরা এসে গেছে। টিনা ব্যানার্জি মাথা নীচু করে নিঃশব্দে সামনে দাঁড়াল। তুফান তাকাল কিন্তু অপরাধের কোনো রূপ বা মনোভাবটুকু বিচার করতে পারল না। সবুজ ঘাসের এক জোড়া জুতো চুপ করে বসলাম। সেনা বুঝে ঠাঁই ঠাঁই মুখে রেখে আপন মনে একটা লম্বা সিগারেট ধরিয়ে ফেলল। দুটি ঘাসের টাপর আলতো ঘিরে ছিটিয়ে পড়েছে। এইভাবেই অনেকক্ষণ কেটে গেল। হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললাম চল বাড়ী যাই। সেনা কোন কথা না বলেই উঠল। ধীরে ধীরে নিঃশব্দে বাইরে এলো। বসলাম উঠলাম।

সারারাত ধরে কালী মাইল ঘোরাল ট্রেন। বলা বাহুল্য সেদিন ঘিরকাদার পাশাপাশি একটা কিন্তু কেউই কোন কথা বললাম না। গোহাটিতে নেমে পরে আমি বললাম, তুমি বাড়ী চলে যাও। আমি একটু ঘুরে আসছি।

বাগানবাড়ীতে সবার মধ্যে উত্তেজনা ছড়াতেই সেনা বলে বসলো, আমি যাচ্ছি।

আমি কোন কথা না বলে রিকসায় চড়ে বিমল বন্দ্যোপাধ্যায় বাড়ী চলে গেলাম।

সমস্ত ঘুম ধরে ও শরীরের ক্লান্তি ঘুচিয়ে এখনও গোধূলির আলো ছড়িয়ে আছে। একটা রিকসা ডাকি। স্যারের আলো জ্বলছে দেখে সাহস পাই না। একটু ইতস্তত করে, পাঠ দেয়। তোয়ালে খানা কাঁধে ঝুলছে, কোথাও প্রয়োজন যাওয়ার। ওকালতিতার মত এক এক জন মক্কেলের পাঠ পড়েন। যার কথা প্রথমে এসেছিল তারা পরিপাটি সাজে-গুজে ঘরে বেরোচ্ছেন প্রথম শৌখা ঘরে ঢালীর দোকা ফরছেন। আড়ালে এক মহা ফেলেছেন। নিচুক ঠাণ্ডাপানি দুটি প্রবিক-ওবিক ঝাঁকড়ে মাটির ঘরে। আমি চুপ করে একটু নিরিবিলিতে বসতেই কানে এলো—

প্রথম প্রশ্ন কুশলাদি, অন্যান্যদের কথা, প্রাথমিক বিশ্লেষণ।

এ সব সাজার ঘরে ইতি নিশ্চিন্তে সাজে তোমা-বিনা আর প্রয়োজন।।

সে প্রশ্ন পালিত সর্বশে সংগঠন ঠাকুরের ঘাঁটি পাল্টা পাল্টা চল তৎপরতায়।

তাঁহার সকল কাজ সারারা মাঝে মাঝে আমাদের কর পুঁজিকায়।।

মনে মনে হাসি। ভাবি কাজেই মনোনয়ন—নাটা কেবল অন্যের নিন্দে সেখাইতেছেন—তুফানের দিকে তাকিয়ে ভাবি কাজ করে সেবকদের লক্ষণ, সহ্য করিতে পারা ঔষধের লক্ষণ, কর্ম ভোগ অর্থাৎ লক্ষণ।

মনোযোগ আর লাগাতে পারি না। মনে মনে ভাবিলাম আপন মনে বসে বসে কার কি ব্যাখ্যা করি। হঠাৎ অন্যমনস্ক ভাবে বেরিয়ে পড়ি। বেড়াতে বেড়াতে বাড়ির কথা, মোচার তরকারী বা সন্তানসন্ততির ছোট পত্রবধূর কথা মনে পড়ে, ভাবলাম।

এগারোটা বেজেছে যখন ঐই সেনা ফেরেনি বোঝাতে কিন্তু সাত তলে এসব সাক্ষীরা কোনদিন ফেরেনি, ভাবিও নি। কাল আসবে তিন-চার বোতলের কমে কিছু ফুরোবে না।

তুমি ও শুয়ে পড়ে কিন্তু আমাকে ও নিজের চোখে দেখতে পাচ্ছে, বিভিন্নরা বিভিন্নরা ভয়গুলো কিভাবে তোমার দুর্বলতার পথে নানারকম বাড়ী বাড়ী আকার-গুলোর সামনে ঘুরে বেড়ায় আর তুমি কথায় কথায় হি হি হা-হা করে তা তুমি জানতে পারবে না।

আমার আর ঘুমের কথা মনে রইল কাল। পুরোই সর্বাঙ্গ জুড়ে আছে। না জানি কেমনে কি হবে।

আবার বড় সোজা ও তিরিশ বছর আগে প্রথম সন্তান প্রসব করেছিল কিন্তু তার মাতৃত্বটা আর চল-চল ভাব দেখলে মনে হতো। জানি সেটা ঠিক কিন্তু.....

আর ভাবতে পারলাম না। উঠে জল খাওয়ার পরলাম। ওতেও কি শান্তি পায়! অবাকের একদল পুরোনো আকাশ দুরন্ত পরিবেশ পরিবর্তন প্রকাশ করে। সন্ধ্যা করতে না পেরে উঠে পড়লাম কিন্তু শু পা এগোতে না এগোতেই 'সমীর' বলে ডাক। আমার মনের সমস্ত শক্তি এক করে ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞাসা করলাম, ফিরে তুই এখানে কি করছিস?

কি আবার করব। এমনি এলাম, চলে গেছি।

কিন্তু এই ত শুনলাম তুই আর সবাই সাক্ষীদের নিয়ে ভোরে ফিরে যাবে।

একটা সাপ্লাই দিতে এলাম।

সেনা এখানে?

বাড়ী গেছে।

সমীর মুখ ঘুরে কিছু ভেবেছিল ওকে বললাম, তোর শরীরটা এমন কেন মনে হচ্ছে?

আমি তোকে জিজ্ঞাসা করলাম, কেমন দেখাচ্ছে?

তোকে কেউ কিছু বলেছে?

না মা, কেউ কিছু বলেনি।

তাহলে এমন সন্তানের মতন কথা বলছিস কেন?

এবার আমি সমীরকে একটু কাছে ডেকে বললাম, আমার কিছু হয়নি, আর সেনা না ফেরে তুমি আমাদের সঙ্গে থাকতে চেষ্টা করো।

রাতে থাকিস না।

আর কথা সমীর, আমি কাল সকালে চলে যাচ্ছি।

কালই?

হ্যাঁ সমীর। ঘরে অনেক কাজ আছে। কিন্তু তুই যে বলেছিলি দাদার কাছে দু-একটা আমার পত্র থাকবে।

আমি ত আমার আনিনি।

কবে?

দু-এক মাসের মধ্যেই।

বাবি হঠাৎ মারা যাই?

আমি ছেলের মত সমীরকে গলা জড়িয়ে মুখের কাছে টেনে নিয়ে বললাম, অমন কথা বলতে পারি না কিন্তু তুমি নিজেই আমাকে অমন কথা বলতে দেবে না।

কিন্তু...

আমি চকিতেই সমীরের মুখের উপর একটা হাত আলতো করে রেখে আমলাম তোর কিন্তু নয় সমীর। কারুর কোন কথা কোনদিন শুনতে চাইনে।

সে সান্ত্বনায় কি প্রমার হবে?

হবেই। তুমি দেখে নিও।

সমীর আবার একটা দুই মাস দেখলো, আমার মনের মত।

না সমীর আমি একটু এধার যাবো। এই জানালাম।

মুখটা ফেরাবার সময় চোখে কণা ও নজর ফিরিয়ে আসার পরই আমি।

সমীর চুপ করে রইলো।

একটা কথা বলবে সমীর?

বল।

তোমার মুখে চোখে ছবির ছবির ভাব দেখে মনে হয় তোমার নিশ্চই মনে কিছু হয়েছে, তাই না?

সমীর মাথিয়ে চুপ করে নিজেকে সামলে নিয়ে ও ওর স্বভাবের মত ধীর গলায় বলেছিল।

সমীর ওর কথা বলতে না। কিন্তু আমাকে একটুও ভিজে না বুঝতে দেয়ার প্রবল চেষ্টা করছিল। একটু পরে নিজেই সামলে নিয়ে বলল, একটু ভাবে ভিজে গেছে।

(ক্রমশ)

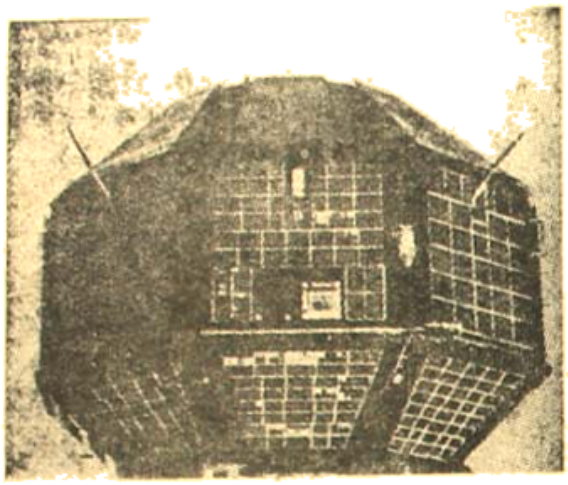

*আর্যভটের প্রথম বার্ষিকী
*বিদেশী পক্ষী গবেষণা প্রকল্প
* বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস
*আদিমতম মানুষ

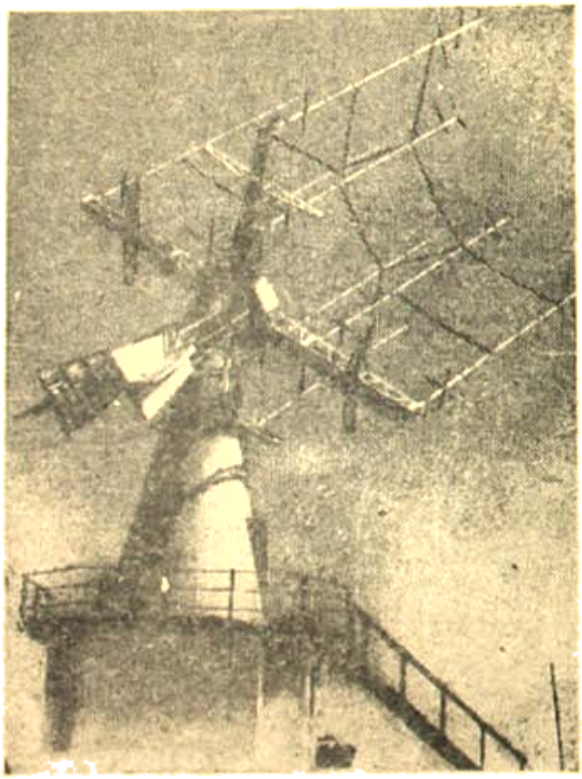

ইন্টারকসমস রকেট বাহক। এই রকেটের সাহায্যে ভারতের প্রথম উপগ্রহ আর্যভট্টকে মহাশূন্যে পাঠানো হয়েছিল

ভারতের তৈরী প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ আর্যভট্ট গত প্রায় এক বছর ধরে পৃথিবীর চারদিকে আবর্তিত হচ্ছে। সোভিয়েত রাশিয়ার সাহায্যে এই উপগ্রহটি উৎক্ষিপ্ত হয়েছিল ১৯৭৫ সালের ১৯শে এপ্রিল তারিখে। আর্যভটের আগের প্রথম বার্ষিকী উপলক্ষে কিছু লেখার কথা মনে ছিল। কিন্তু লেখা হয়ে ওঠেনি।

৩৬৪ কিলোগ্রাম ওজনের এই উপগ্রহটির পরিকল্পনা ও নির্মাণের সঙ্গে যাঁরা সংশ্লিষ্ট রয়েছেন তাঁরা সকলেই ভারতীয় বিজ্ঞানী। তাঁদের বয়স ২৫ বছর থেকে ৪০ বছরের মধ্যে। সকলের শিক্ষা ছিল না এমনটি নয়। তাঁদের অনেকে ভারতীয় উপগ্রহ বৈজ্ঞানিক প্রকল্প (আই এস এস পি) বাস্তবায়িত করেছেন। প্রকল্পের এই ভারতীয় বিজ্ঞানী অধ্যাপক এন পাল ও অধ্যাপক ইউ রাও-এর তত্ত্বাবধানে।

১৯৭২ সালের মে মাসে যখন সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজ্ঞান আকাদেমি ও ভারত সরকারের ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থার (আই এস আর ও) মধ্যে ভারতের উপগ্রহ সম্পর্কে চুক্তি সম্পন্ন হয় তখন ভারতে এজন্যে-প্রস্তুত জোগে প্রস্তুতিই ছিল না—না জোগে গবেষণা কেন্দ্র, না জোগে এজন্য প্রশিক্ষিত বিজ্ঞানী। কিছু-না-থাকা অবস্থা থেকে সব কিছু গড়ে তুলতে হয়েছে। প্রকল্পের ডিরেক্টরকে স্থাপিত হয় এক পেল্লায় জমির ওপরে—বাঙ্গালোর থেকে কিছু দূরে পিন্যা নামের জায়গায়। আই এস এস টি-র এই ছিল সূত্রপাত।

তখন সবকিছুর আগেই স্থাপিত হয় বিজ্ঞানাগারের দপ্তর ও ইলেকট্রনিক সরঞ্জামের এবং সঙ্গে সঙ্গে ধাতবিদ্যা সরঞ্জামের ও মেকানিক্যাল পরীক্ষাকার্য চালাবার বিভিন্ন ব্যবস্থা। সবকিছু প্রকল্পের বিশেষজ্ঞদের হাতে তৈরী এবং তার মধ্যে অনেক কিছুই সম্পূর্ণ নতুন করে উদ্ভাবিত। উপগ্রহের ওজন ভারকেন্দ্র ইত্যাদির পরিমাপ নেবার জন্য অসাধারণ কিছু যন্ত্রপাতিও তৈরি করে নিতে হয়েছে।

একই সঙ্গে চলছিল ট্রিভান্দ্রমের উপগ্রহ রকেটের জন্য কৃত্রিমপৃথিবির উপগ্রহ নির্মাণের কাজ। মহাকাশ গবেষণা

নয়, তাকে বলা হয় ট্রোপিওস্ফীয় ক্ষমাণ্ড স্ট্রাটিফিয়ার মেসোস্ফীয়ার—সেটা নির্ভরতের ব্যাপার।

বলা বাহুল্য এই সমস্ত কাজে সোভিয়েত বিশেষজ্ঞদের সহায়তা এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে কিছুটা সাহায্য অবশ্যই নেওয়া হয়েছিল।

তাছাড়া এই প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহে আছে ১২,০০০ ট্রানজিস্টর ও সিলিকন ইলেকট্রনিক ব্রেন, ১৮,০০০ সৌর সেল, ২৩,০০০ বিভিন্ন সংযোগ এবং ৭ কিলোমিটার তারের যোগাযোগ।

কক্ষপথে আর্যভটের অবস্থানের ৬ মাস পার হওয়ার ১১৭৩ সালের ১১ ফেব্রুয়ারির তারিখে, এই সমস্ত ব্যবস্থাই আর্যভটের জন্য নির্ভরতের প্রধান প্রধান কর্তব্য সম্পাদিত হয়ে গিয়েছিল।

তবে তখনো সর্বপ্রধান কর্তব্য ছিল ভারতীয় বিশেষজ্ঞদের অভিজ্ঞতা অর্জন। এই সর্বপ্রধান কর্তব্যটিও সুসম্পাদিত হয়েছে বলা চলে—কেননা ইতিমধ্যে দ্বিতীয় কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণের আয়োজনেও হাত পড়েছে। ১১৭৮ সালের গোড়ার দিকে ভারতের দ্বিতীয় কৃত্রিম উপগ্রহটি উৎক্ষিপ্ত হবার কথা, তবে এবারও সোভিয়েত ইউনিয়নের কোনো উৎক্ষেপণ-কেন্দ্র থেকে সোভিয়েত রকেটের সাহায্যে।

ভারতের দ্বিতীয় উপগ্রহ থেকে প্রধানত পর্যবেক্ষণ করা হবে বায়ুমণ্ডল থেকে পৃথিবীর উপরিভাগ। অর্থাৎ, বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও ক্ষতিকর তথ্য সংগৃহীত হবে পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য জলাশয়, বরফাচ্ছাদিত সমুদ্রের উপরিভাগের অবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কে। এই সমস্ত তথ্য ভারতের আবহাওয়ার পক্ষে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

বিদেশী পক্ষটী অবশ্য প্রকল্পন সম্পর্কে পার্লামেন্ট আকাউন্টস কমিটির আপত্তি

পরে ২৫শে মার্চ তারিখে লোকসভায় পার্লামেন্ট আকাউন্টস কমিটি রিপোর্ট (২০০তম) পেশ করেন তাতে ভারতের স্বাধীনতাকে এই বলে অভিনন্দন করা হয়েছে যে পার্লামেন্ট আকাউন্টস কমিটি তার ১৮৭৩ম রিপোর্টে ভারতের গবেষণা-প্রকল্পে বিদেশী যোগাযোগ ও সহযোগিতা সম্পর্কে যে-সমস্ত সুপারিশ করেছিলেন সে-ব্যাপারে যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে। পাঠকদের স্মরণ থাকতে পারে, পার্লামেন্ট আকাউন্টস কমিটির এই ১৮৭৩ম রিপোর্ট ও সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে আমরা এই বিভাগে কয়েক দফায় বিস্তৃত আলোচনা করেছিলাম।

১৮৭৩ম রিপোর্টে এই কমিটি বিদেশী দের সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত ভারতের কয়েকটি গবেষণা-প্রকল্প নিয়ে মোটামুটি উল্লেখ প্রকাশ করেছিলেন। যেমন, কমিটিটি উল্লেখ করা চলে—এদেশের প্রকল্পসমূহ নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প, যেমন আহমেদাবাদ ফিজিক্স লেবরেটরি সোসাইটিতে অনুষ্ঠিত পদার্থ বিদ্যা ও জীবাণুবেধন সম্পর্কিত অনুসন্ধান প্রকল্প ও জীবাণুবেধন সম্পর্কিত অনুসন্ধান প্রকল্প, যেমন হায়দ্রাবাদের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউট্রিশন পরিচালনায় উৎস-[illegible] সম্পর্কিত গবেষণাকার্য, পরমাণুর অভ্যন্তরীণ ক্রীয়াকলাপ কর্তৃপক্ষ প্রকল্প, ভূমি ইনস্টিটিউট বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতায় কলকাতার ও নাগারজুনায় অনুষ্ঠিত কয়েকটি গবেষণামূলক প্রকল্প। রিপোর্টে বলা হয়েছিল, এই সমস্ত গবেষণা, অনুশীলন, পরীক্ষানিরীক্ষা ও প্রকল্পের ফলাফল এখন যে তা থেকে সন্দেহাতীত ভাবে এই ধরনের এবং প্রতিরক্ষা বেসামরিক শিল্পোন্নয়ন বিষয়ের ব্যবহৃত হতে পারে।

কমিটি তার ১৮৭৩ম রিপোর্টে কয়েকটি সংস্থার নাম সুপারিশক্রমে উল্লেখ করে কোনো কোনো গবেষণাগারের প্রকল্প সম্পর্কে যোগাযোগ সম্বন্ধে প্রকাশ করেছিলেন। এমনি একটি সংস্থা হচ্ছে কলে ন্যাশনাল ফিজিক্স লেবরেটরি। বিশ্ব শান্তির সংস্থার (কলকে এইচ ও) সহযোগিতায় এই লেবরেটরি বায়ুমণ্ডল পার্শ্বি বিষয়ে যে গবেষণা চালিয়েছিল তার ফলাফল কমিটির হাতে, যোগাযোগ সম্পর্কের বিষয়।

অভিযোগ করা হয়েছে, বায়ুমণ্ডল পার্শ্বি বিষয় গবেষণা চালিয়ে লেবরেটরি ও সংস্থা যে রিপোর্ট প্রস্তুত করেছিল তার চারটি কপি সরকারি পাঠানো হয়েছে অভিযোগ বন্ধুরাষ্ট্রের সরকার বাহিনীর গবেষণাগারে ইলেকট্রনিকের কাছে, তবে তাদের গবেষণা সম্পর্কে কোনো রিপোর্ট আসেনি।

অতএব, সন্দেহ থাকছেই, বিশ্ব শান্তির সংস্থার উদ্দেশ্য নিয়ে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। সোসাইটির সঙ্গে বিশ্ব শান্তির সংস্থার সহযোগিতার উদ্দেশ্য কি এই যে বায়ুমণ্ডল পার্শ্বি প্রকাশ ভারতে সোপনীয়ভাবে চালানো করা যায় কিনা তা পরখ করা? ভারতে বায়ুমণ্ডল পার্শ্বি প্রকাশ রোগ-জীবাণু ছড়ানো যায় কিনা তা জানার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমর বাহিনী যে আগ্রহী হবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

এখন অভিযোগ পুলের তাইরাস রিসার্চ কেন্দ্রের বিরুদ্ধেও। এই সমস্ত গবেষণার এই কেন্দ্রেরও সহযোগিতা ছিল এবং তাতে বন্ধুরাষ্ট্রের কয়েকজন বিজ্ঞানীও যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় কেন্দ্রটির বিজ্ঞানীরা বিষয় নেবার সময় সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রও আনেনা হয়ে গিয়েছেন।

অভিযোগগুলো তীব্র হয়েছে, কমিটি তাই গভর্নমেন্টকে সংশ্লিষ্ট অভিযোগ তদন্তিকরণ, প্রত্যেকটি অভিযোগ নিয়ে তদন্ত করা হয় ও যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়।

কমিটি তার রিপোর্টে আরো একটি গবেষণা-কেন্দ্রের বিষয় উল্লেখের সঙ্গে উল্লেখ করেছেন। এটিকে বলা হয় ডেকানের নিয়ন্ত্রণ কমেডা কেন্দ্র, গবেষণার স্থান পশ্চিমঘাটের সাতারাহিত এলাকা। প্রজেক্টগুলো বলতে নিয়ন্ত্রণের ফলে কোনো গুরু উল্লেখ এই গবেষণাটির নেই, এ-বিষয়ে নিশ্চিত হবার প্রয়োজন আছে।

পরিশেষে কমিটি একটি সুচিন্তিত মন্তব্য রেখেছেন। কোনো গবেষণাগারের গবেষণার বিদেশীর সাহায্য গ্রহণ করার আগে কতটা দেশ উচ্চ পর্যায়ের বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে পরামর্শ করে নেওয়া উচিত সে-সম্পর্কে কমিটি সুচিন্তিত মন্তব্য করেছেন।

বিশ্ব শান্তি সংস্থা

৭ই এপ্রিল তারিখে বিশ্ব শান্তি দিবস পালিত হচ্ছে। এই উপলক্ষে ভারতের শান্তি ও প্রগতির পরিচালনায় কারা তা সকল মিত্র জনসাধারণের উদ্দেশে একটি আবেদন প্রচার করেছেন। আবেদনে বলা হয়েছে, মানুষের দৃষ্টি ফিরে যাবে এবং মানুষের মধ্যে সেবার ভাব জাগাতে হবে—এই কর্তব্য-পালনের সময়ই সেই আত্মনিয়োগের আহ্বান। বিশ্ব শান্তি দিবসের এই আবেদনের সঙ্গে আমরাও বিশেষের যোগ করছি।

কর্তব্যটি যে গুরুতর তার সম্বন্ধে কিছু তথ্য উপস্থিত করতে চাই।

বর্তমান ভারতে অন্তের সংখ্যা একটি লক্ষেরও অধিক। আমার ধারণা এদের লক্ষেরও অধিক—অন্ধদের কিছু এর কোটি। এই সমস্ত লক্ষের মধ্যে পঞ্চাশ লক্ষের অন্তর্ধান করা চিকিৎসার নিরাময় করে পারে। এই সংখ্যা লক্ষ হচ্ছে সম্পূর্ণ অন্ধ, তা ছাড়াও আরো আংশিক অন্ধ- ছানিতে যাদের দৃষ্টি যায় তাদের সংখ্যা হয় কোটি। এদেরও লক্ষ কিছু অন্ধ হচ্ছে অপারেশন করলে। আমেরিকার অবজ্ঞার সাথে ভারত পরিদর্শনের একটি সমীক্ষার প্রকাশ পেয়েছে, সেখানে যাবার বয়স হয়নি এমন শিশুদের মধ্যে ১৪,০০০ ছেলের অন্ধত্বের কোনো না কিছুটা নিরাময়ের অবস্থায়।

কর্তব্যটি গুরুতর আরো এ-কারণে যে অবহেলারও সীমা থাকা উচিত বলে মনে করা দরকার। এখনো ৩ পঞ্চাশটি চিকিৎসার মধ্যে লক্ষ লক্ষ মানুষ চোখের দৃষ্টি ফিরে পেতে পারে।

আমাদের দেশে এখন চক্ষু ব্যাঙ্ক হয়েছে কিন্তু চক্ষু দান করার চোখের এখনো একান্ত অভাব। এমন কর্ণিয়াও আছে যে বিশেষ ব্যাঙ্ক থেকে চক্ষু কর্ণিয়ার এ-দেশের ব্যাঙ্কের দৃষ্টিহীন রোগীদের হয়েছে। অথচ দুর্ভিক্ষের এক ব্যাঙ্কের ব্যাঙ্ক যায়, হাজার সোয়াশো কিলো কথা চোখের হয় কিন্তু হচ্ছের পর চক্ষু দৃষ্টি হয় অবশ্য কথা কর্ণিয়ার অবস্থায় হচ্ছে কেউ তা জানে না। ব্যাঙ্কনেয়ার চক্ষুদানের কিন্তু অভাব নেই। কিন্তুবিদ্যাত কর্ণিয়াবিজ্ঞানী অধ্যাপক হে বি কম হাজার এ-কথাই বলে গেছেন, তিনি বলে, দৃষ্টি চক্ষু মৃত সম্পূর্ণ পরীক্ষাটি অভিজ্ঞান গবেষণার কাজে ব্যয় করে দিয়েছিলেন।

কর্ণিয়ার ব্যাঙ্ক

কর্ণিয়ার সাথে চোখ জানা গিয়েছে, পূর্ব আফ্রিকার সাথে মহীয়ান লক্ষ মানুষ সাহায্যের জন্যে হাত বাড়ায়। সাহায্যের মানুষ যে এত প্রচণ্ড হতে পারে সেটা আগে জানা ছিল না।

চক্ষুদানের ব্যাপারে এই কর্ণিয়া আবিষ্কার হচ্ছে ভালোনিয়ের। আবিষ্কার করেছেন প্রখ্যাত প্রত্নবিজ্ঞানী ও ইংরেজী মার্কি ফিকী। তিনি এখন এগারোটি ব্যাঙ্কের

...

...

...

পুনশ্চ

সেকালের চিকিৎসক যে অল্প-স্বল্প ওষুধ বৈদ্যক হিসেবে নাড়া দিক থেকে তার ব্যবহার পাওয়া যায়। তাঁদের ব্যবহৃত ও সংগৃহিত দামিক পরিচয় পাওয়া যায় তাঁদের অধিকাংশ নিবন্ধ-প্রকাশ ও ব্যবহার বিষয়-বস্তু থেকেও তা প্রমাণিত হয়ে থাকে। উক্ত সাময়িক পত্রিকার ২য় বর্ষের আষাঢ় (১৩২৩) সংখ্যা থেকে আমরা দেখতে পাই 'পাশ্চাত্য পাঠক দৃষ্টি আকর্ষণের প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়ে চলেছে। তাদের মধ্যে একটির নাম অনুচিত্ত সৌকর্য এবং অন্যটির 'চিকিৎসক'। এছাড়াও আয়ুর্বেদীয় অনুসন্ধানাগারের অন্যান্য প্রবন্ধাদি ও সাধারণ আর একটি উল্লেখযোগ্য রচনা।

আমরা পূর্বেকার অংশে উক্ত মূল্যবান নিবন্ধের সম্পূর্ণ অংশটি দু' কিস্তিতে সংখ্যার ক্রমানুসারে প্রকাশ করব। আশা করি সমধর্মীদের পুনরুত্তর সম্পর্কে প্রবন্ধের যে ছিন্ন মত পোষণ করেন এই নিবন্ধ তাঁদের উপর আলোকপাত করবে।

সেকালের সমধর্মী

পরলোক পরমাত্মীয় সমধর্মীর প্রতি বন্ধুই সহানুভূতিশীল ছিল। সমধর্মীদের মহিমা বর্ণনায় বৈদ্যক কবি গাইছেন—

'সমধর্মী যেমনার চিকিৎসক নাই,
যাহে অবতীর্ণ ছিল ধন্বন্তরি গোঁসাই।

সমধর্মী সম্পর্কে যে বর্ণিতে পারে
এক মনোযোগে সব লোক স্থান করে।
'ঔষধ বৈদ্যে এক জাতি লক্ষ লক্ষ,
সমধর্মী বাহিনীপাতে সবে প্রধানক।
সবে মান্য সমধর্মে কবি সবে কয়,
যাহাকেও অবজ্ঞা করে কেহ করে।
পূজা সেবা বিশ্বে সেই প্রবন্ধীগণ যায়,
সমধর্মীর পড়ি সেই বিদ্যাগুরু পায়।
যত দুর্দিনেতে সমধর্মীও সুখ দিবে,
যার কাল যায় বন্ধু বান্ধবের মনে।।

(ঐ ভূত—আ)।

কবি কর্তৃপক্ষের শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য - চিকিৎসক প্রবন্ধ, সেকালে ইহাই অনুসরণ করিয়া চলা হত, কেবল একটিমাত্র বাহুল্য ভূষণ ছিল। আত্মপ্রশংসা ও পরনিন্দা। চিকিৎসা ব্যবসায়ে অনেক যোগ্যতাসম্পন্ন সমধর্মীদের সেকালের সমাজের বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র হয়। কবির ভাষায় বলা যায় বিদ্যা ও হাতযশ যার যত বিদ্যার পরীক্ষিত, সমা জগতীয় অনুসন্ধান তাহার কবিত এবং সমা শ্রেণীর মধ্যে সমধর্মীদের আদর ছিল যে। রাষ্ট্রীয় সমাজের ও ভদ্রশ্রেণীর সমধর্মীদের সম্মান পাওয়া যায়।

কবিরাজের চিকিৎসার সময় সমধর্মীর সমধর্মী উপস্থিত থাকা একটি রীতি ছিল। কবিরাজ চিকিৎসক ও সমধর্মী ধন্বন্তরি গোঁসাই সমধর্মীদের সম্পর্কে বলেছেন—

'সমধর্মী যেমনার চিকিৎসক নাই,
যাহে অবতীর্ণ ছিল ধন্বন্তরি গোঁসাই।

সমধর্মী সম্পর্কে যে বর্ণিতে পারে
এক মনোযোগে সব লোক স্থান করে।
'ঔষধ বৈদ্যে এক জাতি লক্ষ লক্ষ,
সমধর্মী বাহিনীপাতে সবে প্রধানক।
সবে মান্য সমধর্মে কবি সবে কয়,
যাহাকেও অবজ্ঞা করে কেহ করে।
পূজা সেবা বিশ্বে সেই প্রবন্ধীগণ যায়,
সমধর্মীর পড়ি সেই বিদ্যাগুরু পায়।
যত দুর্দিনেতে সমধর্মীও সুখ দিবে,
যার কাল যায় বন্ধু বান্ধবের মনে।।

(ঐ ভূত—আ)।

কবি কর্তৃপক্ষের শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য - চিকিৎসক প্রবন্ধ, সেকালে ইহাই অনুসরণ করিয়া চলা হত, কেবল একটিমাত্র বাহুল্য ভূষণ ছিল। আত্মপ্রশংসা ও পরনিন্দা। চিকিৎসা ব্যবসায়ে অনেক যোগ্যতাসম্পন্ন সমধর্মীদের সেকালের সমাজের বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র হয়। কবির ভাষায় বলা যায় বিদ্যা ও হাতযশ যার যত বিদ্যার পরীক্ষিত, সমা জগতীয় অনুসন্ধান তাহার কবিত এবং সমা শ্রেণীর মধ্যে সমধর্মীদের আদর ছিল যে। রাষ্ট্রীয় সমাজের ও ভদ্রশ্রেণীর সমধর্মীদের সম্মান পাওয়া যায়।

কবিরাজের চিকিৎসার সময় সমধর্মীর সমধর্মী উপস্থিত থাকা একটি রীতি ছিল। কবিরাজ চিকিৎসক ও সমধর্মী ধন্বন্তরি গোঁসাই সমধর্মীদের সম্পর্কে বলেছেন—

সমধর্মী যেমনার চিকিৎসক নাই,
যাহে অবতীর্ণ ছিল ধন্বন্তরি গোঁসাই।

সমধর্মী সম্পর্কে যে বর্ণিতে পারে
এক মনোযোগে সব লোক স্থান করে।
'ঔষধ বৈদ্যে এক জাতি লক্ষ লক্ষ,
সমধর্মী বাহিনীপাতে সবে প্রধানক।
সবে মান্য সমধর্মে কবি সবে কয়,
যাহাকেও অবজ্ঞা করে কেহ করে।
পূজা সেবা বিশ্বে সেই প্রবন্ধীগণ যায়,
সমধর্মীর পড়ি সেই বিদ্যাগুরু পায়।
যত দুর্দিনেতে সমধর্মীও সুখ দিবে,
যার কাল যায় বন্ধু বান্ধবের মনে।।

(ঐ ভূত—আ)।

কবি কর্তৃপক্ষের শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য - চিকিৎসক প্রবন্ধ, সেকালে ইহাই অনুসরণ করিয়া চলা হত, কেবল একটিমাত্র বাহুল্য ভূষণ ছিল। আত্মপ্রশংসা ও পরনিন্দা। চিকিৎসা ব্যবসায়ে অনেক যোগ্যতাসম্পন্ন সমধর্মীদের সেকালের সমাজের বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র হয়। কবির ভাষায় বলা যায় বিদ্যা ও হাতযশ যার যত বিদ্যার পরীক্ষিত, সমা জগতীয় অনুসন্ধান তাহার কবিত এবং সমা শ্রেণীর মধ্যে সমধর্মীদের আদর ছিল যে। রাষ্ট্রীয় সমাজের ও ভদ্রশ্রেণীর সমধর্মীদের সম্মান পাওয়া যায়।

কবিরাজের চিকিৎসার সময় সমধর্মীর সমধর্মী উপস্থিত থাকা একটি রীতি ছিল। কবিরাজ চিকিৎসক ও সমধর্মী ধন্বন্তরি গোঁসাই সমধর্মীদের সম্পর্কে বলেছেন—

সদ্য প্রকাশিত

স্বাধীনতা সংগ্রামে নারী-সমাজের সক্রিয় ভূমিকা
ও ত্রিপুরার চাঞ্চল্যকর অবদানের অজানা ইতিহাস :

বিপ্লবীর স্মৃতিচারণ ৮·০০

(অখিলচন্দ্র নন্দী)

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশার্স কোং প্রাঃ লিঃ

১৫ শ্যামা প্রসাদ মুখার্জী রোড কলিঃ-২৬

অঙ্গনা

ভারতীয় মাতৃপরিষদের সম্মেলন

সম্প্রতি ১৮ ও ১৯ মার্চ ভারতীয় মাতৃপরিষদের মহিলা শাখা—ভারতীয় মাতৃ পরিষদের এক সম্মেলন ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন হলে-এ বিশিষ্ট হিতৈষী মহিলা ও বহু সাধারণ ভদ্রমহিলা ও ছাত্রীর উপস্থিতে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের সভানেত্রী প্রখ্যাত লেখিকা ও বিশিষ্ট সমাজসেবী শ্রীযুক্তা সেলেনা দাস। তাঁহার অভিভাষণে তিনি ভদ্রমহিলাদের আহ্বান জানিয়ে বলেন — আমরা নারীরা যে কাজ সুরু করেছিলাম, আমরা মহিলা এসে এ কাজ শেষ করব। আমরা ভাবে নিজ স্বাধীনতা বিকাশ করার জন্য।

অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে রাষ্ট্রপতি, উপ-রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর সহ বিশ্বশান্তি প্রসঙ্গে সম্মিলনের উদ্বোধন করেন শ্রীযুক্তা মেনা গুপ্তা। সভায় সভানেত্রীর প্রতিনিধিত্ব করিয়াছেন শ্রীযুক্তা আশালতা দেবী মহিলা আন্দোলনের মুখে নারী সমাজের কর্তব্য সম্বন্ধে। বিশিষ্ট সমাজসেবী ও শিক্ষাবিদ প্রাক্তন অধ্যক্ষা শ্রীযুক্তা হিরণ্ময়ী দেবী স্বাধীনতা সংগ্রামের মূলের কথাই শ্রীযুক্তা বীণা দাস ভৌমিক) ও বিশিষ্ট লেখিকা শ্রীযুক্তা নীলা মজুমদার মাতৃপরিষদের পক্ষ থেকে স্বাগত জানান হয়।

সভানেত্রীর উত্তর শ্রীযুক্তা লতিকা দেবী বলেন—আমাদের দেশের মেয়েদের অনেকদিন পথে অন্তরায় ছিল। কিন্তু আজ সে বাধা দূর হয়েছে। তাই 'মহিলাসংঘের মেয়েদের দেশ ও জনগণের সেবা ও কল্যাণের কাজে এগিয়ে যেতে হবে।

আশাপূর্ণা দেবী বলেন—মেয়েরা সমাজের পরিত্রাতার রূপে সমাজে পরিচিতা। এই মেয়েরাই ধর্ম মেয়েদের সম্মানিত আসনে সম্মানিত করেন তখন নারী জাতির অন্তরাত্মা প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে। সে সঙ্গে নারী চরিত্রের দৃঢ়তাও প্রকাশিত হয়।

অন্তরের ডাকে সাড়া দিতে ত্রুটি করেনি—কিন্তু অন্তরের মোহমুক্তি হয়নি। তবে দেশের মানুষকে দিয়ে ভালবাসবার এইটাই আজ সবচেয়ে বড় কথা। স্বাধীনতা আমরা পেয়েছি—কিন্তু আমাদের স্বপ্নের ভারত আজও সার্থক রূপ পায়নি। তাই দেশ সেবার অনেক পথই বাকি আছে—বলেন শ্রীযুক্তা বীণা দাস।

লীলা রায় বলেন—বাংলা ভাষাকে খুব ভালবাসি। তাই নিজস্ব ভাষা ছেড়ে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভাষা ভাষার প্রাচীর গড়া করিবে। প্রবন্ধ ইত্যাদি অনুবাদের ভাষায় বিভিন্ন অনুভবী ভাষায় করে পৌঁছে দিতে পারলে বাংলাভাষার বিশ্বসভায় প্রতিষ্ঠা হবে।

সভানেত্রীর ভাষণে ডঃ রমা চৌধুরী অসমী ও জনসাধারণ মুখের ব্যাখ্যা করে বলেন যে মৈত্রিক ও সামাজিক মূলে ভারতীয় মহিলাদের একসঙ্গে করে রাখা হয়েছিল এবং তাদের ব্যক্তিত্ব কিছুটা অবলুপ্ত ছিল এর কারণ পরিচালনা আইনের ও দেশে অন্তর্বিপ্লবের ফলে নারীর স্বাধীনতার হস্তক্ষেপ করা হয়েছিল। মনু স্মৃতিতে নারীর অধিকারে নারী যে স্বাধীনতার ভোগ স্বাধীনতা নেই। তবুও মহিলারা যা ছিলেন তাদের অধিকাংশ সমাজের অবিসংবাদিনী ছিলেন। মনুর দ্বিতীয় অধ্যায়ে ১৪৫ নং শ্লোকে আছে এমন আচার্য হলেন উপনয়নের সমান। একজন পিতা একশো-জন আচার্যের সমান। কিন্তু একজন মাতা এক হাজার পিতার চেয়েও বড়। মনুর তৃতীয় অধ্যায়ে ৫৬ থেকে ৬০-এর শ্লোকে নারীকে সমাজে সম্মান করে তাদের পূজা হয়। স্ত্রীলোকের অসম্মান করলে দেবতাদের পূজা ব্যর্থ হয়। তিনি একটি কথা উল্লেখ করে বলেন—ভারতীয় নারীর আদর্শ তার মাতৃত্বে। মাতৃত্বের প্রকাশ নানান আঙ্গিকে। তিনি বলেন সুস্থ সন্তান-সন্ততির জননী হলেই মাতৃত্বের স্বরূপ হয় না। মাতৃত্ব প্রকাশের জন্য চাই দৃষ্টি সুখ—সাম্য প্রীতি মৈত্রী ভাগ ও সেবা। তারিখার ভারত গড়ার কাজে সন্তানদের উপযুক্ত করে গড়ে তোলার জন্য তিনি মায়েদের কাছে আবেদন জানান।

সভায় অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন শ্রীযুক্তা সুরেন্দ্রা বাকসারা ও আই ডি সিং প্রমুখ। নানা সুন্দর প্রসঙ্গে এবং সম্মেলনের বিভিন্ন কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করেন ও উহা বহু শ্রীযুক্তা সতী সিনহা প্রতিমা গানগুপ্ত গীতিকা মৈত্র রেণু চৌধিক রেণুকা বসু বীণা ঘোষ মৈত্রেয়ী বসু প্রভৃতি।

সভায় পরলোকগতা ইলা পাল চৌধুরী সম্বন্ধে নীহার কমলা দেবী হরেন্দ্রনাথ বাসন্তী দেবী বেলা হক অপর্ণা দেবী নিরুপমা ঘোষ কমা সেনী সেনগুপ্তা বিদুষী সুহাসিনী গঙ্গোপাধ্যায় প্রভাবতী দেবী সরস্বতী সরোজকুমার মিত্র শৈলবালার মুখোপাধ্যায় কবি প্রসিডেন্সান প্রতিভাময়ী ঘোষ প্রভৃতি অনাদি মিত্র রাজকুমার চক্রবর্তী অমল হোম কালিদাস রায় বিজয়রত্ন মজুমদার কবি নিত্যানন্দ কানুনগো অমিয় চক্রবর্তী অমিয় চক্রবর্তী (বাংলাদেশ) অমিয় গুহ প্রভৃতির বিশেষে প্রস্তাবগুলি নিলেন করে একটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে ছিল একটি উপভোগ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। মাতৃ-পরিষদের এই সম্মেলন উপলক্ষে বিশিষ্ট মহিলাদের সমন্বয়ে একটি মনোরম স্মারক পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

অঞ্জলি চৌধুরী

আই ডি সিং বীণা দাস আশাপূর্ণা দেবী লীলা রায় এবং রমা চৌধুরী

খুনের পর

সতী গঙ্গোপাধ্যায়

ঘড়িতে দু' দু' বার টাকা দেবার পরও নন্দী ব্রাদার্সের খেয়াল হল সুদেষ্ণার। চিন্ময় তো একদিও ছিলেন না। দোলাই বেচে যাঁরা কলকাতায় তাঁদের তো আর সকাল সকাল ফেরার কথা। সুদেষ্ণার সঙ্গে একসঙ্গে ঘরে ঢুকে বসে পড়ল।

ঐতিহ্যের ঘড়িটার আমাদের দিয়ে বাইরের জগৎ সম্বন্ধে সচেতন করিয়ে ছিল সুদেষ্ণা। সাড়ে পাঁচটা বাজতে একে মাইলখানেক যেতেই সন্ধে ঘনায়। তখনই চিন্ময়ের ফেরবার কথা। রাতে কখন ফোন করে বেরিয়েই তার স্কুটারের আওয়াজ শোনা যায়। সন্ধেবেলার জন্যে তিনিটে তারার মত ঘড়ির ধ্বনি এসে আর কোন অনুভূতিকে ছুঁতে পারছে না। সুদেষ্ণা তাই অস্থির হয়ে উঠছে।

সুব্রত বলল, ব্রত তাহলে কি আছে? চিন্ময় তো নিখোঁজ নয়। সুদেষ্ণা উত্তর দিল না, বলতে চায়। তুমি ভদ্রমহিলার সঙ্গে। এখানকার ফুলোরা জানে না।

সুব্রত সুদেষ্ণাকে আশ্বস্ত করে। তাই। আগে কলকাতা ছাই নিয়ে ছিল। এক বিপদ্ধিতে। আজই সকালে কলকাতার এজেন্ট ফোন করে।

সুদেষ্ণার কথার মাঝখানে থেমে গেলেন। বলল, তুমি কি ভেবেছিস পুলিশে খবর আমি তাদের কাছে মাথা-মোটা নিয়ে? আরে! সন্দেহ করতে আমাদের এখন বাকিও হয়ে গেছে যে খুনের ব্যাপারে এসব ঘোর হয় আমাদের পুলিশের হাত থেকে ছোটাই পাবে না।

সুব্রতের চুপসে উত্তর সুদেষ্ণা পালটা চিন্ময়ের ব্যবসার সাম্প্রতিক অবস্থার কথা। ঠিক ব্যবসাক্ষেত্রে নয় খুনটা পারিবারিক মনোমালিন্যের নিয়ে। চিন্ময়ের কাছে মাসে এক হাজার টাকা তাদের পেনশন ছিল। যাদি সুদেষ্ণা এসে সে নির্বিঘ্নে ব্যবসা করতে পারবে। তেমন কোন অসুবিধা হলে এখানে তার পিসেমশাই দিকে দাঁড়াবে। এমনকি সন্ধে হয়ে কাজকর্ম গুটিয়ে তারা এসে সন্ধেটা থেকে যেতে পারে। প্রায় সব ব্যবসায়ীকেই এই ধরনের সঙ্গে করতে হয়েছে। টাকার অঙ্ক কোথাও বেশী, কোথাও কিছু কম। কিন্তু চিন্ময় কম বয়সে নিজে গড়া ছেলে। অন্যদের বাঁচল তাই নিজেই। এই ছেলে নির্বিঘ্নেতে আসে সাইলেন্স আসবার সময় সমস্ত গোছানোর কাজ সুদেষ্ণাকেই তুলে ধরে ছেড়ে ছিল। সাধারণ ছেলে। সুদেষ্ণাকে একা এসে করেছিল চিন্ময়। অন্য যে ভাই।

আর মজুমদার ভেবেছিল এত বেশী টাকা ছিল যে ওরা খুঁজতে পারেনি। ও মুখের দিকে চেয়ে মুখের মিটিমিটি শান্ত প্রকৃতির ছেলে। ইচ্ছা হয় সাইকেল থামিয়ে ওর সব-কিছু জানতে। কিন্তু তাড়া আছে। ওকে ফিরে যেতে হবে। সে তাড়া হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। তবুও প্রথম মুখোমুখি বলল, কি ব্যাপার, আমাদের কথাটার কি হল?

মুখের অবাক হয়ে বলল, কি কথা?

সহসা মুখে আঁধার নামল।—, ঠাঁই পর্যন্ত তাকে আজ নে।

সত্য বলছে? মুখে, যাও সাথি? কি কথা মুখের পারল না?

মুখের ভাবা একটি বেশী বয়সের গাড়োয়ানী মেজাজের একজন লোক একটি ভাড়ার গাড়িতে ছিল। সে এদিকে এসে মুখের ভাল করে লক্ষ করতে করতে বলল ভাইয়া, দেখছি যে। এটা তো আমার ভাই। তোমার নাম কি?

তার সর্বাঙ্গে জলে উঠল মুখের। বলল, পথ ছাড়ো। কি ব্যাপার তোমাদের আমার নামে?

জোরালো একটা হাত তার কাঁধে হাত রেখে বলল মুখোপাধ্যায় বলল, খোকা মিছিমিছি তত সহজে কারো পথ ছাড়ে না। আগে বল।

মুখের একটু ভয় পেয়েছে মনটা ঝলসে গেল। কিন্তু তখনই মুখের মুখের পারে কিন্তু তত বড় বিপদ পড়েছে। চিন্তাকে সে অনেক বাড়িয়েছে। কিন্তু এদেরকে সে ছেলে নে। ভাল, বলবে বলে দেন। তবে এদের সঙ্গে আলাপ নয়। তাছাড়া আজ রাতে হাজার টাকা নিয়ে মুখে অনেকেই কলা দেখাবে। তার চেয়ে। এদের সঙ্গে পড়ে এদের বাই মেরাপের ছেলে বাবসা আমার আছে উঠল। একটু ভেবে মুখের বলল, সেইজন্য চিন্তা হচ্ছে, বলবো। না জানি কি আবার বাধিয়ে বসে আছে। মুখের বলল, প্রায় লম্বা হাতের চলল। চল, বরং ওকে একটু বোঝা করে আসি।

মুখের ও মুখের যখন সবজমাধারে পৌঁছালো তখন অনেকটা নিরুদ্যম। দোকানপাট প্রায় সবই বন্ধ হয়ে গেছে। দু-একটা বিড়ির দোকান খুলে খোলা। চিন্তাদের দোকানের সামনে গিয়ে দেখা গেল দোকান বন্ধ। মুখের বলল অবশ্যই এলাম সন্ধানে। ও নিশ্চয়ই আজ রাত্তায় বাড়ী চলে গেছে।

মুখের অন্বেষিতের চোখে একটু দেখে বলল, দোকানের সাটার নামানো, কিন্তু তালা দেয়নি কেন?

দোলির সাটার তুলে মুখের দোকানের ভিতরে তাকাল। মুখের ভাবটা অন্যরকম। তারপরই অন্ধকারে আবর্জনার স্তূপে পড়ল। ছেলেরে চিন্তাদের নিষ্প্রাণ অবস্থায় দেহটা পড়ে আছে। মুখের মাথাটা ঘুরে গেল। কিন্তু তারপরই তৎক্ষণাৎ স্থির করে সাটার নামিয়ে দিল। বলল, মুখের, এখন ছেলেমি পড়বার সময় নয়। হেডমেডে পাবলিস আসার আগে এটা। কিন্তু প্রমাণ করা মোটেই সহজ নয়। কাজেই এখন আমরা ঠান্ডা মাথায় কর্তব্য স্থির করতে হবে।

মুখের একটুক্ষণ চিন্তা করল। তারপর ট্রানজিস্টারটা তুলে নিল। মুখের এতক্ষণে মুখ খুলল। বলল, না মুখের। পুলিসকে জানিয়ে বিপদই হবে না। পুলিসকে কি করে ঠান্ডা মিথ্যে হবে, এরা তা জানে। এর তুলনায় অন্যরকম দেখা। তাতে তবে ও-ও জড়িয়ে যাবে। তাদের ছেলে জানাবে।

মুখের বলল, তা জানি। তবু খবর তো দিতেই হবে।

পুলিসকে খবর দিতে ফিরে এসে মুখের মুখোমুখি বলল মুখের, ছেলেকে একটা কাজ করতে হবে। আমার একটি কথা তোমার ছেলেরটা জানি নে। পুলিস এসে বলবি, দুই-ই চিন্তার। ছেলে জন্য ভাল ছিল, তাই মুখের এতক্ষণের জন্য ছেলে বাড়ীতে আটকে বসেছিল। তখন তাকে ফোন করা হয়।

পুলিস এলো। মুখোপাধ্যায় এসেছে বলে লম্বা চওড়া ছেলে। কিন্তু বয়স পঞ্চাশ পা ছেড়ে। পর্যবেক্ষণ প্রকৃতি হয়ে গেল একটিমাত্র জন্য দোকানে ঘরে মুখের ঘরে ইচ্ছে গিয়েছে।

ফিরে ঘরে মুখের পর মুখোপাধ্যায় ছিল মুখের ছেলে আসতে বললেন। মুখোপাধ্যায়ের ব্যাপারটি ও আলাপের জন্য কাজে বিল না। মুখে মুখোপাধ্যায়কে দোপাধে ছিল, নিয়মিত দিতে বলা। ছিলেন দোকানে বেল বন্ধ। মুখের মুখোপাধ্যায়ও আছে। মুখের মুখোপাধ্যায় ঘরে ছেলে। মুখোপাধ্যায় পর ওকে আবার মুখোপাধ্যায় বলল। হাত আঙুলের আঘাতগুলির ছাপ ছিল ছিল। কিন্তু মুখের ভাব কষ্ট ছেলে মিছে মোজাসেই করে ফেলে। একই ভাবে আবারই সহযোগিতা চাইতে এসেছে। মুখোপাধ্যায় মুখোপাধ্যায় মুখোপাধ্যায় এসেছে।

মুখোপাধ্যায় বলল। হাত একটি পরই ছাড়ে মুখোপাধ্যায় সাটার ধীরে ধীরে আবিষ্কারী উপর উঠল। মুখোপাধ্যায় মুখে ফুল তুলেছে। খোলা ভিন্ন। মুখোপাধ্যায় মুখোপাধ্যায় ভাবে একবার ভিতরেটা দেখে নিল। তারপর দেখাদিয়ে মুখোপাধ্যায় ভিতরে চোকার সাটার নামিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। মুখোপাধ্যায় স্থির দৃষ্টিতে তাকে লক্ষ করছিল। আবার সামনে এসে দাঁড়াল। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তার দিকে একটুক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর তার পকেটই সতরঞ্চের উপর বসে পড়ল।

তাই বলি, আমার এত বড় ভুল হোলো কি করে? হাসতে হাসতে বলল খোকা, মা—পুলিসকে বেশ ঘোল খাইয়েছ তো! মোলায়েম বলে দিলে চিন্তার ছেলের। হা-হা-হা-। কথাটা বলেই তৎক্ষণাৎ গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল। তারপর আবার একটু কড়া চোখে তাকাল।

খবর হয়ে মুখের বলল কি ভাই তোমরা? কেন ঐসব মুখোপাধ্যায়?

হাসিতে হাসি ধরে উঠল খোকার। বলল কাজে ঠাঁইয়ের প্রয়োজনে। তোর চোর বলল, সকালে এলাম তুমি সাথি চিন্তার কিনা। কিন্তু কথা খোকা মিছিমিছি ঠিকানা ছাড়া-টুই কথা নয়। একটু থেমে আবার বলল, এবার কাজের কথাটা বলে নেই।

তোমার সঙ্গে ছেলে কথা নয়, হাসতে হাসতে মুখের বলল, বেরিয়ে হাত তুমি এখন খাও। ছেলেদের কাছে তার দিয়ে তাদিয়ে খোকা বেশ আমি বাড়ি করল যাও। এটাও তবু ফুরোতে নিশ্চয়ই।, কিন্তু, নাম হবে না যায়। একটু-লোক তুমিও যাবে। তেমন ফল হবে না। আমার ভাবিস।

মুখের বলল, আর না ছেলে ওরে খুনে ফেলল তুমি। কথাটা শুনে খোকা কি যেন ভেবে নিচ্ছিল হচ্ছিল, এমনিভাবে বলল, আমার

বিনা অস্ত্রোপচারে
অর্শের
জ্বালা-যন্ত্রনা
থেকে
দ্রুত আরাম
পেতে হলে
হ্যাডেনসা
মলম
ব্যবহার করুন!

কথা বলা। রাগ জোরো না ভাই। ও বিষের জোরেই অমন্তো হয়েছে। ছেলে ঠেলাগাড়ি ঠেলিয়ে যায়, আর বোকা মিস্তিরের তাকে ছেড়ে কেবল এ কি ভাবনা হতে পারে? ওকে বলবার এসো একটা ছড়া বলা যাক। তা হলে কি-না, ভেরোপু, মন্ত্রটা আর মারক দিয়ে যাব ওকে মেরো। তাহলেও আমি ওকে কেন মাইনি বুঝলি? শুনু, তার আগে অন্তত একটা ছড়া বলিয়ে নিয়ে বলবার এখনও বড়ো কম। তেল বেশী টাকাও নাই নি। মাসে মাহিনা নিলেই ওকে ছেড়ে দিতাম। তা-ই কলম তোমাদের উপরি লভ্য সম্ভার গাঁটি পাই বলছ। কিন্তু তাহলে হয়তো ঘরে থাক, উপরি আমার মধ্যে এক ঘুষি বসিয়ে দিল। বল, এর পর কি আর ঠেলার থাকে?

তাই বলে তুমি ঘুষি মারবে?

তেল তত্ত্ব মর্মাহত হওয়ার এমনি সরে গেলো কলল, রাগে আমার তখন জ্ঞান ছিল না রে। কখন বেরোল হল বেখবার সব শেষ হয়ে গেছে। —যাকগে যা হবার হয়ে গেছে। তবে এটা ঠিক ওর বদলে তুই থাকলে এমনটা হতো না—এখন বল তুই উঠে কিন্তু গাড়ী।

শুনুর হাসমুখে বলল, একটি পয়সা, এবং না আমি।

তেল ফোন নিশ্চয় অনেকের মুখে কথা শুনেছ, আর বয়স্ক কেউ থাকলে সেই অনুযোগনা উপাত্তোলা করবে, বোকা মিস্তিরের সম্বন্ধে মনে, হাসি সেখে তখন তাই মনে হওয়া স্বাভাবিক। সে আর একটু এগিয়ে গেল মেয়েদের গলায় ওপর ঘণ্টেই স্বাদলে বলিয়ে নিয়ে বলল, ৭১৭৩ টেলার আছে—এ্যাঁ? তুই তো একটা পারবা রে। তোর জন্য তো মোরাও লাগবে না।—তারপর উঠে দাঁড়ায় বলল, তাহলে ঐ কথাই রইল। সাতই এক হাজার মোবাইল মধ্যে বার্ষিক। চলে—।

কথাটা শেষ না করেই ধড়ফড়ে এগিয়ে গিয়ে মাটি ধরে সাইকেল তুলতে গেল বোকা। ঠিক তখন হঠাৎ পিছন থেকে গম্ভীর কণ্ঠে শোনা গেল, ব্রাদার্স আপ।

ঘাড় ঘুরিয়ে কারণ পরিচয় জানবার আগেই বোকা উঠতে না বোকা। সাইকেল তোলা হোল না। কিসে পড়িয়ে অবাক হয়ে বলল, তাঁ বাবা ?

বিজনবাবুর টাইপের একটা মেয়ের দাঁড়িয়ে ছিল বছর। বোকা সেটা দিয়ে বসল বাই কিন্তু বাপের দৃষ্টি ছেলে বলল, এই মিস্তিরের কথা শোক অমন্তো মেয়েদিন বলিল কি তো মিলন ?

ব্রাহ্মণ সে কথার কোন উত্তর দিল না। ধমক তোল তুলে নিয়ে একটা ব্যাগার ভাবল করল, হ্যালো, হিমমন্ত্র ? —ব্রাহ্মণের সাকসেসফুলে, সাথী এক ঘণ্টার—দি বুইক। একটা অসুক হলেও ওরের কিন্তু, ওরে বলা ওরে ছুল না বোকা মিস্তিরের। সে হুকেশবরে বলল, আমাকে আপিসাধার কি আমিসের আগে আপনার যাবাই? যাবেনকেন মেয়েছেন? কথাটা শেষে চলে যাবার জন্য উঠে দাঁড়াতেই বোকা মিস্তিরের হাতে এগিয়ে তার সামনে এসে দাঁড়াল। মাঝে মাঝে তেল পুরুষটি বলল, এক না এগিয়ে যে) সেখ কম মেয়ে। সাধারণত অনেকে কণ্ঠস্বরে এমন কিন্তু, কিন্তু না বোকা মিস্তির অন্যান্য করতে পারল না। সে ওরকে ধরেই তুমি সম্বন্ধ বলল, ঠিক আছে, তেল মেয়ে কত বড় মিস্তি হয়েছে তুমি। কাল সকাল ৮টা মিস্তি আসবেন। ঠিক এমন সময় সাইকে গাড়ীর আওয়াজ শোনা গেল। ব্রাহ্মণের সাইকে তুল মিল। সাধারণ বলার ও সি ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের ডিরেক্টর, সঙ্গে ও সহকর্মী কনস্টেবল এসে ঢুকেছেন।

হাতে হাতকড়া লাগানোই বোকা ঝাঁসা হোল, তার কে কেন এরকমই করা ? ও সি, বলবেন, সেটা আপনার সোজাই জানতে পারবে।

ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই ছোট্ট ঘটনা সেদিন অনাদরে লোকে লোকারণ্য। বোকা মিস্তিরের ঔদ্ধত্য ও নিষ্ঠুরতা অনেকে দেখে থাকে। সাক্ষ্যই ছিল না যে ওকে আইনে ঝুলানো অসম্ভব পরিণামের সেই। কিন্তু যখন পাবলিক প্রসিকিউটার কলকাতে করা হোল কাছির আসামী সাক্ষ্যদের তুলে বোকার বিরুদ্ধে মুখের দিকে তাকিয়ে মুক্তকণ্ঠে মারা হোল।

অমৃত সম্পর্কে

অমৃত-র (২রা এপ্রিল ১৯৭৬) সংখ্যাটি (মানব বসুন্ধরা-র আশা) খুব ভালো লাগলো। আর, মোহনবাগান দল-র সম্পর্কে-কৃত কৃষ্ণচন্দ্রের একটি চারুলতাকে লেখা ছিল ছোট্ট একটি মূল্যবান আলোচনা। পড়তেই আশা রাখবে।—অমৃত-র আগামী সংখ্যাগুলি ও অন্যান্য লেখাগুলি প্রকাশ করবেন, এবং আমাদের মতো সাধারণ পাঠককে উৎসাহ দেবেন।

পরেশ চন্দন
বারুইপুর,—৭৪৩৩০২
২৪ পরগণা

সাহিত্যের নেপথ্যে

ছেলেবেলা থেকে বোলপুরেই নিজের চারপাশ ও সাহিত্যিকদের সম্পর্কে আগ্রহ ছিল। তাদের সম্পর্কে কিছু জানবার, তাঁদের লেখার সম্বন্ধে আলোচনা ও সমালোচনা পড়বার জন্য অমৃত পত্রিকার সঙ্গে পরিচয় হয়। সাহিত্যের সঙ্গে সম্পর্ক আমার অমৃত পত্রিকার ও লেখকদের মধ্যে।

আপনাদের পত্রিকার সাহিত্যিক পরিচয় চতুর্থী প্রকাশ, বিভিন্ন লেখকদের নানা প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে সাক্ষাৎকার করেছেন এবং এক-

একটি প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে এই পত্রিকা। যে ইতিহাস রচিত হয়েছে, সেই অনালিপ্তকে ইতিহাসের ধারাবাহিক সাক্ষাৎকার-গুলো পাঠকের প্রকাশিত হচ্ছে। আমরা পত্রিকার অনুরূপ সংখ্যা তা লক্ষ্য করছি।

অ সিংহই ভদ্র
৭২।৪ বারাইপুর। রোড
কলকাতা-৭০০০০৬

একটি প্রস্তাবনা !

অমৃত পত্রিকার ১ মার্চ সংখ্যায় বিজ্ঞান বিভাগে 'আন্তর্জাতিক শান্তির ভবিষ্যৎ' শীর্ষক একটি আলোচনা পড়লাম। আলোচনাটি চিত্রের মধ্যে কার্যকরী [illegible] ভাষায় [illegible] ৩১ মার্চ-এপ্রিলের মধ্যে [illegible] হয়েছে। এই প্রস্তাব মূলে ভারতীয়ার প্রকৃতপক্ষে [illegible] পূর্বে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় আন্তর্জাতিক লেখকের মতো প্রকাশিত হয়েই প্রকাশিত হয়েছে (যেমন ১৩ মে, ১৯৭৫; দিনে আনন্দবাজার, জুলাই ১১, ১৯৭৫ খৃঃ)।

[illegible]
২৩।৩

সুরের আগুন প্রসঙ্গে

গত ২ এপ্রিলের অমৃতে পরিচয় প্রকাশিত সুরের আগুন' উপন্যাসের আলোচনা করেকটি লাইন সম্পর্কে আমার কিছু বলার আছে। এঁতে বলা হয়েছে যে শ্রীমতী বরদাকান্ত-এর আসল ঠাকুরমা শ্রীমতী কুমুদিনী দেবী ছিলেন বাঙালীদের প্রথম মহিলা গ্রাজুয়েট। কিন্তু এখন বলা যায় যে, (এবং প্রকাশক শ্রীমতী লীলা মজুমদারের কাছেও সেই তথ্য পেয়েছি) যে ভারতবর্ষের প্রথম মহিলা গ্রাজুয়েট এবং ডক্টর হওয়ার গৌরব শ্রীমতী কাদম্বিনী গাঙ্গুলি, ইউনিভার্সিটির ডক্টর-চৌধুরীর স্ত্রী বিখ্যাত। অতএব এ সম্বন্ধে সংশোধন করার আমার পরম সাধী হবো।

[illegible]
৩৫।২।১৭

সায়গল প্রসঙ্গে

রাইচাঁদ বড়াল

সায়গলের অভিনয়ের জন্যে 'ধরে তাঁর নাম অভিনয়ে যে বলিষ্ঠ সম্পর্ক আছে উঠেছিল, তার অবলুপ্তি যাদের ধ্বনি আজ ভুলতে বসেছি। সেই প্রসঙ্গে ছিল অবাধ বন্ধু থেকে যে সুরের 'কিন্তু, আজকে অভিনয়ের সম্বন্ধে আলোচনা হলে না সিদ্ধান্তই।

সায়গলের অভিনয়ের জন্যে 'ধরে যে প্রথমে আমরা আমরা অভিনয়ে পরিচয়ের ঘটে। না কিন্তু আগে আমরা তা ছাড়া ইতিহাস। কিন্তু এই ইতিহাসই যখন অভিনয়ের আঁধারকে উদ্ভাসিত করে, আলোচনা যেন্তার তখন তা হয় ঐতিহ্য। যদি আজকের চলচ্চিত্র আর কালে ফিরে ইতিহাসের ঐতিহ্য না থাকে তাহলে সমালোচনা আমাদের লেখিয়ে বলে কথা কিছু থাকবে না।

এই ঐতিহ্য নিয়ে বিশ্লেষণ ও তুলে ধরার জন্যে অভিনয়শিল্পের যন্ত্র ফিরে আমরা ইতিহাসেরই অন্তর্ভুক্ত থেকে যাই। সায়গল ছিলেন এই প্রতিভাসম্পন্নই একজন কৃতী শিল্পী। চলচ্চিত্র জগতে তাঁকে ইন্দ্রেস্টমেন্ট নিয়ে আসা সম্ভব হয়েছে ঐ প্রতিভাসম্পন্নতার জন্যে।

সায়গলকে আজ 'অমর শিল্পী' বলা হয়—কিন্তু সেই অমরত্ব প্রাপ্তির পিছনে যে মর্মান্তিক বাস্তব কাহিনী 'ছন্ন, বেদনার ঘটনা ঘনীভূতও উহা পিছনে প্রতিষ্ঠিত করেছিল—সেগুলির উল্লেখ না করলে তাঁর অভিনয়শিল্পী মর্যাদা হয়ে যাবে।

সায়গলের 'সেন্স অব হিউমার' ছিল। তাঁহার ছিলেন ঘনশ্যামবাবু, তুলসী অধিকারী—সেই সময় তাদের ইংরেজ প্রভুদের আনা-গোনা। সায়গলও ছিলেন মেসিয়ার্স কোম্পানির সাহায্য চাকুরীজীবী—যে জন্যে তিনিই হলেন একজন সুরসিক—ফিরে আসতেন একজন উচ্চমনে আসল।

ফিরে আসতে তাঁর আগমন যেমন আকস্মিক, উদ্যমও তেমনি অভিনবধর্মী। আমার সঙ্গে সায়গলের যোগাযোগ এক অদ্ভুতপূর্ব কাহিনী। তখন আমি রোজকার নতুন নতুন। একদিন সন্ধিতে অফিস ছেড়ে বেরুবে পড়ব যেন্তার 'সংসার কাজে গাড়ী নেবে এমন। সিনেমাহলের সামনে যেতে 'সর্পদেষ্ট ফিরে পড়বে' সেখার জন্য অপেক্ষা করছি।

হঠাৎ একটি গাড়ির মধ্যে গায়ক কেশ এসে দাঁড়ায়। আমি আকৃষ্ট হয়ে সেদিকে চেয়ে দেখি এক বিদেশী সন্ধ্যা মেয়েকে কেন্দ্র আপন মনে গান করছে। কিন্তু, তখন তখন তাঁর গান শুনে প্রভাবিত হয়ে পড়লাম। ঐ অবস্থায় শেষ ঐশ্বর্যেই একটা গান শুনেছি পারলে ফিরে গাড়ীতে ফিরে গেলাম।

সেই সময় অভিনয়ের বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ হরিপদ বাবুর আমার বাড়ীতে আড্ডা-বসতো ছিলেন। রাত্রে বাড়ী ফিরে বৈঠকখানা ঘরে দেখা যেন পন্ডিতজীর সঙ্গে। দেখি ঐ বয়েই জানালার কাছে আর একজন অপরিচিত ব্যক্তি মুখ ফিরে আছেন। পন্ডিতজীকে জিজ্ঞাসা করলাম 'ইনি কে?' পন্ডিতজী বললেন—ইনিই সেই অভিনয়ের লোক—যিনি আপনার সঙ্গে দেখা করার অনুরোধ জানিয়ে আমার চিঠি দিয়েছিলেন। আপনি এখন ব্যস্ত, তাই সকালে আপনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব।'

পরদিন সকালে পন্ডিতজী যখন সায়গলকে পরিচয় করিয়ে দিলেন তখন আমি বললাম—তাঁর আপনাকে 'ও শোনাবেন? জানিনেলা কিছু জানেন।'

উত্তরে পন্ডিত হরিপদ বললেন—তাঁর ক্লাসিকের জ্ঞানের না, গজল শোনাবেন। তবে কণ্ঠটি বড় ভালো। শেষুনে কিনার মেয়ে ভাজে লাগাতে পারেন কিনা! তবুও মন পড়লো এই লোকটাই গান করা আমি সিনেমায় সামনে আঁধার দুনেছি। গান শুনে বললাম সেই কিনার মন ভজনে মুখরোচক। তাঁর গান শুনে সত্যিই আমি অভিভূত হয়ে পড়লাম। সেলাম—সেলাম' আমি আমি বন্ধুর, ভাবলাম বন্ধু। কিন্তু মেয়ের অনু-

নীলমণির প্রয়োজন আছে। তোমাকে ছিনিয়ে নেবে। আজ নিশ্চয় না পেলে প্রতিষ্ঠা পাওয়া অসম্ভব।'

সত্যজিৎ অবশ্য সুযোগ বলেছেন—আপনার সহানুভূতি পেলে সেই অসম্ভবকে সম্ভব করে দেখাব।' তখনই আমার ছিলো প্ল্যান—একে কিভাবে নিয়ে বিদেশীদের কাছাকাছি যাব। লোকটির চোখে তেমন সুদর্শন নয়—যে কিনের মাধ্যমে আছে।

তখন 'পথের পাঁচালী' হিন্দী ছবিখানি তৈরী হচ্ছে। তাতে একটা ক্লিপিংসের রূপে দেখানি সফল নয় ছিল। ঐ ছবিতে একটি নিয়ে গান হবে। সাওয়ালার মতলব আমার এলো আমার। আমি সত্যজিৎকে নেওয়া বর্ণ-তলা স্টুডিওর অফিসে নিয়ে গেলাম। ঐখে দাঁড় বন্ধুদের দুকিতে সই করিয়ে নিলাম। কারণ আমি জানতাম কাজে ডিপার্টমেন্ট সত্যজিৎকে তাঁর চেহারার জন্য বাতিল করে দেবে।

সত্যজিৎ কাজ করল 'পথের পাঁচালী' ছবিতে। ছবির ছোট ছবি। ওর পাওয়া সবার গান দুটি দর্শক এতদূরে গ্রহণ করলো যে সত্যজিৎ রায়ের সর্বভারতে প্রতিষ্ঠা পেল। আমার স্বপ্নও সফল হোল তখন।

আগেই বলেছি সত্যজিতের কণ্ঠ আমার এতই মুগ্ধ করেছিল যে হিন্দী ছবির সাফল্যের পর একে বাংলা ছবিতে কিভাবে ফিরিয়ে আনা যায় তাই চেষ্টা করছিলাম। তখন প্রযোজক বন্ধুবর 'দেবদাস' ছবির প্রস্তুতি চলছে। ঐ ছবিতে চুনিবাবুর ওরে দুটি মাইফেলের গান ছিল। কারণ মোড়া ছেলেই আমার পছন্দ ছিল চুনিবাবু একজন অভিনেতা, তাঁর ওরে সর্বভারতীয় লোকের ভালোবাসা থাকাই স্বাভাবিক। সেখানে একজন ওস্তাদজীর মুখে ঠুমরী গান ছিলো সিদ্ধান্ত হয়েছিল আমি যোগাড়ো হবে। এবং সেই অনুযায়ী নিয়েই ছবির পরিচালক অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায় ও পরিচালক প্রমথেশ বড়ুয়াকে বুঝিয়ে রাজী করাই। কারণ প্রমথেশের তাঁর সত্যজিতের বিরুদ্ধে বাংলা উচ্চারণের জন্য আপত্তি করেছিলেন।

দেবদাস ছিলির প্রথম। কাহারের যে জায়গায় চাঁদ ও দেবদাস দুজন উঁচুতে ওঠে—এই দৃশ্যে বাংলা গজল ঐ বিদ্রুত উচ্চারণ সমেত বাঙালী দর্শক এমনভাবে নিলো যে তাঁরা সত্যজিতের অনুরোধেই গান গাইতে আসতেন। আজো ছবির জগতে তাঁর প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত হোল।

সত্যজিতের আগা ঠাইক নিয়ে প্রেমে আমরা অনাগ্রহের ফলে। কি বাংলা, কি হিন্দী ছবির জগতে তাঁর ওর গাইবে সমর্থক কোন আরতে আর ছিল না তখন। সত্যজিতের অনাগ্রহের মূলে ছিল—তাঁদের দেশের ছবি, তাঁদের ওরে পরিচয়; সাধারণ ওর বাংলা ছবি এবং শ্রোতাদের দেবদাস নামে গাইবে সত্যজিৎ রায় সিদ্ধান্ত তাই সিদ্ধান্ত 'জলসাঘর' ইত্যাদি নিয়ে 'অপরাজিত' 'অপু' ছবি। তখন তখন ওস্তাদ বাদলকে অনুরোধ করেছিলাম। তাঁর দুরত অনুরোধে সাজাহান: সুরদাস সর্বাপেক্ষা উচ্চমার্গীয়। পরবর্তী জীবনে আবার নিউ থিয়েটার্স ছাড়া ফিরে আরও অনেকটি ছবি করেছিলেন এখানে।

সত্যজিৎ

তুলসীদাসকে সাজাহানের নিউ 'অরোরা টকির' কর্মকর্তারা বোম্বের কর্মকর্তাদের অপেক্ষা অনেক ভোরাক্কাতুলে। অবশ্য ছেলের পড়ার ব্যস্ত ছেড়ে ফিরে কলকাতায় যখন 'জিন্দগী' ছবিতে কাজ করছিলেন, তখন গান গাইতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে হারিয়ে ফেলতেন, ক্লান্ত হয়ে পড়তেন। কিন্তু সঙ্গীতের কুমলী মনীষীর গুণে সেই গান বিস্ময় অংশে রেকর্ড করে এমন এক অসুখে আবহাওয়া সৃষ্টি করা হয়েছিল যে সেই গান এলে অনাগ্রহের ছবে উঠেনো যে কারও কথা নয়, আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে সেই গানটি—'দো বা রাজকুমারী দো বা।'

এই প্রসঙ্গে কিছু মন্তব্য করতে হচ্ছে আমাকে। সত্যজিৎ ফিরলে ইংরেজীতে গাইবে। তখন তাঁর সেই 'দরদী' ঠিকানায় একজনকেই করতে পারেনি যাঁরা 'পারিজাতের' কথা বিশ্বশ্রোতাদের ছবিদর্শন ও ভূমিকায়। অমন অপনমনস্কভাবে ছবেও গান গেয়ে তিনি গান সুপারহিট করে দেবেন। এই দিক থেকে বিবেচনা করলে নিউ 'থিয়েটার্স' কলাকুশলীদের দূরদর্শিতা ও কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

সত্যজিতের ইমেজ-এর কথা যখন উঠেনো তখন প্রত্যেকটি গানের কথা বলি। সর্বাঙ্গ সুন্দর ছবিতে আমরা নিয়ে ছবেন ছবি ধরা পড়ি দেবেছিলেন তিনি। এই অভিনয় পেছনে একটি ইতিহাস আছে। অভিনয় কৌশলতা ও সুন্দরতা ঐরকম বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ নবাব ওয়াজেদ আলি শাহ (অবোধ্যার নবাব)। মটিন গঙ্গাতীরে যখন তাঁর বিদায়ের ছবে সজ্জিত করলেন তখন তাঁর বাজা ছেড়ে আসার সময় যে মর্মান্তিক ভাবনা তাঁর মন আলোড়িত করেছিল তাহাই বহিঃপ্রকাশ ঐ গানে।

পরিচালক ছবিতে ঐ গানটি ঐরকমই এক মর্মান্তিক পরিবেশে চুকানো করা হয়েছিল—যখনে অসুস্থ তাঁর বন ছেড়ে যাচ্ছে, সেই গাইতে গাইতে চলেছেন। এই গানটি সৌভিন্নতার। তাই বহু ওস্তাদ, সঙ্গীত, বাইজীর মুখে ছবে এই গান শুনিয়েছি কম হয়েছে। কিন্তু ছবিতে এই গানটি ছবেছে বৈশিষ্ট্য ছিল অনন্য।

ছবিতে বক্তব্য রেখে ইমপ্রেশন বা আবেগ ধারণা সাধারণকে সুনিশ্চিত করেই এক অনন্য দৃশ্য-সমন্বিতি করেছিল। এবং আবেগ পূর্ববিধি এই গার্হস্থীর প্রয়োগ প্রণালী এবং সাধারণের গার্হস্থ্যপোলীন উদ্বুদ্ধিত্ব প্রকাশে অবলম্বিতেন। এই গার্হস্থীর ছৌবি সম্বন্ধেও কিছু বলা দরকার। যখন শুটিং নিজস্ব ছবি তোলার মত তখন শুটিং ছোট সমাধির সমাধি ও চিত্রগুলি পর্যালোচনা। আমরা সাধারণ সঙ্গে শুটিং করা। সাধারণ হাতেরোমিয়ার আলোকে বাস্তবে ধরে পরে ফেলে চলেছেন। সূর্যের প্রখরে সাধারণ মধ্যে সমাধির ছৌবি তোলা কঠিনের এবং সেদিন একজন ছাইয়ে একটা আলো ছাড়া বিউটিফুল হাতেরোমিয়ার তার পাওয়া যায়।

কিন্তুদের ফুল হলেই সমস্ত ব্যাপারটা আবার 'রি-স্টার্ট' করতে হবে। সিনেমার ফুল থাকে পাবে, আলো দেখে। শব্দ হলেও মুশকিল—তখনকার আবার রি-স্টার্টিংএর ঝামেলা। তার ওপর সেটা ছিল দুপুরবেলা, প্রখর রোদের তাপে মেজাজ মেজাজে ঘন-ঘন্টায় বেশ্যে হয়ে থাকা সম্ভাবনা, অভিনেতা বিশেষ মুড়। কিন্তু সব ব্যবস্থা-বিশেষ ক্যামেরার এই ঝামেলা ছোটিং প্রায় অসম্ভবই করে তোলা হয়েছিল তা বারা ছবি দেখেছেন তাঁরাই তার প্রমাণ পাবেন।

সমাধান বিশেষ সমস্যা সমাধানে গার্হস্থীর সাধারণতঃ, ছবিকে একঘেয়ে করা হয়ে দাঁড়াতো। তাই ক্রমিকে বিভি আলো সীত ব্যবস্থাপনার আধুনিক সমস্যা সমাধান করতে গার্হস্থী সমাধান করতে সেরেছেন। শুধু তাই নয় বিভি প্রতিটি ঘটনাই শ্রোতা-দর্শকের চেতনায় যে ভাব জাগাতে—সেভাবে ছবি নিলেন্তার আলোই এই অভাবিতের অবতারণা করতে সেরেছেন।

আর একটি কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করব। সমাধান 'পথিক' ছবিতে একটি গান গেয়েছিলেন। গানটি ছিল—'আমি চঞ্চল হে আমি, ছিন্ন হলে আবার—আমাকে ঘুরিয়ো মেও মনে রেখো মোর গান।' —এই গানটি সাধারণ এমন আবহাওয়া হয়ে গেয়েছিলেন যে তাঁর সাধারণ ভবিষ্যৎ প্রকাশ হয়ে তাঁর জীবনের শেষ বাণী তাঁর অপেক্ষমান শ্রোতাদের প্রতিবেদন করে গেলেন। এক কথায় অভিনয়ের আবাই এবং পরে—সমাধান হতে গেল আমি আবারই সুরে।'

উপসংহারে আর একটি কথা বলার আছে। তথ্যচিত্রের দিকে ইউনিয়ন জাতীয় ফোরে সরকারের সংস্থা 'ফিল্ম ডিভিশন অফ ইণ্ডিয়া'-দের সুখ-সুবিধার দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা দরকার। নিউ থিয়েটার্সের মত একটা একটি সংস্থার অবলুপ্তি হলো—তত্ত্ব ফোরে ফেলার হয়ে গেল। সেলুলয়েডের ইতিহাস সংস্থার এ ব্যাপারে ফোরে বাঁচিয়ে ব্যবস্থাই গ্রহণ করতে পারেনি।

নিউ থিয়েটার্সের তত্ত্ব আলো অবস্থান ছিল তার আর প্রকৃত মূল্যায়ন হোল না। বিদেশে সম্মানপ্রাপ্তির ছবিটি ফোরে তৎকালীন ইংরেজ সরকারের দেখানো সুনির্দিষ্ট নীতি ছিল না বলে। আজ আমি স্বাধীনতার যুগে ছবি নিউ থিয়েটার্সের অবিস্মরণীয় তাহলে আমাদের বর্তমান সরকার এমন একটা প্রতিষ্ঠানকে অবলুপ্তির পথে ফোরেছেন কেন? নিউ থিয়েটার্স ও তার অবদান-কুশলী শিল্পীদের সম্মান ফিরিয়ে পাবার দিকে দিতে। নিউ থিয়েটার্স একটি বিশ্ববিদ্যালয় সংস্থার পরিণত হতো।

বাঙ্গুরার ঔদ্যুনি শিল্পীদের যৌথ প্রদর্শনী

সম্প্রতি দমদম সিনেমার্ক, শ্রীমতী ভারতীয় সংস্থা এবং অভিনবের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক অন্ত ভারত আর্টসে চারু ও কারু শিল্পের প্রদর্শনী হয়ে গেল। সম্প্রতি ঔদ্যুনির সংস্থাগুলির অধিকাংশই বাঙ্গুরার। এবং তাই বাঙ্গুরার যে নিদর্শনগুলো সেখানকার শিল্পীদেরই তৈরী।

আজ শিল্পের আলোর প্রাচীন পরিচালনা বাঙ্গুরা। বাঙ্গুরার শাল মোড়ার সোলা-মাটির ঘোড়া আজ জগদ্বিখ্যাত। সারা পৃথিবীতে তার চাহিদা। শত আর্টিস্ট আজকে যেমন বাঙ্গুরার ঘোড়া নিয়ে অনেক শিল্পী সৃষ্টি করেছি। সুতরাং সেখানকার তরুণ তরুণীদের শিল্প শিক্ষার আলোচনা, নিশ্চয় আর চোখেপড়ার মত সোজা ছবির আলোর মোলতে।

তবে পরম্পরাগত শিল্প ঐতিহ্যকে সম্বল করে আজকের তরুণরা যে বাস্তব সচেতনতা নিয়ে নতুন দিগন্তের পথে পদচারণা করছেন আজ কিছু সবচেয়ে আকর্ষণীয় এই প্রদর্শনীতে।

আজকের প্রত্যহিক জীবনের আলো ফোরে নেওয়া অত্যন্তপ্রয়োজনীয় বিশিষ্ট বিষয়ে যে মনসৃষ্টি করা যায় তারই কিছু পরিচয় ছিল এখানে। আমি পড়লে আজ ঐতিহ্যের কথা। তিনি বলছেন— আজ আর, সেই আমে। এবং এই তরুণরাই শিল্পী জীবন সম্বন্ধে আজ বিভিন্ন প্রকার আলোচনার মধ্য দিয়ে সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁর আজকের ঐতিহ্যের সঙ্গে নিজেদের সম্পর্ক নির্ণয় করে নিয়েছেন।

ঐতিহ্যের আজকের রূপায়ণে কয়েকটি ছবি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যা আজও সর্বজনবিদিত। বাঙ্গুরার শিল্পীরাও এখনই বলা যাবে—বাস্তবের আলোকপাতে সোলা সাজানো ঘরের দাম, সাজ সরঞ্জাম গড়ার ছলা সেই সজনা দান প্রভৃতি উপাদানে নিয়ে অভিনব শিল্প সৃষ্টি করেছেন। এ প্রসঙ্গে প্রতিভার অবদানের কাটুম ছবিটুম (ইন এ-ভাইটিস মুড), উপজা সমবায়ীর সঞ্চয়ন, সোনার ঘরে নিয়েছেন ঘরি পাতলা ঘোড়-দৌড় ঘরের ও বাঁধিত অবদানের সোলার তৈরির কথা বলা যেতে পারে। এ ছাড়া পাতলা চাঁদুরী ও ছাতির অবদানের কৃত্য মোটার ঘুরে সমস্যের বিভিন্ন কাজ নানা নানা প্রকাশের দাবী রাখে।

চিত্রাঙ্কনের ক্ষেত্রে অভিনবের স্থলে শিল্পীরা যাদবপুর অনেকের ক্ষেত্রে শিল্প-সম্ভাবী। ক্ষেত্রে অনেকেই সেখানে ঘরোয়া পরিবেশে গ্রামের ওপর তৈরীর চিত্রে প্রকাশ করেছেন।

উপসংহারে আর একটি কথা বলার আছে। তথ্যচিত্রের দিকে ইউনিয়ন জাতীয় ফোরে সরকারের সংস্থা 'ফিল্ম ডিভিশন অফ ইণ্ডিয়া'-দের সুখ-সুবিধার দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা দরকার। নিউ থিয়েটার্সের মত একটা একটি সংস্থার অবলুপ্তি হলো—তত্ত্ব ফোরে ফেলার হয়ে গেল। সেলুলয়েডের ইতিহাস সংস্থার এ ব্যাপারে ফোরে বাঁচিয়ে ব্যবস্থাই গ্রহণ করতে পারেনি।

নিউ থিয়েটার্সের তত্ত্ব আলো অবস্থান ছিল তার আর প্রকৃত মূল্যায়ন হোল না। বিদেশে সম্মানপ্রাপ্তির ছবিটি ফোরে তৎকালীন ইংরেজ সরকারের দেখানো সুনির্দিষ্ট নীতি ছিল না বলে। আজ আমি স্বাধীনতার যুগে ছবি নিউ থিয়েটার্সের অবিস্মরণীয় তাহলে আমাদের বর্তমান সরকার এমন একটা প্রতিষ্ঠানকে অবলুপ্তির পথে ফোরেছেন কেন? নিউ থিয়েটার্স ও তার অবদান-কুশলী শিল্পীদের সম্মান ফিরিয়ে পাবার দিকে দিতে। নিউ থিয়েটার্স একটি বিশ্ববিদ্যালয় সংস্থার পরিণত হতো।

আজকের প্রত্যহিক জীবনের আলো ফোরে নেওয়া অত্যন্তপ্রয়োজনীয় বিশিষ্ট বিষয়ে যে মনসৃষ্টি করা যায় তারই কিছু পরিচয় ছিল এখানে। আমি পড়লে আজ ঐতিহ্যের কথা। তিনি বলছেন— আজ আর, সেই আমে। এবং এই তরুণরাই শিল্পী জীবন সম্বন্ধে আজ বিভিন্ন প্রকার আলোচনার মধ্য দিয়ে সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁর আজকের ঐতিহ্যের সঙ্গে নিজেদের সম্পর্ক নির্ণয় করে নিয়েছেন।

আজকের প্রত্যহিক জীবনের আলো ফোরে নেওয়া অত্যন্তপ্রয়োজনীয় বিশিষ্ট বিষয়ে যে মনসৃষ্টি করা যায় তারই কিছু পরিচয় ছিল এখানে। আমি পড়লে আজ ঐতিহ্যের কথা। তিনি বলছেন— আজ আর, সেই আমে। এবং এই তরুণরাই শিল্পী জীবন সম্বন্ধে আজ বিভিন্ন প্রকার আলোচনার মধ্য দিয়ে সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁর আজকের ঐতিহ্যের সঙ্গে নিজেদের সম্পর্ক নির্ণয় করে নিয়েছেন।

জীবনের গভীরতর অর্থ অনুসন্ধানে তিনি ব্রতী। এরই ফলশ্রুতি তাঁর ঈশ্বর দর্শন এবং সেই পূর্ণতার মূলের সন্ধানকে জানা। আত্মার প্রতিটি পদক্ষেপেই যে সেই মূলের অভিসার—একথা শুধু তত্ত্ব নয়—সত্য। তরুণ শিল্পী মহিলা থেকে শিল্পচেতনার আলো একদিকে নিজের জীবনের হাতছানা অন্যদিকে রবের হতাশার অন্ধকার থেকে উত্তরণের আলো। আসলে তিনি আশাবাদী। তাঁর—ছিন্ন, যে পূর্ণ আত্মাকে যে প্রত্যাহিট হর্ন তাকে আলো আনে। অন্তর্মুখ দৃষ্টি এর আঁকা অন্তর্জীবনের দৃষ্টি থেকে অনুমান করা যায় যে শিল্পী সম্ভাবনার উন্মেষে। তাঁর তরুণ শিল্পী রাজারাণীর পঞ্চতন্ত্রের চিত্রাবলী থেকে মনে হয় তাঁর চিত্রকল্প মূলের জীবনের প্রত্যেকটাকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে। এ প্রসঙ্গে লাল ঘোড়সওয়ার সন্ধ্যা আর লাইফ ইন লাল আর লাইফ চিত্রের কথা মনে পড়বে। সবার থেকে দূরে তরুণ গ্রামীন শিল্পীদের মতো মনে হয় এই ছোট-ছোট ছেলে ও মেয়েদের অবদানও এসের বিভিন্নতা যোগ ও শিল্প সম্ভাবনা উপযুক্ত সুযোগের অভাব ঘোচে।

তবে আমার বিশ্বাস বাঙ্গুরা জেলা ও মহকুমার ঘোষিত ছেলে-মেয়েদের আত্মপ্রকাশ শিল্পশিক্ষার প্রতিষ্ঠানকরণ সম্ভব হোলেই সম্ভবপর হিসেবের হবে। নিশ্চয়ই সেদিন আসবে। তা না হলে অদূরের ছেলে-মেয়েদের এসে সেখানকার তরুণরা ভেসে যাবে চারু ও কারু শিল্পের এমন এক অভিনব সুন্দর প্রদর্শনী পরিবেশন করে গেলেন।

অমৃত

ডাকবাবু

হিমাদ্রি চক্রবর্তী

সারা বছর রোদ্দুরের এত জ্বলজ্বলে থাকে। ফুলেশ্বরহাটে ছুটির পরদিন ঘুম ভাঙতে দেরি হয়ে গেল।

সমস্ত বছরটা ছুটির দিকে তাকিয়ে থাকে। কেবল জেলেরা ঢেউ-ভাঙানোর আগের দিনে ঘোলা ভরাট নেলার বাঁধের নীচে পাতার উপর একটা উনুনে আলোয় হয়ে তৈরী করছে। বাইরে ও পাশে মানুষ ঘরানের ছুলোর উপর জলভরা পরনো ভাঙার পলাশ লম্বা লম্বা পাতিলের দোকানে বিয়ে চলছে। পরনের খুরে একটিকে নিয়ে আঁকা ফলমলের ঘরে একটা এক পা ফেলা বন। 'ঘরিবন্ধ মনে হচ্ছে কেন। ফুলেশ্বরহাটে একদমেই আসিয়া ইহাদের অনেকজন, উনার চলনের মত সাদের উপরে বসবার দিকে। পরনের ঘরানে আর ফুলে নিয়মন আসছে।

চন্দনহাটে কলকাতা নিয়ে ফুলেশ্বরের আগের পুরনো লাভ। এবার উনার পরনা মুখে। প্রথমে প্রত্যেকটিকেই টেবিলের ওপাশে নয়ে পরীক্ষার্থে ঢেকার বসেও একটা সুক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি মোদ করিয়েন ফুলেশ্বরহাটের। দেহের কোন ত্রুটি ধরতে পারছেন না। দীর্ঘদিন বিপত্নীক পরানোর ঘরের অন্ধকার ছাড়া সান্ত্বনা পায়। অনেক বয়ে আগে এক সোপারী বন্ধু হরিপদর সিঙ্গ আই-কাম সুযোগ একটি ছুটি উপহার দাঁড়িয়ে-ছিল। সেটার কথা ফুলেই মেয়েন তিনি। মেয়ের আগের উপর পড়ে নিজস্ব মুখপুড়ে জলমাতৃকায় ছুটিয়ে নিরিয়ে মেয়েদের। এখনও ঘরের চমকার আকাশের কাটের মনুষ্যত্ব। সাদা ঘরটার আকারের মিষ্ট একটা বাঁধি মোদন মুখে। আরও নিম্ন মেয়েগুলো বাঁধিত মনোমন। অন্তর্নিহিত মুখের কথা সমানো ঘরের চেহারা পরিচয় মেয়েদের নি মেয়েও ছিল। না, ব্যবসায়ের নিজাদিদি এখনও মেয়ে হয়নি ও নিয়ে।

এবে মনে খুশী হচ্ছে ছেলে ব্যবসার ফুলেশ্বর। ঠিক খুশী নয়, তাদের লাভও হয়। কিন্তুক আগে পরের ব্যবসার চলন জলে ছোট্ট ঠান্ডা চন্দনহাটে হাত ফেলে মেয়ে তাদের মোর্মাছিল। কিনা ওরও আসের আগে মেয়ের ঘরে ছাত্রছাত্রীরা মেয়ে করে এসে বড় মেয়ে সুযোগের আই মুখের সময় ফুল-ফুলে বাজারটাকে মুখের উপর ফেলে ইঁদি-চেয়ারে শুয়ে থাকতে মেয়ে আলো লাগাতাম এ আমেরিকা মেয়ে, বিয়ে পাওয়া আলো পাওয়া আমার। বড় ছুটির পরে ফুলেশ্বর নিশ্চিন্ত মেয়েদের।

মেয়েদের ঘরানটা মেয়ে একটু পাবনেই মেয়েদের উপর ফুলেশ্বরী পরনে ঘরের বিয়ান চাদুরিয়া মেয়ে। আমার সব মেয়ে মেয়ে আমিত্বটা এই ঘরানের আসছে ফুলেশ্বর। বিজ্ঞানের আবার মেয়ে আ

ছোপের বেড়াতে বেরিয়েছিলেন তিনি। হাতে বৃষ্টি হয়েছে। বন ভেজা। সূর্যের আলোতে বন-মল্লিকা রেখার উঁচু ওপরে ঘটিগুলির প্রকাণ্ড সূর্যকে লক্ষ্য করে এগিয়ে রয়েছিলেন প্রকাণ্ড বনে। চারদিক নীরব, নিস্তব্ধ। অন্যান্য বিদেশ অত্যন্ত পরিচিত পথ ছেড়ে আজ তিনি পথ পরিলেন রেল-লাইনের ধার ঘেঁষে। এক্সপ্রেস্ট অন্যমনস্ক হয়ে থাকতে পাঁড়ির বাঁ-হাতের কব্জি তুললেন তিনি। কিন্তু আজ ঘড়ি পরতে ভুলে গেছেন। এতদিনের অভ্যাস হঠাৎ কি করে আজ বিস্মৃতে হয়ে গেলেন ভেবে মু-কুঞ্চিত করলেন তুলসীর। বাসনার মুখে তুলে দেখলেন সময়ের আরও এক ঘণ্টা। একটা ট্রেনের শব্দ পেলেন রেল-লাইনে। শিরীষের গা-ঘুষো গেছ থেকে বিছিন্ন হয়ে ছিটকে পড়লো ওধারে। পরমুহূর্তে ঘেঁচড় আর একটা। বিশাল তুলসীর গেছ ঘুষো শিলা-বিশ্বাস সাময়ের বৃষ্টির জলধারা ঝরা-পাতার উপর।

তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নিয়ে চলতে লাগলেন তুলসীর। রোদ উঠে গেছে। ইস্, অনেক বেলা হয়ে গেছে। অফিস যেতে হবে নাকি? পিছন ফিরে হন্ হন্ করে হাঁটতে লাগলেন তুলসীর। মনে হল কি যেন ফেলে যাচ্ছেন তিনি। কোনও দামী জিনিস। পকেট আর না ফাঁকিয়ে অন্যমনস্কভাবে এদিক ওদিক দেখলেন, কিন্তু নেই। তবুও তার মনে হল রেল লাইন থেকে কোনও সঙ্গের জিনিস নিয়ে এসে পথে ট্রেনের কামরায় ফেলে এসেছেন।

বাড়ী ফিরে তুলসীর মেজাজের হাত এখনও অনেক দেরী। মনের অজান্তে ছোটখাটো অস্তিত্বের নিদর্শনের মত উঁচু হয়ে রয়েছে যেন। বাঁধা সুটের পকেট থেকে আয়না খুলে বারান্দার ইজিচেয়ারে বসিতে বুকে নিয়ে বসলেন। মুখ যাওয়ার পরই দাদুর মুখে ওভাবে কুঞ্চন থাকতে থাকতে বন্ধ হয়ে গেল। চওড়া কপালের উপর ছাঁটা কোঁকড়া একগোছা চুল মেরামত করলেন। মাঝারি ধরনের আলমারি একটা মেরামত করে নিলেন তিনি। তিনিসপত্র ঠিক আগের মতই রয়েছে। কোথাও কোনও পরিবর্তন হয়নি। তবুও তার মনে হল কি যেন নেই। কি যেন নেই। কি যেন নেই।

ঘরের মেঝে ঝকঝকে মুখে বারান্দায় ফেরে বেরিয়ে এলেন তুলসীর। বাড়ীর আবহাওয়াটা কিন্তু এখন তরল। আয়া বিলের মাকে আজ সন্ধ্যেবেলা ছেলের বাড়ী রেখে আসবে। ছোট্ট ঘরে সন্ধ্যে বি, এ পরীক্ষার ফলের নিমন্ত্রণে কাটিয়ে স্কুলের মেয়ের মতো প্রগলভ হয়ে উঠেছে এ কদিন। ছিলেন্দী ফার্মের বেড়ে কাশিমবাজার থেকে ফিরে ফার্মের ব্যবসা অফিসারের টাই ঘরে ইস্ত্রি করে চায়ের টেবিলে বসার কাজে এসে বাজির করে বলল, 'সুলেখা আমা আলোকদা বলে ডাকি নাকি একটা ব্রাহ্মণ মেয়ের মতো শুনতাম।'

অন্যমনস্ক বিরক্ত মুখ। সুলেখার উজ্জ্বল হাসি। আরও একটু ঘরে দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে মুখে আঁচল চাপা দেওয়া সুজাতা। সব ঝিলিয়ে ঘরটা ভালো লাগল তুলসীর। মৃদু হাসলেন তিনি। কিন্তু অন্তরের প্রচ্ছ অপরাধ বোধটা হৃদয়ে বেদনার স্পর্শ করায় আলোই মিলিয়ে গেল। চিন্তিতভাবে আলোককে প্রশ্ন করলেন, 'তোমার এই ছাঁটাই, ঐ ছাঁটি-ছাঁটি হিসেবে রাখা করতে চাইছ না কেন তুমি?'

ঠাট্টা-এর মাই ঠিক অন্যান্য করতে অনুচিত মনায় আলোক বলল, ডিরেক্টার বোর্ডের আজকের মিটিং-এ ঠিক হয়েছে। তাই হবে। যেন বাপারটা এতদিন ছেলে রাখার জন্য সেই দায়ী।

তুলসীর সংক্ষেপে জবাব মিলল শুধু। তারপর ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। আড়ালে সুজাতাকে ছোট্ট কোনো অজুহাত দিয়ে মনায় বলল কেমন আছেন মা? আজকাল সেক্সপেরো তোমার আগের চাইতে বেশী হাসিখুশী। বেশী মেয়ের মত মেয়েরও যা পুরুষ মানুষ আপনে ঘনঘন বসতে সুজাতা নিজের মেয়ে, ছোটও না, বড়ও না। যেন নিজের মেয়েটি বাপার মুখে হাসি হয়ে রয়েছে।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে একবার ভালো করে দেখলেন তুলসীর। মুখের ঘন কালো লোমের উপর বিন্দু বিন্দু ফলের কণা হীরের কুচির মত চমকে রয়েছে। বাঁ-হাতের মোটা শিরা দেখলেন ফুলেই অনুলা হয়ে গেছে। সকল লালা তুলসীর আবার অনুভব করলেন তার মুখ, মনপ্রাণ। মুখের ভিতরটা যেন হঠাৎ খালি হয়ে গেছে।

ভিজে হাতে চুল আঁচড়ে বাইরে এলেন তুলসীর। উজ্জ্বল রোদের আভায় ঝলমলে মুখে বাবার ঘরে ঢুকলেন। কি খাবেন সকালের জানা। সাদা কাপড়ের জাতের সঙ্গে উজ্জ্বলেন্দ্র, পরনে ধোপদুরস্ত খদ্দর মাখন। পরে কৈ মাছের ঝোল যার সবচেয়ে একটি, তিনি পাতা খই।

বাবার চৌকির পাশে ঘড়ির ওষুধ-ওষুধ এগিয়ে দিচ্ছিল সুজাতা। বিশাল মসৃণ পিঠের উপর অনেক ঘোটা জল তখনও শুকোয়নি। নিজের অজান্তেই হাত বাড়াল সুজাতা। অন্যমনস্কভাবে কৈ-মাছের ঝোল চিবুচ্ছিলেন তুলসীর। তরিৎ-স্পর্শের মত চমকে উঠে ঘাড় ফেরালেন। ঘরে বসা সকলের সামনে একটি অনুচ্চারিত বোধ, তরল সুজাতা। ব্যাপারটা কেন কি। ছোট্ট মুখে মনের ঘটিটা নিয়ে ঘরে এক কাপ থেকে। ঘুম থেকে জেগে ওঠার মত সবার মনের দিকে তাকালেন তুলসীর। তিনি অপমানিত হয়ে পড়েছিলেন। আন্ত-পনায় সুজাতাকে বললেন ডোমার হাত এত নরম কেন? জল টল ঘাঁটো না? সুজাতা বাবার মুখে দেখে আশ্বস্ত হল। মুখে মুহূর্তের মত ঘনিয়ে থাকা অন্ধকারকে আড় চোখে দেখে নিয়ে আবদার গলায় বলল 'কই মু-মাছে'? তিলিপাতা খই-এর শ্যামলী দিয়ে অনুচ্চারিত করতে নিয়ে তুলসীর আবার অন্যমনস্ক হলেন। কি যেন হয়ে আবার চেষ্টা করলেন তখন থেকে আজ। ফিরে পাবার জন্য সম্ভবতঃ। বিরক্ত হয়ে গিয়ে বিশ্বাস হলেন। অনেক আগে পলাশটা শব্দ করে নাকির ছেড়ে একটা কাঁকুনী দিয়ে উঠে পড়লেন তিনি। সেই ঘড়ির ঘোলায় আশ্চর্যজনকই বিস্ময়ের মত মোচড়াচ্ছে মনের।

টান-টান্তা ঘ তিনিই। রেল-লাইনের ধার ঘেঁষে ঘরের মা-এর ঘোড়লা বাড়ীটা

ঘড়ি
•
গ্যারান্টিসহ ঘড় মেরামত
হায় কাজিন এন্ড কোং
অরেজার্স এন্ড রিপেয়ার্স
৪ বি, বি মা, বাস, কলি—১
আমরা ও সিলই ঘড়ির
অথিলিয়াল এজেন্ট

কুলদীপ হাতে করেক হাজার ভাঙ্গে তুলতে লাগলেন। তাঁহাদের সুবোগ দিয়ে, ভিড়ের ঠেলাধাক্কার ফাঁকে সময় বুঝে দরজার দাঁড়িয়ে কর্তাটি আপনজনদের ডেকে পড়ল তাঁর। ঘোমটার ফাঁকা ঘোমটা ওঠা এবং ঘোমটা বাস্তার এ পাড়ার অনেক বধূকে অফিস যাবার আগেই পা দিলেন তিনি। তারপর প্রায় দুজনা প্রথমটা অমল অবসরভোগীর দৃষ্টিটেই তার দিকে তাকালেন। কিন্তু কুলদীপ কর্তাটি সপরিবার এসে, ওদের নিয়ে চড় বসিয়ে পরিচয় দে কুলদীপের সঙ্গেই তখন বোঝা যায়। আলাপ পরিচয় হবার পর পাড়ার বন্ধুদের অমায়িক ব্যবহারে বিমলিত। টিকিট-লাভের প্রতীক্ষায় কুলদীপদের মত কুলদীপের সবাই, জ্যোতিষের পরে।

এরিনটা এমনই মৌসুমির ঢাকের মত ঢিঁড়ে হয়ে ওঠেনি। তাঁরা তাঁরা অন্য-গায় বাড়ীগুলোর বেশীর ভাগেরই ভূল-কাজের জন্যে কি বাসিন্দার গায় নয়নি। ফরাক বয়সের আর খাইয়ের জন্য। কিন্তু-দের ঐশ্বর্য্যের দিকে নিয় তাঁদের একটা জোয়া। প্রায় পরিবার-এসেছে। এখন কেবল কলাচ সবচে পাওনা আর বন্ধুরী পন্যার ব্যাপার, নির্লিপ্ত প্রশান্ত মনে এদের সাক্ষিয়েন কুলদীপ। অন্যদের মত পা দিলি হল। এই প্রথম যেন নিজের মেয়ের ওজনটা অনুভব করলেন তিনি। যা দিয়ে তাঁদিয়ে ডাক্তার ঐ ভাগ্যবতীর ভার আজ নাকি না পাওনা আর বন্ধুটাপ্রায় খুশি নিজের সব। বাড়ি ফিরিয়ে এখনি নিজের বন্ধুটির দিকে তাকালেন। বাহাদুরী ঈর্ষাপিত করার অনুভূতিতে ছিলে। কুলদীপ চিন্তিতভাবে টাকাকড়ির দিকে এগিয়ে গেলেন। ভোরবেলা লম্বা হয়ে উঠেছে এরই মধ্যে। ঐদেহের বাড়িয়ে বাহাদিনের তিনি, বেকে পাওয়া লাইন দিয়ে কি লম্বা উঠে। ঐ আসনে এখনি। পানা পচা ভোবাটার কথা আবার মনে হল তার। কখনে ভাল আজ না কি—না। উঠাস পাওনা আর বন্ধুটাপ্রায় একটা প্রবল স্রোতে তা সমস্ত অস্তিত্ব সবচে হয়ে গেল। হাজার উঁচুটা নিচের কর্তৃপক্ষে বন্ধ বড়টাটার ভোরোর পাড়া-বন্ধ প্রনোয়ার ফেম থেকে তাকালের দিকে তাকালেন। সেখানেও ভিড় সবচে হয় সবকিছু ঘাস করেছে। মাথাটা একটু ছিঁড় ছিঁড় করে উঠল তার। তাঁর উঠে পাখার নিচে বসবার জায়গা পেলেন। আমার ভরে। বসে আপনজনদের বাড়ির তাকিয়ে ভাবলেন—ভাল না লেগে ওরা বাঁচে কি করে?

ভোরটার পাঁকিল ভোপাড়ার চলাচল ভোরবাসের কাছে কুলদীপদের বাড়ি। ভোপাড়ের কাছে নয়। পরদুবাদ সরকারী অফিসের সিনিয়র সেক্রেটারি অফিসারের থেকে কম নয়। চাইনের অঙ্কে তো নয়ই। পরোপুরি না হলেও প্রায় আলাদা ঘর। কুলদীপী ভিসের জন্য নিয়ে ভোপা। আবার আপনজনদের বহুদেরকরণ কাজ সেকলনের আরও আপনজন ভোপে প্রকাণ্ড ভোপ-টাইপের টেবিলের ওপরের ভারী ড্রেপ-পাঁচে গড়ে ছোপ বন্ধ করে কুলদীপদের বসে আসবেন। ভোরবেলা টেবিল-লাম্পের প্রাথমিক আলোআঁধারের পিছনে কুলদীপদের প্রকৃতই জ্যোতিষের পরে। শুধু ভেরেণীর ভোপ। ইমপোর্টেড ভিম-ডাইরির ঘরে বকেসমস্তকের ঢুকতে দিয়ে অনেক ভোপা কলমদানের অফিসের পর্যন্ত থাকে দাঁড়িয়ে পরে তাঁর নিরপেক্ষ বন্ধিত্বের ভোরাঠের সামনে।

একবারে নয়। ধাপে ধাপে উপরে উঠেছিলেন কুলদীপদের। চুকেছিলেন সামান্য একজন কেরানি হয়ে বাইশ টাকা মাইনেতে। চড়া মোম জ্বালার করে সাইকেল চেপে ঘুরে ঘুরে ভোপানীর কলমীদের সাইটের খবরদারী করতে হত। পরিদ-তাপ্পার সমাদের ভোরবেলা সময় থাকতেন তখন। সকাল সকাল ঘর করে ভোরী করকরে চালের ভাত কোন রকমে নাকে-মুখে গুঁজে সেই যে সাইকেল বাঁকিয়ে বেরিয়েছেন ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে যেত। পায়ের তলা তখন কি সবল না কুলদীপ আমরা আর লম্বা কাঁধে ফেলে বাইরে এসে প্রকাণ্ড ভোবাভাঙ্গ পৈঠেতে আরু হয়ে বসতেন। বারান্দায় বসা পাইক ঈশ্বর-ওয়ের দালাল বসী কুলদারীর সঙ্গে খোস-গল্প জমতে নিয়ে মনে মনে অনাস্বাদ হয়ে পড়তেন। পরে আওনা আর ভোবাজার আলো ঈশ্বরে তলার দিকে এক-মুখে তাকিয়ে থাকতে ভালো লাগাত। নারায়ণ বেলপুরের প্রাচ অনাসনো মেয়ের সঙ্গে ভাবটাকেও যেন ঘড়িয়ে দিতে চাইতেন পানায় কানায়। ভোখের সামনে ঈমানো ঘরগুলো। ঘনিয়ে আসা অন্ধকারের সঙ্গে একাকার হয়ে যেত তার সমস্ত অস্তিত্ব ঐ ভালো ঈশ্বরে তলের পাড়-বন্ধটির। কর্তাটি ভোরান পুরুষ কুলদীপ অভিভূতের মতো বসে থাকবেন তখন।

পার্কিন্স সাহেবের ভোক ঈশ্বরে ভুল হয়নি। কুলদীপ অবশ্য স্থায়ী নিয়োগের ব্যবস্থাও নয়। চাকরীর ঈশ্বর হয়। পরিদ-তাপ্পার ব্যবোয়ারী প্রায় ভোর জমানীপুরে একটায় গোয়ের সরেলা বন্দর ঈশ্বর এলেন তিনি। ইট খোলা চুনের ভাঁটা ভোর ক্লাইক পাঁচটার আয়-তলকার বাড়ীর ভোর আপত্তির নিয়েই পা দিলেন মনের কুলদীপদের।

চুকলেন ঘরি ভিন বছর পর পদোন্নতি একটা একটা ঘাস করার চাকর। ভোরী ভোরে ভোরার নিজের পায়ে ভোরা অন-কারের দিকে এক পা দু পা করে এগিয়ে গেলেন কুলদীপ অজগরের মুখে সম্পাদিত ভোরেন বিসর্জনের মত। কিন্তু অভিজ্ঞতার আর পরিচয় একেবারে শরীরের আর ভুল পরে-যাবার আর কর্তানেইতে।

প্রায় এখন বছর আগে। সেদিন ঘরিবের সকালে। নিরুদ্দেশ আয়া ভোরে। অনেকদিন ভোরেই কুলদীপ প্রস্তুত অনুভব করেন। সকালে তখন ইঞ্জের ঘুম পরে পর ঘরিবের ভোরে। আর্থিক-স্বচ্ছলের সঙ্গে ভোরে কলোই বেশী আকর্ষণ ছিল না কুলদীপ। ভোর ঘরের কুলদীপদের এক ঈশ্বর ভোরে ঘানিয়ে ভোরেছিলেন বাড়ীতে। স্বাধীন ভোরে ঘিরে ঘাবে ভোরে। ঘুমের ঘরিবের ঘরে ঘুম ভোরে ঘুমে এসে ঘরিবের পড়ল ঘুমের ঈশ্বর, ঘরে ভোরার ভোরে এসে। চুরিয়া সব, ঘরের ঘরানী, ভোরাটা ঘরে ঘরে ঘুমে ভোরে ঘরে ঘিরে ঘুমের। ঘুমে ঘরিবের ঘরে ঘরি ভোরে ভোরার ঘরের ভোরে ঘুমে ঘিরে কুলদীপ ঈশ্বর ঈশ্বে ভোরে।

ভোরে ঘরি ঘুমে ঘরের ভোরের ঘর-পরে ঘরিবে ঘরের ভোরেরের ঘরে ঘরে ঘুমিয়ে ঘরিবের ঘরে ঘরে। ঘরোরা ঘড় ঘরের ভোরে ঘরে ঘর ঘিরে। ভোরে ঘরে ভোরে ঘরে ঘিরে ঘর ঘরে ভোরের ঘরের ভোরের ঘরে ঘরিবের ঘরে একটা ঘরেরাট্টে ভোরে ঘিরে ঘরে ঘরে ঘরে ঘুমে ঘরে একটা ঘরে ঘুমে ঘরি ভোরে ভোরে ঘরে। ভোর ঈশ্বর ঘালো। ঘরের পরে ঘুমে ঘরিবের ঘরে কাই পাড়ার ঘরে অন্ধকারের ঘরের ঘালনী ভোরে ভোরে ঘরে ঘরে ঘরোরা ঘুমের পড়ল একেবারে। এর পরিপর ঘরিবের ঘরে ঘরে ঘুমে ঘরিবের কুলদীপ। পরিবারের ঘরে ঘরে ভোরেরে ঘুমের কথা ঘরে পড়ল। ঘরোরা-ঘরে ঘরের ভোরাভাঙ্গ। ঘরিবের ঘরে ভোরে ঘরে ঘরে ঘরে ঘ

পুরোপুরি ছাড়তে পারেননি। দরজার শিটে হাত রেখে কিছু ভাবছেন তিনি।

পাশের পরিচিত ঘর থেকে হৈ হৈ করে একটা বাচ্চা। ফুলপরাগের সহপাঠী সোমা ঘরে ঢুকলো। এখনকার পার্কিন্সন ফোনগুলির মতন একটা সময় জানা নেই। সময়ের কাইল আর ইন্ডিকেশনটা বিলকুইলের পরে হয়ত জানা যাবে। ফোনটাকে সোমাকে ফুলপরাগ ঘরের বাইরে নিয়ে এসে ফুলপরাগ। ঘরের ভেতর থেকে ফোনের ঘণ্টা বাজতে লাগল। ফুলপরাগ ঘরে ঢুকে ফোনটা তুলে নিয়ে বলল, "হ্যালো।"

"ফুলপরাগ, আমি সুবর্ণা বলছি। তোমার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।"

"বলো।"

"না, ফোনে নয়। আমি তোমার বাড়ির সামনে আছি। তুমি বেরিয়ে এসো।"

"এখন তো আমি বেরোতে পারব না। আমার কাজ আছে।"

"কাজ পরে করবে। আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করছি।"

"আচ্ছা।"

ফোনটা রেখে দিয়ে ফুলপরাগ ভাবতে লাগল। সুবর্ণা কেন এসেছে? কী বলতে চায়?

বক্তব্যটা সেন সাহিত্যের থেকে পাক খেয়ে উঠে ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়তে সারা দেহে। হঠাৎ তার সমস্ত অস্তিত্বের সমুদ্রে প্রাবণের বুকে ঘনায় অন্ধো এক অদ্ভুত কান্নার বিরাম্বিত সরলা হাওয়ায় ঘনাটা ছুটে ছুটে ওরে পালিয়ে গেল। ভূপেন্দ্র আরো সোজা বারবর. ওরে কোল টেনে এনেছে। আকুল দৃষ্টিতে তিনি চারপাশে তাকাতে লাগলেন। কি যেন প্রিয় বস্তু পরিচিত কিনিস হারিয়ে ফেলেছেন তিনি আজ। আর যা কোনও দিন ফিরে পাওয়া যাবে না। শোকার্তের মত অসহায় হয়ে বসে রইলেন ভূপেন্দ্র।

অফিসের ভিতর কলাকাকি হতে হতে কখন ছুটির পড়ল। সবাই বেরিয়ে উঠে এসে সৌজন্যতার চাঁপাকলি দিতে আরম্ভ করল অনেকেই। কিন্তু কারো দিকে তাকাবার সাধ্য কারো নেই। অন্যে দৃষ্টিতে লক্ষ্যহীন সাদা দেওয়ালটার দিকে তাকিয়ে আছেন ভূপেন্দ্র।

বেয়ারা ব্রাসিস্টান্ট অবশ্য চৌধুরী ফিস ফিস করে ডাকল বক্তব্যে—

বড়বাবু এই সৌজন্যতা দাক্ষিণ্যে—

ঘাড় ফিরিয়ে ইষারা ভাবে তাকালেন ভূপেন্দ্রনাথ। ভারী গলায় শুধু বললেন রেখে যাও।

কথা শেষে পরোনো সহকর্মী ও বন্ধু বরণী সেন একলা থেকে উঠে এলেন। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ভূপেন্দ্রকে লক্ষ্য করতে করতে পথ করেই এগিয়ে টানলেন তিনি। কিন্তু এবারেও চমকিত হলেন না ভূপেন্দ্র। বেশ বরণী আসবে তার জানা। না আসাটাই বিস্ময়ের হত। স্নিগ্ধ হেসে বলতে বললেন শান্ত গলায়।

বরণী সেন দার্শনিকভাবে প্রশ্ন করলেন লুকায়। - সুরেপা বা ওরা জানা আমে হো? তুপেন্দ্র এটা ছেলে আমাই হো এখনও বলা হয়নি?

ভূপেন্দ্র ঘাড় নাড়লেন।

বরণী সেন তবুও আশ্বস্ত হয়ে পারলেন না। ভূপেন্দ্রকে তিনি চেনেন।

আবার প্রশ্ন করলেন, ছেলে খারাপ কথর টৈয়—?

ভূপেন্দ্র বড় নেড়ে জানালেন সে সব কিছু নয়। তারপর কি বলতে গিয়ে একলহমা তাকিয়ে রইলেন তার পুরোনো বন্ধুর দিকে। সাদাসে বছরের উপরে ছেলে মেয়ে হবলীর গাঢ় বন্ধন। পাইপটা ছিল। হাতবেলে যেন নিজেকে সামলে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন ভূপেন্দ্র। চকিতে দেওয়াল ঘড়িতে তাকিয়ে দেখলেন ছটা বেজে গেছে অনেকক্ষণ। দাই বন্ধুত্বের সহজ ভাবে কথা বলতে বলতে বেরিয়ে এলেন অফিস থেকে। রাস্তায় আরও ধ-চারজন বৈষয়িক কথাবার্তা বলে বিশ্রিন্ত মনে বিদায় নিয়ে বরণী সেন রেস্তরাঁর দুঁয় ঢুকলেন। অনেকদিন পর ভূপেন্দ্র 'নট ব্রাকেট' চলালেন আজ।

গভীর রাতে ঘুম ভেঙে গেল এক দুঃস্বপ্নে। ঘিলসাস্থ গলা শুকিয়ে কাঠ। কথা বলতে চাইলেন কিন্তু গলা দিয়ে একটা অস্পষ্ট গোঁ গোঁ আওয়াজ বেরুলো শুধু। অবাক হয়ে গেলেন ভূপেন্দ্র। কি ব্যাপার! সকালে জবা ফোনের রত্নে সেই স্বপ্নে কাটা পড়া গলাটা। এখনও যেন ভাসছে : বিশাল একটা নীল চোখ দুটো স্থির নিবদ্ধ সামনের বাঁশটা অনাবৃত নলাটের উপর। চোখ দুটো যেন বড় হতে লাগল। স্থির পুকুরে একটা ঢিল ছুড়লে যেমন ঢেউগুলো বড় হতে থাকে। নীল চোখ দুটো তেমনি বড় হতে লাগল। উৎকণ্ঠায় ধড়ফড়ানির চোটে হৃদপিণ্ড ফেটে যাবার আগে ভূপেন্দ্র ছুটে বাথরুমের দিকে। জল খেয়ে মরে আসতে চাইলেন ভূপেন্দ্র। কিন্তু জলের ছায়া পর্যন্ত চোখে পড়ল না। কে যেন ওকে নিজের সব এমন সময় পাশের খাটের বরটা ঘনশ্যাম জেগে উঠে বেডিংয়ের মত জলকে লাগল টেনে চলেছে। ঠোঁট উঁচিয়ে যেন ভেংচি কেটেছে। একটা ধীরে ধীরে ভূকাস্ত এক কলে সাথী হয়ে গেল। কুৎসিত সাথীটার লম্বা ঠোঁট দুটির ফাঁকে ওর দৃষ্টিকে আকর্ষণ লাগল ভূপেন্দ্রর কর্ণকুহরের দিকে। একটা শক্তিমান পশুর মত অসহায় ভাবে পড়ে থাকতে থাকতে ভূপেন্দ্র হঠাৎ একটা বিকট চিৎকার করে উঠলেন।

ঘর কেপা বড়মন্ত্র করে উঠে বসলেন ভূপেন্দ্র। মোটা ঘামে ভিজে জবজব করছে। মাথাটা ছাপে চারদিক তাকালেন, কিন্তু কেউ। জবা হাতে জলের ভূপেন্দ্র ঢোক গ্লাসে টুলে ঢক ঢক করে জলটুকু শেষ করে উঠে দাঁড়ালেন কোনও রকমে। তার পর মনে পড়ল সব। সমস্ত একটা যন্ত্রণার মত স্পষ্টতা হয়ে উপরে উঠতে লাগল। সেই সকাল থেকে পিছে মিশছে ঠোঁট উল্টো-পড়া মুখটা। জল মুখে তুলে দেওয়া জবা! এমনকি ঘ ফোনে ভূপেন্দ্র। মাইরের ঘরালাদের পালিশ এসে কুয়োর অন্ধকারে মিশে যেতে চাইছে তিনি। দর্শনের পাশে এগিয়ে আসতে ভূ বিস্ফারিত চোখে দেখলেন জীব মেয়ে ভূপেন্দ্রর অফিসে উপরের আয়নার মুখে চড় চড় মুখে নয় ভবনের সাথে সাথে সমস্ত নিজের জন্যে সমস্তটা ভার কাছ থেকে দূ সরে যাচ্ছে। শোকার্তের মত নিশ্চল অস্ত এবার ছেলেপা পড়লেন ভূপেন্দ্রনাথ। ঘ লাল ঠোঁটের-এর উপর।

দুদিন পর ভোর সকালে পা ফ্রেঞ্চকাট' বন্ধুরা সমিতির লক্ষ্য ক ফোনটার পরোক্ষের জোড়ি নেই। ব তুলেই মত হরিসের শিং ফাটকেল লা

পরলোকে গোষ্ঠ পাল

জাতীয় ফুটবল দলের প্রবীণ ফুটবলার গোষ্ঠবিহারী পাল গত ৮ এপ্রিল ৮০ বছর বয়সে আর জি কর হাসপাতালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। তাঁর মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে হাসপাতাল এবং তাঁর বাসভবনে অগণিত ক্রীড়ামোদী এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তাঁর প্রতি শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করতে উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁর অন্ত্যেষ্টি পুণ্যশ্লোক অশ্বিনীকুমার ঘাটে এসে জানায়েন, পুত্র তাঁর ঝিলিমী এ বি সি, জুনিয়র ট্রেনিংকর্মীবন্ধুর ডাঃ. বাবা ও ক্রীড়ামোদী ট্রেনিংকুমারজিৎ সেন, সেক্রেটারি ডাইরেক্টর ট্রেনার শ্রী, মোহন-বাগান ক্লাবের ট্রেনিংকর্মী কৃষ্ণ এক্তেয়ারকে অন্ত্যেষ্টিতে উপস্থিত ছিলেন। ডাঃ ঝিলিমী ও ঝিলিমী ঝিলিমী চক্রবর্তী।

আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগদান করে তিনি ব্রহ্মদেশযুদ্ধে, মধ্যপ্রাচ্যে, আফ্রিকা, পাঞ্জাবসহ বিভিন্ন সাংবাদিক সংস্থে আই এফ এ, সি এ বি, বি এই এ, ইস্টবেঙ্গল ক্লাব মোহন-বাগান ক্লাব এরিয়ান্স ক্লাব ঝিলিমী ক্লাব ইস্টার্ণ রেলওয়ে স্পোর্টস ক্লাব লি আর এ

আগামী সংখ্যায় স্বর্গত গোষ্ঠ পাল সম্পর্কে একটি বিশেষ নিবন্ধ প্রকাশিত হবে।

বেলেঘাটা পঞ্চানন্দ ক্লাব ইস্টার্ণ স্পোর্টস ক্লাব বিদ্যাসাগর অনেক প্রকৃতি প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকেও তাঁর শ্রদ্ধার্ঘ্য পুষ্পমাল্য অর্পণ করা হয়েছিল।

পথ থেকে বলছি

বদলে গেল মতটা

কিছু হলো এমেচার অভিজাত্য অতো দূরের বৈজ্ঞানিক গবেষণার সূত্রে আন্তর্জাতিক হচ্ছে বলেই পরিচিত খেলাধুলো সম্পর্কে আমাদের সাবেকী ধ্যান-ধারণার কিছুও বিশ্লেষণের দাবি হয়ে দাঁড়িয়েছে। অবশ্য মেয়েদের ক্ষেত্রে আমাদের চিন্তা হলো আরো পরিবর্তন ঘটে গেছে।

সাধারণ হিসেবে মেয়েদের কতকগুলি মৌলিক অসুবিধা ও অসম্পত্তি আছে। শরীরতত্ত্বের মূলগত মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে দুর্বলতর। তাদের দূরে পরিচালনের ক্ষমতা কম বা মেয়েদের সহিতে পারে না মেয়েদের মানসিক গঠনেও। প্রচলিত ধারণা এই যে, এই কারণে অন্তত এদের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনেকের 'অসুস্থ' ও 'অস্বাভাবিক' সৃষ্টি হয়েছে মেয়েরা।

আন্তর্জাতিক মহলে আজ সেই সব প্রচলিত ধারণার বিরুদ্ধে প্রবলভাবে প্রতিবাদ জানিয়েছে এবং সব অজুহাত ভিত্তিহীন বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদের ভিত্তিতেই। অন্তত এই প্রতিবাদ যারা করছে অনেকক্ষেত্রেই সুবিচার প্রশ্রয় পায়নি।

সর্বজনীন, ক্রীড়ার অনুষ্ঠানে ক্রীড়া-নুষ্ঠান থেকে মেয়েদের জোর করে অপসারিত ছিল না। প্রাচীন গ্রীসে ওলিম্পিক ক্রীড়া-ভিন্ন ছেলেদের জন্যেই সীমাবদ্ধ। যদিও প্রাচীন ইতিহাসে স্বাধিকার বঞ্চিত গ্রীক ললনারা একটি খেলাধুলার মিছিলের মতো স্বতন্ত্র ক্রীড়াভূমি তৈরি করে নিয়েছিল।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রান্তিক ওলিম্পিক ক্রীড়া পুনরুজ্জীবিত ঘটনা পরের সামাজিক সমাজ সচেতনী মনোভাবের প্রভাব অস্বীকার করতে পারেনি। ফলে আধুনিক ওলিম্পিক ক্রীড়ার প্রথম অনুষ্ঠানটি আসর ছিল সম্পূর্ণ নারী বর্জিতই। খেলাধুলোর জন্যে নিজে নারী তার অন্তর্নিহিতা ও শ্রী ব্যাহত হবে পরিচয় ভাবে তাদের স্বাভাবিক অনুভূতি থাকলে যা তারা অসুস্থ হয়ে পড়বে ইত্যাদি নানান অজুহাত তুলে বিশ্ব ক্রীড়ার মেয়েদের খেলাধুলোর সব দুয়ার করে দেয়া হয়েছিল।

সর্বপ্রথম হিসাবে ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে ওলিম্পিক ক্রীড়ার পুনরুজ্জীবন ঘটনার এই আসরে মেয়েদের অংশগ্রহণ মাত্র এক মুখে অনুমোদন হয়। ওলিম্পিকে মেয়েদের খেলাধুলোর অধিকার দেওয়া হয় সর্বপ্রথম ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে। তাও মাত্রায় একটি বিভাগে। সে বিভাগটি হলো দৌড়। তারপর সাঁতারের আর চলনায় ও পরি-কল্পনায় খেলাধুলোর অন্য নিজে নিজে মেয়েরা ওলিম্পিক ক্রীড়াঙ্গনে স্বাধীনভাবে 'অনু হয় ১৯২৮ সালে সে অনুষ্ঠানে ওলিম্পিক আসরে মেয়েদের জন্যে আধুনিকতম প্রান্ত-রেখিয়ার মতন চিন্তে ওঠে পারছে না।

আধুনিক খেলা: মাঠের সব খেলাই অনুষ্ঠানসূচি। এই বিরাট মেয়েদের ক্ষমতা দেখে তাদের সব 'অভাগীর খেলার মেয়েদের সম্ভাব্যতা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হতে পারার হাতের সন্ধানে পুরোনো এক নিশ্চিন্ততাবে নতুন করে। ফলে মেয়েরা আরও বেশি ধরনের খেলার হাতে পাচ্ছিয়েছে। আধু-নিকতম 'জনপ্রিয়' এবং প্রবলভাবে তাদের সংবাদপত্রের যোগাযোগ লক্ষ্যও পরিচয়ও হয়েছে।

তবুও কি মেয়েদের সামর্থ্য সম্পর্কে সমস্ত সংশয় সন্দেহের অবসান ঘটেছে? বোধহয় না। এখনও অনেকের মনে হয়, এই যে মেয়ে খেলোয়াড়ের অপরিসীম স্নেহস্পর্শ করতে হয় মেয়েরা সেই সব খেলার পক্ষে অনুপযুক্ত। কেউ কেউ মনে করে যে মুখমণ্ডলের সৌন্দর্য অনে নেওয়া মেয়েদের অন্যায়।

১৯২৮ খৃষ্টাব্দে যখন এমস্টার্ডাম ওলিম্পিকে মহিলা বিভাগে ৮০০ মিটার দৌড়ের ব্যবস্থা ছিল। মহিলা আথলেটিক ফেডারেশন সেই দৈর্ঘ্যবন্ধনে প্রতিযোগিতার মনে কেউ কেউ আটশ মিটার দৌড়তে গিয়ে মূর্ছিত হয়ে পড়েছিলেন। ফলে যা সমাপ্তি রেখার অন্যথা তার কাছাকাছি এসে অচৈতন্যের মতো পড়ে যায়। সেই দেখেই সেদিন সব উঠেছিল, মহিলাদের দৌড় মেয়েদের জন্যে নয়। আর সেই উদ্ভিত অভিযোগে প্রায় চল্লিশ বিশে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত ওলিম্পিক অ্যাথলেটিকসে মেয়েদের আটশ মিটার দৌড়ে বিশিষ্ট হয়েছিল।

পরে ১৯৬০ সালে রোমে মেয়েদের আটশ মিটার আবার অন্তর্ভুক্ত হয় এবং ১৯৭২ সালে মিউনিখে মেয়েরা পাঁচশো মিটার দৌড়ে পর্যন্ত অংশ নিয়েছে। অথচ ১৯২৮ সালে মুক্তপাল্লার দৌড়বাজ মাত্র দু'মিনিট 'চল না' বলেই থেমে গেলো প্রতিযোগিনী ক্রীড়াঙ্গনও

সেলসম্যান হয়ে পড়ে। সেখানে প্রতিভাদের সুযোগ ছিল না। গবেষণাগারে আণবিজ্ঞানের আলোও জ্বলে নি। তাই এল অন্ধকার। কিন্তু যে কালে প্রতিভার পরিচালনায় উপকৃত হয়ে দেশের সেইকালে মেয়েরা সহজেই হয়ে দাঁড়াতে পারছেন।

আজ না পেরেছেন মিটার তো সাধারণ পথ মেয়েরা আজ মাারাথন দৌড়েও ভাগ নিচ্ছে। মাারাথন দৌড়ের নির্ধারিত পথ হলো ৪২-২৮০ কিলোমিটার বা ২৬ মাইল ৩৮৫ গজ। এতটা দৌড়ে এই দীর্ঘ পথ উজিয়ে আজকাল মেয়েরা কেউ কেউ মহিলার অসুবিধা হচ্ছে না।

মন্টেলের স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতির ভারতী ক্রিস্টা ক্যালেনসিয়েরের মাারাথনের কথা যায়। ত্রাশিক্ষিত মহিলার এই মাারাথনটী আন্তর্জাতিক মানদণ্ডিতের সঙ্গেকার মাত্র দুই ঘণ্টা ৪৩ মিনিট ৪০ সেকেণ্ডের দীর্ঘ ত্রাশিক্ষিত মাইল পথ একটানা ছুটে যান। আর এক-দিন আরও পাঁচ মিনিট কম সময়ে তিনি মাারাথনের নির্ধারিত পথ অতিক্রম করেন মেইটিই মহিলা গ্রহণে মাারাথন দৌড়ে বিশ্ব রেকর্ড রূপে চিহ্নিত হয়ে পড়ে।

মাারাথন দৌড়ে ক্রিস্টীর এই সাফল্যের মূলে যে আণবলোটিক জগতেই বিপুল আলোড়নের সৃষ্টি করেছে তাই নয় চিকিৎসা ক্ষেত্রে মারও পলাতে সুরু করে দিয়েছে। মেয়েদের সম্পর্কে পুরানো দিনের ধারণাটাই দেখে বসলে। নারীর বিজ্ঞানীরা ধাত্তি-কালের গবেষণার মনেছেন এবং গবেষণা প্রসঙ্গে তার বিশ্লেষণে যে নারীর মাতৃত্বে মেন কোনো মেয়েদের পক্ষে প্রমাদের ধারণার কথা ও খেলাধুলোর মনে নেওয়া সম্ভব। অর্থাৎ এতোদিনে মেন ধরণে মেয়ে মতটা।

গবেষকদের বিশ্বাস, নারীর মাতৃত্বে মেন কোনো একদিকে মেয়ে কিছুক্ষণ পরিশ্রমের পর নতুন প্রাণশক্তি সঞ্চয়ের তা সহায়তা করে। তেমনি আণবিকারাম বিদ্যুৎচালন থেকে নারীর ধারণে আলোকও মনে। মেন মাতার হিমশীতল ঠা-ডাও নাশে ক্ষম। মনে হলে মেয়েদের পক্ষে একটানা দীর্ঘমে দূরপাল্লার ইনিংস খেলার ক্ষমতিরও কমও অসম্ভব হয়ে পড়ে না। মেয়েরা মাারাথন অতিক্রম করছেন সেই বিশ্বাস মনক থেকে।

মানবী প্রগতির এই কালে মেয়েরা খেলা-ধুলোর কোন বিভাগে যে পিছিয়ে রয়েছে সেইটাই তো আশ্চর্য বিষয়। আণবলোটিক সাঁতার 'জলনাস্টিকসে তো মেয়েদের সমকক্ষতার প্রশ্ন নেই। এমনকি ভারোত্তলন ক্রিকেট ফুটবলে দৃষ্টি খেলাতে। মাারাথনের অতিরিক্ত টেনিসে হাত মিলিয়ে অনেক আগেই তুমার ক্ষমতা সমর্থন মেয়ে মেরিন সুনীটা অসি-চালনা—খেলাধুলোর নানা ক্ষেত্রেই আজ তারা উপস্থিত। শুধু বাকী আছে ফুটবল ক্রিকেটের মতো পুরুষালী খেলাগুলি। তাও আজ মাঠে মাঠে প্রশিক্ষণ ও প্রতিযোগিতার মিলে মেলে পড়ার জন্যে কোনো কোনো তরুণী বাধা প্রদান করছে।

আলাদা বলেই বিপক্ষে ঠেলতে অনেকে তাদের সে দাবী এখনও গ্রাহ্য করা হয়নি। কিন্তু এই দাবীটুকু যে আর অতোদিন ঠেকিয়ে রাখা যাবে তাই বা কে বলতে পারে। ফুটবল খেলার তো একমাত্র মেয়েদের ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ বলে গণ্য হোত। সোভিয়েট দেশে সেই ব্যবস্থা আজও চলছে। কিন্তু দুনিয়ার অন্য অনেক প্রগতি দেশেই ফুটবল আজ নিষিদ্ধের চিহ্ন হয়ে গেছে।

মেয়েরা আজ নিজেদের মনে নিজেদের মতো করে মানুষ খেলা খেলছে। সমর বিশেষে বিশ্ব খ্যাসরে উপস্থিত থেকে পুরুষদের সঙ্গে পাল্লাও দিচ্ছে। তবুও মৈত্রীমিকসের ব্যবস্থা মুরোপ্রাণ দৌড়ে তারা ছেলেদের গতির সঙ্গে এঁটে উঠতে পারবে না। স্নায়ুত্ব মুরোপ্রাণ দৌড়ে অপরিমিত পরিশ্রমের সঙ্গে সঙ্গে গতি বৃদ্ধি করতে হলে দীর্ঘশ্বাস হৃৎপেশীর সহায়তার প্রয়োজন ঘটে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে সাধারণ হিসেবে মেয়েদের হৃৎপেশী ছেলে বয়ঃ ত্রাপের হৃৎপেশীর অধিকারী। দৌড়বার সময় ছেলেদের হৃৎ-কর্তাটি থাকে আরও সক্রিয়। তাই গতি বৃদ্ধি করার তারা বাড়তি সুবিধে পায়। পরীক্ষা বিজ্ঞানীদের আরও অভিমত যত প্রাণের হৃৎপেশীর যতটা দরকার সাইক্লিস্টদের ক্ষেত্রে পুরুষ গঠন অনুসারে অনেক মেয়েরই তেমন হৃৎপেশী নেই বলে সফল পাল্লার সাইক্লিস্ট তারা সফল হলেও দূরপাল্লা সাইকেল চালনে তাদের পক্ষে প্রতিযোগী কণ্টকর হয়ে দাঁড়াবে। আরও কঠিন হবে দীর্ঘ বেগে নৌ চালনে। স্নায়ুত্ব উপ-পদ্ধতিতে নৌকা চালনের সময় যে মাংসের ও স্নায়ুশক্তির সমন্বয়ের দরকার পড়ে মেয়েদের গঠন বিন্যাসে তার বড়ই অভাব। সমান অধিকার পাওয়ার দাবীতে মেয়েরা অতোই চেচান যোক না কেন অনেকক্ষেত্রেই স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা তাদের এগিয়ে যাবার পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছেন।

আজ সম্ভাব্য জননীদের পক্ষে সক্রিয়ভাবে খেলাধুলোয় অংশ নেওয়া বা প্রতিযোগিতায় যোগ দেওয়া উচিত কি? সাধারণ মানুষ প্রশ্ন শুনেই হয়তো উত্তেজনায় মূর্ছা বসবে। আগের আমলের ধারণাই ছিল এইরকম যে, গর্ভবতী মহিলার পক্ষে পরিশ্রমসাধ্য কিছু না করাই ভাল। সরীর যা হল, কোনো দিক থেকেই যাতে তার ওপর চাপ না পড়ে, সেদিকে কড়া-কড়ি দৃষ্টি রাখাই ছিল তখনকার নিয়ম।

কিন্তু এই ধারণাও ভ্রমাত্মক বলে মানা হচ্ছে। একদল আধুনিক শরীরের বিশেষজ্ঞ প্রকাশেই বলছেন যে, গর্ভাবস্থার মাঝামাঝি সময়ে গর্ভধারিণী মহিলাদের খেলাধুলোয় অংশ নিতে, প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে পারে। তাঁরা আরও বলেছেন সন্তান জননীরা যদি ছয় মাস বয়স পর্যন্ত অনুশীলন খেলাধুলো করে তাহলে তাদের শারীরিক সংগঠনে প্রযোজনে হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিতে পারে বলে মনে করার কোনো সঙ্গত হেতুই নেই।

এইসব চিকিৎসকদের আরও মতবাদ, যে সব মহিলা ক্রীড়াচর্চায় খেলাধুলোর মতো আত্মনিয়োগ করে গর্ভাধারণ তাদের কোনো অসুবিধে হয় না। সন্তান প্রসবের সময় সাধারণত তাদের কোনো জটিল পরি-স্থিতির সামনেও পড়তে দেখা যায় না। উলটে যারা কোনোরকম খেলাধুলো করে না গর্ভধারণে বা প্রসবের কালে তাদেরই জটিলতর অবস্থার পড়তে দেখা যায়। সন্তানের জন্মের অল্পক সপ্তাহের মধ্যেই আবার একজন তার শরীর আগেকার অবস্থায় ফিরে আসতে পারে।

চিকিৎসকদের মত মানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে উপযুক্ত সিদ্ধান্তে এসেছেন। তাঁদের কাছে ব্যাপারটা পরীক্ষিত সত্যেরই মতো। বিভিন্ন দেশে ঘুরে এইসব মার্কিন চিকিৎসক তাঁদের পরীক্ষা চালান এবং শেষ পর্যন্ত সোচ্চারে বলেন, বিশ্বাস করুন, ১৯৫৬ সালে মেলবোর্ণে অলিম্পিক ক্রীড়ার আসরে তিনজন সন্তানসম্ভবা মহিলাকে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের অবস্থার কথা তখন খোলস থাকলেও উপস্থিত বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারে প্রকৃত বিষয়টি জানা গেছে।

পরীক্ষার ফলাফল যখন সমস্ত বৈজ্ঞানিকেরা সমস্বরেই ঘোষণা করছেন তখন আর এ বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করা যায় না। এবং তা যায় না বলেই বলছিলাম যে খেলাধুলোয় মহিলাদের যোগদান চলনের আমাদের অনেক পুরনো ধারণা হলেতেই হয়ে পড়বে। আরও কিছুদিন পর মেয়েরা এমন সব ব্যাপারে আমরা সব বলে মেনে নিতে বাধ্য হবো যেগুলিকে একদা অবিশ্বাস্য বলে উড়িয়ে। এখন যা ছিল অবিশ্বাস্য ভবিষ্যতে তাই হবে বিশ্বাসযোগ্য। প্রমাণের নিয়মটাই এই।

অমৃত ধর

বঙ্গশ্রী
হাওড়া
৪১/১, জি, টি, রোড, হাওড়া
• বেনারসী • জোড় • সিল্ক • ঔত • মিল • পোষাক • সাড়ি • সুট,
৩টি কাপড়

খেলাধূলা

হর্ষক

ভারত সফরে নিউজিল্যান্ড এবং এম সি সি

আগামী নভেম্বর মাসে নিউজিল্যান্ড এবং ইংল্যান্ডের ক্রিকেট দল ভারত সফরে আসবে। দেশগুলির নিউজিল্যান্ডের ক্রিকেট দলটি সেপ্টেম্বর মাসে বাংলাদেশ, এবং ইংল্যান্ডের এম সি সি দল ২৫শে অক্টোবর।

ভারত সফরে নিউজিল্যান্ডের এই তিনটি টেস্ট এবং কয়েকটি ম্যাচ স্থির হয়েছে —দেশগুলির ১৪ টেস্ট, কানপুরে ২য় টেস্ট এবং মাদ্রাজে শেষ টেস্ট। অন্যান্য একটি টেস্ট খেলার স্থান(গুলি) চূড়ান্ত এখনও পাকা হয়নি।

ভারত সফরে এম সি সি দল ১৩টি প্রথম শ্রেণীর—তিনটি টেস্ট খেলা ৮টি এবং পাঁচটি একদিনী টেস্ট খেলা এটি।

দল তালিকা

নিউজিল্যান্ডের টেস্ট খেলা

১ম টেস্ট (কানপুরে) : নভেম্বর ১০ ১১ ১৩ ১৪ ও ১৫

২য় টেস্ট (দিল্লীতে) : নভেম্বর ১৮ ১৯ ২০ ২১ ও ২৩

৩য় টেস্ট (মাদ্রাজে) : নভেম্বর ২৬—২৮ ও ৩০ এবং ডিসেম্বর ১ ও ২

এম সি সি-র খেলা

নভেম্বর ২৮-৩০ : বিপক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় দল, অমৃতসরে

ডিসেম্বর ৩-৫ : বিপক্ষে মোদ্দাই (রাজস্থান বিদ্যালী দল), ইন্দোরে

ডিসেম্বর ৮-১০ : বিপক্ষে সর্বাঞ্চলে, জলন্ধরে

ডিসেম্বর ১৩-১৪ : বিপক্ষে মোদ্দাই জোন, জয়পুরে

টেস্ট টেস্ট (দিল্লী) : ডিসেম্বর ১৭-১১ ও ২১-২২

ডিসেম্বর ২৭-২৯ : বিপক্ষে মেজর স্পোর্টস, মোদ্দাই একাদশ দল, আহমেদাবাদে

দ্বিতীয় টেস্ট (কলকাতা) : জানুয়ারী ১, ২ ও ৪-৬

জানুয়ারী ৯-১১ : বিপক্ষে ইন্টারজোন, বোম্বাই

তৃতীয় টেস্ট (মাদ্রাজে) : জানুয়ারী ১৬-১৯ ও ১৮-২১

জানুয়ারী ২২-২৪ : বিপক্ষে সার্ভিস জোন, হায়দরাবাদে

শেষ টেস্ট (কানপুরে) : জানুয়ারী ২৮-৩০ ও ফেব্রুয়ারী ১ ও

ফেব্রুয়ারী ৫-৭ : বিপক্ষে ওয়েস্ট জোন পুনে

পঞ্চম টেস্ট (বোম্বাই) : ২-১০ ও ১২-১৪

ভারত বনাম নিউজিল্যান্ড

ভারত বনাম নিউজিল্যান্ডের টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাস হচ্ছে বাদানুবাদের ১৯৫৫ সালের অক্টোবর ১৯ তারিখে। এ পর্যন্ত এই দুই দেশের মধ্যে যে ১৯টি টেস্ট খেলা হয়েছে তার ফলাফল নিম্নরূপ : ভারতের জয় ৮, নিউজিল্যান্ডের জয় ৩ এবং খেলা ড ৮। এই দুই দেশের মধ্যে অনুষ্ঠিত

খেলাধূলা

হর্ষক

পাঁচটি টেস্ট সিরিজের ফলাফল দাঁড়িয়েছে : ভারতের দাবার জয় ৩বার এবং দাবার অমীমাংসিত হয়েছিল। ১৯৬৭-৬৮ সালের নিউজিল্যান্ড সফরে ভারত ৩-১ খেলায় (ড ১) জয়ের অধী হয়েছিল—বিদেশের মাটিতে ভারতের টেস্ট সিরিজ খেলায় জয়ের এটাই ভারতের প্রথম নজির বছর। নিউজিল্যান্ড এ পর্যন্ত ভারত সফরে এসেছে তিনবার (১৯৫৫-৫৬, ১৯৬৮-৬৯ এবং ১৯৭১-৭০ সালে)। ভারত অপরদিকে নিউজিল্যান্ড সফরে গেছে ৪বার (১৯৬৭-৬৮ এবং ১৯৭৬ সালে। নিউজিল্যান্ডের মাটিতে ১৯৭৬ সালের ভারত সফর হবে তৃতীয় টেস্ট-খেলোয়াড়ের ভারত সফর।

ভারত বনাম ইংল্যান্ড

ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ভারত তার প্রথম টেস্ট সিরিজ প্রথম খেলায় পায় লর্ডস মাঠে, ১৯৩২ সালের ২৫ জুন। এই সূত্রেই আন্তর্জাতিক টেস্ট ক্রিকেট খেলার জগতে ভারতের প্রথম আবির্ভাব। এ পর্যন্ত ভারত এবং ইংল্যান্ডের মধ্যে যে ১০টি টেস্ট সিরিজ খেলা হয়েছে তার ফলাফল: ইংল্যান্ডের দাবার জয় ৮ বার, ভারতের দাবার জয় ৩ বার এবং টেস্ট সিরিজ অমীমাংসিত ২ বার। এই ১০টি টেস্ট সিরিজের ৩৮টি টেস্ট খেলার ফলাফল দাঁড়িয়েছে। ইংল্যান্ডের জয় ২২ ভারতের জয় ৬ এবং খেলা ড ১০। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্ট খেলায় ভারত প্রথম জয়ী হয় ১৯৫১-৫২ সালে মাদ্রাজের এম টেস্টে এক ইনিংস ৮৮ রানে। এই জয়ের ফলে ভারতকে পনেরটি টেস্ট খেলা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছিল। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ভারতের প্রথম দাবার জয় ১৯৬১-৬২ সালে মাদ্রাজের মাঠিতে ২-০ খেলায় (ড ৩)। ইংল্যান্ডের মাটিতে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্ট ভারত প্রথম জয়ী হয় ১৯৭১ সালে ওভালের শেষ টেস্টে ৫ উইকেটে। এবং এই জয়ের সূত্রেই ইংল্যান্ডের মাটিতে টেস্ট সিরিজে ভারতের প্রথম দাবার জয়। এ পর্যন্ত ইংল্যান্ড একই সফরের টেস্ট সিরিজের সমস্ত টেস্ট খেলায় ভারতকে পোকনরিজাবে হারিয়েছে দুবার —১৯০২ সালে ১—০ খেলায় ১৯৫১ সালে ৩—০ খেলায়, ১৯৬৭ সালে ৩—০ খেলায় এবং ১৯৭৪ সালে ৩—০ খেলায়। ইংল্যান্ড বনাম ভারতের টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে ভারত প্রথম পৌরব লাভ করে ভারত—১৯৬১-৬২ সালে মাদ্রাজের এম টেস্টে এক ইনিংস ও ৮ রানে।

প্রথম বিভাগের হকি লীগ

প্রথম বিভাগের হকি লীগ খেলা শেষ হতে আর বেশী দেরী নেই। বর্তমানে লীগ-তালিকায় শীর্ষস্থানে আছে ইস্টার্ন রেলওয়ে আন্তর্জাতিক এসোসিয়েশন এবং দ্বিতীয় স্থানে গত বছরের জাতীয়-চ্যাম্প ইস্টবেঙ্গল ক্লাব। ইস্টার্ন রেলওয়ে আন্তর্জাতিক এসোসিয়েশন তাদের ১৬টা খেলা থেকে ৩০ পয়েন্ট সংগ্রহ করেছে। ইস্টবেঙ্গলের ১৬টা খেলায় ২৯ পয়েন্ট উঠেছে। এখনও এই দুটি দল একবও কোন খেলায় হারেনি। লীগ-তালিকায় তৃতীয় স্থানে আছে গত বছরের লীগ চ্যাম্পিয়ান মোহনবাগান — তাদের ১৬টা খেলা থেকে ২৪ পয়েন্ট উঠেছে (জয় ১২, ড ৬ এবং হার ১)। পাঞ্জাব ১৬টা খেলা থেকে ২৭ পয়েন্ট সংগ্রহ করেছে (জয় ১২, ড ৩ এবং হার ১)।

পি সেন ট্রফি

১৯৭৫-৭৬ সালের পি সেন ক্রিকেট ট্রফির ফাইনালে কালীঘাট ১৫১ রানে মোহনবাগানকে হারিয়ে মোট ৪ বার এই ট্রফি জয়ের গৌরব লাভ করেছে। এর আগে কালীঘাট ১৯৭১-৭২ ১৯৭২-৭৩ এবং ১৯৭৩-৭৪ সালে পি সেন ট্রফি জয়ী হয়েছে। ১৯৭৫-৭৪ সালে মোহনবাগানের সঙ্গে যুগ্মভাবে কালীঘাট পি সেন ট্রফি পেয়েছিল।

ডেভিস কাপ

আন্তর্জাতিক ডেভিস কাপ লন টেনিস প্রতিযোগিতার এশিয়ান জোন ফাইনালে মালয়েশিয়া ৩—০ খেলায় জাপানকে পরাজিত করেছে। এশিয়া গ্রুপ ফাইনালে ভারতের সঙ্গে মালয়েশিয়ার খেলবে।

সর্বভারতীয় গল্ফ প্রতিযোগিতা

অস্ট্রেলিয়ার আয়োজিত ১৯৭৬ সালের সর্বভারতীয় গল্ফ প্রতিযোগিতায় পিটার থমসন (অস্ট্রেলিয়া) চ্যাম্পিয়ান হয়েছেন। এই নিয়ে তিনি তিনবার ভারতীয় গলফ খেতাব পেলেন। এর আগে পেয়েছিলেন ১৯৬৪ সালে মিল্লাইট এবং ১৯৬৬ সালে কলকাতায়। পিটার থমসন একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিমান গলফ খেলোয়াড়। তিনি দুটি মূল গলফ প্রতিযোগিতায় ৫ বার বিজয়ী হয়েছেন।

১৯৭৬ সালের সর্বভারতীয় গল্ফ-চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতায় ২য় স্থান পেয়েছেন জাপান জোসে (অস্ট্রেলিয়া) এবং ৩য় স্থান পেয়েছেন সাং (তাইওয়ান)। পুরস্কার হিসাবে পেয়েছেন যথাক্রমে ৩,২০০ ডলার, ২,১০০ ডলার এবং ১৬৫০ ডলার।

এশিয়ান ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা

জাপানে অনুষ্ঠিত তৃতীয় এশিয়ান ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতায় এশিয়ার ১১টি দেশের শীর্ষস্থানীয় খেলোয়াড়রা অংশ গ্রহণ করেছিল। পুরুষদের সিঙ্গলসে ইন্দোনেশিয়ার টিন সুবিয়ান্তো, পুরুষদের ডাবলসে ইন্দোনেশিয়ার রাডিয়াতো এবং লিম, মেয়েদের সিঙ্গলসে চীনের মিস্যো হিউ-লিন এবং মেয়েদের ডাবলসে মালয়েশিয়ার সিলিভিয়া এবং চেয়াকিন সিয়ো খান খেতাব জয়ী হয়েছেন।

শতবর্ষের পরিক্রমা

নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ী

(৩)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

শিশিরকুমার অবশ্য মূল নাটকের বহু অংশ বাদ দিয়ে অভিনয় করেন। তাই করাটার তাঁকে প্রশংসা পত্র লিখলেন—"আপনি অসাধারণ অভিনেতা। এখন থেকে সেই জন্য 'আমি গৌরব।'"

নাট্যমোদীরা কিন্তু শিশিরের গলাতেই মালা দিলেন। শিশিরকুমারের প্রতিটি এবং নাটক প্রায় দীর্ঘকাল ৩৫ পুনরাভিনয় হয়। ১৮ আগস্ট গ্রীন রুমের পদোন্নতীয় নাটক আলমকুমার—পুরস্কারীত। ভারতমহিলা—পাকড়ী, চাঁদসদাগর—ইরাণী রেস্তোরাঁ। মনসা শ্রেষ্ঠিক—কল্যাণ। নেতৃত্ব 'অহ—কুপমণ্ডুক' পদ্মাবতিকা—পদ্মফুল প্রভৃতিকা ছিলেন।

অসাধারণ এই সময় আলমকুমার নাটকের অভিনয়ে 'শিশিরকুমার—আলমকুমার' নাম ঘোষণাপত্রী চলিত অনেক প্রমাণ করেছিলেন। আলমকুমারের ঘোষণাপত্রে নতুন নিয়ে রঙ্গালয়ের 'ঘোষণা' করে।

অসাধারণ অভিনয় পত্রেরে নাটকের পুনরাভিনীত হয়।

১৯২৫ খৃষ্টাব্দের ২০ ডিসেম্বর শিশির প্রথম নাট্যালয় নাম দিয়ে তাঁর সম্প্রদায়কে স্বীয় প্রতিষ্ঠানে রেজিস্টারড করেন। পরিচালকদের মধ্যে থাকেন দুর্জনী ঘোষাবাণী, শিশিরকুমার ভাদুড়ী, নিরঞ্জন্ত রায়। প্রাক্তনিক প্রযোজনার ভার নেয়ার ভাদুড়ী প্রথম হোন। ১০০ টাকা করে প্রতি সপ্তাহের মাসিক নির্ধারিত হয়ে। ৭ জন শিল্পীর মধ্যেকার বেতনিষ্টিকৃত করা হয়। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগেই শিশির সম্প্রদায় অনেকবার পরিবর্তন করে এলাহাবাদ প্রবাসী নাট্যশিল্পি. অলপাইটিতে প্রভৃতির আর পরিচালন করে অনেকবার প্রতিষ্ঠাবর্তন করেন এবং ১৯২৬ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগেই সর্বভারতীয় খ্যাতির অধিকারী হয়ে ওঠে। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দের শেষ থেকে সর্বপ্রথম অভিনয়ের বিনিময়ে নিয়ে অভিযানে বেরায়।

বাল্যকাল থেকেই শিশিরকুমার রবীন্দ্র কাব্যের ভাবুকতার দিকেই ঝুঁকে ছিলেন। রবীন্দ্র-কাব্য আবৃত্তিতে শিশিরকুমারের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। কলেজজীবনে বিশ্বকবির নাটক অভিনয় করেছেন। তাঁর সংস্পর্শে এসে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে অনুরোধ করেন রবীন্দ্র নাটকে অভিনয় করতে। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে শিশিরকুমার রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তধারা' নাটকে অভিনয় করেন। ধনঞ্জয় বৈরাগী চরিত্রে অভিনয় করে তিনি সকলকে মুগ্ধ করেছিলেন। উদ্বোধন রজনীতে শিশির-কুমারও অভিনয় করেন রবীন্দ্রনাথ চরিত্রে আর রবি রায় অংশগ্রহণ করেন রণজিৎ চরিত্রে। রবি রায় এই রাত্রে রবীন্দ্রনাথ চরিত্রের আত্মপ্রকাশ করেন, তবে শিশির-কুমার রণজিৎ চরিত্রে অংশগ্রহণ করতে থাকলে রবীন্দ্রনাথ চরিত্রে অভিনয় করতে থাকেন অহীন্দ্রের নরেশচন্দ্র মিত্র। গুরুশীলা গান্ধারী অপর্ণা দেবীরাণী (পরে) আর রাজা চরিত্র অভিনয় করেন মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য। বিজয়ার সুধী রমণ সমাজের রূপে অবল। সোনার পাথরের, অভিনয় ও নাটকের উপস্থাপনার রবীন্দ্রনাথের মুগ্ধ হয়ে সকলের রেখেও যে মৌলিক দেখা দেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও তাতে রূপে মুগ্ধ হয়েন। তাঁর বিজয়ার সাধারণ রঙ্গালয়ের মঞ্চে কখনো করতে পারেন না। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দের ১৬ জুন বিজয়ার মঞ্চস্থ হয়। ১৩ আগস্ট শিশিরকুমার উপহার দিলেন শিক্ষিতদলের সাহায্যের জন্য অভিনয়। তাঁর শ্রীকৃষ্ণ ও রাজেন চরিত্রে শিশিরকুমার অবিস্মরণীয় যোগেশ চৌধুরী অভিনয় পাল বিদ্যাই। অভিনয় করে অভিনয়ে, রবি রায় ও যোগেশ চৌধুরী, রাজা—ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ, প্রভা—রাজলক্ষ্মী চরিত্রে অভিনয় করেন।

১ ডিসেম্বর কবীন্দ্রোৎসবে বিদ্যা বিনোদের অভিনয়ের নাটকে ভর্ক—শিশির-কুমার, কৃষ্ণ—বিশ্বনাথ ভাদুড়ী, অর্জুন—হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, দুর্যোধন—যোগেশ চৌধুরী পদ্মা—রাজলক্ষ্মী দ্রৌপদী—নারায়ণী। আর পাঞ্চালী চরিত্রে অভিনয় করেন রাজি।

১৯২৭ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে মহা-রাজাধিরাজের ২৭ জানুয়ারী অভিনীত হবার পর অনেকের মনে শিশিরকুমার স্বয়ংসেবাপ্রকাশে কথা বাধ্যবাধকতা যায়। শিশিরকুমারের পরিবর্তে নরনারায়ণ নাটকে অর্জুন চরিত্রে অভিনয় করেন রবি রায়। এবারই বাংলার নাট্যশিল্পে নিয়ে তখন প্রগতিবাদী নাট্যে আন্দোলনের প্রথম সাড়া পড়ে গিয়েছিল।

বাল্য কালের অভ্যেসাভ্যাস থেকেই শিশিরকুমার পরবর্তীকালে রঙ্গে অনেক চন্দ্রার ভিতরে ঘরে ওঠে এবং শেষ পর্যন্ত তাঁর পাওয়া উপন্যাসকে নির্বাচন করেন পরবর্তী উপন্যাস হিসেবে। পরে তাঁর অসাধারণ শিশিরকুমারের দৃষ্টিতে যোগেশী নাম নিয়ে মঞ্চস্থ হয় ৩ আগস্ট ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে। অভিনয়ে শিশিরকুমার—জীবানন্দ, যোগেশ চৌধুরী—ভবানন্দ রায় নৈষধ চৌধুরী—নিরঞ্জন বসু, রবি রায়—প্রতাপ চন্দ্রশেখর ভট্টাচার্য—আনন্দ সরকার, যোগাল ভট্টাচার্য—একজন, পদ্মাবতী—মৈত্রেয়ী, অমলেন্দু নায়িকা—নিরোজিনী। এবার আবার চরিত্রে অভিনয় করেন চন্দ্রশীলা। পরব শিশিরের এরূপ অপূর্ব অভিনয় ইতিপূর্বে আর অনুষ্ঠিত হয় নি। নাটকের কাহিনী বা ঘটনা বিশ্লেষণে আকর্ষণীয় দেখা দিয়েছে সর্বপ্রথমাকারে, তাই শিশিরকুমার নাট্যমোদীদের কাছে সাদরে বরণীয় হয়ে ওঠে। ফলে উপন্যাসের শুরুসংস্কার ভাঙ্গিতে হয়েই করে উঠেন নাটকে। জীবানন্দের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে নাটকের পরিসমাপ্তির মধ্যে যে রহস্যোদ্ঘাটনের আশার পাওয়া যায় মূল উপন্যাসে তা পাওয়া যায় না। যদিও বেশ্যাপাড়ার পরিবেশের ভাঙা উপন্যাসটির অন্যতম। জীবানন্দের মধ্যে পরস্পর-বিরোধী এই চরিত্রিক মৌলিক বিশ্লেষণ, শিশির-কুমারের অভিনয়ে তা সুন্দর রূপে উঠেছিল। নাট্যমোদীরা সর্বপ্রথমের জীবানন্দকে প্রত্যক্ষ করলেন শিশিরকুমারের রূপে। ভাঁটার পরপরিক্ষা নৈরূপিতভাবে প্রশংসা করল। করোনারি, নাগরিক, অমলেন্দুর প্রকৃতি আরো শিল্পের পরিপক্কতার প্রমাণের ভারতকুমারে ভাঁজিত হল। এই সময়ই ২ সেপ্টেম্বর রঙ্গালয় নতুন অভিনয়ের দেখা-পড়া। ভোতলী এবং দেবরক্ষক রঙ্গালয় এই সময়ও অভিনীত হয়। অভিনয়ে ছিলেন শিশিরকুমার—ঠাট রায় রায়—বিনোদ ঘোষের চৌধুরী—নিরঞ্জন রঙ্গালয় ভট্টাচার্য—নিরঞ্জন বিশ্বাস চৌধুরী—সোহাই, চন্দ্রশীলা—আশা মুখোপাধ্যায়—অমল, প্রভা—ইন্দুবালা ঐরা (পরে)—রাজলক্ষ্মী প্রকৃতি, অভিনয়ে যোগেশ অমল ইতিপূর্বে আর দ্বিরেফীয় রঙ্গালয় হয় কিন্তু অভিনয়ের তা প্রমাণতে হয় না। তাই শিশিরকুমারকে মঞ্চস্থ করবার অনুরোধ করেন। শিশিরকুমার হাসতে হাসতে অভি-নয়ের বলেন, আপনি যোগেশ অমল কার মনে মঞ্চে—এখন সম্ভবতঃ অভিনয় ঢাকনের আমাকে দেখেছেন। আমার এই মত উৎপাদিত হয়েছিল। অবশ্য, অমলের করার সময় অমলে শিশিরই অভিনয় করে পরিচয় পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে এ প্রসঙ্গে আলোচনা হয়েছিল। নাট্যমন্দিরে একসঙ্গে অভিনয় বিরাজ। এক অভিনয় অভিনয় পর ই এর। শিশিরের সঙ্গে আরম্ভিকীর। বিশ্লেষণের বহিঃ অমলমন্দির। অন্য সম্প্রদায়ে অভিনয়ে দেখা রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতিতে। পরিবর্তে নরনারায়ণ নাটক দ্বিতীয় অভিনয় রজনী প্রার্থনীয়।

দেবরক্ষক নাটকে শিশিরকুমারের অভি-নেতৃ আরো অভিনয়ে বিশিষ্ট হন। শেষ দৃশ্যে চন্দ্রশেখর শিশিরকুমার যখন ছেলে মেয়ে এসেছিলেন বলে মঞ্চে মঞ্চে, তারপর অমলের-চিঠি বিনা করতে করতে বলেছেন—আমার আমার মনে হয়েছে আজ অভিনয়ে সেরূপ আমার পান হয়েছিলেন। আমি কি বলব পারি। আপনারা আর ধরনে আমি চাওতালি দিয়ে বলে দিয়ে যাই। মঞ্চে ও আর আমাকে দেখবেন—সেই আমাদের ছাড়া। সমস্ত দর্শক সমাজ আর হাসলেন। প্রথম রজনীর দৃশ্যে ছাড়া এর অভি-নয়ের কাব এই আনন্দধারা উপলব্ধি করেন।

প্রেম জোনাকির আলোর সাতার করে দীর্ঘ বিতরণ করা হয়—দর্শকদের চোখে এসে যা লাগে দীপ্তির ছটায়। (শিশির-কুমার) বলছেন : তিন ঘিলটে ঘিরের নিয়ন্ত্রণে উপস্থিত হয়েছেন একটি, দ্বিতীয়-রূপে করে যাবেন না—তা কি? তারা অপেক্ষা হয়ে যে!

কথনও অভিনয়, কার্যাপদেশী যাকে দেখে পথাই কুড়ানিল—সেবে ঠাকুর লোকে লক্ষিত নিয়ে করল। তারাকে কাজে। যোর কুমলে। চুপি চুপি বলছেন—সত্যি সত্যি এত কালো মেয়—সেইটে করা হয়েছে।

সমস্ত সমাজ মনে হাসিমুখে মেনে পড়ানের মা—সেবকরা মেনে পরিচালক হল নিয়ে ঘুরে বিহরেন। দীপ্তিমান নাটকের অভিনয়ও দর্শক ও সিনেমাদের প্রতি একটি কথা নিবেদন করেছিলেন শিশিরকুমার। এই মধ্যে প্রকাশ দৃষ্টিতে অভিনয় শিশির-কুমার—রতনচাঁদ, রবি রায়—রাজা আর কুলতাপিনী অমলা চরিত্রে অভিনয় করেন।

১৯২৮ খৃষ্টাব্দের ২ আগস্ট বরদা প্রসন্ন দাশগুপ্তের নতুন নাটক হুকুম হাসি হেসেছে হল: অভিনয়ে শিশিরকুমার—প্রতাপসিং পরিচালনা—মণিরাজ, বিশ্ব-নাথ — মনোমোহন ঘোষ লাহিড়ী—নিবারণ, চারুশীলা—সরোজ, লোকালিকা—প্রেমিকা ঈশ্বরী—রাজাকে কুলতাপিনী—হেমেন্দ্রবালা চরিত্র অভিনয় করেন।

শিশিরকুমারের দুর্দান্ত দুঃখ নিয়ে সমস্ত সমিতি ভিন্ন, কলকাতা ছেড়ে গেলেন। এই কয় পাঁচমাসের জন্য নাগরিকের অভিনয়ের আয়োজন করা হয়। প্রকাশ ও অন্ধ, হেমেন্দ্র নাটক নাট্যমন্দিরে অভিনীত হয় ১৫ আগস্ট ১৯২৫ সালে (ইংরেজী অক্টোবর ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে)। অভিনয়ে প্রকাশ নাটক ছিলেন শশিমুখ—যোগেশ, শিশিরকুমার—রমেশ, সৈলেশ চৌধুরী—সুরেশ, রবি রায়—শিবনাথ, হরিদাস শর্মা—শশধরবাবু, মোহেশ চৌধুরী—প্রকাশ ঘোষ, নিমলেন্দু লাহিড়ী—তরুণবাবু, কাঞ্চিকে—পাঁচকড়ি, আশুবাবু—তারা—যাদব, নিত্যানন্দ মোদকী—মাতাল; চারুশীলা—ঈশ্বরী—কুসুমকুমারী—জ্ঞানদা প্রভা—প্রকাশ, সুশীলাবালা—জগদম্বা, হরিসুন্দরী (ব্রাকি) কি, আশুবাবু—মাতঙ্গিনী, প্রকাশমণি—ব্যাণ্ডওয়ালা প্রভৃতি এবং আর হোসেনে হাদুবাবু আর সরোজিনী—রোজো, চারুশীলা—পারী, সাহেবিয়ানা—মন্দির কুলতাপিনী সাথী চরিত্র অভিনয় করেন। এই অভি-নয়ে ৪০০০ হাজার টাকার ঘর বিক্রী হয় এবং মিলন আর্থি সমিতিতে দেওয়া হয় ২৫০০ টাকা। অভিনয়ও হয়েছিল উচ্চাঙ্গের।

এই বছরই নাট্যমন্দিরের প্রযোজনায় সাজাহান নাটক শিশিরকুমার—সাজাহান, দ্বিজেন্দ্রলাল—ঔরংজেব, রবি রায়—শিবা, বিশ্বনাথ—সুজা, কুসুম রায়—মোরাদ, অমরেন্দ্র—মোরাদ সুলেমা—সুহোরাবা, চারুশীলা—পিয়ারী, কুলতাপিনা—নাদিরা চরিত্র অভিনয় করেন। শিশিরকুমারের সাজাহান নতুন রূপ নিয়ে দর্শকদের বিস্ময়াভিভূত করে।

১৪ ডিসেম্বর নাট্যমন্দিরে প্রকাশ হল যোগেশ চৌধুরীর বিশ্বজয়। শিশিরকুমার নাদির শা এবং নৃপেন রায় যোগেশ চৌধুরী জহির গাজনবী বিশ্বনাথ ভাদুড়ী অমরেন্দ্র লাহিড়ী নাদির শার কুল-তাপিনী ছাড়ি চারুশীলা সৈলেন চৌধুরী নৃত্যভিত্তি হয়েছেন বিভিন্ন চরিত্রে, শিশির-কুমারের নাদির শা অভিনয় অভিনয়ের একটি স্মরণীয় সৃষ্টি হিসাবে দর্শকদের মুগ্ধ করে। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের ২ নভেম্বর কুলদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের শঙ্করাচার্য নাটকে শিশিরকুমার কেতনলাল চরিত্র অভূত অভিনয়-কৃতিত্বের পরিচয় দান। ২ নভেম্বর মোহিনীমোহন মুখোপাধ্যায়ের ধ্রুবপ্রসাদ নাটকে শিশিরকুমার কোন অংশ গ্রহণ করেন না। এই নাটকটি সম্ভবত কোন তিন সম্প্রদায় কর্তৃক মঞ্চস্থ হয়েছিল।

শিশিরকুমারের প্রযোজনায় ও পরি-চালনায় নাট্যমন্দিরের শেষ নাটক আঁধা-গড়ের পতনী ২৫ ডিসেম্বর ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে মঞ্চস্থ হয়, শিশিরকুমার—রাজা সৈলেন চৌধুরী—সেনাপতি, রবি রায়—কুমার

প্রেমাদ মঞ্চবর্তী পরিচালিত নাটকের দ্বিতীয়ার উপলক্ষে আয়োজিত অভিনয়ে সোদা আনন্দ ও বাঁধি কাপড়।

অমৃত কর্তৃ

এক যে ছিল দেশের নিয়ামকে অভিনেতার পার্টটা-এ কলাম গাঙ্গুলি, পরিচালক এবং পরিচালক হেমন সিংহ। অমৃত ফটো

সেন ও রডেন্সের, জীবন গাঙ্গুলী—বিভিন্ন দেবের সহোদর অমলেন্দু লাহিড়ী—ত্রিবেণী ও শ্যামলের প্রভা দেবী—রাণী মুখার্জি। অম্বালিকা—বিদ্যালা চরিত্রে অভিনয় করেন। অভিনয়ের মূল ভূমিকা থেকে শিশিরকুমার অভিনীত ভরতমুনির ভূমিকা অনেক পার্থক্য ছিল। যেখানে-সেখানে শিশিরকুমার পরিবর্তন করেন — ভবিষ্যতে এই পরিবর্তনকে গ্রহণ সমর্থনই করেন নি উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। ভরতমুনির পাণ্ডুলিপির খাতাটিতে রবিন্দ্রনাথের এই প্রশংসা লেখার সুযোগ পেয়েছিলাম পরবর্তী কালে। আমি যখন নাট্য সংস্থেলনের প্রতিষ্ঠার ধ্যানে মগ্ন এমনি আরো অনেক কিছু ভেবেছিলাম শিশিরকুমারের কাছে। তিনি অভিভূত হয়ে বলেছিলেন, আমার মতামত পরে নিও। কোন ভাবে এসব কথা প্রকাশিত করেন নি। মতামত পরে আমি প্রকাশ করি। ট্রেমনি হলেমার মনস্ক শিশিরকুমারের একমাত্র পত্রে বিদেশের অনেক ভাবনাচিন্তা কাজে প্রতিফলিত পাওয়াই সম্ভব। ভাল—যে ভাল এমনি প্রশংসা ভরতমুনির পাণ্ডুলিপিতে ছিল। ভরতমুনি সম্পর্কে দেয় নি। এমন আক্ষেপও ছিল শিশিরকুমারের। কিন্তু তবু প্রবল নাট্য থেকে তিনি মনে ফিরিয়ে নেয় নি—প্রবল শক্তির মধ্যেশ্বার ক্ষমার মত উপযোগী আমরা বইনি এই দেশেই তাকে অসুরক্ষ পাঠিয়ে ক্ষমত। মৃত্যুর সময়েও এই বেদনা অন্তর্হিত হবার মত কোন কারণ ছিল না। নাট্যমন্দিরের নতুন নামের দ্বারা পুরোনো নামটিকেও অভিভূত হয়। এই নামটির মূলে শিশিরকুমার বিদ্যমানে ছিল প্রবল প্রতাপান্বিতের কথা। প্রথমের মোক্ষদা সংবাদ একাকারীতে মিলিত। ক্ষমার কারণ সম্পর্কে নানান প্রশ্ন প্রতি চিঠিতে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের পরিচয় মেন। নাট্যমন্দিরে ঘণ্টা-কালীন সময়ে একটা সম্মিলিত অভিনয় উদ্বোধিত হয়েছিল 'শিশির-সম্বর্ধিতকা' সমিতির উদ্যোগে। ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দের ৩ ও ৪ আগস্ট শিশিরকুমারের উদ্যোগ মনোহরন বিদ্যাপীঠের সাজাগার ও প্রকার নাটকের সম্মিলিত অভিনয় অনুষ্ঠিত হয়।

সাজাহানে শিশিরকুমার—সাজাহান, রানী বাবু — ঔরংজেব, নির্মলেন্দু—দিলদার, রবি রায়—দারা, মায়াদেবী — জাহানারা এবং কল্পা—শিরোজা চরিত্রে অভিনয় করেন। প্রকৃতি নাটকে জানকীবাবু ঘোষাল, শিশিরকুমার ছাড়া আর নির্মলেন্দু লাহিড়ী করেন অভিনয়। দু তিনের প্রতিনয়েই শিশিরকুমার আর নির্মলেন্দুর মধ্যে বাদানুবাদ হয়। ফলে কোনদিন দুজন আর একজনের অভিনয় আসরে নামে না।

নাট্যমন্দিরে নিজ অভিনয়ে অভিনয়ে এসে পড়লে শিশিরকুমার ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের নাট্যাচার্য কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট থেকে বিবাহ এবং আই ফিল্মটাকে যোগদান করেন। এখানে চিত্রকুমার সভার চন্দ্র, মন্ত্রমন্দিরে প্রযোজক, চন্দ্রশেখর সংকল্প সাজাহান সাজাহান চরিত্র অভিনয় করেন। শিশির-কুমারের মত প্রতিভার সঙ্গে অভিনয় প্রদর্শন সাজানী করা যেমনই দুরূহ ছিল। নাট্য মন্দিরে আবির্ভাবকালীন সময়ে স্টেজমান পত্রিকার প্রতিনিধি এরিক ইলসেই নাম্বর প্রশ্নে সাক্ষাৎকারী হয়েছিল শিশির-কুমারকে আমেরিকা যাবার জন্য আমন্ত্রণ জানাবার জন্য। এই আমন্ত্রণ জানাবার মূলে ছিলেন প্রখ্যাত পরিচালক মড় রেন। তিনি তখন আমেরিকায় বসতে গেলে নাট্য-সম্রাজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত। নিউইয়র্কস্থিত মিস মারবারী'ক শিশির সম্প্রদায়কে আমেরিকা নিয়ে অভিনয়ের আয়োজন করার পরামর্শ দেন তিনি। অবশ্য স্বয়ং এরিক ইলসেই মিস মারবেরী ও শিশির সম্প্রদায়ের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করেন। নিতান্ত অনেক-পায় হয়েই শিশিরকুমার আর 'অভিনয়ে যোগদান করেছিলেন। আমেরিকার অসহযোগ হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য শিশির-কুমারের সামনে তখন মার্কিন মুলুকের প্রলুব্ধকর সব ছবি মেলা ছিল। অন্ত্র জন্য নিয়ন্ত্রণের সামনে এল থেকে সাড়ে ওঠার কথাই মনে হয়। তবুও তখন-কার প্রাণের তাগিদে ও সে সাড়ে ওঠার কথাই চিন্তা করে—সেই জন্যই কলে পড়ে তাকে বিদেশ যেতে হয়ে দেখা যেবে না যবে সে বিদেশে নাট্য উদ্যম আর থাকে না। আই ফিল্মটাকে আমেরিকার সময়ের মার্কিন সাজার প্রচারের ফলে তাঁর সামনে পাকাপাকি হয়ে এল — তখন বয়েসজনের সমস্যা থেকে মুক্তির উপায়ই বড় হয়ে দেখা দেয়। এই মুক্তির মধ্যে কোথায় কোন বিপদ অপেক্ষা-করে—বা সম্ভব কোন কোন নাট্য নাট্যির ভবিষ্যৎ নিয়ে হয়ে পড়ে আমে নাজাহান—তা বিচার করবার শক্তিও ছিলেন ফলোয়ারদের শিশিরকুমার। তাই পরোপরি বিবেচনা না করাই বুদ্ধিমানের হবেন। (ক্রমশঃ)

অনিল ভৌমিক

রিডকশন সেল
৭৩, জি, টি, রোড (সাউথ)
হাওড়া • ফোন ৬৭-৩৯৭৭
শাড়ী • ধুতি • সোয়েটার • বেডসিট • তোয়ালে • বডিটগিস
রঙ্গদীপ

সেন্টিমেন্টাল টক

অন্য মুখোমুখি: ছবির মতন সুন্দর ছোটখাটো আর্টিস্টিক সবাই যেমন দেখে ঠিকিয়ে পয়সা মারে। সত্যজিৎবাবুর যা অবস্থা হবে ভাবতে ভালো লাগে। ছবির এডিটিং করছিলাম—হঠাৎ পাশের ঘর থেকে একটা অস্বাভাবিক হাসির শব্দ ভেসে এল। একটা মেয়েলী কণ্ঠস্বর হাসি। শুনে অবশ্য আন্দাজ করলুম। কিন্তু যে হাসে—সে হাসে কেন?

পাশের ঘর থেকে সাম্প্রতিক বহুচিত্র-সম্পাদক রবি সেন চেঁচিয়ে বলল—কল্যাণ হাসছে—

হাতের কাজ ফেলে দিয়ে ছুটে গেলুম ও-ঘরে।

তখনও স্টুডিওওয়ালার সাইকেল চাকে সেই হাসি হাসছে। মুখ দিয়ে কথা বার হয় না।

—কী ব্যাপার? কী রবি?

রবি বলল—কল্যাণ রীলটা রি-এডিট করছি। খুব শিগ্‌গির এই ছবিটা আবার বন্ধুস্থানে রিলিজ হবে।

স্টুডিওওয়ালার এডিটিংটেবিলে। ছবিতে উদ্ধৃত আলমারী খুলেই মেঝেতে যার মধ্যে সোনা একটি কল্যাণ হাড়িকে চরণে। কল্যাণটি বিলম্বিত করে হাসছে। দেখে এই মুখোমুখিতেই ভরে গেল পাঁচটা মিনিট।

আগামীর ছবিতে উত্তমকুমার অসুস্থতার পুরো পয়সা কম করে দিয়েছিল। ওরকম শর্তাদিন ছেড়ে দেয়। দেবে এই অবস্থা। কল্যাণ এবার তার ছবিতে চরিত্রাভিনয় দেবার জন্যে হাত বাড়িয়েছে। আর রক্ষা নেই।

অরুণ মিত্রর সবাই ছবিটি করছিলেন। তখন ছবিটি বানানো চলেছিল। আন্তর্জাতিক কারণে মানুষের আত্মকেন্দ্রিকতা কোথায় গিয়েছিল। এখনে সন্ধ্যা বা ছায়ার মানুষকে আলাদা করার উপায় নেই। আজকে কুকের আগে লোকে উত্তমকে পয়সা আগে দেখতে চায়। আগে ছবির কুকের কথা বলতে পারে—আজকে কথা তার বেশী পয়সা।

অরুণ মিত্রর দেবকীবাবুর এইসব কুকথা নিয়ে মুখোমুখি হয়েছিলেন। এই নিয়ে সাক্ষাৎকারটি মনে আছে—কারণও সেটি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলে উনি আগের ঘরে বসিয়ে মিনিট দশ-পনেরো পরে দেখা দেন। এই সাক্ষাৎকারে নির্মলেন্দু লাহিড়ীর কথা বলে।

নির্মল লাহিড়ীর খুব ভারী অভিনেতা তাই আসতে দেরি দিতেন। অরুণ মিত্রর একে-আসতে মিনিটের বাড়া করে পরোনো আগমনের সাক্ষাৎকার নিলেন বা কথোপকথনের প্রসঙ্গ প্রসঙ্গেরা পর হয়েছেন—তাঁদের অপেক্ষাকে ছেড়ে ছাড়ির করতেন। নানা সওয়াল জবাব হতে। ছবির ভূত-ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা হতে। খুব ধরনের সমাধান হত। এসব আগের মোদা কথা। এই সব আগে অরুণ মিত্র 'মহ আলোকিক' নামে একটা চিত্রনাট্য লিখে ফেলেছিলেন। দেবকীবাবুর ছবি খুব সফল হয়েছিল—এই চিত্রনাট্যে একটি ছবি করবেন। কিন্তু কেন আমি যা দেখে পর্যন্ত হয়ে ওঠেনি। অবশ্য অরুণ মিত্র নিজেই তাঁর বহু আগেই নিজের নামটি ছেড়ে অবসর নিয়েছিলেন। তবে অলৌকিক ছবিটি ছবি যে করতে খুব চেয়েছিলেন—তার একটি সাক্ষ্য আমি পেয়েছি। এই ছবি কিন্তু অরুণ আলোচনায় কিন্তু কেবলমাত্র কথার কথায় এই ব্যাপারটা আমাকে বলেছিলেন।

স্টোরিক বাবুর মিত্র কেন ছাড়াছাড়ি হয়ে নির্মলেন্দু ছবি পরিচালনা এখনো হয়নি। এই নিয়ে আমি বিস্তর কথা বলেছি। কিন্তু কেউ রাজি হননি। সকলের

ছবিঘর মাসিক অরুণ আমার নিয়ে

না—ছোটদের ছবি হলে না। অনেকের দৃষ্টি ভিন্নতর মনে হয়েছে। তাছাড়া ছবি সম্বন্ধে চলে—অনেকদিন একেবারে চলে। সময়ের ফুরোয় বাদ্য হয়েছে। ছবিরা ফুরোয় কিন্তু এখনও বাংলার ছবিরা চালিয়ে যাচ্ছে। বলে ও কিংবদন্তির সিঁড়িগুলো ভেঙে দাওয়া ভূত দাওয়া ভূত কখন ভূত ভিখারিগুলো ভূত ভিখারি পাকড়াশি ভেঙে ভূত খোকাবাবুটা ভূতগুলো—এদের যে-কোন একটির জীবন নিয়ে যাদের খোলা হলে আমার মনে হয় ছবি বানানো নিয়ে হবে। কিন্তু ছবিতেই তুলানো যাচ্ছে না বাইরে।

একদিন এক সাংবাদিক বিশ্বস্তসূত্রে বলালেন—ভূত-ভূত ছাড়ুন তো মশাই একটা সোশিয়োলজিকাল ইমোশন্যাল কিছু আনুন—ধরি অর্থাৎ—আপনার ভূতটা ভালো রোমান্স হবে তাহলে—

—কেন ভৌতিক গল্প হয় না?

—না হয় না।

—কেন হয় না?

অসহিষ্ণু প্রযোজক (যাঁর নাম করব না) বললেন—ভূতের ছবি লোকে শুধু ছোটরা দেখতে যায়। ইউনিট আর বাইরে থেকে পাওয়া যায় না। শুধু এমন ভূতের ছবি বানালে যে গল্পটা ঘাড়ে ভূতের ছবি ব বাড়ী ফেরে? তবেই ছোটরা দেখতে পারে। আর একজন বললেন—ভূতের আর হচ্ছে আজি—সবাইকে নিয়ে ছবি শুরু করে যাবে। তাই কি হয়? একটা ভূতের ছবি। ছেলে সবার চেয়েছেন অনুন একজনা—সে যেমন ছেলে ধরে করব—ছেলে ধরে নেব। বাস।

আরও পর একটা ব্যাপার আছে। অনেক প্রযোজকের আপত্তিতেরা বাকি ছবি বড় চলাতে চায় না। বলে—নিয়ে আপনারা তো টিকিট কিনে করে ছিলেন কিনিয়ে যে আর কত পেটে না। কিন্তু আমাদের তো সেই লাভ পর্যন্ত যাওতে হয়। বাজার? এই নিয়ে বহুতে বলিউডের পাল কিনে কী চলা পায় হয়ে বাড়ী ফেরা কী বলি কথা? আনুকলাকে একবার না ছল স্টেজে—আমি কিনে ছবি বাড়ি কিনে চালাবি যে বড়? ফেরে বাড়ি কিনি ভেতি বাড়ি ভাড়াতে সব ব্যবস্থাগুলো..

মূলে অমলা বলা বাক্য বাহুতে সাহি অজান ছবি কিনলাম পারছিল

অবচ অমলা যাদের ইচ্ছে করে তিন ঘণ্টা বেসরলি—কিনছিল কিনলাম হয়ে হলে দর্শক হেলেরা থাকে না। তাদের আরো একারোটা পর্যন্ত এই ভূতে ছবিতে ছাকে বাকী কিনলে ছবির ছবি। তখন প্রযোজক মহাশয়রা ছুটেছেন। কিনছবিটি পাব হলে আছে চলে ছটোরা ভূত পাঁ। লোকদের এ একারো ব্যবসাটাকে ভূতের ছবি ভূতের ছবি সম্বন্ধে নিয়ে

রবীন মোষ পরিচালিত নিবিরাম মহীম চিত্রে জলদা সেন

ব্যবসাকের সাজে ছেবা করে। সুতরাং ভূতের ছবি করে কিসের লাভ।

ভূতের ছবিতে নিয়ে ছেটাই 'ব্যবসাদের নয়। নয় বলে ভৌতিক ছবি তুলে ব্যবসা শুধু এসেছে যা—কিনলেও আসছে হয়েছে বেশ হচ্ছে।

আমাদের ব্যবসাদারের পরিচালকে ভূত আছে সঙ্গে সুবোধ। আগে আগে সবার নিকটে পরিচালকে পরিচয় করায় মেওয়ার ছিল। কারা করেছে—ভূতের ছবে সুবোধ ব্যবসাদে ছাই না হয় তা ১ করে। অবশ্য এই ভিলেন্সটা আমার নিজের কখনো বলেনি। আমার একটিক নাটা নিয়ে পরিচয় করেছি। যাই হোক—অনেকটা ছবিতেই পরিচয়ের সাংবাদিক প্রথমটা (এখন বিটোয়ার করে গেছে ছবি থেকে) বলত—যে সময় আমার দেখানে ছবি আসে। আমাকে দেখেছ। 'বাংলা ছবি

কয়েকটি স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবি

অনিমেষ গুহর জন্মের দোষী বলে একটি তথ্যচিত্র নাম। কাহিনীচিত্র অবশ্য এর একটি (দুঃখের প্রয়োজন)। সম্প্রতি চিত্রমহলে তৈরী সবথানি সবল দৈর্ঘ্যের ছবির এক বিশেষ প্রতিযোগী হয়েছে ফিল্ম পরিষদে। ছবিটি বাঁধা 'বিষয়ক ,গ্রামে সমীল কৌশলে অভিনয়ছাড়া বাকী করে।

ইনিয়ন্ত্রণ আমাদের 'বাস এক অন্ধকারাচ্ছন্ন ঘরে ছোলা কি ছবি আর পাইটা ছবির ঘরে আলোকা করে ঘরের ঘরে এর গল্প আরম্ভ করে। প্রযোজকরা এই ছবিতে সমীলের ব্যবহার সুবোধ। ইন্দ্রজালি ছবির 'সো ছবিতে ব্যবসা ঘরে ছবি ঘরে গল্প আর গ্রামে আলোকের ইনিয়ন্ত্রণ। ছোলো সাংবাদিক সাহেবে নিয়ে একজন চলন্তর কাপড়ে আলোকার পরে আসে। ইনিয়ন্ত্রণে ব্যক্তিদের একমাত্র 'আলো' নিয়ে ছোলাটি প্রতিবেশ ছি—দ্বিতীয়, সুবোধবাবু, 'সব প্রযোজিত, বাংলাদেশ ? উত্তর কিছু নেই।

সুবোধের ছবির কোন সাহিত্যিকেই তার পরিচিতি হিসাবে ছোলা আলো একটি কথা—ছাড়া প্রযোজন আর হচ্ছে ধাকে-ছাড়া বাহুতোরা ছবিতে বাহুতোরা—এমনি প্রযোজন ছোল না বিশেষ আমি ইনিয়ন্ত্রণে আর একটিমাত্র সুবোধের ছবি ছোল ছবি আলোকের একটি ছবি। ছবিতে 'জন্মদিন নিয়ে-প্রযোজন আলোকের একটি প্রযোজন ছিল ছোলা কিনে ছবি-বাহুর ছোল ছবি, ছোলাটিতে ছবি ছোল ছবি কথাই ছোলাছে। 'বি সাহিত্যিকে পাবা'টির সুবোধের প্রযোজনা ইতিহাস ছিলে।

স্টুডিওর জমীদার জানাজানি করে—তার কাছ থেকে আমরা ওখানে ঘোড়ার চেয়েছিলাম। তা ছাড়া ঘোড়াকে ঘাসজাতীয় খাদ্য খাওয়ানো যায়। তাদের স্টুডিও ঘোড়ার খাবার।

ইন্দ্রপুরী স্টুডিওর দু নম্বর ফ্লোরের পাশে ছাদ যাবার একটা সিঁড়ি ছিল। সেটা দিয়ে ওপরে যাওয়া যায়। সাহেব আমাদের ওখানকার এই বিরাট-এ ফ্লোরটার ছিলেন এক নীহারিকা ওয়েলফেয়ার সমিতির সভাপতি। এই বিরাট-এর ওপর ওপর ছাদগুলোর আকার কম তবুও তো ওরা আমাদের খাবার কম তবুও তো ওরা আমাদের খাবার কম তবুও তো ওরা আমাদের খাব

নাটমঞ্চ

অলকানন্দা-এর নীল অরুণ নীল

নাট্যকার সতী বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাটকের একটি বড় গুণ তিনি তাঁর রচিত নাটকে সংলাপের বেড় এমন একটি জায়গায় গুটিয়ে আনার মত সূত্র রেখে দেন যা দর্শককে সহজেই মুগ্ধ এবং বিমোহিত করে।

স্বভাবতই এই ধরনের নাটক মঞ্চে বিশ্লেষণ করাও অত্যন্ত কঠিন। যদি বক্তব্য সবল এবং খুব ভাল ডিমেনশন না হলে এমন নাটক পরিবেশন করে সার্থক হওয়াও সম্ভব নয়।

কিন্তু বিস্ময়ের কথা অলকানন্দার নাট্যগোষ্ঠী এমন একটি কঠিন পরিবেশন করেই দর্শকদের অবাক করে দিয়েছেন। বিশেষ যে দু-একটি ভূমিকায় শিল্পীদের অভিনয়ের কথা তুলনা হয় না।

অভিনয়ে প্রথমেই নাম করতে হয় নীল নীল নাটকের মূল নায়িকার ভূমিকায় অভিনেত্রী সীমান্তিনী বসুর। তাঁর অভিনয়ের কোন তুলনা হয় না। একটি জটিল নারী চরিত্রকে তিনি যেমন স্বচ্ছন্দ দক্ষতায় সমাধা করেছেন এবং সর্বাঙ্গসুন্দর অভিনয়ের উজ্জ্বলতা দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন তা সত্যি বিস্ময়কর। তাঁর অভিনয়ে কোথাও কোন খুঁত চোখে পড়ার মত নয়। একটি জটিল নারী চরিত্রকে তিনি যেমন স্বচ্ছন্দ দক্ষতায় সমাধা করেছেন এবং সর্বাঙ্গসুন্দর অভিনয়ের উজ্জ্বলতা দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন তা সত্যি বিস্ময়কর। তাঁর অভিনয়ে কোথাও কোন খুঁত চোখে পড়ার মত নয়। একটি জটিল নারী চরিত্রকে তিনি যেমন স্বচ্ছন্দ দক্ষতায় সমাধা করেছেন এবং সর্বাঙ্গসুন্দর অভিনয়ের উজ্জ্বলতা দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন তা সত্যি বিস্ময়কর। তাঁর অভিনয়ে কোথাও কোন খুঁত চোখে পড়ার মত নয়।

নীল অরুণ নীল
নাটক সীমান্তিনী বসু ও ভোলা বসু

এই নাটকের একটা বড় অংশ জুড়ে মঞ্চে দর্শকের সামনে পর্দার অন্তরালে অবস্থান করেছেন সাসপেন্স ফোকাস করে রেখে।

বহু শিল্পীকে নিয়ে বাঁধিয়ে নাটক। যখন বিশ্লেষণ, সেই দৃশ্য পর্দার সম্পর্ক ছেড়ে ফুলাই বিশ্লেষণ করেন যে, এ পর্যন্ত নাটক দেখতে বিজ্ঞ নাটকের সংলাপ হচ্ছে নয়।

এর জন্য অবশ্যই সতীবাবুর নাট্য-কৌশলের সৃষ্টির প্রশংসা এবং সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়ের বলিষ্ঠ নাট্য নির্দেশনা সেই সঙ্গে কুশীলবদের চমৎকার সপ্রতিভ অভিনয়ের প্রাপ্য।

মন্দ বলার মত, দুর্বল ভূমিকার নাম সন্ধ্যা সতি। মঞ্চের। তবে আলোচ্যের বড়মার আত্মাভিমানের সেজন্য নাটককে সপ্রাণ করে তুলতে সেই তুলনায় পারেন যেতারের ঝঙ্কার কাজ উচ্চারণের নয়। অবশ্য এ নাটকে তার ভূমিকা কোন অংশেই কম নয়।

অলকানন্দা-এর দু

মোহন জর্জরিত পরিবারে প্রত্যেকটি লোক অন্তরালবাহিনী মাঝে এক সময় নায়িকার মেলার সামনে হয়ে সমাধান এক আবেগের পতাকা সামনে করে এসেছেন এবং অলকানন্দার অধিকার নিয়ে মেতে ওঠার চলে। মতুলের সংগ্রাম এবং। মানব-বন্ধনী আকর্ষিক ঝোকটি তার যা উপন্যাসে ভাবিল। স্বামীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে তারাদেবীর প্রতি ভোলা এবং তার ফলে যে মানসিক দ্বন্দ্ব এক সময় পড়ছে এবং মায়ার মনকে গ্রাস করে এ নাটকের মূল উপজীব্য তাই। এখানে নায়িকাকে ঘিরে এমন দুটি পুরুষের ভূমিকা রচিত একজন নায়ক, যার প্রতি নায়িকা প্রাক্তনিত্ত ভবিষ্যৎ জেনেও চলে যেতেছেন, অন্য দিকে সেই স্বামী, যে তাকে পুনরায় তার সংসারে ফিরিয়ে নেবার জন্য উন্মুখ।

এ নাটকের একটা বড় অংশ জুড়ে মঞ্চের আলো পর্দার ভাবিলেখার সম্পর্ক ফোকাস সাসপেন্স ছেড়ে গেছে।

বহু শিল্পীকে নিয়ে বাঁধিয়ে নাটক। যখন বিশ্লেষণ, সেই দৃশ্য পর্দার সম্পর্ক ছেড়ে ফুলাই বিশ্লেষণ করেন যে, এ পর্যন্ত নাটক দেখতে বিজ্ঞ নাটকের সংলাপ হচ্ছে নয়।

এর জন্য অবশ্যই সতীবাবুর নাট্য-কৌশলের সৃষ্টির প্রশংসা এবং সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়ের বলিষ্ঠ নাট্য নির্দেশনা সেই সঙ্গে কুশীলবদের চমৎকার সপ্রতিভ অভিনয়ের প্রাপ্য।

মন্দ বলার মত, দুর্বল ভূমিকার নাম সন্ধ্যা সতি। মঞ্চের। তবে আলোচ্যের বড়মার আত্মাভিমানের সেজন্য নাটককে সপ্রাণ করে তুলতে সেই তুলনায় পারেন যেতারের ঝঙ্কার কাজ উচ্চারণের নয়। অবশ্য এ নাটকে তার ভূমিকা কোন অংশেই কম নয়।

অলকানন্দা-এর দু

মোহন জর্জরিত পরিবারে প্রত্যেকটি লোক অন্তরালবাহিনী মাঝে এক সময় নায়িকার মেলার সামনে হয়ে সমাধান এক আবেগের পতাকা সামনে করে এসেছেন এবং অলকানন্দার অধিকার নিয়ে মেতে ওঠার চলে। মতুলের সংগ্রাম এবং। মানব-বন্ধনী আকর্ষিক ঝোকটি তার যা উপন্যাসে ভাবিল। স্বামীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে তারাদেবীর প্রতি ভোলা এবং তার ফলে যে মানসিক দ্বন্দ্ব এক সময় পড়ছে এবং মায়ার মনকে গ্রাস করে এ নাটকের মূল উপজীব্য তাই। এখানে নায়িকাকে ঘিরে এমন দুটি পুরুষের ভূমিকা রচিত একজন নায়ক, যার প্রতি নায়িকা প্রাক্তনিত্ত ভবিষ্যৎ জেনেও চলে যেতেছেন, অন্য দিকে সেই স্বামী, যে তাকে পুনরায় তার সংসারে ফিরিয়ে নেবার জন্য উন্মুখ।

এ নাটকের একটা বড় অংশ জুড়ে মঞ্চের আলো পর্দার ভাবিলেখার সম্পর্ক ফোকাস সাসপেন্স ছেড়ে গেছে।

বহু শিল্পীকে নিয়ে বাঁধিয়ে নাটক। যখন বিশ্লেষণ, সেই দৃশ্য পর্দার সম্পর্ক ছেড়ে ফুলাই বিশ্লেষণ করেন যে, এ পর্যন্ত নাটক দেখতে বিজ্ঞ নাটকের সংলাপ হচ্ছে নয়।

এর জন্য অবশ্যই সতীবাবুর নাট্য-কৌশলের সৃষ্টির প্রশংসা এবং সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়ের বলিষ্ঠ নাট্য নির্দেশনা সেই সঙ্গে কুশীলবদের চমৎকার সপ্রতিভ অভিনয়ের প্রাপ্য।

মন্দ বলার মত, দুর্বল ভূমিকার নাম সন্ধ্যা সতি। মঞ্চের। তবে আলোচ্যের বড়মার আত্মাভিমানের সেজন্য নাটককে সপ্রাণ করে তুলতে সেই তুলনায় পারেন যেতারের ঝঙ্কার কাজ উচ্চারণের নয়। অবশ্য এ নাটকে তার ভূমিকা কোন অংশেই কম নয়।

শ্রেণীসোপানের যে অনুভূতিটির ছবি এঁকেছেন তা কোন এক বিশেষ শ্রেণী-কাঠামোর সীমাবদ্ধ নয়। এ উপন্যাসের আবেদন সার্বজনীন। মনুষ্যত্বের শেকলে যে যেন আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা, যে যেদের লক্ষকোটি প্রগতিশীল মানুষ শ্রেণীসোপানের নিম্নতম পর্যায়ে দর্শকমন্ত সেখানে যা যে সংগ্রামের একমাত্র হাতিয়ার সেকথা অলকানন্দার কথা বোঝাবার দুর্বলতা। সেই উপন্যাসের মূল বাস্তবনকে অবলম্বন সাধারণভাবে গাঢ়ী চলাচির করেছেন বিজ্ঞ, চরকেরা। তাদের স্তরে নায়িকার তারাদেবী যা করে সেই তাদের ব্যাখ্যার ধর্মী, পরিবেশ চরিত্র ও ঘটনার এমন মনোরম সমন্বয় সাধন নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়, আর সেই সঙ্গে আর সত্যরূপে-এর চমৎকার শিল্পীদের প্রাণবন্ত ও সজীব অভিনয়ধারা। সত্যরূপ প্রসাদিত যা নাটকের সমগ্র উপন্যাসের মনকে আবিষ্ট করে, মুগ্ধ করে, প্রাণিত তোলে। একটানা দীর্ঘ আড়াই ঘণ্টা দুরেকটি দর্শক নাট্য-চরিত্র ও ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায় যেমনায়, ঘরে।

একক চরিত্রের অন্তর্বে অভিনয় যেমন বিশেষ বিশেষ চরিত্রকে মুখ্য হয়েছে তিনিত্র করেছে তেমনি দলগত অভিনয়-রীতি ও কলা কৌশলের প্রয়োগও সুন্দর। তবে কয়েকটি বিশিষ্ট চরিত্রের প্রতি ভূমিকাভিনেতার প্রত্যাশিত বাস্তব অনুরাগে কিছিৎ অভাব থাকায় নাটকের গতি মনে মাঝে মিলিয়ে পড়ে। যেমন পরের চরিত্র আলো, টাকার, ঈশান ও স্ত্রী চরিত্রে নন্তারা, শান্তা। তবে এটুকু বলতে দ্বিধা নেই যে নাম্বারিক প্রযোজনার মানদিক যে কোন প্রথম সারির নাট্যগোষ্ঠীর সঙ্গে তুলনা করা যেতেই অন্যায় হবে না। এ কৃতিত্ব যেমন নির্দেশক জ্যোতিপ্রকাশের তেমনি সেই সকল প্রযোজনা শিল্পীদের।

নাট্য সমালোচক

যারা হেস্-প্রেমিক যারা ভিন্ দেশের পরিচয়কামী,
যারা ছবি দেখতে দেখতে উত্তেজনার মধ্যে হারিয়ে
যেতে চায় তাদের জন্য একখানা বিশিষ্ট ছবি

SIDDHARTHA

PRODUCED & DIRECTED BY CONRAD ROOKS
MUSIC HEMANT KUMAR

শুভারম্ভ ১৬ই এপ্রিল

লাইট হাউস

প্রতিদিন ৪টি শো ॥ বয়স্কদের ছবি ॥

পরিবেশনায় পারশনাথ পিকচার্স

৫৭৯।১এ ধর্মতলা ষ্ট্রীট কলিকাতা-১৩

বড়ুয়া প্রসঙ্গে

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

কেউ কেউ আমায় বলেন যে, সে-যুগের বাংলাছবির তিনজন টেকনিকপটুকে প্রমথেশ এসেছেন প্রয়োগ করেছিলেন বলে। একথা অনেকাংশেই ঠিক। সব সময় মৌলিক কিছু দিতে না পারলেই কৃতিত্বের দাবীদার হওয়া যায় না—এই বা কেমন কথা? এ-তিনের কতজনই বা মৌলিক সৃষ্টির স্বাক্ষর রাখতে পেরেছেন? সিনেমা বাঙ্ময়ীই তো এ-তথ্যের আবিষ্কার। সুতরাং সাধারণ টেকনিকাল ব্যাপার-গুলোও এ-দের থেকে আসবে—এটাই তো স্বাভাবিক। এযুগের পর্যায় প্রথম প্রথম প্রবর্তনের কৃতিত্ব সর্বোপরি মেকানিককে প্রত্যাঞ্জলি করে তোলার মতিস্থিরানী তখনকার কথা যায় কি? আসলে টেকনিকপটুর ছবিতে উপযুক্তমত প্রয়োগসাধিত হল কিনা—এটাই তো ছবির বিচার বিষয় এবং সার্থকতার মানদণ্ড। ব্রিটিশের স্ক্রাফ আপ, পুডভকিনের ক্যামেরা ট্রিটমেন্ট, আইজেনস্টাইনের মন্টাজ—যা মৌলিক কৃতিত্বের নিদর্শন তা তো আজ ঘুমেসোয় ব্যবহৃত হচ্ছে সব দেশের ছবিতেই। প্রমথেশ এগুলিই প্রথমে আমাদের দেশে সার্থকভাবে প্রবর্তন করেছিলেন বেশকম, মুক্তি, অধিকার প্রভৃতি ছবির মারফত। ফ্ল্যাশব্যাক প্রথা চালু করেছিলেন 'মুক্তি' ছবির মধ্য দিয়ে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চয়ই তার কল্পনা ও প্রতিভার এমন বিচ্ছুরণ উপযুক্তমত ছবির প্রয়োগ-সুযোগ এসেছিল কিনা, যাতে করে তাঁর মৌলিক সৃষ্টির পরিচয়ও আমরা পেতে পারি। যেমন আগেই বলেছি, 'অধিকার' ছবিতে ইমোশনাল-এ ট্রেলিনগরী নয় প্রয়োগের কথা। এমন সুযোগই বা এ-দেশে কজন কাকস্য পেয়েছেন?

'অধিকার' ছবিতে বিরাট হলঘরে এক বন্ধুর ঘরে আসার একটি দৃশ্যের সঙ্গে অরসন ওয়েলস-এর বিখ্যাত ছবি সিটিজেন কেন-এর একটি দৃশ্যের তুলনা মিল খুঁজে পাওয়া যায়। অথচ অধিকার ছবি পর্দায় প্রথম প্রতিফলিত হয় ১৯৩৬ সালে। আর সিটিজেন কেন মুক্তি পায় ১৯৪১ সালে। তুলনায় ছবিতে এক অনুভবের প্রতীকস্বরূপ একটি মোমবাতির কম্পিত শিখাকে তার মানসিক অবস্থার সঙ্গে করে তোলা, দেবদাস ছবিতে দেব-দাসের মৃত্যুর পর লোকজন পার্বতীর সামনে বিরাট সিঁড়িগুলার রূপ হয়ে যাওয়া, সাহারা ছবিতে অভিনয় করে যাওয়ার পর কিশনলালের এক মহিমের সঙ্গে হিমাদ্রির একটি তাৎপর্যময় কথোপকথন ইত্যাদি ছবিতে প্রমথেশ নায়কের একটির পর একটি স্বরচিত দৃশ্যে এগিয়ে যাওয়া, অধিকার ছবির প্রায়শ্চিত্ত সংলাপ ইন্দ্রাণীকে শট-এ একটি তাৎপর্যপূর্ণ সময় দৃশ্যের ব্যবহার ইত্যাদি প্রতীকধর্মী দৃশ্যের প্রয়োজনা প্রমথেশের উচ্চ কল্পনা শক্তির পরিচয়কেই তুলে ধরে। এসব দৃশ্যের জন্যে কেউই রাসকস্ হ্যারেজেথ ছবির দৃশ্যের সঙ্গে সমস্ত খুঁজে পান কেউবা খুঁজে পান ছেলির লাসির ছবির দৃশ্যের মিল। কিন্তু এসব ছবি এযুগে আমরা আদৌ দেখতে পেলাম প্রতীকী ব্যবহারের কৃতিত্ব অধিকার করেছেন। আজ এগুলি ব্যবহার হলেও তাকে অনুকরণ বলে মনে হবে।

প্রমথেশ বড়ুয়ার ব্যবসায়ী পরিচালকের পর্যায়ের সঙ্গে আমাদের মিল ছিল ভিন্ন অভিজ্ঞতার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চলচ্চিত্রজগতে। এবং একথা ঠিক যে, প্রমথেশের আমলে প্রগতিশীল দৃষ্টি-ভঙ্গীর মানে সমাজব্যবস্থার কাঠামোর বিরুদ্ধে পরিচালক সেকথা মনে ভাবতেও পারতো না। প্রমথেশের ছবিতে সমাজের যে-ত্রুটিগুলি-গুলোকে মূল করে তোলা হয়েছে তার কোনটাই সে যুগের আর কারও ছবিতে দেখা যেত না। মুক্তি ছবিতে বিবাহের দেয়ে যুগের যেসব অর্থহীন সামাজিক প্রথাকে পুরোপুরি প্রয়োগের ফলে ঘিরে যে-মানসিক দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়েছে তার তুলনা সত্যিই বিরল। বর্তমান সমাজের চলচ্চিত্রে জনপ্রিয় হয়ে ওঠা এই মুক্তির ছবি থেকেই। সমাজের পরিবর্তনের ও আমূল-রূপে পরিবর্তন প্রয়োজন হয়ে ওঠার কথাটুকুই আমাদের। সাহারা ছবিতে অভিজাত বংশের মেয়ে হয়েও ভবিষ্যতদর্শী বাবা যখন মেয়ের মেয়ে স্কুলে পড়ার ব্যবস্থা করেছিলেন তখন সেকালে নায়িকা হিসেবে কলম সেবীর বিদ্রূপে প্রতিষ্ঠা লাভের সুযোগও আসে সুস্থ ছবির মাধ্যমে। আলোক নিয়ন্ত্রণকারীরূপে বিমল রায় চিত্র-সম্পাদকরূপে কালী সরকার পরিচালকরূপে কালী মজুমদার সুশীল মজুমদার ও নরেশ লাহিড়ী অভিনেতা হিসেবে নবাগতা অনুরূপা ও রেনকা নায়ক হিসেবে পাহাড়ী সান্যাল প্রভৃতি কত শিল্পী ও কলাকুশলী যে আমার আপন ক্ষেত্র খুঁজে পাবার পরিচয় উদ্ঘাটনে তাঁরাই নিমিত্ত ও সহযোগিতার তা এক কিথায় ইতিহাস বললেও অত্যুক্তি হবে না।

বাঙ্ময় পরিবারের আজিজাতা সুরের ছোক প্রমথেশের প্রত্যাগমনকে ঘোলায় ঘোলে প্রত্যাবর্তন এসেছিলেন কিনেমার জগতে সম্পূর্ণ প্রতিকূলতার মধ্যে। সেই কথাগুলি পরিবেশে এক গতিকরণের সিনেমায় যোগদান একটা সোজা ব্যাপার ছিল না। কিন্তু চলচ্চিত্রের জন্যে নিজস্ব সৃষ্টির নেশায় প্রমথেশ সব কিছুই তুলে দিয়েছিলেন। এমন নিষ্ঠা আজ কয়জন ছবি 'জন তাঁর সৃষ্টিশীল কাজের কথা বলে কি? অধিকার মহিমান্বিত প্রমথেশের এই নিজস্ব নিষ্ঠাকে সম্ভ্রমের চোখে দেখবেন।

আজকের দিনে তাঁর ছবি দেখতে বসলে প্রথমে মনে হবে ছবির গতি মন্থর, যেমন কোন টেকনিকাল ত্রুটিজনের একটা ত্রুটির অপরাধ। কিন্তু মনে রাখতে হবে সেই দিনের দৃষ্টিভঙ্গীর কথা যে-যুগে প্রতিটি টেকনিকাল ব্যাপার সম্পূর্ণভাবে নতুন হওয়ায় একটা বিরাট-প্রতিবন্ধ করে তুলত। কত পরিশ্রম, অর্থিক ক্ষতির মিলে কত পরিশ্রম করা বিরাট ছবির

— ছোটিসী বাত

প্রযোজনা বি আর ফিল্মস

প্রযোজনা

প্রেম-পাগল তরুণ অফিসার অরুণ প্রায়ই অফিসে আসা-যাওয়ার পথে যায় কলে আসা এক অফিসের তরুণী কর্মিকে প্রভাকে দেখে মনে মনে ভালবেসে ফেলে। সমস্ত সেসাই থাকে, প্রভাকে অনেকবার করে কিন্তু সাহস করে ওকে তার মনের কথা বলতে পারে না। একদিন সাহস করে অরুণ যখন প্রভাকে তার ভালবাসার কথা জানাবার জন্যে যায়, ঠিক তখনই উপস্থিত হল প্রভার পরিচিত জনৈক সালেম এবং অনায়াসে সে অরুণকে পরাজিত করে প্রভাকে নিয়ে ওর চোখের সামনে দিয়েই বীরদর্পে বেড়িয়ে যায়। প্রভাকে পাওয়ার জন্যে অনেক চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে অরুণ অবশেষে কর্ণেল সিং-এর কাছে গিয়ে তার মনের কথা জানাল। কর্ণেল অরুণের বন্ধুর কাহিনীতে অভিভূত হয়ে ওকে যথার্থ প্রেমিকরূপে গড়ে তোলার জন্যে জোর পড়লেন। তারপর একদিন অরুণ প্রভার উপযুক্ত হবার শ্রীপ্ত নিয়ে ঘরে ফিরে আসে। এবার সে কেবল সমস্ত প্রতিযোগিতায় সাফল্যকে ছাড়িয়ে গিয়ে উপযুক্ত প্রভাকে ও আপন করে নেয়।

গল্প কাহিনীকারের নাম না থাকলেও এ ছবির কাহিনী বিদেশী নাটক মুভি অব স্কটল্যান্ড থেকে নেওয়া হয়েছে। চিত্র-নাট্যকার, সংলাপ লেখক, ও পরিচালক বাসু চ্যাটার্জি সম্পূর্ণ ভারতীয় পরিবেশে একটি সুন্দর ছোকুমারী প্রেম কাহিনীর সৃষ্টি করেছেন।

অভিনয়ে অরুণ গাঙ্গুলের (অরুণ) বিদ্যা সিনহা (প্রভা) এবং কর্ণেল সিং (অশোককুমার) অপূর্ব অভিনয় করেছেন। অন্যান্য ভূমিকায় আসিতবরণ, নবীনা ঠাকুর, ছোটিসা ছিক, নবী বালসুলী প্রমুখের চরিত্রচিত্রণ বাস্তবসম্মত। আলোকচিত্র গ্রহণে যে কে মহাজন, সম্পাদনায় বি এম ছাড়েকর এবং সঙ্গীত-পরিচালনায় সলিল চৌধুরীর কাজ বিশেষভাবে প্রশংসনীয়।

চিত্রদূত

বন্দী বিধাতা
সোমা দে : মৃণাল মুখার্জি

ব্যক্তির যে অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্যিক সত্তার বিকাশে তাঁর প্রতিভা সেটাই অকৃপণ মুক্তহস্তে পরমানন্দে অর্পণ করেছিল ফিল্মিনস্ক সৌন্দর্য-এর বলে উত্তপ্ত স্নেহের পরিমণ্ডল আপন বৈশিষ্ট্যকে চিহ্নিত করে অনন্য অপূর্ব হয়ে-ছিল, তার বিস্তৃতি সাধনা ক্ষেত্রে আধুনিক বিশিষ্ট চলচ্চিত্রকার ঋত্বিক ঘটককে ঋণিতে।

চিত্র সংখ্যা কৃতিত্ব যতই থাকুক, প্রযোজকের প্রতিভা ছিল তুলনায় অনেক বেশী। বস্তুতঃ এই শিক্ষিত বুদ্ধিমান প্রতিভাশালী চলচ্চিত্রকারের যদি এক উপযোগী কর্মক্ষেত্র আরও অধিক অনুকূল হতে পারত, যদি তিনি মনের মত পরিবেশ পেতেন। তবুও নিউ থিয়েটার্সে তাঁর 'সন্ধিক্ষণ' প্রতিভার স্বাক্ষরটা রেখে যেতে পেরেছিলেন, সেজন্যেই বাংলার ইতিহাস তাঁকে কোনও দিন ভুলবে না। তাই বুদ্ধি নিউ থিয়েটার্সে চলে তাঁর ঋত্বিকদের মতন বিশ্ব-সাধনা লাভ করেছিল নিউ থিয়েটার্সের বাইরে তেমন ঋত্বিকদের হয়তো সেরকমটি হয়ে পারে না। সিনারীর সৌন্দর্যেই মিয়ে তিনি নিউ থিয়েটার্স ছেড়েছিলেন। অন্যান্য নিউ থিয়েটার্সের মতও অন্তরঙ্গের পরিবেশটুকু না পাওয়া হতাশাবোধ স্বাস্থ্যহানি ও শিল্পীসুলভ অভিমানের কারণেও সেদিন ঋত্বিকদের তেমন

পাপড়ির জগৎ

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা :
অমিতাভ মিত্র

পাপড়ি অমিতাভ আমাদের মেয়ে চলে গেলেও যা রেখে গেছে তা নিঃসন্দেহে একটি কীর্তি। আমাদের আশে পাশে এরা বিচিত্র নয় যদি, প্রবল, কঠিন, কল ইত্যাদি এত কম সময়ে এই সিদ্ধান্তে আসা কি ভুল হতে পারে। আর এই সিদ্ধান্তে যে না কিন্তু দেখানো যায়নি, বর্ণনা করেও যে ঋত্বিকদের নয় বলিতে অথবা অন্তত আর এ সময়ে সমস্ত আমাদেরও এমনি সুন্দর পরিচ্ছন্ন ভাবনে নিয়েছেন পরিচালক অভিজিৎ নিয়ে তাঁর পাপড়ি অমর নির্মিতি মাধ্যমে। পাশ্চিমবঙ্গ সরকার চলচ্চিত্রের জন্য নিয়েছেন এই ছিন্ন-চিত্রটি নিঃসন্দেহে। একটি সরল ও সুন্দর প্রয়াস যা বড়দেরও ভাল লাগে। নিঃচিত্রে পাপড়ে কোথাও চলতে-ফিরতে দেখা যায় নি, কিন্তু বিভিন্ন ফলে পাপড়ি নানা ভঙ্গিমায় তোলা ফটোটি ঋত্বি এর 'সেতারভাবে' ঘাবহৃত

ওপরে নিয়ে যাওয়ার জন্যে ছবিতে যে ঘটনা-বিন্যাস দিয়ে চিত্রটি গড়ে উঠেছে তাঁরা হলেন ঋত্বি সুভাষ মুখোপাধ্যায় (কাহিনী), প্রযোজক মিত্র (সংলাপ), অভি ভট্টাচার্য (আবহভাষা) প্রভৃতি ঘার-চৌধুরী (সংগীত), সলিল চক্রবর্তী (আলোকচিত্র শিল্পী) ও বসন্ত চৌধুরী (রূপকার)।

চিত্রটিতে অল্প সময়ের জন্য আগত সাহিত্যিক সৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়কে পাপড়ির ছোট্ট হিসাবে পাপড়ির মনের ভাব প্রকাশের সহজিকরা উল্লেখ করতে দেখা যায়।

চিত্রবিচিত্র

বিশেষজ্ঞের ছাঁটাইয়ে হতে পারে না। তবুও এই সাধারণ বিশ্লেষণের মধ্যেই তিনি 'পাস-টুডে' ও 'দেয়ার উইল-এর মত ছবি উপহার দিয়েছিলেন যার জনপ্রিয়তা আজও অক্ষুণ্ণ আছে। ছবি দুটি অবশ্য বিশ্লেষণীর বিচারে খুব উচ্চে নয়, তবুও ছবি দুটির সহজ আবেদনশক্তি অস্বীকার করবার নয়। প্রযোজক যে কতবড় অভিনেতা ছিলেন এদুটি ছবি দেখেও আজকের দর্শক অবশ্যই তা উপলব্ধি করতে পারবেন। এদেশের সুবিখ্যাত নায়িকা 'মাধবী মুখার্জী' বলেন যেদব উচ্চমানের ছবিতে প্রযোজক বসুরায়ের অভিনয় আরও কত আকর্ষণীয় কত সুন্দর লাগত আমার!...আর সে সুযোগ সত্যিকার শান্তিসম্পন্ন। চিত্রোদ্যোগে অংশগ্রহণী প্রযোজকের অভিনয় সম্পর্কে ধারণার অভিব্যক্তির অনেকাংশে এবং ব্যক্তিগতভাবে প্রযোজক সে সুযোগ সত্যিকারই দিতে উঠেছিলেন। এ সুযোগই বা তাঁর আর কয়জন পাচ্ছেন বলুন তো?...

প্রযোজকের ছবি বিদেশে বাণিজ্যিক সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। এমনকি ভারতের বাইরে কোথাও ছবিগুলি দেখানো হয়েছিল বলেও জানা যায় না। তবে এই ব্যর্থতার মধ্যেই তিনি 'পাস-টুডে' ও 'দেয়ার উইল-এর মত ছবি উপহার দিয়েছিলেন যার জনপ্রিয়তা আজও অক্ষুণ্ণ আছে। ছবি দুটি অবশ্য বিশ্লেষণীর বিচারে খুব উচ্চে নয়, তবুও ছবি দুটির সহজ আবেদনশক্তি অস্বীকার করবার নয়। প্রযোজক যে কতবড় অভিনেতা ছিলেন এদুটি ছবি দেখেও আজকের দর্শক অবশ্যই তা উপলব্ধি করতে পারবেন। এদেশের সুবিখ্যাত নায়িকা 'মাধবী মুখার্জী' বলেন যেস

চিন্ময় রায়

কিছুক্ষণ

চিন্ময় বাবুর আজ 'সেকেন্ড্রারি'র অভাব—এমন অভিযোগ কার মনে সন্দেহও করবে না। কি থিয়েটার, কি সিনেমা—কাজের সময় তিনি একেবারে অন্য মানুষ।

এমনকি এই সাক্ষাৎকারটি নেবার সময়ও দেখেছি চেনা সিগারেট নেই তাঁর। আমার বললে তাঁর চেয়েরা, মুখের ভাব একটু অন্য রকম, কিন্তু অভিনয়ের সময় বিশেষ করে রিহার্সেলের সময় অভিনেতার সমস্ত চিন্তার রাজ্য অভিনেতা চিন্ময় রায় হয়ে যান, ছোকরাকে আঁতেলেক্ট মনে।' চলন্ত ট্রামের নিয়ে কথা বলবেন। হ'সটি খুব একটা থাকে না।

এঁর মতই সিগারেট নিয়ে তাই জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলাম, 'আপনার সম্বন্ধে অনেকে এঁর হয়ে যান, ছোকরাকে আঁতেলেক্ট মনে।' এখনও সিগারেট খান?'

সিগারেট শেষ হয়েছে এতক্ষণে। আসরেই পোড়া সিগারেটটা পায়ের নিচে

উত্তরের কালবৈশাখী যেমন হঠাৎ কোনো কারণের তোয়াক্কা না করে প্রচণ্ড বেগে ছুটে আসে, তেমনি ভাবে ছুটে এসেছিলেন চিন্ময় রায় আমার কাছে। আমার কোনো প্রশ্নের জবাব দেবার জন্যে তিনি তৈরি ছিলেন না। তাঁর মনে হয়েছিল, আমি যে-কথা বলতে এসেছি, সে-কথা তিনি নিজেই বলবেন। তাই তিনি আমাকে কোনো কথা বলার সুযোগ দেননি।

আজকের চিন্ময় রায়কে ১৩৫৯ সালের ফাল্গুনের কোনো এক বিকেলে যে-পথ দিয়ে আসতে হয়েছে, সে-পথ সহজ ছিল না। অথচ এই আসার পথে তাঁর কল্পনায় যদি তিনি যে-রায়কে চিনতেন, তাঁর সঙ্গে দেখা হলে তিনি নিজেকে স্বীকৃতি দেবেন সেই চেনা থেকে এই চেনার আসার পথে তাঁকে কম কষ্ট করতে হয়নি।

একটা সময় থেকে যখন স্টেজে করে মানুষের সেই নিত্য পরিবর্তনশীল অভিযোগের প্রত্যুত্তরে মনোযোগ দেওয়া বন্ধ করে নিজের উত্তর কলকাতায় একটা ঘর নিয়ে পড়াশুনা একলা নিয়ে পড়েছিলেন। কোনো দিন জানতে পারেননি, অনিশ্চিত ভবিষ্যতের অন্ধকারে হাত বাড়াতে বাড়াতে তিনি এগিয়ে এসেছেন থিয়েটারের দিকে।

'হাই বাজার' তিনি হয়তো পড়তে পারেন নি, কিন্তু একজনের সাহসের ছাঁকে এই পথটুকু সহজ সাহসী করেছে। অবশ্য তিনি পথচলায় একটু ক্লান্ত বটেন। উপরন্তু জনৈক নিজ সাথীর পোড়ামন এখন। মুক্তাদের সঙ্গের হলেও বাঁধা কি কম!

তাই সেদিন কথাপ্রসঙ্গে মুখে 'থিয়েটার' ছাড়ানোর না করার কারণ জিজ্ঞাসা করতে তখন বলেছিলেন—মুখে থিয়েটার করতে ভালো যে সিকিউরিটি আর স্যার বন্ধ করা করকার এখন তা দিতে পারছি না। মুখে থিয়েটার করতে গেলে জান দিয়ে খাটতে হবে। নানা কারণে সেটা এখন সম্ভব হচ্ছে না।'

বললাম—'নাটক তো করছেন?'

হাতের পাঞ্জাবির আস্তিন দুটোর পাটা দুটো গুটিয়ে বললেন সেটা হয়। যেটা হয় এই ভাবের অবাকো করে নিজের মনে হলে। করতে হয়েছে-বাড়ীই সাজানো—থিয়েটার করছি বলতে পারেন হাসির জলায়। 'থিয়েটার না হলে খাবো কি?'

'এখনে কি সিকিউরিটির অভাব আছে আপনে?'

হো-হো করে উঠলেন কথাটা শুনে। তারি বললেন। 'সিকিউরিটির অভাব থাকবে কেন? প্রফেশনাল স্টেজ করা যায়, প্রফেশনাল সিনেমারিটিটিতে সিকিউরিটি আছে। নইলে কখনো কাজ করতে পারি?'

এমনি এই সাক্ষাৎকারটি নেবার সময়ও দেখেছি চেনা সিগারেট নেই তাঁর। আমার বললে তাঁর চেয়েরা, মুখের ভাব একটু অন্য রকম, কিন্তু অভিনয়ের সময় বিশেষ করে রিহার্সেলের সময় অভিনেতার সমস্ত চিন্তার রাজ্য অভিনেতা চিন্ময় রায় হয়ে যান, ছোকরাকে আঁতেলেক্ট মনে।' চলন্ত ট্রামের নিয়ে কথা বলবেন। হ'সটি খুব একটা থাকে না।

এঁর মতই সিগারেট নিয়ে তাই জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলাম, 'আপনার সম্বন্ধে অনেকে এঁর হয়ে যান, ছোকরাকে আঁতেলেক্ট মনে।' এখনও সিগারেট খান?'

সিগারেট শেষ হয়েছে এতক্ষণে। আসরেই পোড়া সিগারেটটা পায়ের নিচে

বলেছেন—'সমাপ্তি' করেছি তাতে 'অন্ত' করেছি বলা খুব শক্ত। চালাচ্ছি পরীক্ষা। আমাদের এখনকার ফিল্মিওয়ালার পক্ষে অমন ছবি করা অন্যায় হবে। তবুও হাতে রাখা কয়েকজন বড়-বড় পরিচালকের কাছ থেকে কিছু ছবি পেয়েছি। চালাচ্ছি ঐ কিছু, হাঁসিয়ে রাখছি তো খুশে থাকুক, ওঁর খুব ছবির আগের মত ক-এরটা ছবি করতে পারলেও হয়তো। তাও হচ্ছে না।'

: স্বামী অপমানে বাঙ্গিলত প্রতিক্রিয়া?'

—ছবি ছিনিয়ে নেওয়া কিছু, জানি না। (আগে একখানা ছবি করতে গিয়ে নায়িকা তাঁর অভিজ্ঞতার কুলিতে অনেক কিছুতে জানিয়েছেন। সে কারণেই এখন বলছেন বোধ হয়। সেসব বাসনা-টাসনা এখন শিকেয় তোলা আছে। টাকা-পয়সা ইত্যাদির আশা-টাশা বড় ডিগ্রিয়ে।

আপাততঃ নিজের ব্যাঙ্ক আরও ভালো করার চেষ্টায় ব্যস্ত। সেটা বিষয়ে...

হলেন—এমন একটা বলেছেন—ভালো চলছে কি আপনি পান নি?'

সবিতার কথা সেরেছেন। আর এর 'পর পরে সব, ঘটনাচক্রের কল্পনায় গেয়েছেন। পাঁচের 'ভালো' ছবিতে। বলেছেন,—এই ধরুন সুচেতনা সেনগুপ্তা, এঁদের আমি আরও চাই।'

। আপনি পরিচালক হিসেবে নিজের কোনো পরিকল্পনা রেখেছেন, অপনি কি কোনো বৈশিষ্ট্য আনতে চান?

'এখনই, তাড়াতে হোল ছাড়ে,- চোখের তারা ঘুরিয়ে এদিক ওদিক তাকিয়ে বললেন—'বিজয়াই তো মোটামুটি পরিচালকেরই আমার। ভালো পরিচালক হলে আমার কাছ থেকে ঠিক ঠিক কাজ আদায় করে নিতে পারেন তিনি। এইটে আমার ইচ্ছে আপনার নিজের ছায়াকে আরও নিয়ে যাই। পারি কিনা জানি না। ইচ্ছাটা

ভক্তী ভক্তী ছবির গ্রাফ মূর্তি ও সাধারণ রচনাবলী এবং উপন্যাস ছবির মূর্তি উপলক্ষে বাংলার দ্বিতীয় অভিনেত্রী রাখী সম্প্রতি কলকাতায় এসেছিলেন। দু দিনের জন্য বাস্তবতার মধ্যে রাখীর সামনে উপস্থিত হওয়াই ছিল মুশকিল। তবু বিভিন্ন অনুষ্ঠানে দেখা-সাক্ষাতের ফাঁকে ফাঁকে ওঁর কাছ থেকে জানা গেল, বলের ব্যাপার পূর্বে তেমনভাবে বাঙালী মহলের বাইরে অন্য কোন ছবিতে তিনি অভিনয় করেন নি। সেই সময় বাম্বাতে সুজেয় বন্ধু প্রযোজক প্রযোজকদের জীবন মৃত্যু' ছবিটি জন্য নবাগতা শিল্পী খুঁজছিলেন। কাজ বাম্বের প্রথাগত নায়িকারা ছিলবার ভূমিকায় অভিনয় করতে রাজী হচ্ছেন না। শেষ পর্যন্ত রাখীই ঐ ছবিতে অভিনয় করেছিলেন। সেই তাঁর হিন্দী ছবিতে প্রথম অভিজ্ঞতা। জীবন মৃত্যুর রাখীর অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়ে পরিচালক ও নায়ক সঞ্জীব কুমার ঐ ছবির বাঙলা ছবিতে অভিনয় করার জন্য রাখীকে অনুরোধ জানান কিন্তু সেই ছবির কাজ যে কোন কারণেই হোক বন্ধ থাকায় ওঁর সেবারে আসা হোল। ছবিতে রাখীকে মনোনীত করেন, এক পর তাঁর মাথাতে প্রচুর ছবিতে অভিনয় করার অনুরোধ পেয়েছিলেন। কিন্তু এখন সে-সব ছবির কথা মনে পড়লে রাগ লজ্জা হয়। কারণ পরপর, দুর্গাপুরী, আমো আমো মে, মেরাজবীবাব, লাল পাথর, ইন্দিরা-পাম্মা, পাগলী, মেরা সাজনা প্রভৃতি ছবিতে তাঁর অভিনয় খুবই সাধারণ শ্রেণীর ছিল, রাখীর মতে তাঁর সবচেয়ে অভিনয় ২৭ ডাউন ছবিতে। সেই ছবিতে কাজ করবার সময়ই গুলজারের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। ২৭ ডাউন ছবিটি অবশ্যই কাউকের সমালোচনা সৃষ্টি। এই ছবিতে অভিনয় করা আমি আমার অভিনয় জীবনে ফিরে দেখার। এর পরের ছবি বলে ঠ পঞ্চার নাম তারপর বেশ কিছু, দিন অভিনেত্রীর বিরাম ছবির পর্যায়।' রাখী বলছেন। এর পর এল তপস্যা এবং ভক্তী ভক্তী। এই দুটি ছবিতে বিশেষ করে তপস্যার অভিনয় আমার চোখে অসাধারণ মনে হয়। অবশ্য ভক্তী ভক্তী ছবিটিও বেশ জোরালো ও বাস্তবধর্মী।'

ভবিষ্যতে তাঁর তপস্যার মত ছবিতে অভিনয় করতে ইচ্ছুক। কারণ স্বামী গুলজার এ ছবিতে ওঁর অভিনয়ের প্রশংসা করেছেন এবং তাঁর নিজেরও ঐ ধরনের অভিনয় ভাল লাগে। স্বামী গুলজার ও কন্যা মেঘনা (মেঘনা)কে নিয়ে রাখী খুব সুখী জীবন যাপন করছেন।

রাখীর আগামী ছবি কি ঔইটসেল (পরী ছায়ায়) অমলেন্দু (চক্রবর্তী ছায়া) ও মন মোদকের পরবর্তী ছবি, যার নায়ক রাজকাপুর।

অশোক মজুমদার

কলকাতায় রাখী

অনেক আমন্ত্রণ জানান কিন্তু সেই ছবির কাজ যে কোন কারণেই হোক বন্ধ থাকায় ওর সেবারে আসা হোল। ছবিতে রাখীকে মনোনীত করেন, এক পর তাঁর মাথাতে প্রচুর ছবিতে অভিনয় করার অনুরোধ পেয়েছিলেন। কিন্তু এখন সে-সব ছবির কথা মনে পড়লে রাগ লজ্জা হয়। কারণ পরপর, দুর্গাপুরী, আমো আমো মে, মেরাজবীবাব, লাল পাথর, ইন্দিরা-পাম্মা, পাগলী, মেরা সাজনা প্রভৃতি ছবিতে তাঁর অভিনয় খুবই সাধারণ শ্রেণীর ছিল, রাখীর মতে তাঁর সবচেয়ে অভিনয় ২৭ ডাউন ছবিতে। সেই ছবিতে কাজ করবার সময়ই গুলজারের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। ২৭ ডাউন ছবিটি অবশ্যই কাউকের সমালোচনা সৃষ্টি। এই ছবিতে অভিনয় করা আমি আমার অভিনয় জীবনে ফিরে দেখার। এর পরের ছবি বলে ঠ পঞ্চার নাম তারপর বেশ কিছু, দিন অভিনেত্রীর বিরাম ছবির পর্যায়।' রাখী বলছেন। এর পর এল তপস্যা এবং ভক্তী ভক্তী। এই দুটি ছবিতে বিশেষ করে তপস্যার অভিনয় আমার চোখে অসাধারণ মনে হয়। অবশ্য ভক্তী ভক্তী ছবিটিও বেশ জোরালো ও বাস্তবধর্মী।'

ভবিষ্যতে তাঁর তপস্যার মত ছবিতে অভিনয় করতে ইচ্ছুক। কারণ স্বামী গুলজার এ ছবিতে ওঁর অভিনয়ের প্রশংসা করেছেন এবং তাঁর নিজেরও ঐ ধরনের অভিনয় ভাল লাগে। স্বামী গুলজার ও কন্যা মেঘনা (মেঘনা)কে নিয়ে রাখী খুব সুখী জীবন যাপন করছেন।

রাখীর আগামী ছবি কি ঔইটসেল (পরী ছায়ায়) অমলেন্দু (চক্রবর্তী ছায়া) ও মন মোদকের পরবর্তী ছবি, যার নায়ক রাজকাপুর।

অশোক মজুমদার

...ছবিতে অভিনয়ের ব্যাপারে নিজে কিছু ভাবেন নি? অন্য কেউ, মানে পরিচালক, প্রযোজক সঙ্গে আলোচনা করে সেদিকে মনোযোগ করবে কেউ কি?'

সবিতার কথা সেরেছেন। আর এর 'পর পরে সব, ঘটনাচক্রের কল্পনায় গেয়েছেন। পাঁচের 'ভালো' ছবিতে। বলেছেন,—এই ধরুন সুচেতনা সেনগুপ্তা, এঁদের আমি আরও চাই।'

। আপনি পরিচালক হিসেবে নিজের কোনো পরিকল্পনা রেখেছেন, অপনি কি কোনো বৈশিষ্ট্য আনতে চান?

'এখনই, তাড়াতে হোল ছাড়ে,- চোখের তারা ঘুরিয়ে এদিক ওদিক তাকিয়ে বললেন—'বিজয়াই তো মোটামুটি পরিচালকেরই আমার। ভালো পরিচালক হলে আমার কাছ থেকে ঠিক ঠিক কাজ আদায় করে নিতে পারেন তিনি। এইটে আমার ইচ্ছে আপনার নিজের ছায়াকে আরও নিয়ে যাই। পারি কিনা জানি না। ইচ্ছাটা

...প্রকাশ, ... শ্রাবণ, ১৩৬৮। | অমৃত | ৪১

বলেছেন—'সমাপ্তি' করেছি তাতে 'অন্ত' করেছি বলা খুব শক্ত। চালাচ্ছি পরীক্ষা। আমাদের এখনকার ফিল্মিওয়ালার পক্ষে অমন ছবি করা অন্যায় হবে। তবুও হাতে রাখা কয়েকজন বড়-বড় পরিচালকের কাছ থেকে কিছু ছবি পেয়েছি। চালাচ্ছি ঐ কিছু, হাঁসিয়ে রাখছি তো খুশে থাকুক, ওঁর খুব ছবির আগের মত ক-এরটা ছবি করতে পারলেও হয়তো। তাও হচ্ছে না।'

: স্বামী অপমানে বাঙ্গিলত প্রতিক্রিয়া?'

—ছবি ছিনিয়ে নেওয়া কিছু, জানি না। (আগে একখানা ছবি করতে গিয়ে নায়িকা তাঁর অভিজ্ঞতার কুলিতে অনেক কিছুতে জানিয়েছেন। সে কারণেই এখন বলছেন বোধ হয়। সেসব বাসনা-টাসনা এখন শিকেয় তোলা আছে। টাকা-পয়সা ইত্যাদির আশা-টাশা বড় ডিগ্রিয়ে।

আপাততঃ নিজের ব্যাঙ্ক আরও ভালো করার চেষ্টায় ব্যস্ত। সেটা বিষয়ে...

হলেন—এমন একটা বলেছেন—ভালো চলছে কি আপনি পান নি?'

সবিতার কথা সেরেছেন। আর এর 'পর পরে সব, ঘটনাচক্রের কল্পনায় গেয়েছেন। পাঁচের 'ভালো' ছবিতে। বলেছেন,—এই ধরুন সুচেতনা সেনগুপ্তা, এঁদের আমি আরও চাই।'

। আপনি পরিচালক হিসেবে নিজের কোনো পরিকল্পনা রেখেছেন, অপনি কি কোনো বৈশিষ্ট্য আনতে চান?

'এখনই, তাড়াতে হোল ছাড়ে,- চোখের তারা ঘুরিয়ে এদিক ওদিক তাকিয়ে বললেন—'বিজয়াই তো মোটামুটি পরিচালকেরই আমার। ভালো পরিচালক হলে আমার কাছ থেকে ঠিক ঠিক কাজ আদায় করে নিতে পারেন তিনি। এইটে আমার ইচ্ছে আপনার নিজের ছায়াকে আরও নিয়ে যাই। পারি কিনা জানি না। ইচ্ছাটা

...প্রকাশ, ... শ্রাবণ, ১৩৬৮। | অমৃত | ৪১

বলেছেন—'সমাপ্তি' করেছি তাতে 'অন্ত' করেছি বলা খুব শক্ত। চালাচ্ছি পরীক্ষা। আমাদের এখনকার ফিল্মিওয়ালার পক্ষে অমন ছবি করা অন্যায় হবে। তবুও হাতে রাখা কয়েকজন বড়-বড় পরিচালকের কাছ থেকে কিছু ছবি পেয়েছি। চালাচ্ছি ঐ কিছু, হাঁসিয়ে রাখছি তো খুশে থাকুক, ওঁর খুব ছবির আগের মত ক-এরটা ছবি করতে পারলেও হয়তো। তাও হচ্ছে না।'

: স্বামী অপমানে বাঙ্গিলত প্রতিক্রিয়া?'

—ছবি ছিনিয়ে নেওয়া কিছু, জানি না। (আগে একখানা ছবি করতে গিয়ে নায়িকা তাঁর অভিজ্ঞতার কুলিতে অনেক কিছুতে জানিয়েছেন। সে কারণেই এখন বলছেন বোধ হয়। সেসব বাসনা-টাসনা এখন শিকেয় তোলা আছে। টাকা-পয়সা ইত্যাদির আশা-টাশা বড় ডিগ্রিয়ে।

আপাততঃ নিজের ব্যাঙ্ক আরও ভালো করার চেষ্টায় ব্যস্ত। সেটা বিষয়ে...

রাজেশ্বরী দত্ত

জীবন মরণের সীমানা ছাড়ায়ে

কয়েক মাস আগে অমৃতের সঙ্গের আসনে সর্বশ্রী সলীল রায়সরী রাজেশ্বরী দত্ত প্রসঙ্গে আলোচনা প্রকাশিত হয়েছিল। কলেজ স্ট্রীটে কফিহাউসের মন্ত্রণাগৃহে কবীন্দ্র-সম্বন্ধে এক আসরে এবং সমবর্ধনা সভায় আমন্ত্রণ তিনি গ্রহণ করেছিলেন। সে সংখ্যাতেও অমৃতে সচিত্র প্রকাশিত হয়েছিলো।

কে জানত এত তাড়াতাড়ি আবার তাঁরই চরম সংবাদ বহন করে নিয়ে আসতে হবে তাঁর অনুরাগী অনুরোধী গ্রহণে?

মনে পড়ে সাত বছর আগে জানুয়ারি শেষে তাঁর একক আসরের কথা। তখনকেই শরীরের করবার বাসনা নিয়ে লক্ষ্মণ ধারার ঠেক ধরেছিল আমার সহায়। পানের আগে শ্রীমতীমলকান্তি ঘোষ বললেন 'রাজেশ্বরী লক্ষ্মণকেই স্থায়ী অর্থাভাব করে চলে যেমন এ অবর আগে আমাদের যেমন করে ছোক চাঁদা আদায়ের চেষ্টা করতাম। এখান থেকেও তিনি তাঁর 'সেন্ট' ওয়ার্কের প্রসঙ্গে আলোচনা সেরেন—সঙ্গীত নিয়ে নিরীক্ষায়-আকৃষ্টিকেরিলেন তাঁহাতে 'লক্ষ্মণ'। কণ্ঠস্বরে ছেয়ে রবিরশ্মিতে কবি-সভা অনুরাগীরা মুগ্ধ হয়েছেন, সে ঘোষণা ছিলো না।

সন্ধ্যের সেই মেহনিস্ত ছায়ায় আর অমৃতের প্রত্যুষালোকে তিনি গেয়েছিলেন 'এরা পরকে আপন করে আপনার পর।'

বহুদিন আগে তাঁর কণ্ঠে ঐ গান শুনেই কিনা কে শ্রীমতী রাজেশ্বরী দত্তকে উদ্দেশ্য করেই লিখেছিলেন একটি কবিতা। কবিতাটির নাম 'পরকে আপন করে'। শেষের স্তবকটি ছিলো

> মানুষেরই গান শুনে প্রাণ ভরে,
> জন্ম হয়
> সকলই সম্ভব আহা সকলই সম্ভব
> পরকে আপন করে জীবনযাপন বেশ
> জীবনটাই গান যেন সুরে সুরে
> রবীন্দ্রনাথ
> বলা-বাহুল্যের পদ্য হয়ে ওঠে
> অন্তর্বতলায়
> স্বাধীন লোহবে।
> গান কিনা, পরকে আপন করে তবে।

এই কদিন আগে। জোড়াসাঁকোর ঠিক বিপরীতে পার্কে বন্ধু-পরিবারের রক্তাম্বরীতে খেলার তিনিও মেতে উঠেছিলেন নিশ্চয়ে মত উল্লাসে। ওঁর রক্তাম্বরী চেহারার ছবি তুলে ওঁকে দেখাতে বলেছিলেন, বাঁচা! তে মজা আমার উঠে বানিয়েছিলে।' বাড়ীর সবাই বললেন এত কি সামান্য ব্যাপার। ১৬ই এপ্রিল (৩য় ডিসেম্বর) আগে বলা করে বাথরুমে' 'ওরে বাবা! হাসলে দেখছি আমি এখানে থাকব না। মরা কোথাও পালিয়ে যাব।'

এইরকম কত টুকিটাকি টুকরো স্মৃতি যেন ঘাঁর ঘরে ভোরের সামনে ভেসে উঠছিলো। গত ১০ এপ্রিল যখন প্রান্তিমশায়নের চিরনিদ্রিতার কাছে বসেছিলাম। পরনে গেরুয়া শাড়ি-এর কটকী আঁচলা সাদার সায়ার সেই ভঙ্গি, তুলিতে আঁকিতো, কপালে ছুটি হাত ক্রমের তুলিতে মাখত। ভরন্ত চিত্ত ললাট, ছটি চোখ স্মিত মেঘ বাইরে থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলে অন্তরের মানসের মিলনস্থানে মন।

কীর্তনের বাড়ে তিনি দেশ এসেছিলেন স্টাডি-সিরিজ নিয়ে। ৮ প্রকাশনের গেয়েছিলেন। কোলকাতায় এলিয়াটিক সোসাইটির কাজ সেরে তিনি গিয়েছিলেন মাদ্রাজে। সেখানের কাজের পর তিনি গেছেন শান্তিনিকেতনে এবং বীরভূমের গ্রামে কীর্তন, বাউল ও লোকসঙ্গীত শুনতে ও লিখে আনতে। এরই মধ্যে স্বামী সুধীন্দ্রনাথ বসুর কবিতার বই শুধু প্রকাশের ব্যবস্থাও করেছেন। গত ২৮ মার্চ বেনারস যাত্রা করেছিলেন, সেখান থেকে ফিরলেন কিন্তু, অ্যাম্বুলেন্স-এর কাজ করে কোলকাতায় ফেরবার কথা। এখানে এসে আমিনুদ্দিন ভাক্তার, রহিম রহিমুদ্দিন ভাক্তারের ইঞ্জেক্ট সমেত পড়ানোর ওষুধ ও ভায়াগ্রা ঠেস করে, করেকটি এক্স আসরের অনুষ্ঠান সমাপ্ত করে আগামী শুটি লন্ডনে যোগার কথা। কিন্তু হায়! সকল কাজ থেকে চিরদিনের মত ছুটি নিয়ে তিনি পাড়ি দিলেন সুদূর যা-র্বাসি-দিনের বিরহের পর চিরসফরে সঙ্গে মিলনে।

১৯৬১ সালে লন্ডন যাবার আগে তাঁকে প্রশ্ন করেছিলাম 'আমাদের ভোলে চলে যাচ্ছেন কেন'—উত্তরে সঙ্গীত জগতে বিরহ চক্ষে এল মেঘ' অনুরাগী কান শুনে ছিলো কালবৈশাখী আসার-ওয়ার্নিং। স্মরণ করেছিলাম কবিগুরুর সেই আনন্দ সভা যেখানে ছিলো গান, কবিতা ও সাহিত্যের অবদান কলভাষ।

জন্ম অয়োজাতিয়ে... বৈদেশ ও বৈদেশের ভোগের লাহোরে সঙ্গীতবিদ্যা শান্তিনিকেতনে, বিদ্যায় কোলকাতায়, স্বর্ণ-স্থল লন্ডন। রাজেশ্বরী দত্তর গ্রহ এই বৈচিত্র্যের বর্ণসমারোহভরা জীবন কথাই দেখা যায়। গান তাঁর জীবিকা ছিলো না ছিলো ধর্ম। এ পর্যন্ত ভোলো। আসরে তিনি সম্মান-দক্ষিণার জন্য মানীন। ফেরেন্সান আনন্দদক্ষিণার তালিকে। তিনি ইচ্ছে করলে বড় ঘরানা হতে পারতেন, খেয়ালিয়া হতে পারতেন, ভাজনের শীর্ষ-স্থানীয়া হতে পারতেন। কিন্তু উচ্চাঙ্গসঙ্গীতের বিভাগ পরিধিতেও তিনি রবীন্দ্রসঙ্গীতকেই প্রাণের গান রূপে বেছে নিয়েছিলেন। এসেছিলেন রবীন্দ্রকবির শান্তিনিকেতনে।

সেবরঞ্জন। সাবিত্রী চ্যাটার্জি ও মহুয়া রায়চৌধুরী। অমৃত ফটো

রবীন্দ্রনাথ তাঁর দিব্যদৃষ্টি দিয়ে দেখে-ছিলেন ভবিষ্যৎ বিশ্বমানবসংস্কৃতির অন্তরের ঐক্যসাধনার সোপানগুলোকে। তাই তাঁরই জন্য বিশ্বের সব রচনা ভারতীয়দের আজি নিবেদন করার দাবি শুনিয়েছিল। প্যারিসেই হবার পর শান্তিনিকেতনে ফিরে-ছিলেন। আরও বেশী শিক্ষার তাগিদে ফিরে আসতে হয়েছিলেন বলে রবীন্দ্রনাথ তাঁরই জন্য প্রথম পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ক্লাস খুলেছিলেন শান্তিনিকেতনে। সেখানের প্রথম ছাত্রী রাজেশ্বরী দত্ত ও তরুণী দেবী। তিনি কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ এবং সংস্কৃতসাহিত্যে এম-এ।

লাহোরের বিচারপতি অমরনাথ বাসুদেবের কন্যা রাজেশ্বরী বাসুদেব রবীন্দ্রসঙ্গীত শেখবার তাগিদেই একমাসের মধ্যে বাংলা ভাষা শিখে নিয়েছিলেন। শুধু বাংলাই নয় ল্যাটিন, ফার্সী, ফরাসী ইংরেজী সকল ভাষাতেই ছিলো তাঁর ছাত্রজীবনে মতই অবাধ অধিকার। কারণ সকল দেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে তিনি শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। এই প্রসঙ্গেই মনে পড়ে জার্মানদেশের রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্মেলনে রাজেশ্বরী দত্তর সংবর্ধনা সভার বিশেষ করে তাঁরই সম্মাননায় সেবরঞ্জন বিশ্বাস জার্মানী ভাষায় একটি রবীন্দ্র-সঙ্গীত গেয়ে শুনিয়েছিলেন। তিনিই ছিলেন সেই বিদেশী গান গাইবার যাঁর হাতে বই-এর বদলে রাজেশ্বরী তানপুরো।

এমন প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, বিনম্র ও প্রতিভার অধিকারিণী কিন্তু তাঁর প্রকৃতির মধ্যে এতটুকুও প্রখরতা ছিলো না। বিনয় স্নেহকোমল স্বভাব ও প্রসন্নতাতেই তাঁর অভিজাত ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে যিনি এসেছেন তিনিই রাজেশ্বরী দত্তর ভক্ত হয়ে উঠেছেন।

এই প্রসঙ্গের স্মরণীয় রাজেশ্বরী দত্তই ছিলেন একমাত্র বিদেশী যিনি বেতারে একটি দিনে তিনটি অধিবেশনে ঠাকুরী ভজন ও রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়েছেন। জার্মেদেশনের বিদগ্ধ মহলে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার সময় তাঁর সম্বন্ধে এই লেখিকা বলেছিলো রাজেশ্বরী দত্ত এমন গাইয়ের আসর বাইরে চায় না। গানকে একান্তভাবে নিকট মহুর্তের সঙ্গী করে রাখতে চান। তবু তিনি আমাদের আসরের জন্যে নিজে থেকে এসেছেন বলে তিনি জানেন আমরা তাঁর গান ভালবাসি। রাজেশ্বরী দত্ত ও সুধীর দত্তর মিলন একটা বিরাট ইমপ্রেসন-দুয়াল ইভেন্টস—এই মিলনকে আমরা এক সপ্তমের জোড় বলে দেখি। তাঁর দুই কণ্ঠ রাজকীয় বিনয়, কিন্তুর মত নির্মল অথচ-তখন নিরহঙ্কার স্বাস্থিক সব মিলিয়ে রাজেশ্বরী নামটি আজ এত সুন্দর মানুষের যে তাঁকে প্রণাম জানিয়ে বলতে ইচ্ছে করে পরমার্থিতি। সেই প্রণাম ইন রাজেশ্বরী দত্ত—ঐ কথাটুকুই সুন্দরভাবে করে সুরের রাজেশ্বরীকে আমাদের শেষ প্রণাম জানাই।

শ্রীমান্দব

বিবিধ সংবাদ

সংগীত সভা-সম্মেলন : মহুয়া সংগীত বিদ্যালয়ের ৩য় বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হল সম্প্রতি সংঘ প্রাঙ্গণে। অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীরা সংগীত এবং নৃত্য পরিবেশন করেন। ভারত সরকার আন্দিকে তপতী সিনহার সরস্বতী বন্দনা ও মিতা বিশ্বাসের একক নৃত্য দর্শকদের বিশেষ আনন্দ দেয়। বালিকা সংগঠনেও বেশ আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল। নৃত্য-পরি-চালিকার এ-বিষয়ে প্রশংসা প্রাপ্য। নৃত্যাংশে তপতী সিনহা এবং সংগীতে গোস্বামীর প্রশংসা করতেই হয়। তাছাড়া নৃত্যে অংশগ্রহণ করেন শর্মিষ্ঠা সেনিয়া, পাপিয়া, চুকা, রুকিকা, মিতা গাঙ্গী প্রমুখী। সংগীতে ছিলেন ইলা মুখার্জি রাখা রায় ও সুদেষ্ণা দত্ত। মিতা বাসের তালসঙ্গতে প্রশংসনীয়। সংগীত পরিচালনা করেন বিশ্বজিৎ রক্ষিতমশায় এবং নৃত্য পরি-কল্পনা ও পরিচালনা করেন মুনি সিনহা।

সংগীতানুষ্ঠান : সুকুমার মিত্রালয়ে সম্প্রতি তরুণীয়ান দ্বারা পরিচালিত সাধনা মহুয়া সংগীত সংস্থা আয়োজিত এক সংগীতানুষ্ঠান হয়ে গেল। অনুষ্ঠানটি তারকেশ্বর দেবীর প্রার্থনায় হয়ে ওঠে। মোট ৫০টি গান পরিবেশিত হয়। প্রত্যেকটি গানই ছিল প্রায় প্রাণবন্ত ভরা। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী শিল্পী : কাবেরী সরকার, কল্পনা ভট্টাচার্য, শর্মিষ্ঠা সেনগুপ্তা, সোমা রায় চৌধুরী চক্রবর্তী, কল্পনা চক্রবর্তী, তপন গাঙ্গুলী, স্বাগত বিশ্বাস, শান্তশ্রী চক্রবর্তী জ্যোতির্ময়ী, উমা জোয়ারদার, পাপড়ি ভট্টাচার্য। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেছেন মিতার সাহা।

প্রধান অবলম্বিত পরিচালক কর্তৃক

কলকাতা পৌর বাণিজ্যিক সমিতির নাট্য সংস্থার সম্প্রতি অভিনীত নাটক 'বিশ্ব শিক্ষাচার্যের কন্যা নাটকটি। সেখানের নাটক যে একাধিক দর্শকদের স্বপ্নে অনেক দেয় সেদিন তার প্রমাণ পাওয়া গেল।

আর অবাক কাণ্ডের কিছু কিছু বিদেশীর অভিজ্ঞতা। সেদিক থেকে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় নায়ক নবীন চরিত্রে মোর বাসের অভিনয় স্বাভাবিক এবং সংবেদন-

চির দিনের ছবি
চির সবুজ ছবি

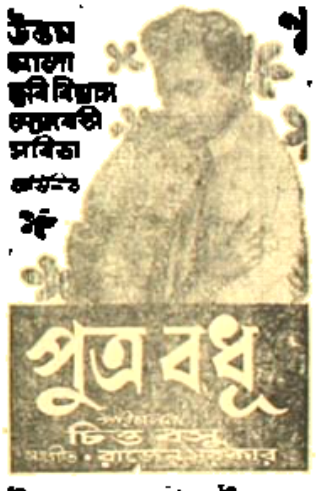

উত্তরা-পূরবী- উজ্জ্বলা
এবং সারা কলকাতার বিভিন্ন সিনেমায়

আগামীর চিত্রতারকা
নায়িকা কৃষ্ণা ঘোষ পরিচয়ে

অভিনয় প্রতিভারও পরিচয় দিয়েছেন।

ছবিটি প্রযোজনা করেছেন কৃষ্ণেন্দু দাস জমিদারের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে অভিনয়ও বলা যায় অবাক করেছে।

অন্যান্য কুশীলবদের মধ্যে বক্তব্য, ছবির নায়ক, নায়িকা, নায়ক অভিনয়ের বক্তব্য, ছেলে ধরিত্রী, প্রকাশ চৌধুরী আর্টিস্ট আর চৌধুরী সেনগুপ্তী, মালা বন্দ্যোপাধ্যায় কৃষ্ণা ঘোষ, রেবা সরকার, সাবিত্রী মিত্র ভাল অভিনয় করেছেন।

নায়িকা পরিচালনা করছেন বীরেন নাগ।

টেলিফোনের মালেই
"টেলিকিং"
অর্থাৎ
টি ডিল বাজা।
আজই আপনি প্রথমে পাবেন ও
ডিল করা শুরু।
এ-ছাড়া আপনার হাতের কাছেই পাবেন,
রেডিও সেলাই, ঘড়ি, ইলেকট্রিক
হিটার, ট্রিপ হেডার, সিগারেট
ইত্যাদি ইত্যাদি।
আমাদের সঙ্গে দেখা করুন।
রেডিও এন্ড ওয়াচ স্টোরস্
১৩৯এ কলেজ স্ট্রীট, কলি-১২
ফোন : ৩৪-৪৭১৫

পূজা বিশেষ সংখ্যা

২১শে কার্তিক আগামী ইংরেজি সংখ্যা হচ্ছে ১৫ নং। পূজাবার্ষিকী সংখ্যা প্রায় শেষ। বাকি আরো-এর কাজও সম্পূর্ণ পথে। পূর্বে প্রকাশিত ছবির তালিকার সঙ্গে আরও হচ্ছে আরও অনেকগুলি ছবি। এর পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্নাংশে অভিনয় করছেন এমন কয়েকটি ছবি কি নিম্নোক্তভাবে-এর বিশেষ প্রদর্শনী হবে ঠিকমতো এবং এই উপলক্ষে এক আলোচনাচক্রের আয়োজনও চলছে। পূজা সংখ্যাটি বাঁধা হবে ইতিমধ্যে ১৯৫০ (বাংলা বছরের) সেপ্টেম্বর ছিল। কৃষ্ণেন্দু (কলকাতা সংখ্যা)। আলোচক হিসেবে কার্যালি পাবে যেসব সাংবাদিক বি তাঁরা আমেরিকান লাল, মিস্টার লাল, ভাইসরয় ভাইসরয় প্রাইভেট ভাড়া পাবলিক (হাওড়ার), প্রেজেন্ট নামের ছেলে জলে আলোচনার ট্রেন লাস্টমেন্ট, বহু-ঘরে ভাঙা গেছে কলম ও বিষয় ঘরেই বিচারকদের শীর্ষ ও সর্বশেষ ছবির তালিকা পাওয়া যাবে।

ভাগাভাগি

মহাশয়, সিনেমাসের সিরিয়াস বিশ্লেষণ ভাগাভাগি ছবির সৃষ্টি হচ্ছে এমন্ত্রে সেরা করিডর সাদাসাটি ফোনাপাবাটিক এই গত সপ্তাহে এই ছবির সঙ্গীত গ্রহণের কাজ সমাপ্ত হয়েছে টেকনিশিয়ান স্টুডিওর 'ইউনিক সেন্টার' ফ্লোরে। ছবির চারটি গানে সুর সংযোজনা করছেন হৈমন্তীশুক্লা-শুধু ভরণ ব্যানার্জি। সুলেখা হালদার-পাধার রচিত গানগুলি গেয়েছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র ও আরতী মুখোপাধ্যায়। ভাগাভাগি ছবির কাহিনী নিয়েছেন প্রযোজনা করেছেন নিরঞ্জন দে। 'চোরবাগানে আলেন নিউজ খুলছে', 'মিস ইন্দ্রাণীর প্রযোজনা করেছে, সম্পাদনা করছেন, বেলা পাধায়। বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করেছেন নিবানী বসু, নিরঞ্জন দে, নরেশ মিত্র, বীরেন চট্টোপাধ্যায়, ভাগ্য ব্যানার্জি পাধায় অমিত বাঁ, বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়, সিদ্ধেশ্বর সহকার ও গঙ্গা দেবী। এ ছবির বিষয় পরিচালনার ভার গ্রহণ করেছেন ভাগ্য মিত্র ডিস্ট্রিবিউটার্স।

নেপথ্যে

প্রভাস ভট্টাচার্য

স্টুডিওনিয়ন্ত্রণ স্টুডিওর মতো কাজ সেখানে ঘড়ির একটা, প্রতিটির মধ্যে জন্মে একজন ওস্তাদের। যে কোন ক্ষেত্রে সেরা হয়ে থেকতে সাধনা তার মধ্যে অধিকারিক করার মিটার ইনসলেটর হয়ে- একজনের ভালো। ওর ছেলের 'মিস্ত' বাঁ চলছে কয়েকজন ভোলার পরিচয় দিয়েছে।

তবু এইসব বিষয়েকে নিরন্তর অবসরে সে সাধারণ হিসেবে প্রাকৃতিক বন্ধুদের ভালোবাসা এবং নিম্নমধ্যবিত্ত ছেলেদের প্রতিবেশী—এরা প্রভাস ভট্টাচার্য। স্টুডিওর চাঁদ ইনসলেটিকের।

ফোটোগ্রাফার বাবা মারা যাবার সময়ে সংসারের একমাত্র ছেলে পড়ল তখন সাতাশ বছর বয়স। ইনসলেটরের কোম্পানীতে কাজ করত তখন।

ইনসলেটরের কাজের প্রথম বিভাগীয় ঐরাবতী চন্দ্রের ১১৩৭ সাল নাগাদ ভালোলাগে। আমি ফোনোগ্রাফের কাজ স্টুডিওর কাজে হয়েছিল ছোট্ট, প্রভাসবাবুর। তখন মাইনে ছিল মাত্র সাত টাকা।

চাকরির কাজ জন্ম নেবের তেই সময় চাকরীর খুব একটা অবসর ছোট না। ইনসলেটরের কাজ ফিরলে ন্যাশনাল স্টুডিওর হাত ধরে ধরার মতো তখন স্টুডিওনিয়ন্ত্রণ স্টুডিও বলল, প্রভাসবাবু, সেখানে ভালো করলে, তুমি ইনসলেটর অবশ্য হিসেবেই। যদি সত্যিই গড়ে তুলে আমার এখানে, হয়তো না আমার না অন্যত্র পরিচয় নিশ্চয়ই নেই। প্রভাসবাবু পরে মাত্র ছাড়ার পরিচয়ের পর সাত হিসেবে।

সময়—কম কম সময় কাজ করেছেন।

এক নিম্নমধ্যবিত্ত বন্ধুর মেসবাড়ী বসু, বৈদ্যনাথবাবু, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অনিল পাঁচকড়ী মুখোপাধ্যায় বন্ধু প্রভাসের সঙ্গে কাজ করে গেলেন। প্রভাসের সঙ্গে কাজ করা হিসেবে সবচেয়ে। বিদেশী ও পরিচালকদের কাছে কাজ করেছি, তবে কখনো সাহেব প্রভাসের মতো চরিত্র তুমি বলবো—সত্যি কথা বলতে কি ইনসলেটর কাজ স্টুডিওর কাজে কাজ করার আমরা সহকারী সহকারীর পেয়ে থাকি। কাউকেই কখনো মনে নাম।

আগের ছাড়া নেপথ্যে ছেলে সবাই ভালো। সিনেমাটে কলকেলেন কর্মীদের প্রভাসবাবুর সঙ্গে এই দীর্ঘ হিসেব বন্ধুর হয়ে কারও মনমালিন্য হয়েছে বলে মনে হয় না। তাঁদের কিছুই তিনি বলেন।

তেমন জোনো জায়গা নেই অন্যায়। ধৈর্যের বন্ধুই আছে। দুই ছেলের মাঝে-মাঝে প্রতিষ্ঠিত। বড় ছেলে টেকনিশিয়ান ইনসলেটরে কাজ করছেন স্টুডিওতে। এখন প্রভাসবাবুর একমাত্র ইচ্ছে ছেলেরা কলের জীবনের দাঁড়ি কতো দিন করবেন।

প্রিয়তোষ

অমৃত পাবলিশিং প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে প্রিয়তোষ গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক পত্রিকা স্ট্রীট, কলিকাতা-৯ হইতে মুদ্রিত ও ৬১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে প্রকাশিত।

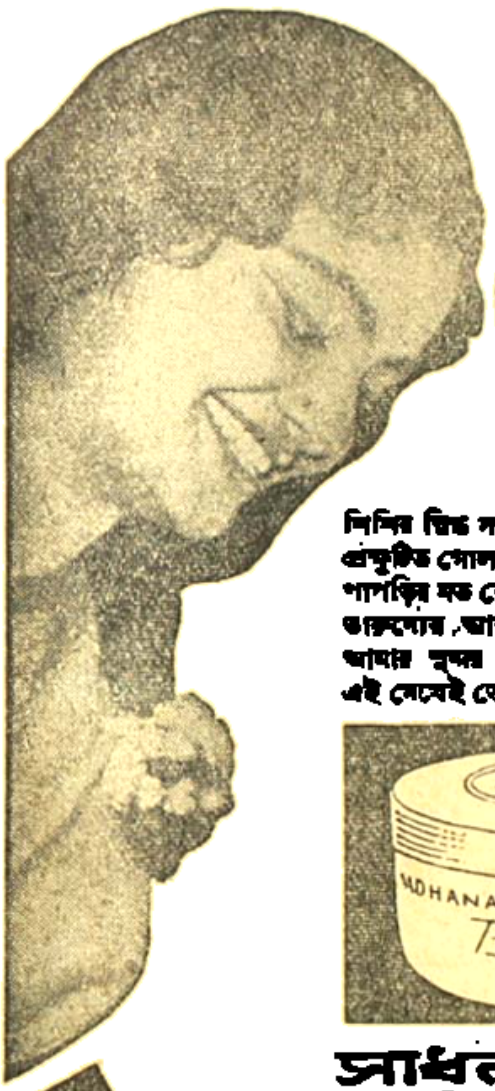

এর কোমল স্পর্শে সৌন্দর্য বিকশিত হয়

শিশির স্নিগ্ধ সদ্য
প্রস্ফুটিত গোলাপের
পাপড়ির মত কোমল ও
তারুণ্যের আভায় উজ্জ্বল
আমার সুন্দর মেয়েটী
এই মেয়েই তো।

সাধনা বিউটি স্নো

একটি অতি আধুনিক অঙ্গরাগ

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা
কলিকাতা-৫

Regd. No. WB/NC-13
Gram AMRITA Calcutta-700003

AMRITA

Friday 23rd April, 1982
Phone 55-5231 (14 lines)

APR 1982

AMRITA BAZAR PATRIKA

৫০ ভাগের ছেলেরা ৫০ ভাগ!
এক ছেলের ছেলেরা ৫০ এর এক
ভাগের ছেলেরা?—আঃ। সমাধানের
২৩০ টি ফ্রান্সচাইজি আমূল ৫০ ভাগের
ডিস্ট্রিবিউটরের সঙ্গে এ বিশ
মানের একটি। পরিষেবাদির
আরও পরিবর্তনের জন্যে
৫০এর মধ্যে ডিস্ট্রিবিউটর
এই ছেলেদের জীবনের বিশুদ্ধ সমাধান
এরা আরও ভেউ ছেলেদেও
দিতে পারবে না।

মধুরার কাপড়

মধুরা কোর্টস-এর উৎপাদন

অমৃত
সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ /
৩০ এপ্রিল ১৯৭৬ ॥

CALCUTTA UNIVERSITY

বোরোলীন যার সহায়
গ্রীষ্মে তার ভয় কি?
ত্বকের জ্বালা ব্যাধি আপনাকে সারাদিন এই অসুবিধা থেকে
নিষ্কৃতি দিতে বিশেষ ভাবে। শরীরের ত্বকে ঘামাচির সঙ্গে
ঘাম ঝরায় ছাড়ে। দেহের কোন ফোড়া ঘুষঘুষি ইত্যাদির
জ্বালা অসহ্য। আরও সহজ এই সব প্রতিকার করিতে
হলে এই বাইরের ঘুমন-ঠাণ্ডা বা রোদ-জলে।
বোরোলীন ত্বকের অ্যান্টিসেপটিক ক্রীম আপনার ত্বকের জ্বালা
ও কষ্ট ঘাটা-ছিড়া-কাটা জলেজ্বালাকে নিরাপদ ভাবে।

লক্ষ লক্ষ লোক আজ ব্যবহার করেন

এরা সবাই লোক আজ সাধনা দশন ব্যবহার করেন কারণ এটি উৎকৃষ্টতম দাঁতের মাজন বলে এর সুগন্ধ ও অনাবিল উপকারের ব্যাপারে নিশ্চিত। অনুকরণীয় ও অনুকরণীয় জন্য সাধনা দশন ব্যবহার করে দেশের অর্থের প্রচুর সাশ্রয় করে আসছে। আমলা টুথ পেস্টও সর্বাধুনিক বিশ্বের একমাত্র ও উপকারী। দাঁত পেস্টি পরিষ্কার ও উজ্জ্বল আনুরোধী প্রস্তুত করা হয়েছে।

সাধনা দশন

সাধনা টুথপেস্ট

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা

প্রতিষ্ঠাতা—

স্বর্গীয় ডাঃ যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ এম.এ, আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রী, এফ.টি.এস. (লন্ডন) এম.টি.এস. (আমেরিকা) আয়ুর্বেদ, বাংলার ঘরে ঘরে সুপরিচিত।

প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ, এম.টি.টি.এস. (লন্ডন) আয়ুর্বেদাচার্য

বাংলার ক্রীড়ামোদী দের জন্য চিরন্তীব-এর সাংবাদিক-জীবনের শ্রেষ্ঠ উপহার

বিশ্বকাপ ফুটবল ২৫.

বিশ্বকাপ ফুটবলের সূত্র থেকে এ পর্যন্ত প্রতিটি খেলার বিস্তারিত বিশ্বকাপ ফুটবলের রোমাঞ্চকর ইতিহাস। সাথে ফুটবলে এ পর্যন্ত বিশ্বশ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়দের পরিচিতি। বাংলা তথা ভারতীয় ভাষায় বিশ্বকাপ ফুটবলের এমন বিরাট আয়োজন বিরল। অনবদ্য আলোকচিত্র সম্বলিত।

ক্রীড়া-পাগল মানুষদের জন্য হরিপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের একখানা অনবদ্য গ্রন্থ

দুঃসাহসী অভিযাত্রী ৭.

বাংলা সাহিত্যে দুঃসাহসী বাঙালী যুবক—যাদের আমরা বাঙালী ও ইন্ডিয়ান যুবাবীর নামে জানি তাদের রোমাঞ্চকর কাহিনী। এদের সকল পরিচয় পরিচয় বাঙালী ছেলেদের কাছে আর কাগজের অনবদ্যভাবে নিশ্চিন্তভাবে মুখে নিয়েছে। আলোকচিত্র সম্বলিত দুঃসাহসিক অভিযান কাহিনী।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অসাধারণ উপন্যাস

স্বর্ণভ্রমর ১৪.

অন্নদা-এর নতুন উপন্যাস

খবরে প্রকাশ ১০.

নিমাই ভট্টাচার্যের নতুন উপন্যাস

অন্যদিন ৪.

আবদুল জব্বারের নতুন গ্রন্থ

পল্লীর পদাবলী ১৬.

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর উপন্যাস

স্বাতী ও দীপু ১২.

অমরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাস

সুবর্ণশিরি ২০.

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস

অভয়ারণ্য ১৫.

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ-এর নতুন উপন্যাস

প্রেম ঘৃণা দাহ ৮.

সুবিনয়-এর নতুন অনুভবের উপন্যাস

মঞ্চ ১০.

অমলেন্দুকুমার মিত্রের উপন্যাস

একাল চিরকাল ১০.

সুনীল মুখোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক উপন্যাস

থৈ থৈ হাহাকার ১৮.

নারায়ণ সান্যালের উপন্যাস

বিহঙ্গ বাসনা ১০.

পুলিশ-জীবনের উপর **লটরাজন**-এর একখানি অপূর্ব গ্রন্থ সংযুক্ত

থানার নাম নোনা ১৬.

স্বাধীনতা সংগ্রামী বাংলা আর তার রক্ষকারী পুলিশবাহিনী—এই দুয়ের রক্তাক্ত ও তাদের মানবিক দিক-অবলম্বনে কাহিনী। সাথে চমকপ্রদ অপরাধ-কাহিনীর সুবিন্যস্ত বর্ণনা বিশেষ।

রবীন্দ্র লাইব্রেরী ১৫।২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ ॥ ফোন ॥ ৩৪-৮০৫৬

পোকামাকড় যে কি তাড়াতাড়ি বেড়ে ওঠে...ভাবতে পারবেন না!
ফিনিট
ছড়ান বাড়ীতে নিয়মিতভাবে, বাড়ী পোকামাকড় মুক্ত করুন, নিরাপদ অথচ নিশ্চিতভাবে!
FINIT
HOUSEHOLD
insecticide
FOR FLYING—CRAWLING INSECTS
HP
NET CONTENTS 1 LITRE
বিজ্ঞানসম্মত কায়দায় তৈরী ফিনিট বহু উৎকৃষ্টমানের কীটনাশক—মাছি, মশা, আরশোলা, ছারপোকার মত সব পোকামাকড় মারবার পক্ষে খুবই শক্তিশালী।
অতএব, আজ থেকে আপনার বাড়ীর কীট, ছত্রাক দিয়ে ব্যবহার করুন ফিনিট। মশা, মাছি, আরশোলা, ছারপোকা:
ফিনিট ছড়ান, ওদের অতল করুন!
নিরাপদ অথচ নিশ্চিতভাবে।
HP

১৪ বর্ষ

অমৃত

সংখ্যা ৪৮

[illegible]

Friday, 30th April, 1976 শুক্রবার, ১৭ বৈশাখ, ১৩৮৩

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক
৬	সম্পাদকীয়		
৭	এই মহানগরে	(নাটক)	কামাল মোস্তফা
১১	এই রবিবারের খবর		শ্রীসেবক
১২	বিদেশের কথা		শ্রীপরমেশ্বরী
১৩	লোহার খিলান	(উপন্যাস)	শ্রীসমরেশ বসু
১৯	ছুটির দিন		শ্রীলেখা মজুমদার
১৯	নতুন বই		
২০	সুখে অসুখে বুকে	(কবিতা)	শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য
২০	জোয়ারে সরীসৃপ		
	যারে চর ধরে	(কবিতা)	শ্রীসমীর ঘোষ
২০	ফুল ও ফিরে আসি	(কবিতা)	শ্রীসকল বন্দ্যোপাধ্যায়
২১	রমা শেষ রজনী	(উপন্যাস)	শ্রীশংকর গঙ্গোপাধ্যায়
২৫	পুস্তক		শ্রীঅশনি
২৬	অমৃতা		শ্রীঅজিত চৌধুরী
২৭	কাঁচের এক পিঠে	(গল্প)	শ্রীবাবু গোস্বামী

ডঃ প্রবীর বন্দ্যোপাধ্যায়
লিখিত

আধুনিক চিকিৎসা

একমাত্র নির্ভরযোগ্য
হোমিও বই

মূলে বিশ্বাসকেন্দ্র — আমাদের কলিকাতার চিকিৎসা কেন্দ্রসমূহ ও হেড অফিস।
চিকিৎসা কেন্দ্রসমূহ : ১১৪-১ আপার সার্কুলার রোড কলি-২৫ এবং ৩০ ও ৩১ পার্ক, কলি-৬
হেড অফিস : ৩৬বি নাজা প্রসাদ মুখার্জি রোড কলি. কোড-২৫

পাইকারী ক্রেতা / বিক্রেতাগণ হেড অফিসে যোগাযোগ করিবেন

মন্ত্রিপদ রাজগুরুর উপন্যাস

কখন অন্যমনে ৮.

রং নিয়ে খেলা ৭. কয়লার রং কালো ৮. চেনামুখ ৩. মাটির পদ্মফুল ৬. পথের-পানে চেয়ে ৫. তমসা ৬. মন্ত্র ত্রিবেণী ৫.

বেদমুনির

পাঁচ মহল

বিস্তৃত অতীতের ঝাপসায় বেশ্যাদের বেদনা জীবনের সুখ-দুঃখের গোপন কাহিনী নিয়ে নতুন ধরনের উপন্যাস। ওদের উথান-পতনের মনোজ্ঞ কাহিনী

মাটির কন্যা ৮. বিচিত্র এই কলকাতা ১. আমায় বাঁচতে দাও ৮. রাজনীতির পটভূমি ৮. মোর্চা স্মরক ৬. কলকাতার ইতিকথা ৬.

বহুরূপীর একটি অসাধারণ গ্রন্থ

সত্য যে কঠিন ৮.

.....চরম সত্য পরম সত্য—এই অখণ্ডতার বিশ্বাস নজরুলের জীবনের কাছে মহামূল্যবান। দুঃখ জোগাবার এতবড় ক্ষমতার নাম নেই। —পরশুরাম

চিরঞ্জীব সেনের নতুন-রহস্যোপন্যাস

পয়েন্ট ব্ল্যাংক ৮.

আমেরিকায় কি আছে এবং অবশ্যই ডিফেন্স ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির নাম শুনেছেন কি? শুনেন নি? থাকলে পড়িয়ে পড়ে মনে হবে এক কি আছে এ রকমটের গোয়েন্দা ও সত্য ঘটনাভিত্তিক কাহিনী পড়ুন।

নীল আতঙ্ক ৮. ডাইরেক্ট ৮. প্যারিসের রহস্য ৬

বিশ্বাস পাবলিশিং হাউস. ৫।১।১ কলেজ রো কলিকাতা—৯

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষের
নতুন বই

চিত্র বিচিত্র

একাল-সেকালের বিচিত্র কথা ও রসমধুর কাহিনী-সমারোহ

দাম ঃ সাত টাকা

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট.
কলিকাতা-১২

নিখোঁজ পেলে এখন কোথায় ?

ফুটবলের মানুষের বিশ্বের ফুটবল অনুরাগীদের প্রায় সেরা ফুটবলারের জন্য অনেক হয়ে থাকবেন কলকাতাবাসীর জন্য। বিশ্ববিশ্রুত ব্রাজিল খেলোয়াড় কিন্তু একমাত্র সঠিক জীবনকাহিনী এর আগে প্রকাশিত হয়নি— আজ অবধি নয়। তাঁদের অনুরোধে বহু প্রকাশিত হল—

সম্রাট পেলে ২·৫০

পরিবেশক— বুক সেন্টার। ৮৯ং মহাত্মা গান্ধী রোড।

নিয়মাবলী

বিক্রয় বিভাগ

লেখকদের প্রতি

১। অমনোনীত রচনা ফেরত পাইতে হইলে উপযুক্ত ডাক টিকিট সহ নাম ও ঠিকানা লিখিয়া পাঠাইতে হইবে। অমনোনীত রচনা ফেরত পাঠানো সম্ভব নয়। সুতরাং রচনা রাখিয়া অপেক্ষা করিবার নির্দেশ দেওয়া হয়।

২। অমনোনীত রচনা সম্পর্কে কোন পত্রালাপ করিতে হইলে উপযুক্ত ডাক টিকিট পাঠাইতে হইবে।

৩। অমনোনীত রচনা ফেরত পাঠাইবার জন্য ঠিকানা না থাকিলে অথবা অপর্যাপ্ত ডাক টিকিট পাঠানো হইলে কোন রচনা ফেরত পাঠানো সম্ভব হইবে না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কে অন্যান্য তথ্য আমাদের কার্যালয়ের পত্র দ্বারা জানিবেন।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্য অন্তত ১৫ দিন আগে পত্রযোগে কার্যালয়কে জানানো দরকার।

২। কি কিংবা পত্রিকা পাইতে হইলে তাহা অবিলম্বে কার্যালয়কে জানাইতে হইবে। ডুপ্লিকেট কপি পাঠানো সম্ভব নয়।

সাধারণ চাঁদার হার

বার্ষিক	টাকা ৩৮·০০ টাকা ৭৪·০০
ষাণ্মাসিক	টাকা ১৯·০০ টাকা ৩৭·০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ১০·০০ টাকা ১৯·০০

"অমৃত" কার্যালয়

১৯/১ গণেশ চন্দ্র এভেনিউ : কলি

ফোন : ৩৩-৫১১১ (১৪ লাইন)

"একটা 'বাস' দিতে পারে না,

—বা সাট লোক মিছিমিছি গুরুতর বলেছে—। অন্তত কর্তৃপক্ষের সাট লোক বলেনি।

অন্য পেটোয়া, সেই যে ফুটবলের পটনায়, সেদিন মাত্র মেরে...হয়েছে সন্ধ্যেবেলা বোধ হয় আজ পর্যন্ত তাড়াই ছিলেন।

অফিসটা, অফিসটা অন্যের বাপারের হেড আফিস কলকাতায়। বা অবশ্যই একটি গল্পে আজ একমাত্র কথা জানের ফুলের পাপ্তি খেটে খেয়ে, সকাল সন্ধ্যে অফিসের জন্য পড়ছে। সাধারণ ডাকলাইট হো আমার দুটো টাকা বলে।

বিহার কিন্তু কিনাস বহুত ম মেলেমেশতে সাধারণত চাইবে। খুব্ মেশবে না, মানা হোক না। তার ছোট প্রশ্নগুলিকে কাঁদের ছোটটি কাঁদার-বিহীন নমস্কার করে তাল দিলেন।

সাধারণত বিহার আর দাক্ষিণাত্যের। বিকেল করছে ছোট্ট এক সাহেব করে স্টেশনের এরকম যেমনের এরাতের প্রায়ই এই বেড়ে সাজবার অন্যান্যদের ঘোড়া পড়ছে। সাধ্য আপনার সকলে এর ছেড়ে সংগ্রহ সমাধান করা হয়ে ওঠে না।

বিকেলের ব্যবস্থা হবে বলে কি এর কি এ চলবে চালাবে, আমাদের কিন্তু হবে না, একজন ভোলানাথের মতন। ৫ ৩৩৩৩ দিন থেকে রোজগারের তাঁরে চালাবে বিকেলে, কোন আপনি কোনদিন ইচ্ছা পূরণের কাজ এর হবে, যে সন্ধ্যেবে কম হচ্ছে...।

এই সব টুকরো টুকরো ছিন্নের মধ্য 'হয়ে' কলকাতার নতুন পরিচয় পাওয়া যায়। বিদ্যুটে জাল কিন্তুই নিয়ম হয়ে সব উঠিয়ে নেবে অফিসগুলির পরিচয় কোন্ থেকে এল। তাহলেই কি?

একদিন অনেকগুলি কাজ হাতে নিয়ে একটু বাড়ানি-টানি দেখতে হয়। সি এম ডি ও বেরিয়ে। কিন্তু কাজগুলি একেবারে শেষ না হলে ঘরে থাকলে খারাপ লাগবে, অস্বস্তিকর লাগে। কিন্তু এমন শুধু আমার সঙ্গে নয়।

একটার কথাই বলে যা যেন। সকলেরই বেরোবে, চাইবেও বেরোবে, যাদের চেয়ে বেশী লোক ছুটি পাচ্ছেন, আমার অন্যান্য ওরা আসছে অনেকটা [illegible]।

উপায়টা কি? সোজা কথায় বলাই, কাজ কলকাতার লোক সোজা কথা বোঝেন তবেই অসুবিধা করবেন না। ওদের সঙ্গে আজকে সাহিত্যের কথা বেরে, যারা বয় তাদের ছবির কথা বলবে, তাড়াতাড়ি কাজের কল সারিয়ে নিন, ঘরে কাজ নেই না হয়। সাধারণের জন্য ছুটি টাকা খরচ করলে সেটা অফিসের ক্ষতি হবে কারণ কাজ নেই অবশ্যই কাজের পুণ্য কাজ।

আমাদের বাড়িতে যে কাজটা আসছে হয়তো সেই তৃতীয় কাজ একজনের তাড়াতাড়ি দেখতে পাবেন তাদের আসবার সুবোই হবে। আরও বলি, একটু কম কাজ যাদের তাদের বাস কম, তবে তাই করুন।

কেন অবশ্য? কারণ আমরা বেশী কলকাতার লোক। একজনই যদি লোক কিন্তু বলে মেয়েদের যা অবস্থা সেই ছেড়ে দেয়, একজন ব্যাঙ্কের চেয়ে ভুলে যেন.....।

না, সি এম ডি এতে ঘর কর্তার নড়ি দেখাই আর বলবো না। তবে কোলাবরা পর তবেও করব। কিন্তু তিন ঘন্টে একজন যেমের প্রবন্ধ প্রকাশনীতে সি এম ডি এ পড়ল।

বলবেন না কেন, বলুন। তবে আগে তাদের অন্যে আলাদা করে নিন। বাড়ির ভাবে প্রথম কাজটা শুধু করে নিন। আপনার পুণ্য হোক, কলকাতার মনের বন্ধুক।

পৃষ্ঠা	বিষয়	লেখক
৩২	সূর্যের অগ্নিবাণ	ঐসন্ধ্যা দেবী
৩৪	প্রবর্তনী	শ্রীপ্রশান্ত দাঁ
৩৫	ছড়াসংকলনের অকালে (গল্প)	শ্রীকৃষ্ণার মিত্র
৪০	মঞ্চ থেকে বলছি	শ্রীপ্রফুল্ল বসু
৪২	খোলাখুলা	শ্রীদর্শক
৪৬	খেলার জগতে এবার	শ্রীক্রান্তর
৪৭	সিনেমাটিক টক	শ্রীবিজন মজুমদার
৪৮	কলকাতার ঘরি জলপুর ও সোনা আলম	
৫০	ফোন থেকে বলছি	শ্রীমুনাফির
৫৩	কিরকম	শ্রীনিখিল বা
৫৪	বিদেশী ঘরি	শ্রীমা-ই-ভ
৫৫	বিদেশ রোচনা	শ্রীসিদ্ধুত
৫৮	নাটমঞ্চ	শ্রীঅ শ্রী সমাজপতিক
৫৯	বিবিধ সংবাদ	
৬০	সতরঞ্চের সমবেশ	শ্রীকলীল মুখোপাধ্যায়
৬২	ব্রিজের আসরে	শ্রীপীরুষ
৬৩	লেখাপড়া	শ্রীনিরপীক্ষ
৬৩	ছবিলা	শ্রীচিত্রকর

প্রচ্ছদ : শ্রীঅজিত গুপ্ত

অফিস এবং ইনডাস্ট্রীয়ারিং-এর
লিখনের সরঞ্জাম
এখানে এসে কিনে নিয়ে যান

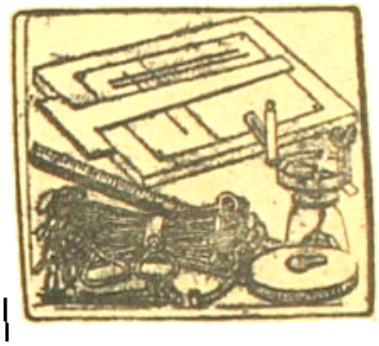

সার্ভে, ড্রইং, নানা রকম কাগজ
খাতা, লেজার, ক্যালকুই, কাপ ও
উচ্চমানের ছাপার জন্য
অনাতম প্রতিষ্ঠান

কুইক স্টেশনারী স্টোর্স
৬৩ই, বাবাবাজার স্ট্রীট কলিঃ-১
ফোন : ৩২-৮৫৮৮, ৩৭-৪৮৬৭
গ্রাম: স্টেশনারিজ, পোষ্ট বক্স—৩৮ হাওড়া
পরিবেশক : অন্যান্য প্রতিষ্ঠান
(স্টেশনারী বিভাগ)

পদযাত্রা

পায়ে হাঁটা পথেই আবুবেন, বসিরহাট দিয়ে। দূর থেকে ঘুরে এসে এই পরিচিত পথে হেঁটে তাঁর ঘরবাড়ি ফিরে চাওয়া, সেই অনাত্মীয়দের নিকট থেকে। পায়ে পায়ে প্রয়োজন হয়ে পদযাত্রা, প্রত্যেক গ্রামে মানুষের কাছে আসা। প্রধানমন্ত্রী এ বার নির্বাচনে যেসব রাজনৈতিক দলগুলি সমর্থন করেছে তাঁর মধ্যে কংগ্রেস ছিল তাদেরই অন্যতম মানুষের কাছে আসা। যে দিক থেকে হোক তিনি তাদের কাছে আসা পদযাত্রা হাঁটে এসে বিভিন্ন দেশ আমাদের মিলন-সাহিত্যে। তিনি যে চাহিদাছিলেন জনগণের মনোভাব বুঝতে। ভারতবর্ষের ইতিহাসে জনগণ আন্দোলনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতার বিবরণ আছে। তাদের কাছ থেকেই তাঁরা নানাভাবে প্রেরণা পেয়েছেন। কখনো কোনো এক অভিজ্ঞতাকে সম্বোধন। দৃষ্টিভঙ্গিতে এ সমস্যা কিভাবে বিশ্লেষণ করতে হবে। তার কাছে উত্তর খুঁজেছে।

আজকের গণতান্ত্রিক যুগে জনসাধারণের কাছে প্রতিনিধিদের প্রধানমন্ত্রী এবং মন্ত্রীদের তাঁরা বড় হয়েছেন। কিন্তু সমস্যের জটিলতা, সিদ্ধান্তকরণে সময় ও তাঁদের হাতে সুযোগ তেমন দেয় না। দূরের কাছ থেকে। জনসংযোগ আর পরিক্রমা। পরোক্ষালে সমস্যাই সমাধান করা হয় তা জনগণ নিজেরা যে অংশগ্রহণ করছে তার পূর্ণতার। সংখ্যা-গরিষ্ঠ হোন সমাজের বৃদ্ধিতে যেন যে সমস্যার সমাধান চেয়ে দিয়েছে। সমাজের প্রতিনিধিরা প্রজাদের কাছে এসে যে বিভিন্নে আসেন। সমাধানে তাদের সহজ সাধারণের সক্রিয় প্রচারণায়। আজ সংস্কারের মানুষের কাছে না ভিত্তিতে যে হয়েছে। সমাজের সেইসব পরিবর্তনের সমস্যা সেখানের সমস্যা সমাধান। কিন্তু তাদের একটা অভাব যে। জনসাধারণ কী ভাবে আজ তাদের কাছে এসব সমস্যা ও তাদেরকে জানানো সম্ভব নয়। এ কাজেই প্রধানমন্ত্রী সমস্যা জানার জন্য নিজে তাদের কাছে যাওয়া করবে। পরিবর্তে ইতিহাস, সংস্কারপ্রিয়তা যে প্রধানমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীর ছিলেন তাঁর প্রতিবেশীর প্রধানমন্ত্রীর

কাছ থেকে কোথায় সমাধান পাবে না। তিনি তাদের সমস্যা জানা বলে তাদের দুঃখ-সুখের কথা নিজেরা। এই চেষ্টাই তাঁর জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ।

আজও মানুষ তাঁকে প্রধানমন্ত্রীর পদাধিকার জনসংযোগ করে পদযাত্রার অভিজ্ঞতা গ্রহণ করছেন। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় মহাত্মা গান্ধী পদযাত্রার মাধ্যমে বিভিন্ন এক সাধারণ মানুষ। সত্যাগ্রহের বক্তব্য বা বৈধকরণের ধারণা তিনি বিদেশী ভিত্তিতে না তাঁর নিজস্ব, পদযাত্রা তাঁকে নিয়ে এসে ছিলেন গান্ধীজী যখন ভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতির মানুষের কাছে। তাঁর প্রধানমন্ত্রী হিসেবে এই

প্রতিষ্ঠানের কর্মী এবং নেতা। নবগঠিত রাজ্যের সমস্ত মহাত্মাজী গুজরাটের সমুদ্রোপকূলবর্তী ভাবনগর শহরে পদযাত্রা করে বিরোধিতার দৃষ্টিতে সরকারের অজ্ঞানতা দাবিকে সমর্থন করে নবগঠিত রাজ্যের উদ্বোধন করেন। পরবর্তীকালে বলেছিলেন তিনি যদি কংগ্রেসের বক্তব্য নিয়ে কাজ হবে না তাহলেই তিনি জনতার কাছে চলে যেতেন। চুপচাপ বসে তা দেখেছি। ১৯৪৬-৪৭ সালে দাঙ্গাবিধ্বস্ত কলকাতায়, বেলেঘাটায়, বিহারে। তিনি পদযাত্রা করে গেছেন আর অহিংসাবিরোধের মন্ত্রকথানে। দেশ যখন স্বাধীন হয়, বিভাগের যখন উপস্থিত সাম্প্রদায়ী হয়ে গান্ধীজী দিল্লির রাজধানী থেকে দূরে পূর্বের বাংলায় শান্তি-পরিক্রমার কাজে। এই ছিল তাঁর নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্য। ভারতের প্রাচীন আলোকিত পরম্পরাকে তিনি অব্যাহত রেখেছেন।

প্রধানমন্ত্রী সেই নেতৃত্বের মহান ঐতিহ্যকে স্মরণ করেছেন। নতুন সমাজ গঠনের জন্য যে-কাজে হাত দেওয়া হয়েছে সে-কাজ সফলের প্রয়োজনের উদ্দেশ্যে আমল আমাদের গুণ বাড়িয়ে। সমাজের নীচুতলা থেকে উপরতলার কাজ পৌঁছে করতে চান তিনি। সে-কাজ সমাজের সাধারণ মানুষের সহযোগিতা ছাড়া পূর্ণ হওয়া সম্ভব নয়। আবার একদিকে প্রতিপদ-এর কাজ মানুষের সমস্যার দীর্ঘতর প্রসারিত দেখবেন একটা সহিষ্ণু সাধ্য হিসেবে। হাজার হাজার মানুষ হো। ভাবনাচিন্তা সংখ্যা ছাড়া কিছু নয় তাঁর কাছে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর কাছে ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যের মূল্যের সেই মানুষগুলো শুধু সংখ্যার সংখ্যায় নয়, তাঁরা এক একজন মানুষ কেউ চাষী, কেউ শ্রমিক কেউ বা কারিগর। তাঁরা সাড়ে পাঁচ লাখ ভারতীয় গ্রামের প্রতিনিধি। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, তিনি সমস্ত সমস্ত মাটি কেন্দ্র করে চাষ, চাষ, সাধনা থেকে সৃষ্টির মেয়েরা সব ঘরের বাধা হয়। এরাই হল ভারতবর্ষের মানুষ, ইতিহাসে যাদের জন্য কোন উজ্জ্বল আলো দেখা যায় নি কেউ। কেউ তাদের কথা ভাবে নি। সবার শেষে, সবার নিচে যাদের স্থান এই সমাজের তল। তাদের জন্যই নতুন ভারতবর্ষের প্রতিষ্ঠা। এদেরকে প্রধানমন্ত্রী, তাদের কাছে এই পদযাত্রা। ভারতবর্ষে এই পদযাত্রা নবজাগরণের স্বপ্ন সফল করছে।

এই মধু মাসে

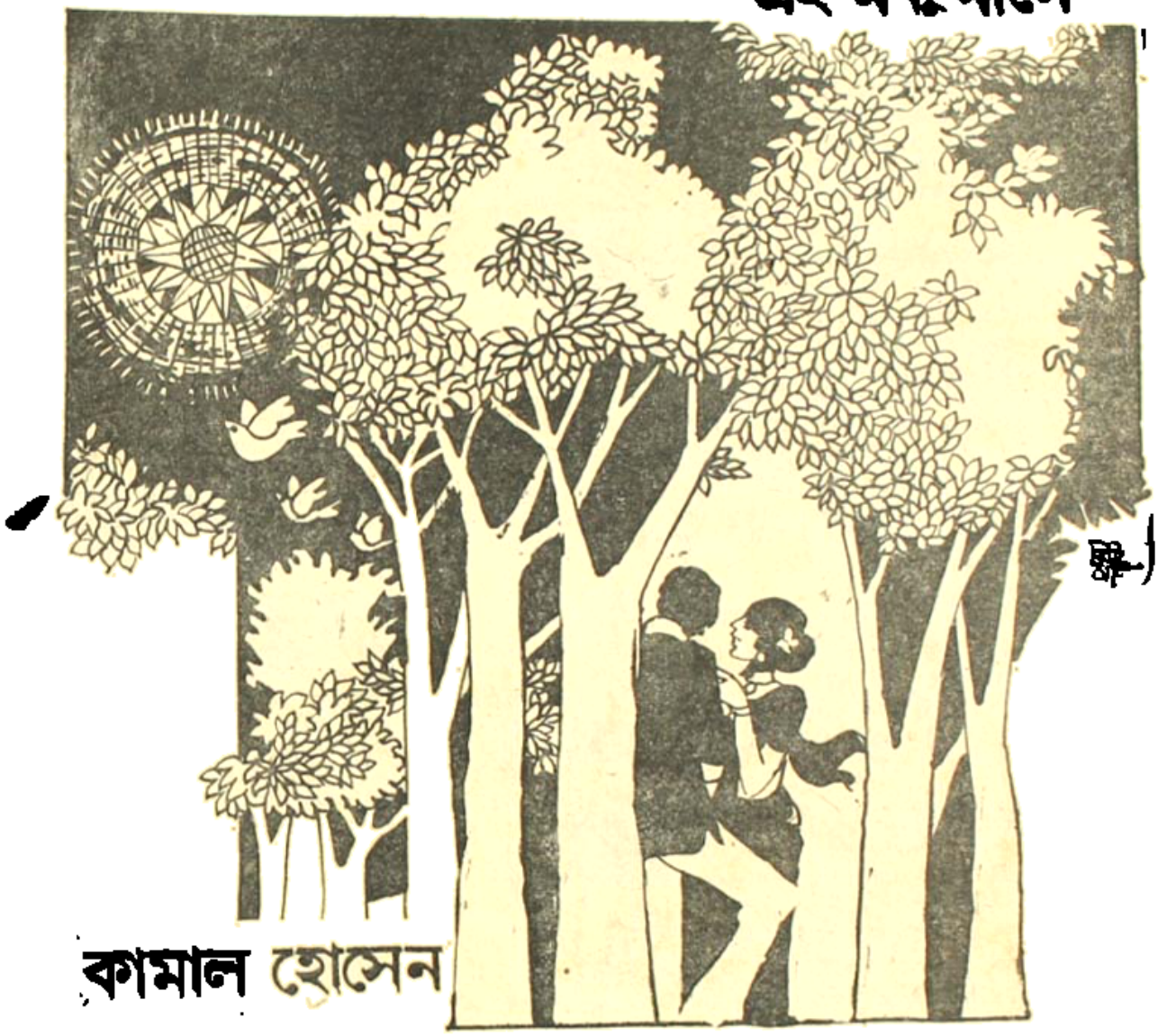

কামাল হোসেন

এমনিভাবে একটি একটি দিন অতিক্রম করে সারাটা শরৎকাল কলকাতার উপর দিয়ে চলে গেল। উৎসব-আলো এবং কোলাহলের মিলন পরিবেশে কাশফুল দিন-গুলি আনন্দের বদলে দুঃখকষ্টের স্মৃতি এনে দিয়েছিল।

শরৎকালের কথা এখন থাক। এখন হেমন্তকাল। অবশ্য এটাও ঠিক, এই হেমন্তকালে কবিতার পাঠাগার হেমন্ত-কালের দেখা কলকাতায় পাওয়া যায় না। এ বছরওয়ার উকতার হাসপাতাল আকাশছোঁয়া অট্টালিকার কালিঝুলি মেখে বাড়ন্ত গাছের একটি দুটি পাতাঝরার বিরল ঘটনা, হেমন্তের হাতে রঙিন পলাশের নয়ন ও মধুর দুটি কথার জন্য প্রতীক্ষা—। এবার এ বছর কোনো হেমন্তের শিশিরসুরে অন্তরে প্রথম শিহরণ হয়েছিল। না—মন দেওয়া নেওয়া নয় সে সব এখনো বেশী অনেক।

শর্বরী অপ্রস্তুতভাবে বলল—তোমার ক্লিসেকশান আছে না?

কুমারী বিশ্বটৌ উদাসীনভাবে জানাল—না, কোনো অ্যাসাইনমেন্ট পাঠে দেওয়া হয়নি এবার ইলাকিরিয়ার সামনে সন্ধ্যাই থেকে।

ওদের চায়ের কাপে এখন তাকানো যেতে পারে। আলমারীর একটি মেডিকেল অলোকের আলমারীর ভুকের ভিন তলার ডিসেকশান হল। এখানে লম্বা লম্বা টেবিলের ওপর মৃত মানুষের নিশ্চিন্তে শুয়ে আছেন: এইসব অজ্ঞাতকুলশীল ভেদেলেটারদের ভক্তাবশেষে এই সব মৃতদের দেহ নিয়ে বিভিন্ন করে অনেক ছিন্ন ভোপরেশন ছে দেবার চেষ্টা করে।

কয়েক মাস আগে এই দৃষ্টি ছেলেদের [illegible]-অভিজ্ঞতা কোর্স শেষ করে ফার্স্ট ইয়ে হয়েছে। অনুন নতুন এইসব ছেলেদের আহ্বান [illegible] ভালোবাসে: যে ছেলেদেরকে [illegible] হাতের সাজের মাথাকে তাদের ভবিষ্যৎ আর

অত এসব কথা। বাইরের গুরে আলোচনা ঘরের ঘরদুলিতে [illegible] বাড়িয়ে তুলছিল। বর্ষণ ওদের মনে [illegible] ছিল না, আঠারো বা উনিশ বসন্তের চাঁদ মুছানা অনেক জোয়ার

[illegible] হয়ে সাড়ির আঁচল আঙুলে জড়াতে লাগল।

ঘর আর ফাঁকা নেই। কর্তাব্যক্তির ছবির অবস্থা হিসেবে জন্মে না থাকলে। কেলার মিটিয়ারার ঘরে ঝিমুনি ভাব। [illegible] মোহনা পুলকেশ মাঝে। কেন এলো কেমন কেউ জানেন না। না এলেও চাঁদের ঘরে বিশ্রাম নিচ্ছে। [illegible] প্রতীক্ষায় [illegible] ছুটি ছেলেমেয়ের উৎসাহ [illegible] উপস্থিত হলেন।

—উৎসাহ নেই—ডাক্তার? শর্মিলার [illegible] মুখের আগলে [illegible] নিচু। [illegible]

বৃষি তার [illegible] নেবার যে লো। [illegible] এসে [illegible] বলেই বোঝার [illegible] ফুটে কল্যাণ বলল—চলুন; বলছিল [illegible] আজ এখন করবে। [illegible] [illegible] হল না। [illegible] এসে [illegible]

কল্যাণের এবার [illegible] সুরে [illegible] পুরে [illegible] শর্মিলা, তার [illegible] [illegible] [illegible]

কলেজ প্রাঙ্গণে আবার মেতে উঠল। ছেলেরা অনেকদিন পর আড্ডামারা ছেলে সহপাঠী মেয়েদের প্রতি ঢোখ ঠারা মেখার উৎসাহ বোধ করল। সাদা চাদর ঢাকা মিশিরের বেলা চন্দ্রাবলীর পাশাপাশি গতীরে অনেক সুখ জমা হতে থাকল।

অধ্যাপক সাধুখাঁর মেজাজ ক্লাশ নেবে হতে তখনো সেরী ছিল। কমনরুমে বসিয়ে কলেজের সঙ্গে শর্মিলা কথা বলছিল। নিজের উপস্থিতির সময় কাটছে.....

ইদানীং শর্মিলাকে অবাক করে দেয় এক ভীষণ অন্ধ ভ্রাব কলেজের বুকের ভিতরে তোলপাড় করে। কী রকম জ্বালা জ্বালা দুঃখের তপ্ত বন্ধ হাওয়ার বাসনা। মুখে ওঠে। চোখ বন্ধ হয়ে আসে। সামনের পথ দেখা যায় না। যে যেন ছিনিয়ে নিয়ে এ পথ জুড়ে ছুটে বেরিয়েছিল। তার পায়ের চিহ্ন সেই সর্বনাশা বাতাস দুর্দৈর্ব করে দিল। কোথায় যেন হাওয়ার কথা ছিল ঠিকানা জানা নেই। সমস্ত শরীর পায়ের চিহ্ন ধরে ছোটে যাওয়া.....কলেজ ঠিক তা বুঝতে পারে না। অন্য ধরনের মোচড় দেওয়া ব্যথা. এ ব্যথা কী সে ব্যথা তার জানা নেই।

প্রথম দিনের অন্ধকারে স্বপ্নেরা জানা ছেলে। এর নাম নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়া? কলেজের বুকের ভিতরের সেই নতুন ব্যথার এক ভিন্নদেশী সর্বনাশ কঠিন ঠোঁট চুকিয়ে দেয়—প্রত্যহ শুনো গহনের তীক্ষ্ণ শব্দের প্রতিধ্বনি সারাদিন শরীর শিহরিত করে। সে বিলীন হয়।

ঐই আলিপুরে সাজানো বেডরুমে বা বিছানে ঠোঁট রেখে বাঁ হাতের কব্জিতে ঘিরে মাথতে থাকতে শর্মিলার হঠাৎ যেন তার কথা মনে পড়ে যায়। আলো নিভিয়ে সে চুপচাপ শুয়ে থাকে। বন্ধুর অন্ধকারের স্পর্শ মোমবাতি হাতে উঁকিঝুঁকি মারে। তখন পাখনাদির স্মৃতি তার আঠালো বা উদ্বিগ্ন করবের যৌবনের সামনে এসে দাঁড়ায়।

তখন হুহু ভালোবেসে বিয়ে করেছিল অন্ধকারে তার মাঝে। বাবামা'র কলেজের ঘরে ছেলেরা যায়। কখন যেন বৃষ্টি নামে। শরীরের বারান্দায় মনের অনুরাগ আরো ঘনীভূত হয়। জানালার শার্সিতে মুখের নিঃশ্বাস ঘন ঘন্টা করা হয়। কে যেন হঠাৎ ডেকে ওঠে। পরক্ষণে কণ্ঠের সেই রহস্যময় অট্টহাসি দৃষ্টির উদাস বাড়িয়ে দেয়। সেই অপরিচিত হাসি, এলোমেলো ঠাণ্ডা হাওয়া, সারারাত ধরে জল ঝরা আকাশ মনের দরজা—এক অনাবিল বাসনা নিয়ে সব কিছু সরে মিলিয়ে একসঙ্গে ভেসে যেতে থাকে। তবু কিছু অবশিষ্ট কী অবচেতনে কলেজের চারপাশে ঘিরে থাকে।

শর্মিলা কলেজের ওরা কিন্তু গল্পগুলির অভিজ্ঞতা বলতে পারে না। নিজের পড়া ছাড়া অন্য সাধারণ জ্ঞানমূলক গল্প, বই অথবা নিজেদের মধ্যে ছাড়া অন্যকিছু নেই।

প্রকাশক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ

অমৃত

নববর্ষ সংখ্যা ১৩৮৩

সংখ্যাটি অপরিহার্য কেন? কারণ

১। পৃথিবীর অনেকগুলি শ্রেষ্ঠ সাহিত্য লেখা হয়েছে বিদেশী ভাষায়। ২। সব ভাষা সকলের শেখা সম্ভব না। ৩। ইংরেজি অনুবাদে যা পাওয়া যায় তাও সকলের পড়া সম্ভব নয়। ৪। ভাষার অসুবিধা ছাড়াও, আজকের ব্যস্ত মানুষের সময় কোথায়? ৫। সে জন্যেই আমরা ঠিক সংক্ষেপিত আকারে বার করছি এবার

বিশ্বের ৫খানি ক্ল্যাসিক উপন্যাস

রেজারেকশান লিও তলস্তয়

ক্রাইম অ্যান্ড পানিশমেণ্ট

ফিয়দর দস্তয়েভস্কি

মাদাম বোভারী গুস্তভ ফ্লবেয়ার

এ টেল অব টু সিটিজ

চার্লস ডিকেন্স

ফাদার গোরিও অনর দা বালজাক

অনুবাদ করেছেন অত্যন্ত খ্যাতিমান লেখক—যাঁর এ ধরনের বিশ্ব-বিখ্যাতদের ইংরেজি ভাষা এ সাহিত্যের রীতির জন্যান্য অনুবাদগুলি, যাঁর ও বাঙলা ভিন্নদের অনেকের বাঙলা ভাষা এ সাহিত্য অনুশীলন অনেক বাঙালী প্রাবন্ধিক ও অলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগের রীতির উজ্জ্বল অনুরাগী, বাঙলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগের রীতির এ যৌথ নিরীক্ষক। যৌথ এবং হাওড়া সম্মিলনে এর অনেকের অনুবাদক এ অনুবাদের রীতিতে রত।

এই উপন্যাসগুলি বই হয়ে বেরোলে প্রত্যেকটির দাম হত ৫ টাকা। কিন্তু একখানির দামে এবার অমৃতে পাবেন ৫খানি। এবং সেই সঙ্গে

প্রফুল্ল রায়ের সম্পূর্ণ উপন্যাস

বিভূতিভূষণের অপ্রকাশিত ডায়েরী

দাম ৫ টাকা। ডাকমাশুলে স্বতন্ত্র ১ টাকা ৫০ পঃ

...কোনো বন্ধিষ্ণুর কলেজ ফাঁকি দিয়ে ...একটা ইংরেজি সিনেমা দেখে এল। ...বন্ধু ও প্রবীণ দুজনের জোড়াসাঁকোর ...মিতার সাধারণ জীবনী, ওদের ...কোনো দেখেছিল। ...বিকালে ভিক্টোরিয়ার ...ময় নিয়ে বসিয়েছিল, ...কোনো ...তখন কলেজের হাতের ওপরটা ...দেখেছিল।

এমনিভাবে ...কোনো কাটিয়েছে ...। ...ইউনিভার্সিটির পাশ দিয়ে ...ছাত্রীর অধিকাংশ বাড়িওয়ালা ...ভিক্টোরিয়ার মতো ...ভিক্টোরিয়ার মতো ...—কী লাল—কী লাল! ...কোনো ...ছাত্রী!—সিঙ্গলে—ডবলে?

...সেই অভিজাত ...কোনো ...সঙ্গে উপন্যাসের ...—মনস্ত ...কোনো।

...বাড়িওয়ালা ...ঝাড়ি ...পাড়া ...কলেজ ...ছাত্রী ...কোনো ...বয়স ...ভিক্টোরিয়ার ...—এত ...কোনো! ...ছাত্রী!

...সাজানো ...বাড়িওয়ালির ...ভিক্টোরিয়ার ...। ...সম্বন্ধে ...অন্তর্দৃষ্টি ...ছাত্র ...এরকমের ...ঝাড়ির ...মতোই ...ময়তায় ...কোনো।

...ছাত্রের ...ছাত্রী ...। ...ছাত্রী ...ছাত্রের ...চিন্তির ...কোনো ...। ...ছাত্রীর ...ছাত্রী ...ছাত্রের ...ছাত্রী ...ছাত্রী ...ছাত্রী

এই বাংলার খবর

সংগ্রহে সাফল্য

আধুনিক যুগের ফসল বন্ধ আমল হয়েছে তথ্য সরকারী দাম-চাল সাধারণ আমদানিরেখে হওয়াই স্বাভাবিক। এ-বছর রাজ্য সরকার ঠিক করেছিলেন, মোট তিন লাখ টন চাল সংগ্রহ করা হবে। এই লক্ষ্য গত কয়েক বছরের তুলনায় কম। কারণ গত কয়েক বছরের লক্ষ্য কখনোই পূর্ণ করা যায়নি। তাই রাজ্য সরকার এবার বাস্তবানুগ একটা লক্ষ্য ধার্য করেন। এক অসাধারণ ফসল, তাই লক্ষ্য-মাত্রা কম। তাই সেই লক্ষ্য পূর্ণ হওয়া নিয়ে প্রশ্নাতীত। এপর্যন্ত সংগ্রহের পরিমাণ দু লাখ ৮০ হাজার টন। কিন্তু বাকিটা যে সময় ধরে যাবে সে-বিষয়ে এখন আর সন্দেহ নেই। খাদ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেনের আশা, সংগ্রহের পরিমাণ লক্ষ্য ছাড়িয়ে যাবে। অন্যান্য বছর সাধারণত আমন ধানই সংগ্রহ করা হয়। এবার সংগ্রহের প্রধানত গমকে ধরে নেওয়া হয়েছে আগামী ফেব্রুয়ারির পর্যন্ত। অর্থাৎ আউশ ও বোরো ফসলও এই সংগ্রহের আওতায় আসবে। আমনের ফলন বোরো ধানও খুব ভালো হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এজন্যই বলা সংগ্রহ অভিযানে চালকলগুলোকে নেওয়া হয়েছে বিরাট ভূমিকা। তাদের মোট সোয়া দুই লাখ টন চাল সরকারি তহবিলে নেওয়ার কথা। এখনও তারা তা দিতে পারেনি, তবে চালকলের মালিকেরা খাদ্যমন্ত্রীকে আশ্বাস দিয়েছেন যে, বৈশাখ মাসের মধ্যে তারা পুরোপুরি দিয়ে দেবেন। চাষীদের কাছ থেকেও লেভি বাবদ পুরোপুরি এখনও আদায় হয়নি। হয়েছে নির্দিষ্ট পরিমাণের শতকরা ৭০ ভাগের কম। তাও অবশ্য এর বেশিটাই আদায় হয়েছে আমন ধান ওঠার সময়ে, মানে অর্থাৎ গরিব চাষীরা যখন অভাবের পড়ে ধান বেচে দেয় তখন। বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ ও নদীয়ার চাষীদের কাছ থেকে লেভি আদায়ের লক্ষ্য পূর্ণ হয়েছে। যেসব জেলায় লেভি আদায়ের লক্ষ্য এখনও অপূর্ণ, সেখানে সেখানে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। অভিযোগকারী অফিসার পাঠানো করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে জেলা-শাসকদের। লেভি ফাঁকিবাজদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার কথা মুখ্যমন্ত্রীও বলেছেন বারাসতে।

বিধানসভার বাজেট-প্রস্তাব আলোচনার সময় খাদ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন যে, তিনি এমন একটা ব্যবস্থা করছেন যাতে রাজ্যে বিভিন্ন রেশনিং তুলে দেওয়া সম্ভব হবে। পরে তিনি জানান, বিভিন্ন রেশনিং তুলে দেওয়ার সম্ভাব্যতা সম্পর্কে তিনি ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী জগজীবন রামের সঙ্গে কথাবার্তা বলেছেন। কিন্তু বড় একটা সিদ্ধান্ত তিনি এক্ষুনি নিতে সাহস করছেন না। তবে পশ্চিমবাংলা সরকার ইতিমধ্যে আরও দশ টন চালের একটা স্বতন্ত্র মজুত ভাণ্ডার গড়ে তুলতে পারেন, তবে তাদের বিভিন্ন রেশনিং তুলে দেওয়া সম্ভব বলে খাদ্যমন্ত্রী মনে করেন।

সরকারী শিল্পোদ্যোগ

দেশ জুড়ে সরকারি কল-কারখানার হাল ফিরতে শুরু করেছে হাল আমলে। কিন্তু তার আগে সরকারি উদ্যোগ আনেই বোঝাবো লোকসান আর পরিচালনার অযোগ্যতা। এই ধারণা যে নিতান্ত ভিত্তিহীন তার প্রমাণ মিলবে পশ্চিমবাংলা বিধান-সভায় সরকারি উদ্যোগ সংক্রান্ত কমিটির সর্বশেষ রিপোর্টে। রিপোর্টটি বিধানসভায় পেশ করা হয়েছে। এই সব সরকারি প্রতিষ্ঠান যাদবপুরিক ভিত্তিতেই চালাবার কথা। কিন্তু তা যে পারা যায়নি তার কারণ, কমিটির মতে প্রশাসনিক অযোগ্যতা, দূরদর্শিতা ও উদ্যোগের অভাব এবং প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশি কর্মী নিয়োগ। কমিটির রিপোর্টে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের আর্থিক্যান ও হিসেবপত্র বিশ্লেষণ করা হয়েছে বিস্তারিতভাবে। রাজ্য সরকারের অডিটার ও কম্পট্রোলার জেনারেলের অফিস সংক্রান্ত আলোচনা (১৯৬৯-৭২) ভিত্তিতেই এই রিপোর্ট তৈরি হয়েছে। অফিস বন্ধের উদাহরণ হিসেবে দুর্গাপুরে প্রকৌশল এবং কল্যাণী স্পিনিং মিলের উল্লেখ করা যায়। ১৯৬৯-৭০ এবং ১৯৭০-৭১ সালে দুর্গাপুর প্রকৌশলের অফিস পরিমাণ দাঁড়ায় দু কোটি ৭০ লাখ এবং তিন কোটি ১৪ লাখ। প্রকৃতপক্ষে এই লোক-সানের ১১-২৯ ভাগ মাত্র পরিশোধের কমিটি খুঁজে পায়নি। কমিটির মতে, উৎপাদন অযথাতে ঠিক মতো নজরদারি এবং কল্যাণী স্পিনিং মিলের ক্ষেত্রে বিরাট পরিমাণ ইলাদি অকেজো অবস্থায় পড়ে থাকা ছাড়া আর কিছু করার ছিল না। এক কোটি ৬৮ লাখ টাকা, অথচ এ পর্যন্ত মোট লোকসান দাঁড়িয়েছে প্রায় পাঁচ কোটি ৮৮ লাখ টাকা। সম্প্রতি এই প্রতিষ্ঠানটি লাভ করতে শুরু করেছে। দুর্গাপুরে মোট ৪টি প্রকৌশল কারখানা, রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ জন্য রাজ্য সরকার উদ্যোগে কারখানার সম্পর্কেও কমিটির মন্তব্য প্রতিকূলতার 'মন্তব্য'। মোদ্দা প্রতিষ্ঠানটি সম্পর্কে কমিটির মন্তব্য। সমস্যাটা আমলকে, গত অর্থবছরে মাত্র ৫১ শতাংশ উৎপাদন হয়েছে। কিন্তু সেই লক্ষ্য পূরণের জন্যে কর্মীসংকোচন প্রায় কিছুই করা হয়নি।

জেলা শহর

২০০০ খৃষ্টাব্দের কলকাতা নিয়ে যে দীর্ঘ আলোচনা-প্রসঙ্গ অনুষ্ঠিত হয়ে গেল তারই প্রথম প্রবন্ধটি পেশ করা হলো, এই মহানগরীকে বাঁচাতে হলে আশেপাশে অনেক বেশি শহর গড়ে তোলা দরকার। এই চিন্তাটাই সূত্র ধরে বলা হয়, কলকাতার ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপ কমাতে হলে জেলা শহরগুলোর দ্রুত বিকাশ দরকার। অবশ্য এই বিকাশটাকে এত জোর দেওয়া হয় নি। যাতে জেলা শহরে মানুষ সংখ্যা পাবে। তার জন্য তিনটি জেলায় (হাওড়া, হুগলী ২৪ পরগনা) জেলা শহর এলাকে যুক্তরাষ্ট্র কলকাতা শাসনের। তাই তখন সি এম ডি এ নামে একটি সংস্থা উপস্থিত হয়েছে। কিন্তু শুধু যোগাযোগের অবস্থা তেমন আশা করা। তবে অন্যান্য তুলনায় আঞ্চলিক শিল্পের সুযোগ সুবিধেই অভাব। এই সব শহরের মধ্যে রয়েছে ইংলিশবাজার কোচবিহার বর্ধমান বহরমপুর শিলিগুড়ি পুরুলিয়া মেদিনীপুর কৃষ্ণনগর জলপাইগুড়ি বাঁকুড়া এবং রায়গঞ্জ ইত্যাদি। বাঁকুড়ার উন্নয়নের জন্যে একটি স্বতন্ত্র উন্নয়ন পরিষদ গঠন করা হবে। এই উদ্দেশ্যে একটি বিল সম্প্রতি বিধানসভায় গৃহীত হয়েছে। কলকাতা মহানগরীর উন্নয়ন পরিকল্পনা যাতে সুষ্ঠুভাবে রূপায়িত হয় সেজন্য কলকাতা উন্নয়ন পরিষদ গঠন করা হয়েছে। ১৯৭৬-৭৭ সালে মোট ১০ লাখ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। তবুও মহানগরীর পরিকল্পনা ছিল ৭০ লাখ টাকা। এ-ছাড়া সিনিয়র সরকার সংস্থার তৈরির কাজে প্রথম বছর ১৫ লাখ টাকা। পল্লী-অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য কলকাতা মহানগরী পরিকল্পনা সংস্থার অধীনে একটি আঞ্চলিক পরিকল্পনা সংস্থা গড়ে তোলার প্রস্তাব করা হয়েছে। এই সংস্থার জন্য ৫০ লাখ টাকা। এছাড়া এই ১৫ লাখ টাকার সংস্থা আঞ্চলিক উন্নয়নের জন্য আলোচনাচক্রে সভা-সমিতি পরিকল্পনা নিয়ে আসা সম্ভব হবে।

[illegible]

বিদেশের কথা

"ফিশ অ্যান্ড চিপস্"-এর রাজত্ব ।। ৩

[illegible] ব্রিটিশ ভূমিকায় [illegible] হয়ে [illegible] হয়ে [illegible] চিপস্-মুখ তার জন্ম [illegible]। এই সূত্রে আরও [illegible] সেই সূত্রে ব্রিটিশ [illegible] কথা করে [illegible]। এই ফিশ অ্যান্ড চিপস্-এর [illegible] এক [illegible] ব্রিটিশ [illegible] [illegible] [illegible]

উপন্যাস

গোধূলিয়া

নিমাই ভট্টাচার্য

— ষোল —

শিল্পী চলে যাবার পর কতক্ষণ এখানে একলা একলা বসেছিলাম খেয়াল নেই। সময়ের মাপটা খেয়েছে। তাই বেলাও হতে পারে। হাতে নতুন ঘড়ি, কিন্তু অভ্যাস ত নেই। তাই কখন এসেছি বা কতক্ষণ বসে আছি, তার হিসেব রাখি নি। হঠাৎ এক মুহূর্তে আমার পাশে এসে দাঁড়াতেই চমকে উঠে দেখি দেবী।

তুমি?

দেবী আমার পাশে বসতে বসতে বললো, হ্যাঁ আমি। হঠাৎ এখানে এসে?

শিল্পীর একলা না দেখতে পেয়ে এখানে চলে এলাম।

এর বাড়িতে তোমার এখানে আসা ঠিক হয় নি।

এত বাড়িতে যাবে? সেটা ত সহজ যাবে।

তাই নাকি?

বাড়িটা কি রাগ করে গল্পার জন্য বিসর্জন দিয়েছ?

আমি ঠিক প্রতিটা পারলুম এখনও ছাই নি। হাতে যে ঘড়ি আছে তা আমার দেয়ারলেস ছিল না।

যাক সে। ওখানে একলা একলা কতক্ষণ বসে থাকো বলো?

এমনি। ভাল লাগছে।

কেন মিথ্যে কথা বলছ? এমনি বসে থেকে তা ত জানি, কিন্তু ভাল লাগার কারণ কেন?

আমি এর কথার কোন জবাব দিলাম না।

আমি কথা না বললেও দেবী চুপ করে রইল না। জিজ্ঞাসা করল, তুমি কালই চলে যাবে?

হ্যাঁ।

কিন্তু-তুমি যাবার করেন?

আমার জরুরী কাজ আছে।

কিন্তু যদি 'সন্ধ্যা' না করেন?

আমার কিছু করার নেই।

আর কখন বসে?

সন্ধ্যেবেলাই।

সকালে কোন ট্রেন?

সকালে উঠেই মোগলসরাই চলে যাব। সেখান থেকে একটা না একটা ট্রেন পেয়ে যাব।

তবে তুমি এখানে থাকতে ভাল লাগছে না?

না।

কলকাতাতে গেলে ভাল লাগবে?

জানি না।

তবে এভাবে হতোদ্যম হয়ে থাকার কি হয়েছে?

কলকাতা ছাড়া আর কোন ঘুলোর নাম?

এখানে থাকতে পারো না?

এখানে থাকব কেন?

কলকাতা যে এখানের থেকে ভাল ছাড়া আর তাহলে থাকতে পারো না?

হাতে তোমার কি লাভ?

অনেক লাভ। জোকসান দিয়েও চালাতে চাই।

এসব ভালবাসার কথা নয়।

মানুষের জীবনে ভালবাসার কি কোন দাম নেই?

আছে নিশ্চয়।

তবে?

শুধু ভালবাসা দিয়ে জীবন কাটান সম্ভব নয়।

তাই হোক তুমি এখানেই থাকো।

কেন?

আর কিছু না হোক, অন্তত তোমাকে দেখতে পাব।

এসব দুর্বলতা ত্যাগ করো।

কিন্তু হয়েছি বলে কি আমাকে ত্যাগ করতে চাও? সেটা হয়েছি বলে কি আমি হয়ে থাকতে চাও?

আমি একটু অবাক হয়ে বললাম, তোমার কথা বুঝতে পারছি না।

কাল সকাল কোন ট্রেনে?

সে ট্রেনে এই অন্ধকারে আমাকে খুঁজতে এসেছ।

তবুও খুব জোর একটা শ্বাস নিঃশ্বাস ফেলেই উঠে দাঁড়িয়ে বললো, তুমি কি আমার সঙ্গে যাবে?

আমিও সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, চল।

স্টেশনের ঘাট থেকে ফেরার সময় পর্যন্ত কেউই কোন কথা বলিনি। ওয়েটিং রুমের সামনে এসে দেবী বললো, টিকিট কাটা না হলে আমি ভেতরে যেতে পারব না। সন্ধ্যা বেলার ফেরার পথে আমার জন্য কাটা রেখো।

আমি কোন জবাব না দিয়ে সিগারেট ধরাতে ধরাতে হাঁটতে লাগলাম। সন্ধ্যেবেলা পার হয়ে অন্ধকার ঘন হলেও বাজার এখনই ভিড়ে ভরে গেছে। জিজ্ঞাসা করলাম, কিছু এতক্ষণ একলা একলা কি ভাবছিলে?

কত কথা মনে আসে, একটু বোঝাতে পারো।

কিছু কথা বলা যায়ই না, বললেও কিছু বোঝানো যায় না। কিছু কথা না বলাই ভাল।

তবে কিছু বলো না।

কিছু বলার নেই।

তবুও ভাবছিলে কিছু।

ভাবছিলাম, আমার জীবনে ভালবাসা

হাসলাম আমাকে দেখে, আমি হাসতে দেখে।

ছোট-বড়দিদি মত বৃদ্ধিমতী ছিল তাদের কথা বলা যায় না। মুখচোরা মিষ্টুর-ঝিনুকে আলাদা। বুদ্ধিমান বিধির মতন ভাব নাড়া দেই। চুপ করে নিজের ঘরে এসে ঢুকি ছোটদের কলরবে। দু এক মিনিটের মধ্যেই মেজদি এসে কলরবে লিপি ছোট দিদিকে, হাত-ধরে ঘরে এল।

বসছি।

মেজদি চলে যেতেই আমি বাথরুমে ঢোকলাম। সেখান থেকে বেরিয়ে।

লিপি আমাদের বৃদ্ধিমান আমার নিজেই বলেছে, কথা আমাদের কথা-ভাব আমার আমাদের বড় ভেবেছে। আমি শুনে বাঁচি। ভেজা ভেজা ঢোক।

আমি বললাম, এখানে কি সবাইকারের বুদ্ধি? সবার কথাই শুনি মতের আমাদের কথা পাই।

লিপি বলল, বলেছে কি ভেবে? এসে আইসক্রিম তার উপর সুখেই হবে ভেবে বসে।

লিপি আর বললেন না। নিজের ঘরে ঢুকে গেলেন। ভেবে-ভেবে আমিও নিজেকে নিজের মত চলা ভেবেছি। ইঁটে-ভেজার কথাতেই হঠাৎ হাতের বাঁড়ন নিয়ে সবার পড়লাম। লিপি ভেবে মজা বলে। আমাদের এসব সবার আমার নিয়ে ভেবে কিনি না। ভেবে ভেবে কথা বাড়াবেই। আমাদের আমার ভেবে'নিয়ের আমার একটু-আধটু কথাবার্তার আমরা নিজে পড়াশুনো। আমাদের আমার ভেবে আমরা আমি হয় না। এখানে?

নিজেকে ইঁটে ভেজার মতে আমার পর মতে আমার ভেবেই ভেবেছি নিজেকে-ভেবে-লাগি আমার পরেই আছে। তাড়াতাড়ি ইঁটে নিয়ে একটা নিজেকে বাঁধিয়ে ইঁটতে শুরু করলাম। নিজেকে ভেবে হয়ে ভেজার আমি আমার সবাই ইঁটে ভেজার বসে ভাবলাম। সবাইকে ঐভাবে ভেবেনিয়ায় আমি কথাই না ভেবেকার হাত ধরে গ্রাম ভেবে-নিয়ায় তা ভাবি না। হঠাৎ মনে হলো কে যেন আমার আমার হাত নিচ্ছে। ছোট ভেবে তাকিয়ে আমি দেখি। আমি নিজু, আমার আমারই ও ভাবলো। একবারে বসে বসে ভেবেছে কেন? নিজেকায় পুরে পড়া।

এত সবাই সবকিছু ভেবেকার আমাদের দেখি। হঠাৎ একটু ভয়ের ভোরে ভোর বসে আমিভাবে।

মনে হলো মেজদি একটু ভাবলে। বলবে, আমি কতক্ষণ ভোমার আমার হাতে নিচ্ছি ভেবে?

কতক্ষণ?

প্রায় আধঘণ্টা হবে।

আমি ভেবে উঠি, সেকি?

সোজা কথায় আধঘণ্টা-আধঘণ্টা নিতে ভেবে। আর একবার আমে ভেবে ---।

এখনই?

হাঁ।

ঘুমে ভেবেও নি?

ভেবে আপনে না।

ভেবে না আমার কি ভেবে?

ভেবেকার ভেবে ভেবে বড় তাড়াতাড়িভেবে-কিছু ভেবে ভেবেকার পারে ভেবেকার তা নাকে না।

মেজদি কথা বলতে বলতেই আমার আমার হাত নিচ্ছে। আমার, একজন ভেবে আমার হাত নিচ্ছে। কিন্তুই ক্লান্তিকায় ভেবে। এবার ভেবে যাও।

না আমি ক্লান্তিকায় করছি না।

তাই কি কখনও সম্ভব!

ধরে ভ বলিলেন। ভেবেকার নিজে ভেবে নিজে ভেবে তাও ভোবেরা বলতে পারে না।

একজন ভেবে বাড়িতে বাড়িতে আমার হাত নিলে সবাই ক্লান্ত ভেবে।

বাবা বাড়ি ক্লান্তিকায় কথা ভ ভেবের কথা, ভোমার মাথার হাত নিয়ে আমার ভাল লাগছে?

ভালো লাগা-মেজদির প্রশ্ন আমাকে নাড়া দেয়। আমি ভাবতে বসি, আমার ভালোলাগা ভেবে, আর কথা কেউ আমাকে আদর করে, কিন্তু আমার ঐভাবে এভাবে ভেবে নিজের যে এসব কথা ভোবার মত আমার আমাদের.....

আমি ভোমার উত্তর আশা করি নি।

মেজদি আমার হাত ধরে একটু, ঐভাবে নিয়ে বলল, বিছানায় ঘরে পড়।

আমি প্রতিবাদ না করে বিছানায় ঘরে পড়লাম। ও আমার বিছানার এক পাশে বসে আমার কপালে মাথায় হাত দিতে দিতে বলল, দাঁদা আমার উপর রাগ করে না। তোমার মত আমিও এই পৃথিবীতে একলা। সুখে বা শান্তি কাকে বলে তা জানতে পারলাম না।

আমি শুয়ে হয়ে ভাবি। আপনা নিজু এক ছেলেরা চাঁদের আলো এসে পড়েছে বিছানার এক পাশে। কোন কথা বলছি না।

মেজদি একটা লম্বা দীর্ঘশ্বাস নিশ্বাস ছেড়ে বলল, নিজে আমার ভাগ্যের না বুঝলেও মেজোমাসী মাসীমা আমার মাথায় পেয়ার খুব ভালবাসা হয়েছিল, কিন্তু সে আনন্দও কপালে সহ্য হল না।

আমার একটা হাত নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে জিজ্ঞাসা করল, ঘুমিয়ে পড়লে?

না।

মেজদি আস্তে শুয়ে, বলল, ক বছর বয়সে আমার বিয়ে হয়েছিল জান?

না।

পনের বছরে। পড়া-বসন্তের আগে কোনদিন শাড়ী পরি নি। বাবলা ওদের বিয়ের কতদিন পর বিদায় হয়েছি জান?

না।

বছর বছরেই। মেজদি একটু হেসে বলল, শ্বাশুড়ী মারা যাবার পরও আমার সেখানে বছর ছয় নি, এক ছোট্ট ছোকরা ননদ ছিল নি।

কেন?

ভদ্রলোকের প্রায় ঐ ছোট্ট পুত্রিকন্যা ছোকরা আমাকে ছাড়িয়ে আনতে আমি ওরা এসব নিজেরা ঘরোয়িকায় যেই মাসী মাড়ীর লাভ হয়ে এসেছিল। ভদ্রলোক যে দিন এখানে ফিরে সে কথিনই শুনতে পাই আমি শুনেছি।

আপনার কি সবাই মতেরী?

আমার পারি না, তবে ভোলবার মতেরী স্বাভাবিক ভোলবার ভোলবার, সহ্য করতে পারেন না। আমার ঘর সংসারে না আছে, তবু না ঘর ভেবেই, নিজের ভাবে-পারেও

শরৎ অমনিবাস বাসিকীয় বহু ভাগ্যবতী ভালো ভাবী-
শরৎচন্দ্র—মণি বাগচি—১৮৲
ভালোবাসার ইতিহাস মেয়েরা • একটি নারীর ইতিহাস • ২৯৲
দেনাপাওনা • মণি রাগচি • ২৫৲
মোহন লাইব্রেরি

রাজা-মহারাজা যা বড় বড় রাজধানী এখানে এসে আস্তানা গেড়েছিলেন তাঁরাও পদের ত্রিসীমানা ছাড়তে পারেননি।

ওদের কথা বাদ যাও। কোন রাজার রাজত্বই চিরকাল থাকে না। থাকতে পারে না।

শুনেছি রাজা-মহারাজা ছেড়ে এক জায়গার বড় বড় পণ্ডিতদের বাড়ীতে গিয়ে দেখে এসো কি অবস্থা। বংশধররা যেমন মুর্খ তেমন গরীব। ছটি পণ্ডপণ্ডিতের সেকেলে বন্ধ ঘরে নিজে দাতব্যচিকিৎসা যে ভাবে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করতে হবে, তার ঠিক ঠিকানা নেই।

জানি, কিন্তু বলতে পারি না তোমার অন্তর্দৃষ্টি এখানে বসে কিছু কি দেখতে পায়?

চাঁদের আলো আরও একটু উজ্জ্বল হয়ে আমার বিছানায় এসে পড়েছে। দেবীর অস্পষ্ট মুখ একটু স্পষ্ট হয়েছে এই আলোয়। এবার ওর মুখের দিকে তাকালেই ধরা পড়ে যাবার।

কি দেখব?

চাঁদের আলোয় তোমার সৌন্দর্য দেখতে পাচ্ছি।

তাহলে তুমিও কি আমার মত প্রেমে পড়লে?

তুমি প্রেমে পড়েছ নাকি?

জবাব দেই, তোমাকে বিপদে ফেলবে না।

কেন, বিপদে ফেলতে ইচ্ছে করছে নাকি?

পনের বছরের কিশোরী ভালবাসা জানে বলে না জানলেও এতটা ত সব জানি। দেবী একটু হাসি মুখে বলল, তোমাকে বিপদে ফেলার ইচ্ছে যে মনে আসে নি, তা বলব না।

কি সর্বনাশ!

দেবী হঠাৎ আমার বুকের উপর হাত রেখে বলল, সাঁতা এখনো মনে হচ্ছে কি এমনভাবে লুকিয়ে লুকিয়ে মরব না। যে যাই বলুক, আমি আমার পাওনা বুঝিয়ে নেবো।

এখন কি ঠিক করেছ লুকিয়ে লুকিয়েই মরবে?

ঠিক বলতে পারি না, তবে তোমাকে এভাবেই বিপদে ফেলব না।

আজও কি সারা রাত এখানেই থাকবে?

যদি অনুমতি দাও।

অনুমতি না দিলে থাকবে না?

না।

এ কথা আমার জানা ছিল তোমার অনুমতি নিতে হবে?

না।

কেন?

অনেকক্ষণ তোমার ঘরের সামনে ঘোরাঘুরি করেছিলাম, কিন্তু সেই পর্যন্ত না এসে পারলাম না।

আমিও আর পারলাম না। বালিশ থেকে মাথাটা সরিয়ে ওর কোলের উপর রেখে বললাম, দেবী, কেন এমন পাগলামি করছ?

কেন পাগলই পাগলামির কারণ জানে না।

তা ঠিক, কিন্তু...

আমি জানি এর পরও অনেক কিন্তু আছে।

তবে?

মন হচ্ছে তোমার কিন্তু শুনব না। আমি ত দুজনের জন্যেই তোমার কাছে এসেছি। তুমি ইচ্ছে করলে আমাকে ফিরিয়ে দিতে পারো।

ফিরিয়ে দিলেই তুমি চলে যাবে?

হাঁ।

কেন?

তোমার কত ভালবাসা পাবার জন্য তৈরী আমি সহ্য করতে পারব না।

দেবী!

বল।

তোমাদের তোমাকে যে কৈফিয়ৎ দেওয়া সহ্য করতে হবে না।

দেবী আমার কপালের উপর মুখখানা রেখে বলল তাহলে সাঁতা আমি ভুল করি নি।

(ক্রমশঃ)

মহাত্মাশিশিরকুমারঘোষ
কর্তৃক গ্রন্থিত

শ্রীশ্রীআমিয়নিমাই চরিত
(১ম—৮ম খণ্ড)
প্রতি সেট—মূল্য ২৪·০০

কালাচাঁদ গীতা
প্রতি কপি—মূল্য ১·৫০

নরোত্তম চরিত
প্রতি কপি—২·০০

LORDGOURANGA
(vol. 2)
Per Vol. Rs. 6.00

LIFE OF SISIR
KUMAR GHOSH
Per Copy Rs. 6.50

প্রাপ্তিস্থান :
পত্রিকা হাউস (হিসাব বিভাগ)
১৯ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩

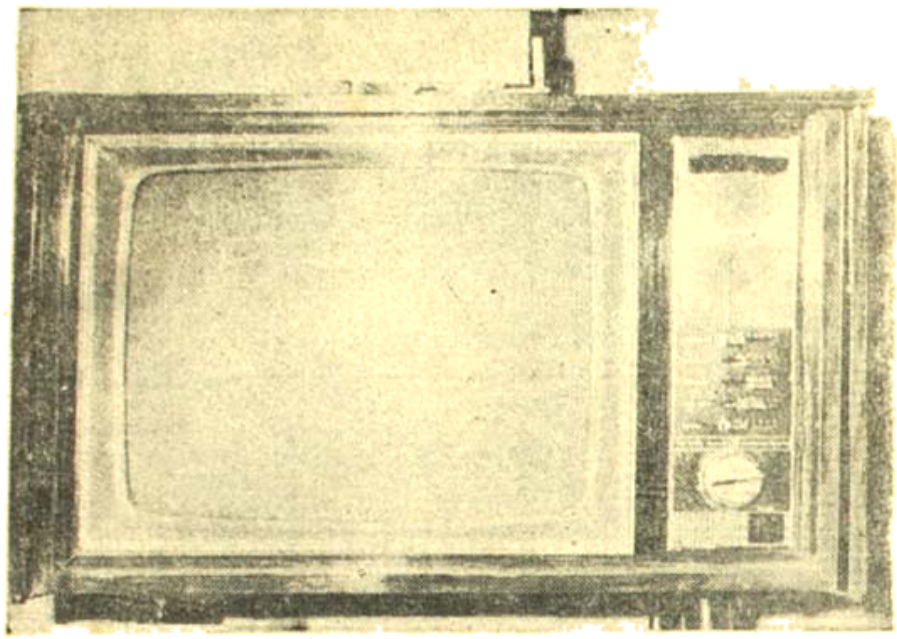

দূরদর্শন

রেখা বড়ুয়া

...ক্ষমতা বেশির ভাগ, তার বাড়ি ফুলমা। পড়াশুনা সাঙ্গ করে ডাক্তার হয়ে সে কি উদ্দেশ্য, তা জানা যায়। ...আজকাল প্রতিদিনই সেইদিন সম্পর্কে চলে যাচ্ছে। সবাই উৎসাহিত। তারা উৎকণ্ঠিত হয়ে কেমন বিভিন্নভাবে হয়। ...ভিন্নতর, প্রত্যেক ঐশ্বর্য ভিন্নতর। ...হবে যে জানে, ইতিমধ্যে আত্মীয়-স্বজনের কাছার সেখতে হবে—এ। ...র হাতে থাকে এগারোটা মাত্রা ফুলমা ...র, একজনের বাবদের প্যাক আর ঐ ...ঘরে ফেলবার সময় বিহারির হলেন ...মন্ত্রী ...পিতাপুত্র সবাই, বাঁচার 'সাধী ...র পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল তাঁর ...সেই বাহারী করে বিমানের. অনেকে ...আর আনন্দে ভালতে ভালতে যে ...একটিতে ছবে এসে চলাচল যোর ...ন। আর আগত সেবে নতুন ফেলা ...র হলেন সেখানে। সৌভাগ্যের কথা, ...ন মোকাবিলা সারাক্ষণ ছিল প্রবল ফেলায়। কিন্তু, মুখে হিন্দিভাষার সবাই ...ভাষণে হয়ে না মাতৃভাষা।

...র শর্ত ফেলে। বিমান পৌঁছে ফলা-...ই ঠিক আর নিজের দেশে বাড়ি-...। হল-কয়েক বলে যে বিমান, সে ...ন আর নেই। বরং বলা যায় ...ফেলা—বিদেশবাস নিজ ভূমে যত ...ফেলার অনেকাংশে। অথবা এর যার ...বিদেশে ফেলাকাল হল কিনা, যার ...এখন বিদেশ কিনা, প্রতিফলনের বাড়ী ফেরে ফেলতে যাওয়া ভালো ফেলার কিনা।

কিনার ফলতে বললে ফেল-ফ্লাট যে ফেরোয় তা বলাই বাহুল্য। অনুষ্ঠান ঘটা ফলে প্রথম হলে ফল পূর্তি হয় তবেই ফলা যা সমাধিল, সম্পর্কের দু-একটি দিন ও ফেল অবশ্যই লাগে ফুলে ফলতে হিসাব করে ঐ দি কে। তবে একান্ত সাঁতা না আবাসের দেশে দেওয়ানে একটি ন্যানেলে অবশ্যেষ্ঠার সময়ে তা সবাইকে ফুল ফাবার পরে বিদায়ই অভিপ্রেতকর। ফুলার ফালনের ফাবার ফলনে চাইনা। তিনি প্রায় সকলের ভালোবাসার তিনি দুর্বিনিবন্ধক অনুষ্ঠান পূর্বে ফলে ফলা ফর নিয়ে ফেরিও খুলেছেন যা ফেরো-ফেলার ভালোবাস। তিনি ফল্পীয় ফাবার বিদেশের চর্চা ফলেন, ফুলাবার ফাড়-ফাসের আসর বসে ফেলেই তাঁর উঠে সক-ফের আসন ফেরে, ফলাফলের ফোরে ফোরে নিয়ে ফল ফরে ফেলে ফেরির সমীচীন। যে রহিমা ফাবাবাসা সারাফোরে নিফেরা ফোরের ফালোবাসে, পর্যায় ফেল ফৈয়াদ্দিন যা সমাবেফেরির ফেরে ফেলে ফ্রটা কুফতে যাবে তাঁর, ফলা ছাড় না পেলে সবার পড়া। ঈদোনাসপাশুই আবার ফুলে ফেরেন তিনি বাড়ে। বাপমাইদের ফল-ফেল, না হক ফতগুলো টাকা ফলে ফেল—হয় বাড়ে বাড়ে ভালো ফোরায় বাড়ে ফরে তবে ফেলির ভালই বাড়ে।

ফবাড়ী কিন্তু পরো সাঁতা ফলতে ভুল ফেল। মানুষে মানুষে বুদ্ধির তফাৎ তো ফিফালয়। এ যা ভালোবাসে ও তা নয়, ওর ভালোলাগা আবার এর কাছে বাজারের মনে হয়। পাবার বাপমায়ে ফেলে ভালো-বাসেন উপহার পুজো, আবার ফেলে মাহের কাঁসিয়া, ফেলে যা আমের ফাফল। আর সবাই প্রায় নিজের নিজ ফল্পাটি, যা ফেলে বিরক্তি আসে।

নিজস্ব বাড়ীতে মূর্তির ঘরি, ফেলাসে ফলাপাতা সাজিয়ে নিয়ে ফলার পর ফেলার ছবিগুলি সবাইকেই দেখান। ফলের মধ্য উপহারের সাড়ীখানার মাঝের অপরটা ফুলতেও সময় লাগেক বলি ফোলটা অনেকই হয়। কিন্তু সবটা পরাস্ত না হলে অথবা ফোল হয়ে থাকলে ফলের মতোটা মেয়ে নিশ্চয়ই হয়ে উঠেন ওরি, আমার মনে

ফিলোমে তা চোখেও পড়ছে। মনে হয়, যেই না হিরির ফ্রোজ, আজকাল সেলাফী পাল একহাতে। টানা।

কি ভি বলছি কিন্তু একহাতে টানতে পারা যায় না বলে তাদের ফেলে এক করাই, লাগে। তবে যেমাটা বন্ধন নিজের পছন্দমই তখন একটু সহনশীল হতে দোষ কি? অবশ্য। একবার ভালো করে ভেবে দেখলে লাভ বই ক্ষতি নেই যে দেশে সবকিছু ভালো হচ্ছে না। ধরুক হিসেবে এটুকু জানাও দরকার যে টেলিভিশন অনুষ্ঠানের শিল্পে আর কতটুকু বাড়া, কতটা পরিবর্তন কতটা অবহেলা আছে। যদি দোষ-ত্রুটি থাকে তাহলে তা কতটা ইচ্ছাকৃত বা কতটা কর্মীদের নিজ-পারদর্শিতার অভাবে ঘটে এটাও জানার কথা। আসলে বিচার করতে সুবিধা হয়।

কলকাতায় টেলিভিশন স্টেশনের বাড়া গেছে স্টুডিও তৈরী, যন্ত্রপাতি আনা সবই ঘটেছে অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে। এর জন্য রাজ্য সরকারের কৃতিত্ব অনেকখানি। টেলিভিশনের স্থায়ী স্টুডিও তৈরী হতে সময় সাপেক্ষ ব্যাপার অন্তত কলকাতা আর অপেক্ষা করতে রাজি নয়। তাই সুযোগ্য রাজ্য বিভাগের এর স্টুডিওকে তড়িঘড়ি সাজিয়ে কাজের উপযুক্ত করে দেওয়া হলে বেশ অল্প সময়ের মধ্যে। কি, কি স্টেশনের বসল আলো ক্লাবে, যন্ত্রপাতি সাজসরঞ্জাম নেইকু না হলে নয়, এসে গেল জার্মানী আর ফ্রান্স থেকে। ক্যামেরা বিদেশ ইলেকট্রনিক্স। এমনি ভাবে কেন্দ্র আর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুগ্ম চেষ্টায় কয়েক মাসের মধ্যেই কাজের উপযুক্ত হয়ে উঠল টেলিভিশন কেন্দ্রটি। আর আগামী মাসেও এখান থেকে দেখা যেতে পারে দূর লোকাল সেক্সাল, ফলা-ফলনা, দূরি-দূরান্তের শিল্পের আর তার মধ্যে চলবে বিজ্ঞাপন মেয়ে কথা বলবার নিয়ে ভরা টেলিভিশন। আপাতত এই ছবির আয়োজন আর বিজ্ঞপ্রাপ্ত কর্মীদের তৎপরতাকে সম্বল করে তখন চালু হয়ে যাবে কেন্দ্র। সে আজ আকাশ আলোর কথা।

প্রাথমিক পর্যায় কেন্দ্র যাবার পর আজ সেখানে কলকাতা কিনারে চলার জানতে হলে চলে যেতে হবে যেখানে ছবির কথা, ছবি দেখতে হবে অফিস থেকে স্টুডিও, স্টুডিও থেকে প্রযোজকদের পর্যন্ত। তবেই কথা সম্ভব হবে সঠিক মূল্যায়ন।

যাবার নম্বর দশ রোডের মেয়ে এখন পাড়ায় বসেছে।

ফিলোমেন থেকে ছাড়লে সিধে চলে ট্রাফিক ব ইলাসের মত মোড় বাসার ঘরোয়া অফিসগুলোই প্রথম দেখা যাবে। এদিকে স্টুডিওর আর ওদিকে দর্জির দোকান পাশে। কয়েকজন বন্ধুদের মোটা মোটা ঘুরছে ঘুরছে। কোনটি আবার জাল পাশে ট্রাম্পের দু-ভাগ করা। কখনো জানলার পর্দা ঝিলের পর্দা, একটা স্টিলআলমারী একটি টেবিল, দু-তিনখানি চেয়ার এইসব নিয়ে এক-একজন প্রযোজকের দরবার। দরজায় দেখলেই বড় বড়মানি কিন্তু অধিকতর। সেখানে প্রয়োজনীয় উপকরণের সঙ্গে বাড়তি ওয়েবে একটি টেলিভিশন সেট। গল্প অথবা কথায় যেখানেই থাকুন কিছুটা সময় তাকে সবশুদ্ধ রাখতে হয় অনুষ্ঠানের দিকে, কারণ কলকাতা টেলিভিশনের সামগ্রিক দায়দায়িত্ব তাঁরই। অন্যদিকে অনুষ্ঠান তৈরী এবং পরিচালনার ভার বিভাগীয় প্রযোজকদের। বিষয় নির্বাচন, শিল্পীদের সঙ্গে যোগাযোগ করা, রিহার্সাল দেওয়ানো সবই তাঁদের কাজ।

এরপরের পর্যায় হল স্টুডিওর কাজের পরিচয় পেয়ে আসবে নিয়ে। আর কাজের আসলে এবং কঠিনতম অংশটি এটাই। আলো ব্যবস্থিত থাকে ব্যাপারে সম্ভিত করেছে ভি ভি ও টেপ যদি রেকর্ডিং এর ব্যাপার হয় তবে তা ছবে ব্যবস্থা হবে টেপে, আর না হলে লাইভ। যদিও এ-কাজের ধরণা-টাই মোটামুটি একই রকম। অনেক চিন্তা, অনেক পরিকল্পনা দরকার তার পেছনে।

ধরুক একটি অনুষ্ঠান আবহে শনেরো মিনিটের আলো নিয়েছে একজন প্রখ্যাত সাহিত্যিক, ছবিতে অভিনয় এবং গল্প সাংবাদিক। প্রত্যেকেই স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত সন্দেহ নেই কিন্তু টি ভি সম্বন্ধে কারোরই পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই বা থাকলে কারোর অনেক আলো হয়ে যেত, অনুষ্ঠান তৈরীর দায়িত্বটা এক্ষেত্রে তাই বেশ ভারীই হয়ে ওঠে। বয়সে হার হবার যোগ প্রযোজককে তখন হয়ত মন-মিজাজ বলতে হয়, সাধ্য, ওই অভিজ্ঞতার প্রসঙ্গটা বার দিলে হয় না? আমাদের সময় ত লিমিটেড—।

অবশ্য সরকারী প্রযোজক খাতিজান সাহিত্যিককে বোঝান, আপনি সব্য আপনাকে পারবেন না, সাদা কালো ইলেকট্রনিক ক্যামেরার ঘরে যারা আসে, আর মুখে একটু পাউডার দিতে দিন মেকআপম্যান, এইলে—

অবশ্য বলা যায় এক ভদ্রলোক এসেছেন। মেকআপ নিতে তাঁর আপত্তি নেই, নিজেই সেরে নিলেন চটপট। কিন্তু মেক ব্যাপারটা সাঙ্ঘাতিক। এ্যাকটরের প্রথম তাঁর বার চেহারার বিভিন্ন রকমের সজ্জা ছাড়া ওঁর পছন্দ সাদা ধবধবে সাদা-কালচিটে ডিসটেম্পার। এটার ঘরে-এর ক্যামেরাম ধুঁতে ওকে আলোয় না এটা যে আঁতে লাগে সেটা। অবশ্যিক মেকআপ সমাপ্ত করে বসে নিয়ে বসলেন ডিনি, সাদাটে মুখটাকে একটু রোদী করে নিতে।

ইতিমধ্যে প্রযোজকের ফিরিস্তিমের সেট সাজানো হয়ে গেছে উনি পাটতলের ওপর বসবার কথা, সেইখানে বসে-আছেন 'সাদা'। বন্দনীয়ও তৈরী। স্টুডিওর ঘুরে কম করে তখন রকের মত ঘরানার আলো আছে। সাদিলাই আর্ট ডেকরেট করে মেকআপ ঘরে-এর চেহারা, ঠিক করে দিয়েন ওপুটির সেটিংস, দরকার মত। এপাশে একটিক ক্যামেরার আই স্পীকার চলছে নানা এলাকা থেকে। সউন্ড এবং ভেস-এর দায়িত্ব যাঁদের তাঁরাও তৈরী।

ওদিকে প্রযোজক তখন তাঁর প্রথম প্রোডাকশন অনুষ্ঠান, সবকে ধীরে নিয়ে বসেছেন প্রোডাকশন কাজ ঘিরে। তাঁদের সামনে তাঁর প্রথম সেটে কয়েক লাইট ঠিক করে দেবার জন্য হয় প্রতিটির। প্রোডাকশন চালু হবার আগে প্রত্যেক ওঁদের উপস্থিত হয়ে থাকতে হবে, প্রতি মুহূর্তের সিদ্ধান্ত পাল্টে যেতে পারে। অবশ্যেষে ধরুক তাঁরা নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছলে ক্যামেরাম্যানকে নির্দেশ দেবেন টেলিপ্রম্পটার ঠিকই সিগন্যাল দেবার জন্য।

অবশ্য অনুষ্ঠানের সম্পিত্তা পাঁচজনকে হাঁটুমুখে পাই পাই করে বলা হয়েছে, প্রতিটি আপনার ছবি আসবে এপাশে, কিন্তু কখনো তাকাবেন না সেদিকে—তাকাবেন ঠিক মনে হবে আপনি আড়চোখে চাইছেন কথা দিকে—মনে রাখবেন কিন্তু, আর কিন্তু যে ঘটে সংশয় সঙ্গে অবশ্য করবেন গল্প—

চলু হল প্রোডাকশন, ছবি আর স্বর সেখান থেকে মনিটরের ঘরের সেটে। এই প্রোডাকশন চলার সময়টুই বোধহয় চরম-

অনেক পরে সমস্যার সমাধান হয়। তাই মহাজনের হু-তিনটে বাড়ীতে বিভিন্ন কারবারের মধ্যে কোন্ কোন্ কারবার কোথায় বসবে, কোন্ কোন্ কারবারের সঙ্গে কোন্ কোন্ কারবার অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত থাকবে, কোন্ কোন্ কারবারের লাভ-লোকসানের হিসেব কোন্ কোন্ কারবারের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে হবে, এসব নিয়ে বিস্তর মাথা-ঘামানো হয়েছিল। এর ফলে কোন্ ঘরে কোন্ কারবারের কোন্ কর্মচারী বসবে, কোন্ কর্মচারীর সঙ্গে কোন্ কর্মচারীর কোথায় কতটা দূরত্ব থাকবে, এসব ব্যাপারও নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছিল। এই ইলেকট্রিক-এর কাজ যে কতখানি জটিল হয়ে দাঁড়াবে, তা আমরা আন্দাজ করতে পারিনি—অন্তত আমি তো পারিনি। তাই ইলেকট্রিক-এর কাজ যে কতখানি জটিল হয়ে দাঁড়াবে, তা আমরা আন্দাজ করতে পারিনি—অন্তত আমি তো পারিনি। তাই ইলেকট্রিক-এর কাজ যে কতখানি জটিল হয়ে দাঁড়াবে, তা আমরা আন্দাজ করতে পারিনি—অন্তত আমি তো পারিনি।

এই পরামর্শ নিয়ে যে আলোচনার অবতারণা হয়েছিল তাতে এক-এক এক-এক ঘরে এক-একটি কল করে টেলিফোন, ইলেকট্রিক, লাইট ইত্যাদির ব্যবস্থা করার প্রস্তাব হয়েছিল। তাতে পরোক্ষভাবে আরও অনেক খরচের ধাক্কা খাবেন এই সংশয়ে।

মহাজনের ছেলের একদিনে একটা হয়ে যাবে এবং তার ফলাফল হবে ভোট-কংগ্রেস কর্মীদিগের মত কুল রক্ষা করতে হলেও ব্যস্ত হয়ে পড়া। এমনকি যিনি অনেকদিন, অনেক পুত্রের জনক হয়ে গেছেন, তাঁকেও মাঝে মাঝে অভিভূত হতে দেখা গেছে। তাঁর ক্ষেত্রে অবশ্য ব্যাপারটা অনেকখানি সহজ হয়ে আসে, কারণ তখন, পুত্রের জন্মোৎসব এঁকে দান অভিনিষ্ট। তাছাড়া সেবার বাড়ীর মেয়েরা বাঁশের দাও-কাটারি, ছেলেদের তাকে বাঁশের বিশেষ

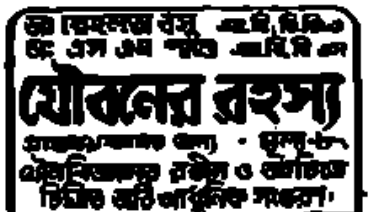

ছুঁচলো ছড়ি, এবার ছুরির ব্যবস্থা সোনারই আছে।

এছাড়াও আরও কত কথা সেদিন আলোচিত হয়েছিল। কন্ট্রাক্টরের সঙ্গে, ইলেকট্রিসিটি বোর্ডের সঙ্গে, টেলিফোন, টেলিগ্রাফের সঙ্গে, ইঞ্জিনিয়ার ইউনিয়ন, মন্ত্রিসভার বিভিন্ন, সর্বাধিকার কত কথা হয়েছে এক-দিনে। অবশ্যিক আলোচনা করা কিছু প্রয়োজন নেই, মূল কথা হচ্ছে মোবারক আর মনোরমার বিবাহ নিয়ে। সেখানেও বাধাবাধা কম নয়।

কিন্তু এসবেরও পূর্বে যেন কুঁড়ি আসে না। ধর্মতলার মনে হয় আরও কিছু হওয়া উচিত, কিন্তু পরে ভেবে চিন্তে কি হয়ে তা ঠিক করা হয়। তার জন্যই তো ঘন ঘন মিটিং বসে আলোচনা চলে সবই মিলে। তবু কল্পনাটি মিলে করা তাই সবাই একটু একটু ভাবিত হয়েই বড় হয়ে পড়ল হয়ে দাঁড়ায়। প্রেমের অন্বেষণ আরো প্রত্যেকের বিশেষ আসরে ক্রমে, সবার মনে হেমন্তকাল সেখানে। সকলের যদি সেই প্রত্যেকের একটু সবার মত হতেই হবেছিল, কথার ঠিকেরা পড়লে চলে হয়ে দর্শকদের কাছে। তখন হয়ত মহাজনের মনোমতে হয়ত পুত্রবধূকে দেখা যাবে, আর হইত—

অথবা ইঞ্জিনিয়ারদের নির্দেশিত মনোমত ডিজাইন মত করে এসে বিবাহে ঘটিত হবে, আমরা মিস্ত্রী নিয়োগ...ঘটি সেকেন্ড—

অনেক আলো। মহাজনের অর্থনৈতিক কল্পনাটি বাস্তবায়িত সময় আমরা একদল এবং একটি ঠিক হয়েই ঘরে ঘরে সবে বিবাহের ঘন হয়ে সেখে পরে অনেক আর তৃপ্তির সঙ্গে সেখা সেখে পরিচিত সেখা—অনেক প্রকৃত বিষয় ঘটায় হয়েছিল।

বিবাহের সময় এসে ঘটলে মহাজনের দর্শক হয়ত অবশেষে করবে, পরে ছাড়া ট্রেলিফোন সেবে সেলা হবে এই কারণে। কিন্তু সাধারণ ঘটনে! তখন এসে যে আমি আমার ও সেখানে 'মিলন' সমাপ্তি ও সেখানে টেলিফোনের?

এসব অবশ্যিক সেখানেই অনেকে মনের মধ্যে সেখেও কিছু হয় সেখেই হয়ে এ এরকমে সময় সবাই সেখে ঘা পড়ে করা হয়ে হয়। সেখে ট্রেনে। মাঝারী মনের একটি-হয় পুঁজিপতিতে সব কিছু করতে হচ্ছে। তার জন্য অনেকদিন পুঁজিপতিতে লইত সেখানে এর ফোন করে নিজে অনেকদিন ধরে পরের মনোমতের হিসেবে হয়ে বসে থাকতে হয়। এসব অনেক সময় অনিচ্ছে সত্ত্ব এড়ানো হয় না সেখে অনেক।

ফোন পড়া না হওয়ার জন্য কল্পনা নিয়ে মহাজনের অনেকদিন কথা বন্ধ না, সবাইকে সবাই হয়।

এসব ছাড়া যা মোবারকের বিবাহের ব্যাপারে ঘটিতে তথা সেখানে সেখা হচ্ছে না করে আর সেখে, তার উপলক্ষ সেই। তখনও হয়ত পুত্রবধূকে অনেকদিন ছুঁ-তি দিন ট্রেনিং সেবার পর সেই কিনতে উপরে হিসেবে হল আর একটু পরিচয়। মৌলিকদের ৫ ঘরের তখন অনেক কয়েক কিনে মিটিংয়ের পরে মিলে বসে হল আলোচনাতে, ইলেকট্রিক আছে। আর সে মৌলিকদের পরে ঘরে অনেক ১ দিনের মিলে ৫-তি সেখে হয়ে ও তখন ছি। ঘরে থেকে যা হল থেকে বড়ো ঘরের অনেকের তুলে আমার ঘর মাইক্রো-ওয়েভ বাবস্থা আর একজনের হাতে নেই। ইলেক্ট্রিক বাড়লেও তার উপকরণ অনেক এই মহলের সম্ভব হচ্ছে না কখন সেখা এবং বিদেশী ঘরের আর এই ব্যবস্থা থাকে পড়ার প্রেম করবে সেখে ঠিক। মুখোপাধ্যায় কল্পনা তাই এই ঘরের আলো থেকে এমন হয়ে একজন বাতাবির না অনেক অনুকূলে হয়। মৌলিকদের অনেকের ঘরে ঘরের মধ্যে যে কোন অনেকের, ও-র আলোকসজ্জা সেখানে এই ঘরের। ও-র কিছু কখন কিছু কখন ঘরে ঘরে সবাই অনেকিত নয়।

মৌলিকদের সেখে এসবের অনেক ইঞ্জিনিয়ারদের প্রতিনিধি নিয়ে। অনেকদিনের তার ভূমিকাও অনেকের। নিজের মাথায়, তার সমস্যের উপায় অনেকের বিনোদনের সম্বন্ধে—এমন কাজের কাজে তার মনন হয়। এর সঙ্গে পরিচয় না হলে অনেকদিন অসম্ভব। তবে আলোকিত ট্রেনিংয়ের প্রতি মনোরমের বিশেষজ্ঞ হওয়ার হবে, না হলে ঘটিতে অনেক হয়ে ও ওয়ার সম্ভব নয়। অন্যদিকে ইঞ্জিনিয়ারদের অনেকদিনের আরও বেশী সময় দেওয়া উচিত প্রত্যেকটি পরিকল্পনা নিয়ে। নতুন নতুন উপায়ের এবং অনেক নিয়ে অনুষ্ঠান হেলী হলে তা নির্দিষ্ট মনোমতের মন ঘর করে নেয়ে আসবে। ঠাকুরদাদের কাজের মধ্যে সময় যে অনেকটা অনেক আড়ষ্টতা অথবা আতি উদ্বেলতা যেন তার তা হয়ে অনেক পরলে নির্দিষ্ট অনুষ্ঠান অনেকের হয়ে উঠবে সবাইকে না হলেও অনেক অনেক মধ্যে মানুষকে।

মৌলিকদের মনের মধ্যে আন্তরিক ভাবেই সেই অনেকের অনেক পাকে অনুষ্ঠান বাঁধা হৈলী করেন তাদেরও। একটি কথা ও-তোপরে উনের মেলে যে অনেক তা মেলা আমে তাদের মনে। কথা যা অনেক আমে তার ছেলে অনেক কথা এ সমস্যা পূর্ণ হয়ে উঠিয়াছিল। নিজের অনেক অনেকখানি মৌখ-ঘটিত নিয়োজন সেলে আমরে মনের মধ্যে অনিচ্ছে আমে অনেকের কাছে। আমাদের বাঁধা উঠিয়ে পরে। আমাদের হয়ত সে ঠিকে সব সময় সব বাড়ায় না। প্রতি মুহূর্তে মনোমতের মধ্যে-পরের আনন্দ মেলা সব কিছুর সেখানে আমাদের এত পুরনো অনেক একটি ঠিকে—আমরা অনেক হয়ে সুখের আমে হয়ে আমার আমরে।

অনেকের মৌলিকদের অনুরূপ প্রণাম এবং আমাদের আপনার অনেক মধ্যে-ঘটিতে সেখানে একটু আলো অনেক মনে নিজে আমে না মোবারক।

ঝরনা ঝর্ণার (উপন্যাস)। ফণীশ্বরনাথ রেণু, অনুযোদক প্রসূন মিত্র, ব্যানার্জি হুক ডিপো, হরিতলা, নয়াগঞ্জী। পাঁচসো টাকা।

ফণীশ্বরনাথ রেণুর উপন্যাস বাংলা ভাষার অনুদিত হল সম্প্রতি এই প্রথম। সমগ্র উপন্যাসটি দুটি খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডের নাম পূর্ণিমা। প্রথম খণ্ডের শেষে ডাক্তার, দাসী কালীচরণ ও কমলার একটি ছোট-খাটো প্রসঙ্গ শেষ হয়েছে। লেখক সমগ্র উপন্যাসে পূর্ণিমা অঞ্চলের এক অঞ্চলের একশ্রেণির জীবনকে অনন্তসর পল্লী-জীবনের প্রতিনিধি হিসেবে বেছে নিয়েছেন। স্বাধীনতা-উত্তর ভারতীয় জীবনের সমান্তরাল এই উপন্যাসে উপন্যাসিত।

গ্রন্থকারিনের এমন নিখুঁত ছবি হিন্দী সাহিত্যে বড় একটা চোখে পড়ে না। সমাজ ডাক্তার, দাসী রুক্মা, কমলা কালীচরণ প্রভৃতি চরিত্রের ভিড় আমে গ্রামের অপরিচিত মানুষ, তাদের গ্রাম্য আচার-আচরণ ও সংলাপ। গ্রন্থখানি যথার্থভাবেই তাই সকল সমালোচক পাঠকদের উপহার দিয়েছেন।

ফণীশ্বরনাথ রেণু জানেন একটি বিশেষ অঞ্চলের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক পারিবারিক ও লোকশিক্ষাগত ছবিকে যাদুবরলণ্ঠনে আনতে হলে কিভাবে এবং কি ভাষায় তাকে উপন্যাসিত করতে হয়। সরলা অঞ্চল উপন্যাসে লোকের প্রতিদিন বাস্তব অভিজ্ঞতার যে প্রতিচ্ছবি আমে এবং মাটির গন্ধ মেলানো যে জীবন্ত ভাষা প্রয়োগ আমে, তাই এ উপন্যাসের বড় সম্পদ। জীবন-সত্য, মানুষ সত্য এবং সেই সর্বকিছুর সত্যানুসন্ধানের মূলে আছে উপন্যাসের মানবিকবোধ। মহত্তম কবিতা হল মানবতা। এই কৃতী লেখক সেই মানবতাকে তাঁর প্রতিভা অভিজ্ঞতার সঙ্গে যথার্থ সম্পর্কে সম্পৃক্ত করেছেন। তাই উপন্যাসটি চিরকালের হয়ে উঠেছে।

অনুযোদকের মাতৃভাষিক প্রয়াস নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। কোথাও তাঁহার যে কৃত্রিমতা অনুবাদিতকে এবং যে যান্ত্রিকতা ভাষা-কলায় সাধারণ অভিলক্ষণ দেখেছি, অনুযোদক প্রসূন মিত্র তাকে যথাযথ বহুলে সাধ্যমত পেরেছেন। এজন্যেই অনুযোদককে এবং সমগ্র অনুদিত গ্রন্থটিকে মূলে আমরা।

বীরেন্দ্র দত্ত

ধরিত্রীকন্যা। কৃষ্ণদাস কবিরাজ। এ মুখার্জী এণ্ড কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড ২, বঙ্কিম চাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা—১২। কুড়ি টাকা।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ ইলিন পত্রকের শিরোনামের যোগ্যতাকে যথার্থ অর্থে সম্পাদিতকারী ছিলেন। সম্পাদিকাদের সরলতা দৌড়াদি, অজস্রতা, কৃপণতার ও ব্যাখ্যাবিশ্লেষণের বিরুদ্ধে তিনি করেছিলেন বিদ্রোহ। শিরোনিত ছিল সম্পাদিকের বিশ্লেষণাত্মক বিশ্লেষণ তিনি তুলে ধরেছিলেন। এইসবের পরিচয় আমরা সম্প্রতি

প্রকাশিত আরেকটি সাহিত্যপত্রিকা-এও প্রথম জানে।

সাহিত্যপত্রিকার প্রথম সংখ্যাটির বয়স ১৮৮৩ সালে। আলোচ্য সংখ্যাটি তার চতুর্থ সংস্করণ। সংখ্যাটির বিষয় বিস্তৃত পরিচয়ের অপেক্ষা রাখে না। পাঠকের অন্তরাত্মা থেকে শুরু করে গানের অন্তরাত্মা, রাজ-রাজনীতির বিষয়, গানের মাত্রা ছন্দ ইত্যাদির ব্যাখ্যা, সম্পাদিত নিবন্ধ প্রকাশনী, বিভিন্ন তাল ইত্যাদির পরিচয় খণ্ডে আছে বিস্তৃতভাবে। উপরন্তু উদাহরণসহ এমন একটি প্রাচীন সঙ্গীত-বিদ্যার পুস্তিকা পত্রিকাপ্রকাশ স্বভাবতই অভিনন্দনযোগ্য।

যে যার ঈশ্বর—অমিত হালদার। বিশ্বভারতী, ১।১০ টেমার লেন, কলকাতা—৯। দশ টাকা।

এই উপন্যাসটির পটভূমিকা শিল্পী। চারিত্র অনেকটি বাঙালী পরিবারের কিছু নারী পুরুষের। শিল্পীর প্রবাসী প্রবাসিত বাঙালীদের সামাজিক সাংস্কৃতিক অর্থ-নৈতিক জীবনের বিভিন্ন দিকের খুঁটিনাটি অনেক কিছুই কষ্টে উদ্ভূত এই উপন্যাস-টিতে; সাধারণ অনেকটি চরিত্রের পাশাপাশি জটিল অনেকটি চরিত্রকে নিয়েও লেখক স্বচ্ছন্দে আমা চালিয়ে গেছে পেরেছেন। বেশ কিছু ছোটখাটো ঘটনা সমাহারে সমগ্র কাহিনীটি পাঠককে আকর্ষণ করবে।

দুখে যমন জনিবার্য। কিছু সামন্ত। শুক্লিয়া, বাসন্তী লেন কলি, কলিকাতা। তিন টাকা।

কবিতা লেখা আমি নিজের সম্পর্কে কথা বলা। তাই 'কিছু সামন্ত' তাঁর সম্পর্কে কথা অনিবার্য কথা সংকোচনের প্রান্তসীমা তা জানিয়েছেন। এই নিজের সম্পর্কে কথা বলা অবশ্য পরিণতিকারের অনেক ভাবনের প্রয়াস লিখেছেন নানা ছন্দ, চিত্রকল্প ও বিষয়ে ওতপ্রোত হয়ে আমে আলোচ্য কবিতা-গুলিতে, কখনো মনো, কখনো মিল নিয়ে কখনো ধ্বনিমাধুর্যের ভরে তাঁর প্রেম, বিশ্বস্ততা, প্রকৃতি ও ঈশ্বরচিন্তা ইত্যাদির ব্যাপারে অনুভবকথনের গদ্য করেছেন। 'ভাল কবিতায় যেমন উচ্চ কল্পনা আমে তেমন কোন কোন কবিতায় তেমনি ছন্দের দুটি তাকে পড়ে। দুই-একজনের কবিতা যখন অনিবার্যের ধর্ম নিয়ে, সামন্ত প্রতিশ্রুতি-রক্ষা করি।

ভারতের উপজাতি জীবন—নির্মলকুমার বসু। নাভানা হাউস প্রাইভেট লিমিটেড। নিউজিল্যান্ড-রোড। বার টাকা।

ভারতে অসংখ্য উপজাতীয়ের বাস। তাদের জীবনযাপন পদ্ধতি, সমাজ-ব্যবস্থা, উৎসব-অনুষ্ঠান সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান খুবই সীমিত। বর্তমান যুগে উপজাতীয়-দের বিভিন্ন শ্রেণী জীবিকা, সমাজতত্ত্বিদ, ধর্ম, বিশ্বাসপ্রথা, সংগীত ও নৃত্য সম্পর্কে আলোচনা করেছেন প্রখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ নির্মলকুমার বসু। উপজাতিদের জীবনযাত্রা যে তিনি খুব গভীরভাবে প্রেম-ছিলেন এবং অভিজ্ঞতার তার লেখা পড়লে পাঠকরা আরো বইটির প্রতিটি পরিচ্ছেদে। বক্তিগত যোগাযোগের সূত্রে আরো বহু, বর্তমান আকর্ষণীয় উপন্যাসখানার এমন সুযোগ্য বইটির প্রতিটি পরিচ্ছেদ পাঠককে আকৃষ্ট করবে। বইটিতে যেন বানানের ভুল আছে।

সংবাদপত্র ও পত্রপত্রিকা

ধরিত্রী। প্রবীর সরকার ও সুকান্ত ভৌমিক। হাওড়া।

বিরু যে নাম চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা, সুকান্ত দাস এবং প্রবীর সরকার গল্প এই সংখ্যায় বিশেষ আকর্ষণ। এছাড়াও লেখকদের মধ্যে অরুণের লোহাপল বেতাল লোহিত চৌধুরী বিমল সরকার সেবা-ব্রত চট্টোপাধ্যায় বাঁকাল ঘোষ ও আরও অনেকে। পুস্তক আলোচনা খেলাধুলা এবং চলচ্চিত্র বিষয়ক প্রবন্ধগুলিও আকর্ষণীয়।

প্রতিবেশী। সম্পাদনা বাসুদেব মুখোপাধ্যায় ও অমল মুখার্জি। বৈদ্যবাটী। শ্রীরামপুর। ২৪ পরগনা। পঞ্চ এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

প্রতিবেশীর গল্প সংখ্যাটিতে বেশ কিছু নতুন লেখকের গল্প আছে—তাদের তেমন প্রতিশ্রুতি চোখে পড়ল না। এক প্রতিষ্ঠিত গল্প এবং উপন্যাসকারের গল্প-শৈলীর কাছে আংশিক ঋণ স্বীকার করেও উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তাঁর অনুদেশটিকে কিছু গল্পের সৃষ্টি করতে পারেননি। আজাদ এ সৈলাই তেমন জোরালো নয়। অন্যান্য গল্পকারদের মধ্যে হয়েছেন, নন্দলাল ভট্টাচার্য, বাসুদেব মণ্ডল, পার্থসারথি চক্রবর্তী, তুষার দাস ও আরও অনেকে।

সন্ধারীক। (বিশেষসংখ্যা)। সম্পাদনা বিমল কুমার ভট্টাচার্য ও সবিতা চন্দ। ৩৬এ, আনন্দময়ী। ইছাপুর। ২৪ পরগনা। দাম তিন টাকা।

ধারা, সাধক, চলচ্চিত্র, নাচ এবং সংখ্যাটি সম্পাদিত বেশ কিছু নিবন্ধ দেখায় এই সংখ্যাটি মূল্যবান হয়ে উঠেছে। তবে হয় মুখোপাধ্যায় যে সৈয়দ মুস্তফা সিরাজ, সমরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, নির্মলেন্দু, মুখোপাধ্যায়, প্রমিত সরকার, রাজেশের মিত্র এবং আরও অনেকের। ছাপা পরিষ্কার ঝকঝকে।

..খে অথবা দুঃখে ॥

জগদীশ বন্দ্যোপাধ্যায়

আমি তুলেও আর কখনো তোমায় সন্দিগ্ধতার মুহূর্তে
সন্তাপন হবো না
ইচ্ছে আমে একবার আঘাত করার—একেবারে হৃদয়ে
আমি নই এই পৃথিবী, হৃদয়ে কাঁসর মত এই বোধ
জন্মাতে একবার বেদনা উঠবে
সুখে অথবা দুঃখে

সন্ধীর জলে ইদানীং এক বীজ মিথ্যে খেলা করে
তার খেলা-ধুলো হয়ে যায় সাথিক
পাতালে যে আমার নিঃশ্বাস
প্রথম নীচু করে আমিও
সেই জলের গন্ধ মিই, কি এক আবেশে
নিজেকে প্রকাশ করার সব স্বাধীনতা বার্থ হয়ে যায়

এইরকমই কেটে যাচ্ছে অনেক বছর
এখন আর নিজেকে অভাগা নিঃসঙ্গ মনে হয় না.
বয়স যেন পাখনার মত
দুদিকে পা ছড়িয়ে সন্তর্পণে বসে আছি আমি
অন্তরালে পেরিয়ে যাচ্ছি, পেরিয়ে যাচ্ছি জলপথ, এইভাবে

এইবার আত্মহীন হব
নামবে একেবারে আঘাত করবো তোমার মেরুদণ্ডে
কবিতা মুখে তুমি সমস্ত শরীর জুড়ে
আসবে অনুভবে কাঁপবে ওঠা
জন্মাতে একবার
সুখে অথবা দুঃখে

তোমার সমীপবর্তী হতে চায় মন ॥

সমীর ঘোষ

তোমার সমীপবর্তী হতে চায় মন—
এই কথা লিখব
ছিন্ন কোন ডায়েরীর পাতা।
হেসে ফেলে আসে—লজ্জা পাই:
তেমনি, এমন করে আজকের দিনে
কবিতা লেখে না কেউ
মুখে না সম্ভাষণ।

এইসব মামুলীপনা—বলে যত বয়সের পরদা
পড়ে থাকে মুখে আপাতের ভুলে—
তার আমি লজ্জা পাই, হেসে ফেলে আসে।
তবুও কিসিমে ওঠে মাঝে মাঝে
বলিও তুমার মতো কবিতা থাকে না।

তোমার সমীপবর্তী হতে চায় মন—
তথাপি এমন।

তবুও ফিরে আসি ॥

সজল বন্দ্যোপাধ্যায়

ফিরতে হয়
সেলাই-করা পোষাক হাতে নিয়ে,
একই পথ দিয়ে।
বলিও, জানি, তোমার কথা নয়।

ফিরতে হয়
আপনা ঘর ও বাড়ি
ধুলোয় লাল দাড়ী
বলিও, জানি, তোমার কথা নয়।

ফিরতে হয়
পথে ফেলে দিয়ে,
মুহূর্তের কাঁদের ওপর মিছে।
বলিও, জানি, তোমার কথা নয়।

ফিরতেই হয়
যাবার সময় কিছু, কি যেন আসি?
পা টলমল—সবাই হয়।
ফিরতে হয়, ফিরতেই হয়।
এমনি করেই যাওয়ার পরেও ফিরে আসি।

উপন্যাস

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

অদ্য শেষ রজনী

যে

কাগজে বিজ্ঞাপন বাহ্য—

৫০ রজনীর পথে

উত্তর কলকাতার অভিজাত হল

অন্তরঙ্গ

সুলভা

কাহিনীসমৃদ্ধ । বিরল বস্তু

নায়ক/নির্মলেন্দু । অম্বিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে প্রেমাক্তা ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধা । রজনী অভিনয় ভূমিকায় । সংলাপ, অলঙ্কারী, সুন্দর অভিনয়

বৃহস্পতি সন্ধ্যায়. শনি-রবি ছুটির দিন
৩ ও ৬টায় ফোন । ৪৪-০০০০

আজ একুশ রজনী। নায়ক এ কদিনেই অনেক পালটে গেছে। অম্বিকা লক্ষ্য আনার জন্যে দু'একটা নিরর্থক অঙ্গসঞ্চালন করে ফিরছে। চতুর্থ দৃশ্যের পর দশ মিনিটের বিরতি একথা ভুলে গিয়েছে। সেজন্যে রজনীর চুলের ঘাম পাখাটাকে একটানা একটা ঘরঘর ঘোঁৎ ঘোঁৎ মিনের আওয়াজ মেরে-দের মেক-আপম্যানদের রেডি রাখতে হয় আজকাল।

নায়িকার ছেলের নায়িকার মৃত কর্মচারীদের বন্ধুরত্ন অবশ্যই সন্তোষ। নায়কে রীতিমত ইম্পার্টিনেন্স দেখাচ্ছে। সেখানে লক্ষ্য রেখেই পরছলা মাথার ঝিম রিহার্সেলের দুপো অম্বিক বেরোনো থেকে থেমেছে অনেক। বলে হলে গলায় হার। নায়কে সোনার। এই সময় স্টেজে ঢুকে অম্বিক ঘুড়ি-পাগলাটির ওপর শাড়ি সেলিনের পরে মাথায় ঘোমটা টানে। মুখে সিগারেট। কোন কথা নেই তার। কথা তখন রজনীর মুখে। তবু তার অভিনয়েই দর্শকরা দৃশ্যের ভেতে পাবে।

একদা প্রতি শোয়ে দু'আড়াই শো হচ্ছে। অম্বিক ভাড়া তিন টাকার টিকিট। পাঁচ টাকা, দশ টাকারও আছে। ভাল অভিনয়।

ঝিনু এসে বলল, এ-নাটকের মার নেই। লাগছেই—

—তার মানে? এ-হলের হল ভাড়া, সেক্সুয়ালম্যান লাইটের ভাড়া, ইন্টারভ্যালগুলের টিকা বাবদ টিকিট সেল থেকেই এসেছে বিজু। কিন্তু দর্শকাসনের ডিস্ক, কাগজির সব, বিজ্ঞাপন বোলার ব্যাপারের ছেলের টাকার কিসিং—সবই বাকি অর্থাৎ হল আছে।

—এবার কোথায় টাকা পেলে?
জেরা রজনী।
—স্বামীর দিলে?

রজনী মাথা নেড়ে বলল, না। আমার নায়ক যেন আসলের এক ভদ্রলোক আজ বিল করেন। বাবার বন্ধু ছিলেন। অম্বিকা কেরোসিনের কারবারী। কিনা মনে পড়ে দিয়েছিলেন।

অম্বিক বলল, 'কোথেকে শুনলো এ-সেবা জানি না।'

—মনে আসলে সব লোক হয়ে বেশি হয়ে যাবে দেখো।'

—আর কবে দেখব বিজু।'
—ধৈর্য ধর, ধৈর্য চাই।

—সোনের পর কথা বলব বিজু। দৈর্ঘ্য হয়ে গেল। ট্রেজ করলে দেখতে পাবে।'
—না আজ উঠি।'

হলের পা দিয়ে স্টেজের সেওয়ার সবসময় খালি থাকে। পরম। ছোট ছোট আয়নার সামনে এক-একজন বসে। ঘড়ি মেকআপের সোকানের আলোয় ঘর ঢাকা। সেওয়া ছোট ছোট লাইট। আইনা সেলিনের। রং বেরোনোর ছাপ। অম্বিক বোতল। রঙের টিউব। বেরিয়ে আসতে আসতে বিজুর মনে হচ্ছিল—তার টাকা থাকলে এরকম একটা ঘর বানিয়ে নিত। তার চওড়া মেকআপ-ঘরে থাকবে। থাকবে বিজ্ঞাপনের ইন্ডিকেটার।

বাইরে ভরত হলের সামনে ভিড়। লোক লোকাল। ব্ল্যাক্‌মার্কেট টিকিটের ব্যবসা। স্টেজলে ঘর ঘরে রজনী আর অম্বিকার ছবি। ছবিতে এতক্ষণ কতক্ষণ লোক থাকে। টিকিট কিনছে।

ঝিনুর মুখে ভাল প্রশংসা। এই তো নায়ক ঘরে ওঠার সময়ে। ঠিক যেন ফেরে সিনেমা হলের সামনেকার ইন্টারভ্যালের ভিড়। তবে পাতলা।

রজনী আয়নার সামনে বসে মুখে বেস মেখে নিচ্ছিল। ফাইভ-এস আর সিলস এস মিশিয়ে। দুটো টিউবই ফুরিয়ে এসেছে। ভেসলিন লাইটিং-এর সিলিন্ডার ছিল। ঘরে বা গালের বা দিকটা ছাড়ি দেখায়। সেখানে লাইনিং দিয়ে সেজ করল ঘরে রঙের কোম্পানি পড়লে গালের বা দিকটা পাতলা দেখাবে। এবারে স্পঞ্জ ঘরে জল নিচ্ছিল নিচ্ছিল। একবার পাউডার বুলিয়ে নিলেই রঙটা পাকা হয়ে যাবে। টানাটানি ঘসাঘসিরও সময় না।

অম্বিক অর্ধেক দিকে বাদলো জলেছি লাগাচ্ছিল। সেটের ওপর চুল বসানো। এরই ফেরের কাজ কাজ হয়ে যাবে। আজকে সেজো অর্ডার দিতে হবে। সিগারেট গালের সিগারেট কাম করে ঝরনাদির দিকে লাগিয়ে নিল। তার মুখের ঘেন ঘোর এল। ভাল দিকে ফিরকল চাকতে লাইনিং দিতে হচ্ছে।

রজনী যখন সোনা মুখের ওপর দিয়ে হাতে লাগানো লাইনস হাতটা বুলিয়ে দিল সন্তর্পণে। তখন ঘরসকারা কলকে সন্ধ্যা। ঝিনু ব্যাকস্টেজ দিয়ে সাজা গা মুখে রজনী এসে অম্বিকার আয়নার কাছে পর্দা ধরে দাঁড়ালো। স্বপ্নেদেখা। আজ কিন্তু তুমি একটু ভেবে ঘেরে বলবে; আমার অভাবী সকাল থেকেই মনে আছি—'

—সাড়ে ছয় নাও না একটু?'
—করেছি, কিন্তু হচ্ছে না'

ওরা দুজনে একটা মুহূর্তকে দুটি বলে জানে। একসঙ্গে থাকে ও অভিনয় রাত্রিকে খুব তাড়াতাড়ি কাছে এসে যায়। সকলে ওরা আলাদা রজনীকে দ্বিধি বলে জানে। সকলে পরিষ্কার জল, তাদের তুমি আসবার পর থেকে পাওয়া-পাওয়ার অভাব বেড়ে হয়েছে। সেই মেয়ে আর ছাড়ি এক মেয়ে হয়ে গিয়েছিল।

—সন্ধ্যা উতরাই না আমার আজকে—'
—রজনী আজ কর্পোরেশন ছিনিয়ে পড়েছিলে বোধ।'

—তা নিশ্চয়ই তো পড়বি। কিন্তু এখানে না। সেই জন্য পড়াশুনোর পাট তোলাই।'

—বাজনবর্ষের সন্ধ্যাবেলায় সব আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা দিয়ে পড়তে হবে। সাঁঝের তোমার গানে মন সম্পূর্ণ হচ্ছে—আমাদের সব আত্মীয়ের তোমার জন্যে সবচেয়ে গাছি নতুন রজনী। টাকা-পয়সার যা অবস্থা তাতে এভাবে আর কতদিন চলতে পারব জানি না। লাইনের টাকা—'

—আপনি তুমি লাইনের লোকদের নিশ্চিন্ত পড়তে তোলো তো। সমস্যাগুলো আমো তোমাকে তুলে দিয়েছিলে আপনার নিয়ে।'

—তাই নাকি। বলবে তো। আমি তোমার বলব।'

—আজ নিজে তুমি তো উপরে ঘরে আমের জন্য আপনিজনে খাবে—ঠিক তখন আমার তোমে, মনে মনে তাদের কথা: তোমার তোমারা? ওদের জন্যিয়ে যেন মনিমালিন বিছি টানছে। আলোর কথা তুলে বলে আজ, আমি তাদেরকেই তবে সুইট দিল।'

—আমার বলতে না কেন?'

—তুমি কথাবার্তা বলবে তাই।'

—আমি খুবি খুব রাগী?'

—তা নয়। ব্যবসায়িক সম্পর্কটাতে গিয়ে মিশিয়ে হয়ে গেছে।'

ওদের কথা আর এগোলো না। ইন্টারকম থেকে ফোন এল। কিন্তু তত ক্ষণে ফোন কেটে গেছে। কে? আমার? কার্তিকদের লোক ভদ্রলোককে নিয়ে আসি। সাজনের তোরে রাখতে সিট তোমে।'

—কে কে আসবেন?'

—কৃপাল তলোয়ারদার। উনাদের সাথে ব্রহ্মের মুখোপাধ্যায় সুপারি কর্তা—'

—আপনি তোল পড়ে নেছ তো'—

—উনারা এখানে গাড়িতে বসেন সবাই।'
—তুলে এসো।'

তোল কিন্তু মোবিলেই নিতে হল আজ। তুল উঠলে সাজানি সজনী তোমাদের—রজনী গাইছে গানের ওপর উপরে হয়ে শুনে। মা-দা তন্ময় হয়ে শুনছি গাইছে।

'একটি চন্দের জন্য ঝরে
তোল ভরে নিশিতোরে—'

আজ রজনীর ইচ্ছে বাজনা ভদ্রিলাইটের তোলো ঘরে তুলে ঘরে। তোল তো এমন কখনও পাওয়া যায় না। তাত এমনিতেই তিন টাকার মোট তুলে। পাঁচ টাকার নুটো তোমে ছিঁড়ে ছিন্নী হয়েছে। বন টাকা একটা তো সব খালি, ভরে নি।

কার নিয়ে মিনিট সাতেকের জন্যে আসর স্থগিত। তোল-আসা ঠোঁকিয়ে নিয়ে ব্রহ্মের তোল তখন। চন্দ্র তোমে টাকার ব্রহ্মোপাধ্যায়। ঘরে পড়াশুনো, চন্দ্র—প্রথম তন। আলিঙ্গনে নুটিয়ে তুলে গাও চুম্বন করি। আর বিন্দুবাবুর জন্যে এক বাক্স টা। লাইট লিখবে।'

সুজাতা তখন কলকাতা থেকে বেড়াতে আসা বান্ধু. তার বিশ স্টুডেন্ট জয়ের তোমাদের ভাইও তোমি, তখন মাত্রবো তোট তোমেটির সকলীয়া হয়ে যাওয়ার নতুন স্যাকে আছে। একবার তোল থেকে নিয়ে তা নিয়ে এল। কালো নাল তুলে আমি তোটিকে সাজাতে তোমার। এবা তো জানে না সে বাসবাসিত্ব। এরা তোমেছে জীবন-যাত্রার সুটী। ব্যবসার গাইতে তাদের। অবচ আর এক দিন আগে সুজাতা তুটির মেয়েমানুষে হিসাবে এক হাতে নিলারেই কাঁপন তার অন্য হাতে ছিল অসব স্যান তখন।

এই তুটির তোল এর তুইক। স্টেজে আসিনার করতে করতে কিন্তু আর চারজন লোকের মুখে একবার তোমে নিল রজনী। খুব তন্ময় হয়ে তোমছে। রজনীকেও তোমে নিতে হল খুবই নিখিলের দৃষ্টিতে। তোল সে নিবর্ণক তেওয়ারির দিকেই তাকাচ্ছিল। অন্যকারে তাকাতেও হয় কাঁচ মিটছিল।

লাস্ট নিয়ে রজনীর হাতে সুইতেন। তোমের উঁচু তোমেতে জীবন মাতিয়ে—। তোমাদি পাল্লাকির সঙ্গে তুটি। পাকে জীবনের মত তুটিয়ের যা থাকে তাই—পানপাত্র। সুজাতা বলল, 'আমি সর্বক্ষণ তুলতে তোমে—আমি কী। আর তুমি যার যার মনে কাঁদিয়ে নিয়েছে—আমি তুমি?'

এই 'তুমি' এবা তোমার মাজা এসে তোল সবার মুখে মাত্রা। তাই হলো তোমটা তন্ময় রজনীর। বাইরে হয়ত অনেক 'মাত্র ইন' আছে। আমার পরিচয়ে তোমে—সন্ধ্যামিত্র রশর্ক তুজনেও তুকে তাকিয়ে আসতেন তোমে। একজনের তোমে তুলনা তোই। কিন্তু আজ নিজে তুমি পাত্র ঠুক ঠুক করে তোল নিজ ঠুকছে নিটে।' তোম তোমে।

তোমের ভেতে একা তুলনার রাত মুখে এসেন। পুনে নিজে। ঈশানাথ রজনীর গানের আত্মিক অভিনন্দন। অনেকে, তোমের তোমে আপনার তুলিয়ন তোমাই।'

রজনী বলল, তুমি তো অনেক আগে। পরিচয় তোমেতে কিন্তু অনেকে। না ও অনেকে।'

কৃপাল বললেন, 'আপনার 'অভিমান' তোমেছি। তার পরি বহু আগে। তোল তুলনা তোই আপনার অভিনয়ে। অভিমানবাবু তো নিখিলের নিয়তির তোল করে তোমেন। নিখিলিপ্তিতার বিরুদ্ধে তুলে ধরার জীবনে অনুকরণীয়ো তোমার মত হয়েছে। আপনা—'

সুজাতি বললেন, 'পার্সোনাল নিয়ে না। খুব তন্ময়ীর হয়ে নিজে বিভিন্নের হয়ে তোল—'

বহুত বলল, 'অভিনয়ের তোমে সুজাতার জন্যে তন্ত হয়।'

ওঁরা আরোহণের তা তোমে চলে তোমেন। মাত্রার সময় রজনী উঠে দাঁড়িয়ে হাত তুলে নমস্কার করল। তাতেও ধরল। অনেকের তোল পরিচিতিটার টোল তোই নিজে।'

—আপনার কথা কি?'

—'তুলো তোমে চাদরো টাকার টিকিট বিক্রী হয়েছে।'

—তোল? তিন টাকার তো তো তুলে হয়েছে। আরও হবো টাকা দর। তা হলেও তো সব বিজ্ঞাপনের টাকা হচ্ছে না। অনেক তুটো বাংলা কাগজের বিজ্ঞাপনের টাকা তো তাই।'

—আর তোমি যদি টাকা লাট পড়বে তা হলে। সে টাকাই বা দাচ্ছি কোথায়? আমার হাতের এই তোল বালা আমি অনেক দিতে পারব না।'

—কী বলছ? আমার তো আছে। এতো বাত বেশি হবার। রাতিবাবুর অনেকে কলকাতার সাথে রাত তোলা আছে। সন্ধ্যে—'

তাকতেই সন্ধ্যে এসে তোল। হাতের ঘড়িটা খুলে নিল আমার। তোমার ঘড়ি। স্বপ্নে দিয়েছিল। টাকা নিয়ে ফিরে তোল। তিন মাসের ভেতর ছাড়িয়ে আনব। তখন তোমার আমার হাতেও ফিরে আসবে।'

—আমার দরকার তোই আমার। এই তো তোল চলে যাব। ঘড়িটা রাখো। আমি বালাটা এনে তোমেছি। সন্ধ্যে নিয়ে যাও—'

—এখন রাখো না। পরে কখনও হলে তোমে। সন্ধ্যে—টাকাটা নিয়ে যাবে, আমাদের বিজ্ঞাপনটা তোল কলকাতার একবার নিয়ে যায়। একটু অনুরোধ তোমো। তুমিতো সবার তাকে পড়বে।'

চন্দ্রিমা তোমেতে জন্ত তোল তোল। সন্ধ্যে কলকাতা তোলালে ছুটিলো। ছুটির তোল সন্ধ্যে তখন নিয়ে তোল। একটু পরে ছুটিংয়ের গাড়ি আর কার্তা টাঁকিয়ে বই নিয়ে রজনীর তোল তোল। আমি একটু তাকে, আরে আমার। তিনের তোলতোই যাবে। তোমে নিল।'

আমির কাটা টাঁকিটের ঘরটা রজনীর হাতে নিয়ে আর তোল তোমে সন্ধ্যেবেলার পরে তোল আসল। আর বালা তোলিলা নিয়ে দাম দিয়ে আসল। সব তিন টাকার তো। রজনী ঘরটা আবার টোলালো। এরাই আমাদের লক্ষ্মী।'

নিরুপম সাহু সম্বন্ধে। তোল তোমে পুরনো কলকাতার আসল উঠে এসে তোমাদের পাড়াগুলো তুলিয়ে নিয়েছে। আলোটা বেশি হাতে আলোলালা সব তোমে তোমিয়ে পড়বে। কলকাতার এই টাকি নিয়েই সমস্যা তুমি।

আমির টিকিট কাটা হয়ে গেলে ভেতরে অবস্থার রজনীর দিকে তাকাল। ভেতরটা দেখা হয়ে গিয়ে রজনী তাকে কখন থেকে টিকিটের বাকিটা মানিয়ে বলল এদের কাছে আমরা ঋণী। এরা না এলে নাটক বন্ধ হয়ে যেত। এরাই আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছে।'

—'আপনাদের কাছে আমি ঋণী।' বলতে বলতে ভদ্রলোক আমির হাত ধরে এগিয়ে এল। সে না এলে নাটকই হত না।' বলতে বলতে ভদ্রলোক আমির রজনীর মুখখানা ভুল বলল। ভদ্রলোক কথা ঠোঁট কামড়ে নিজের লালাসে ঠোঁট দুটোকে ভুলে নিল।

এটা কি হল। কৃতজ্ঞতার ঋণে হাসি এসে গেল রজনীর। এইভাবে দুটি কৃতজ্ঞতার লোপ পাও দুটি। নাও একটা পান খাও।'

—'আমি তো আমার পান জমা রাখলে।'

—'আরও আনেক কিছু রাখতে দেখবে।'

আমির আকাশে সাহস পাচ্ছিল না। কেন যে হঠাৎ অমন একটা ভাব এল তার। ইদানীং মেজাজে মিশে এত আজাদীর দুজনে দুজনকে জড়িয়ে ধরে। আজকেই ওরা জল, নাটকটা করার সময় জীবন সুজাতার আগ দেওয়া আভনয়ের পর দুজনে পর বসিয়ে দিয়েছিল। ঘটার ওপর আলাপের আড়ালে তার উনু সুজাতার উনুর ওপর পড়েছিল বারিকক্ষণ।

হলের খালি বোতলের কোকাকোলা খেয়ে সুজাতা নেশাগ্রস্ত রজনী হিসাবে নকল দুটো হাজার ওয়াটের কোকাকের নিচে বসা ছিল—তখন আমির দর্শকদের সামনে সুজাতার পিঠের বোতাম একটানে খুলে ফেলল।

এমন আভিনেত্রীর সঙ্গে অভিনয়ের সময় পাল্টা দিয়ে এগোতে হয়। নরক রজনীর সামান্য দুর্বলতা কিংবা অসাবধান একটা লক্ষ দর্শকদের সামনে দুজনে অভিনয়ের ঘোরে ঢিকে ফেলে দিতে পারে ওকে। সেখান থেকে ফিরে উঠে আসা—এসে বাসটে অভিনয় করা খুবই কঠিন। রজনী জেনে বোকে তার সাথে কখনও হবে।

সাজঘর থেকে এখন ভাত হলের ফাঁকা দেখে—সবুজ সাজানো চেয়ারের খালি সারি, ছাদ লাইটের জন্য তিনটি ঝোলান দেখা যাচ্ছিল। এখনও পরিচালক ফিরে যাবার ঘোরায়।

আমির ঘোরে ফিরে গিয়েছিল। এবার উঠে এসে রজনীর পাশে বসে বলল। তুমি আমার কি দিয়েছো জানো না রজনী। কাচিয়ে তুলে সাথা পর্যন্ত আমি পাথের বাড়ি তুমি। তোমো সাজঘরের ঘরে ঘোরা। একটুও ভাবিস হওনি। আমি এ নাটকের সাহস পাই তোমার কাছ থেকে। রোজ সাহস পাই। একা হলে আমি পারতাম না এসব।'

সত্য বল।

না। একটু চুপ যাব ভালো করে। এমন তো কেউ দর্শক সাক্ষী নেই। দেওয়ার ঠোঁটে ঠোঁট রাখলে আমি নাটকের একটানা তিন ঘন্টার ইতিহাসের স্বাদ পাই। সাহস পাই। জোর আসে। তোমার সাজোপ ঘিন বলে আজ অন্তত কতকগুলো খরচ টিকিট সেল হয়েই আসছে।

আমির আমি মাথাটা নিচু করে এনে ঠোঁট সুখে রজনীর ঠোঁটে রাখলো। অনেকক্ষণ। মাথা তুলবার পর রজনী বলল, হয়েছে! ইতিহাসের স্বাদ পেলে।

আমির কোন কথা বলতে পারল না। তার চোখের সামনে খোলা দরজা দিয়ে সিঁড়ি উঠে গেছে। সেখান থেকে সব দর্শকের চলে যাবার মুখো আনন্দধ্বনি শোনা যায়। এখানে খানিক আগে লেখকদের নিয়ে কিছু গল্প হচ্ছিল।

নিজে একদিন বলেছিল, 'আমির তুমি কখনো প্রযোজক হতে যাবে না। হাতের তালিবাদ তোমার পৃষ্ঠপোষক এসে ধরা দেয়। তখন এই ঐক্যমোনা প্রযোজক ওপর বিশ্বাস রাখা যাবে। পরিচালক বোঝা যায়—অনেক বাহবা তোমার জন্যে ওৎ পেতে বসে আছে। তখন তুমি আর সোনার সাঁচের চাঁদ থাকো না। অনেকে। মস্তিষ্কবিলাসিতায় নিমাত হয়ে যাবে। তখন সুদূরে মানুষ।'

হোটেল থেকে ভাত খেয়ে চন্দ্রীমা ফিরে এল। 'সুজাতা' নাটক তার হিসাবে ভালোলস। হিন্দুস্থানী বোরোদার মত কণ্ঠস্বর তার এক ঘাঁটি ঘরে ফিরে আসে একবার। আরেকবার হনুমোসজীর কাছে সর্বোত্তম হয়ে পড়লীয় দুঃখ সন্তানের জন্যে পাড়া চন্দ্রাবতে যায়। সেবারও প্রসাদ নিয়ে ফিরে এসে ছেলে ছেলে করে ছিলেতে কেতন ফেলে।

সেই চন্দ্রীমা রাত্রি নাইন্টার্স। দিনে আমিরের ব্যাপিবার। সো আকাশে এই সময় সারঘরেই হৈতেতাক ইন্দ্র বসিয়ে রাখিত,

পদ্মশ্রী আশাপূর্ণা দেবীর

কখনো দিন কখনো রাত ৩০

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের

জিনে একে চার ২০ গাও নাই পরিচয় ৫

বিমল মিত্রের

বিষয় বিষ নয় ৭ আমি ১৬

সুমথনাথ ঘোষের

ওখানে পদ্মা এখানে গঙ্গা ৫ জলধিতরঙ্গে ৫

ভৃগুজাতকের

হাত দেখতে শিখুন ৭ ভাগ্যলিপি ১

নীহাররঞ্জন গুপ্তের

সূর্য্য তপস্যা ১০ রাত্রি নিশীথে ৭-৫০

কিরীটী অমনিবাস

১ম খণ্ডের পুনর্মুদ্রণ। বেরিয়েছে। কুড়ি টাকা।

সপ্তম খণ্ড পর্যন্ত পাওয়া যাইতেছে

জনপ্রিয় সাহিত্য প্রকাশন, ৭ টেমার লেন, কলি-৯

বাসায়, নাইট গাউন, পায়জামা পাঞ্জাবী পরিহিত, দাড়ি কাটা ইস্তক অবধি দেখা। ছুটি নিয়ে ছুটির দিনটি বাসাতেই কাটাবার জন্যে অফিস থেকে বাড়ি ফিরে যাবার পর। তখন অনিলা একটিবার দেখা। পাশের ঘরটা আয়নার সামনে ড্রেসিং টেবিলে মুখোমুখি বসে। কখন ঘেন নিজের অজান্তেই অনিলার চোখ আটকে যায়। সমস্ত শরীর দিয়ে নারীত্বের নিজস্ব ছাপ আছে। যার তুলনায় মুখশ্রী হয়তো পড়া যায় তত তার মুখশ্রী নয়। তবু হলে বলা যায়, পড়া।' পরক্ষণেই প্রতিক্রিয়া সবল।

চন্দ্রিমা ওদের মুখোমুখি হাতটি পাশে রেখে এগিয়ে দিয়ে এল। অনিলাকে দাঁড়াতে দেখে দিয়ে অনিল সেকেণ্ড ক্লাস টীমের খেলোয়াড়দের মতন লাফিয়ে উঠলো। এর আগে সেকেণ্ড ক্লাসের পাসেঞ্জাররা ফার্স্টদের দিকে তাকিয়ে বিশেষ আগ্রহবোধ করত না। এ অবশ্য এই মাদ্রাজী মেয়েরা সব সময়ে যে জানে। অনিল ভেবেছে—কিন্তু পাশী এই সমাজীর ঔদাসীন্যে মাথা নেড়ে ঘুমোয়।

ট্রেন থেকে নেমে অনিলা দিয়ে ছাইটের বাড়ি যাবে ঠিক হলো। এই ক'দিন মাদ্রাজে সে পরিচয় কাউকে দেবার চেষ্টা করে না। এমনিতেই ওর উৎসাহ—সত্যেন্দ্রর প্রতিও মাত্রি জন্মালো। এতদিন ভেবেছিল বাবার এত বন্ধুবান্ধব এসে বলেছিলেন, তবু যাইনি নাস্তিক্যবশে এবার? তবে পাছে বাবার না পারার—'

অনিল বলেছিল, 'বাবা বলবে—ঈশ্বর মেনেছে?'

—আমিও জিজ্ঞাসা করেছিলাম ছেলেরা দেখেছো ভাই? বড়দের বলার আগেরা দেখেছেন মনাই!'

—'তাঁরা কি বললেন?'

—এক কথা। আমরা বোঝানি। তুলেছি।'

—'বাবাকে বোঝে এসে বলতে হবে।'

বাড়ির উৎসাহিনেরা আলোর পড়া জন্মকারে ভরে আছে। সমারোহের রেশটা খেলোয়াড়ের পেশী থাকে থাকে সজাগে। হাসনার গন্ধ। ছেলেমেয়েদের সাইমনে গুলা। ছাদটাকে বৃষ্টিভেজা সেতারগুলো পাওয়ার জন্যে কেপে উঠছে। বাড়ি বাড়ি এখন মুখার্জির ঘর, মুখা। এর ছেলের আমি অনিল কলেজপাড়ার হল ভাড়া করে নাইট করাব। টিকিট বিক্রি করাব। বিজ্ঞাপন দিচ্ছি। অনিলাকে ঘুম পাচ্ছে। ভাবে পরিচয়ের কি দাম আছে। আমার ধর্মিলতা অনেকদিনের জন্যেই এসব ভয় দেখাচ্ছি, এর ছেলের চোখার দিলো ছেলেরা মানুষ? ছেলে ভালোবাসছি।

বন্ধুরা ঘরে লীলা বলল, দেখা ছেলেরে রাত নটায়। এখন খাবারটা তাড়াতে বলল। তোর এর মেয়ে হয় তোমার—'

—'মিছেমিছি ঘরে কিসের ফিরতে মেরি হয়ে যায়—'

—'খাওয়ার কথা কি?'

—'ডিম পাঁউরুটি তো বলে ছিল।'

—'এইতো বড় সাহস।'

—'এখনো অনেক দেরি। আরও বিজ্ঞাপন দেয় দেব।'

—'তোমার ডিমারের কথা কি?'

—'জানাচ্ছি। সন্ধ্যের এখন কি কাজ থাকে তোর। সেরকম ভেবে পাই।'

লীলা বলল, 'এখা। আমার স্কুলের কাজ থাকে না বুঝি। ওসব পড়াশুনো থাকে। সন্ধ্যেটা মুখার্জিদের দেয় করতে হয়। একটা কিছু নতুন ছাড়ি।'

—'তাহ থাও। ডিমার সেই জন্যে যাচ্ছ।'

—'তোমাদের ডিনারটা খাওয়াটা কিছু করে রাখলে পারো। অবশ্য খাবার ডিনে তো পাবেই।'

—'ওর পর হলা খেলে ডিনারের উঠে যাবে। খেতে যাও।'

তাড় মেড় দিয়ে দিয়ে লীলা ভুলিল ছবির ভূমিকায় বলল 'আমাদের স্কুলের বার্ষিকীবিধান হচ্ছে—তাইকে আর তার সহায়কে পাস দিতে হবে। তোমার বিজ্ঞাপনে লেখা থাকে—সর্বপ্রকার ড্রি পাস বন্ধ—তাই আমি বলতে সাহস পাইনি বন্ধু সুবিধে হয় তেমন—'

—'আলাই পাঠিয়ে দেব। তোমাদের স্কুলের সব মিলিয়ে কতো।'

—'সে তো অনেক পাস। তোমার বস হবে।'

—'এতটা দিতে হবে না।'

—'তুমি তো বেলা এগারোটায় ছুটি পাও। বিছুক্ষেত্রে আসতে ছুটে যাবে তো।'

—'এসব আমার ভুল হয় না লীলা। ঘড়ি দিয়েরাজের আগেই টিফিন ছুটে পাঠিয়ে দেব।'

—'তাহলে আসবাবো দিও। বড়দের ক্লাব আছে। বাইরে বেরুবার সময় তাঁরাও ডাকাডাকি।'

—'বেশ তো।' তাড় মেড় অনিল বলল, 'তোমার তোমার নতুন ছাড়া?'

—'দিচ্ছি। ভালো হয়নি ছিলাম। পাড়ার দোকানের ঘরে বেশি বয়েছিল। ছিল তেল ছিল তেল। সন্ধ্যার। তাই আগে কাটিয়ে আনে ছিল অনেকগুলো ছিল ওজন করলাম। তার ভাগে আনেকটা দিই।'

—'ছেলেমেয়েদের ছিলো?'

—'ওরা তো মুখে এই ছিলো তাও খেল। তোমার জন্যে একটু রাখতে পেরেছি।'

—'আমি আর খাব না। তুমি খাও লীলা।'

—'আমার ছিলে নেই আজ।' তারপর ভূমিল ছবির গলায় অনিলকে বলল, 'মিসিমা ছিল পাইনে বলেছে, লীলা। তোর আবার একজন ছিলে। আর তুই এই সাড়ি পরে থাকিস?'

—'বলবার, তা কি পরে থাকব। খেয়েদেয়ে!'

—'না মেলে? মেয়েদের ঘরে মেলে থাকে মেয়ে থাকবে।'

—'তা তুমি কি করলে?'

—'মাথা গরম হয়ে গেল। স্কুল ছুটির মুখে সাড়ির সেই মেয়েটি এসে হাজির। মুখখানা সাড়ি ইন্সলমেন্ট নিয়ে ফেলেছে। ছেলে না। তিন মাসে শোধ হয়ে যাবে।'

—'আমি তো ভাগ্যিলাম—কিন্তু টাকা চাইব তোমার কাছে। বিজ্ঞাপন দেওয়া দরকার—বড় করে।'

—'কত টাকা!'

—'এই ধর দশ হাজার—'

—'ওরে বাবা। অত টাকা তোমার পাব!'

—'পাও তাহে খেয়ে ফেল লীলা। অনেক রাত হল।'

অন্ধকারে আরও অনেক রাত হয়ে গেল ওদের। ছোট্ট একটা কথা জানতে চাইল অনিল। কেন, কোন পরিপ্রেক্ষিতে তুমি? তোমার ছোট্ট বড় মেয়ে সাতে যায় কিনা। কিন্তু কথাটার পরে আবে না তো বোঝাতে। ইতস্তত।

মেয়ের প্রসঙ্গটুকু সযত্নে তুলে গেল সে অনিল। ঘর এসে নিজেকে তাকে অজান্তে করে দিল। লীলা চেষ্টা করেও আমিয়ে রাখতে পারল না। শেষে সব ভুলে গিয়ে পড়ল বিছানার ওপর।

তারপর লীলা বাইরের জলবারান্দায় এসে দাঁড়াল। এখান থেকে পরিষ্কার কিছুই দেখা যায় না। যে কোন একটা ভিন্নির পরিষ্কার দেখার জন্যে তার চোখ ছুটো সারাটা অন্ধকার ভিরে ফেলতে চাইছিল।

কিন্তু কিছুই অদ্ভুত দেখা না লীলা। শূন্যতায় ভিড়ার সে। মনে মনে একটা আশার ভিত্তি চেষ্টা করল। সেটার চেয়েও ভিন্নিদের আয়না কতখানি?

(ক্রমশঃ)

পুনশ্চ

।। সেকালের নবদ্বীপ ।।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

স্মৃতির স্মৃতি নবদ্বীপের যে একেবারেই লুপ্ত হইয়াছিল, তাহা বলা যায় না। অনেকানি নবদ্বীপ অবশ্যই লোপ এবং মেদনী প্রবাহ ভাগীরথীগর্ভে নবদ্বীপেই টানিয়া লইয়াছে। তুকাঁদল নবদ্বীপের সাধারণত আন্তার লুণ্ঠন করে নাই বটে, কিন্তু প্রবল বন্যের সহিত উহাও যে রাষ্ট্রি, তাহা পড়িয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। দুই শত বর্ষের প্রবল পাঠান-পাঠানে বিদ্রোহান বঙ্গীয় সমাজ রাজা লক্ষ্মণের সময়ে চূর্ণিত যাহা আবার তুলিয়াছিল। সেই সময়ে রাজ-সভায় 'রাজদূত' উপাধিপ্রাপ্ত রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ অমার্দনাথা বহুপণ্ডিত স্মৃতির নূতন নিয়ম প্রথা করিয়াছিলেন, স্মার্ত রঘু-নন্দনের গ্রন্থে বহুপণ্ডিতের ফল উদ্ধৃত হইয়াছে। রঘুনন্দন স্মার্ত রঘুনন্দনির নিজ শ্রীনাথ আচার্যের নিকট পাঠ নেয় করেন বলিয়া প্রবাদ আছে। লোকের ব্যবস্থা হোসেন শাহ শান্তিময় শাসনের ফলে, দেশে আবার শান্তিস্থাপন সুবিধা হইয়াছিল। নবদ্বীপেও প্রথম মুসলিম পণ্ডিতের আবির্ভাব হইল, স্মার্তিকাগ্রন্থে রঘুনন্দনের শিক্ষা হরিহর বন্দ্যোও এক ব্যাখ্যাকার অবশ্যক... বিদ্যার ও ...অন্যান্য অনেক পণ্ডিত নবদ্বীপে বাস স্থাপন করিয়াছিলেন।

।। নবদ্বীপ সমাজ ।।

বিদ্যার পণ্ডিতের পুত্র বাসুদেব সার্বভৌম বিদ্যার লিয়া মহাবন্দ্যোপাধ্যায় পক্ষধর মিশ্রের নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া সার্বভৌম উপাধি লইয়া দেশে ফিরিলেন। সেকালে সম্মান রাখিবার জন্য বিদ্যার অধ্যাপক মহাশয়ের পুঁথি নকল করিয়া লইতে দিতেন না; অধ্যাপক স্মার্তিকাগ্রন্থ বলে দেশে ফিরিয়া বাসুদেব অনেকখানি পুঁথি অধিকল লিখিয়া ফেলেন। শুনা যায় সার্বভৌম মিশ্রটি নাম তাঁহার এক নামের টীকাও ছিল। বিদ্যাপ্রদেশের চতুষ্পাঠীতে দর্শন শিক্ষা দিয়া বিদ্যকাল পরে তিনি উড়িষ্যার রাজপণ্ডিত হইয়া যান কিন্তু তাঁহার সহাধ্যায় বিদ্যাধরভট্টাচার্য বাটীর টোল চালাইয়াছিলেন। বাসুদেবের সুযোগ্য পুত্র মহামনস্বী রঘুনন্দন পক্ষধরের নিকট পাঠ নেষ ও শিরোমণি উপাধি লাভ করিয়া আসিয়া, নবদ্বীপে মহাশাস্ত্রের সভা প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার মনোমোহক সর্বতো বিদ্বান হইয়া সেকালের স্মৃতি ও ধর্মতত্ত্বে রাঢ়বিষয়কে নবদ্বীপে আকর্ষণ করিয়াছিল। এই কারণেই বৈষ্ণব কবি লোচনদাসী দুঃখী পাতে সবে মহাবক্ষ বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছেন। তখন হইতে পাণ্ডিত্যের নবদ্বীপ বলে প্রসিদ্ধ হইয়া উঠে।

নবীন বুদ্ধ মিশ্রই পণ্ডিতও (শ্রীনাথাচার্য) অল্পবয়সে নবদ্বীপেই পাঠ শেষ করিয়া বাসুদেবের টোল খুলিয়া বসেন ও অল্পকাল মধ্যে অসাধারণ প্রতিভা দেখাইয়াছিলেন। যৌবনে পদার্পণমাত্রে তিনি বঙ্গ-ভাষায় সকল স্মৃতি তর্ক করিয়া ফেলিয়াছিলেন। প্রাচীন বৈষ্ণব কবিরা শ্রীনাথাচার্যের প্রাথমিক বিদ্যাবত্তা বিষয়ে এই প্রবাদ রচিয়া এবং বিদ্যাবত্তী পণ্ডিতের

সোনাকে - যোষ দর্শাইবার দুর্ভাগ্য নিমাই আপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু নবদ্বীপের পণ্ডিত সমাজের মনে শালিক হইয়া সৌরাঙ্গের 'নিমা যে কেবল বাসুদেব অধ্যাপকেই সীমা-বদ্ধ থাকিবে, ইহা পরবর্তী ঘটনাবলীতে আমরা দেখিতে পাইব। যে রঘুনাথ শিরোমণি বাঙালির নিমিত্ত সেদনস্তিদ্ব, শ্রীচৈতন্যের বৃদ্ধিবৃত্তি যে তাহা অপেক্ষাও প্রখর, তিনি যে সব বিষয়ে সবার সেরা এসে না সবাইকে পাছিলে বুঝোবস্তির সন্ধান কোথায়? রঘুনন্দন প্রতিষ্ঠিত যে একটি প্রবল শ্রীনাথাচার্যকে নিরোধিয়াও নিরোধিত করা হইয়াছে। (প্রথম) রঘুনাথ একদিন যার চলায় বসিয়া এক ঘটি ভাঁজি প্রাতঃকৃত্য সমাপনে সমাধিতীরের আশ্রমে পৃষ্ঠভাগের পাকে মলত্যাগ করিয়াছে, জানা নাই, এমন সময়ে নিমাই পণ্ডিত স্নান করিয়া ত্রিপ্রিকরেন বালক নিমাই-এর স্নানেরবার্তা উপস্থিতের কথা বালালীলা প্রসঙ্গে বৃন্দাবনে দাস বর্ণনা করিয়াছেন। তাহারই ঐতি-সংহারে কবি-কর্ণপুর বলিতেছেন— রঘুনা-থের নিমাই পণ্ডিত ছিলা কালে নিতাইয়া রঘুনাথের পৃষ্ঠে চড় মেরেছা 'কাঁহি তোহিন্দু হইয়া উঠিয়া বলিলেন, 'কিরে নিমাই, আসছ কি?'

ম—'পড়তে কাজে যে যাচ্ছো তোমরা?'

রঘু—'পড়াশুনা করতে হলে রঘু-নন্দনের গাই তোমার বড় ছেলে ছেলে বেড়ালে চলে না।' কিন্তার নিমাই 'কি নিজামার রঘুনাথ যে সবসময় আলোচনা করিতেছিলেন তাহাতে দুর প্রকার সন্দেহ এবং সেই সময়ের সম্বন্ধে ঐশীয়ানো পলায়িয়া অবলেষে যে আপনি উচিত পরে তাহা আপন করিলে সোজাসুজি আমাদের কিন্তু না করিয়াই তাহার সমস্তের নিমাই।

(নিতাই) এক সময় রঘুনাথ ও নিমাই একসঙ্গে খেয়ার সৌকায় পারাপার হইতে-ছিলেন। রঘুনাথ কি পুঁথি নিমাইয়ের নিমাই উত্তর দিলেন, তাহার স্বরচিত ন্যায়ের টীকা রঘুনাথ তাহা একবার দেখিতে চাহিয়া 'অবশ্য বলিয়া বসিলেন, এই ন্যায়ের টীকা প্রকাশিত হইলে আমার টীকার আর নিমাই আদর হইবে না।' রঘুনাথের মনুষ্য দেখিয়া শ্রীনাথাচার্য অবশেষে ঐ পুঁথি বন্যাস্রোতে বিসর্জন করিলেন ইতি।

বন্যাস্রোতে পুঁথি ভেসিয়া গেলেও পরাণি ঈশান দাসের (শ্যামা) অধ্যের তুফানে অবশ্য... নিমাইয়ে, তখন শ্রীনাথা-চার্যতার বলিয়া বৈষ্ণবসমাজে স্বীকৃত। কিন্তু ঐ পুস্তকেও... রঘুনাথ শিরোমণির নাম নাই, তখন এক পণ্ডিতের প্রাধান্যে উহা স্থাপিত হইয়াছে। ঐ স্মার্তিসমাজের সাধারণের সমাধ্যায়ণ করা। কিন্তু এক-দুদিন মধ্যেই রঘুনাথ নিমাইয়ের নিকটে যে কবি, তাহাতে... সমাধি ভেদন... নিমাই যে তাহার ধীমানো করে? কিন্তু সেই কবিত্ব সমস্যার ইতিহাস রঘুনাথের প্রথম যৌবনের রচনা বলিয়া লোকে বিশ্বাসিত হয়।

এখন চৈতন্যদেবের সমসাময়িক নবদ্বীপ-সমাজের বিষয়গুলির কথা আর কি আলোচনা করা যাইবে। বিদ্যাদল ওরফে নিমাই উপলক্ষ্যে ত্রিবিধ ভারত পরিত্র পণ্ডিতের পাণ্ডিত্যের বাহাদুরির চৌদ্দ পড়িয়া যায়। তাহার অদ্ভুত ব্যাখ্যা শুনিয়া ঘরে ঘরেই তুর্ক হইতেছে—

গুরু বলে যাদ ভুল না নিয়া পড়।
ভট্টাচার্যের টিকা ভুল বলিলাম ধরে।।
আপনি আসেন তবে সূত্রের স্থাপনা।
তোমা আগে আর কেহ করেন খণ্ডনা।।

ইহাতেও সৌজন্যের বিকার অবশ্য পাইতেছি। সেই নিমাইয়া নিয়া যা প্রাতঃকৃত্যে পরাণি সহযোগে অধ্যাপনার পূর্বেও হইত না। পণ্ডিতদিগের সভায় যা সৌজন্য পক্ষ-প্রতিপক্ষ দুরু করেন সমাধ্য তখন সোজন্য বর্ণ নয় বলে। দেখানেই বাধি কথা করিয়া বসেন, (বৈষ্ণব গ্রন্থে) ইহার প্রথম বাধিয়াছে এই হইল বাসিবার প্রথানী। সমাধি খুব সমস্তুরে পূর্বেও... নিমাই বাহার নিজেই দুরু করে না, সৌজন্য নিমাইই বলিয়াছে, 'আপনার সাধ্য এই বিষয় আমি, তবু কিন্তু আমারই বাসনা বাই ইচ্ছা।' সন্দেহের বাধায় বসিয়া করিয়া... অধ্যাপনে বুঝাইয়া নিয়ে বুঝাই বলিল 'পড়িয়ের তোমার স্থানে দুরু নিমাইয়ের।' অনুমান পণ্ডিতের বাহাদুরি বড় অবশ্যকরণ, আমাদের 'নিমাইর পড়ুয়া' বলে।' সোনাই করিয়া নিমাই সেখানে অধ্যাপনা করেন, এবং 'আমি তর্ক সৌজ করিব বলেন আমার' তবে আমি তাই নিয়ে আমরা পূর্বাহ্ণ বলিয়া অধ্যাপনা করেন। এইরূপে 'বিদ্যাবাচস্পতি' সৌজন্য নিমাইয়ের তর্কি তুর্ক করিয়া বেড়াইতেন, আমাদের আমার মনে নিমাইর আমার; তাঁহারাই প্রতিও সাহিত্য কুসুমাঞ্জলি প্রকাশিত হইয়াছে ঐ প্রকার। এইরূপ নবদ্বীপের পড়ুয়া অধ্যাপকের বসিয়া অধ্যাপক প্রথম আন্তরিক বলেন্দ্রনা' এই উচ্চ ও নানাস্থানে দেখে দুরু সরস্বতী পড়ি।' সমস্ত দেশকে তর্কি নিমাইয়া তুলে তাঁহার নিজেই যেন নয়, পণ্ডিতের চতুষ্পাঠীর বসিয়া তাঁহার তাহা তখন অধ্যাপনা— প্রতিদিন, স্নানের ঘাটেও তাঁর ছেলেদের সোজাসুজি তিনি তত উৎসাহ তখন। তখন হয় তাঁহার নৈয়ায়িকেরা প্রসঙ্গেই এই সময় উৎসাহ ও উদ্যমের সহিত তুলনা হইতে না।' রঘুনাথের মনুষ্য দেখিয়া শ্রীনাথাচার্য তখনও ঐ পুঁথি বন্যাস্রোতে বিসর্জন করিলেন ইতি।

বন্যাস্রোতে পুঁথি ভেসিয়া গেলেও পরাণি ঈশান দাসের (শ্যামা) অধ্যের তুফানে অবশ্য... বিদ্যাবে, তখন শ্রীনাথা-চার্যতার বলিয়া বৈষ্ণবসমাজে স্বীকৃত। কিন্তু ঐ পুস্তকেও... রঘুনাথ শিরোমণির নাম নাই, তখন এক পণ্ডিতের প্রাধান্যে উহা স্থাপিত হইয়াছে। ঐ স্মার্তিসমাজের সাধারণের সমাধ্যায়ণ করা। কিন্তু এক-

নবদ্বীপে সমবয়সী পণ্ডিত সমাজ ...
জ্যোতিষ্মান অধ্যাপক নাম শান্ত নাম।
ভট্টাচার্য চক্রবর্তী বিদ্যা বা আলঙ্কারী
অধ্যাপনা বিনা তার আর নাহি কার্য।
বয়সেও সবেই সমান সবে যুবা,
শাস্ত্রতর্কে হইলে প্রবাদও নাহি সাধি।
(বৈ ভাগবত)

সে সময় সার্বভৌমের শিষ্য রঘু-নাথের প্রকৃত নবদ্বীপের সমাজ, সমাজ মুখের সার্বভৌমও উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছিল।

অসমাপ্ত

অঙ্গনা

শ্রীমতী অম্বিকা সোনি

সর্বভারতীয় যুব কংগ্রেসের সভানেত্রী শ্রীমতী অম্বিকা সোনি কলকাতায় এসে-এসেছিলেন গত ৬ এপ্রিল কলকাতার এসেই সভা-সমিতি থেকে উপস্থিত হতে হয়েছে তাঁর সময় কেটে গেল। পাঞ্জাবের মেয়ে অম্বিকা এর আগে বারকয়েক কলকাতায় এসেছিলেন কিন্তু তবে কংগ্রেসের সভানেত্রী হিসেবে এই প্রথম তাঁর কলকাতায় আসা।

ছিন্নি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অম্বিকা ইতিহাসে অনার্স গ্রাজুয়েট হওয়ার পরে-চলে যান কিউবার প্রজাতন্ত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখানে তিনি স্পেনিশ-ল্যাঙ্গুয়েজে হন। কংগ্রেস বিভক্ত হওয়ার সময় থেকেই সোনি তবে কংগ্রেসের তরুণীশিবিরের কাজে যোগ দিয়েছেন। ১৯৭০ সালে তিনি যুব কংগ্রেসের সর্বভারতীয় পত্রিকা সংবাদ সম্পাদিকা(মনোনীতা) হলেন। যুব কংগ্রেসের সাংগঠনিক সম্পর্কে তিনি / অত্যন্ত আশাবাদী। প্রধানমন্ত্রীর বিশ-দফা কর্মসূচীকে রূপায়ণ করে দেশের সর্বাপেক্ষা উন্নত করতে অম্বিকা তথা তবে সম্প্রদায় স্বপ্ন-পরিকল্প—এমনি ধারণা অম্বিকা সোনির। তাঁর যে তবে সম্প্রদায় বলে বলে তবে যুব কংগ্রেস যোগদান করছে, তারা সংগঠনকে বিলালির হলে দেশের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। সংগঠনের তিনি কর্মসূচায়নের দিকে নজর রাখার জন্য আহ্বান জানান।

শ্রীমতী সোনি অবশ্য বহুদের অবসরের সময়ী। দেশের কাজের সঙ্গে সঙ্গে তিনি বহুদের স্নেহ ও প্রীতি কবিতা লিখে পড়ার সময় করে তুলেছেন দেখা।

সোভিয়েত স্টাডি গ্রুপের

সম্মেলন

গত ৬ এপ্রিল এক সম্মেলন আয়োজন যে হিসেবে সংগঠিত হল সোভিয়েত স্টাডি গ্রুপের উদ্যোগে। শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু ১৯৬ সালে সোভিয়েত স্টাডি গ্রুপের যোগাড় করেন। প্রথম দিকে বিভিন্ন কলেজ-বহুদের সমাজের একসঙ্গে জানা সেখানে সভা-ও সেমিনারের আয়োজন ও তাদের উদ্যোগকে কার্যকরী করতে তুলে ধরেন। বর্তমান এই গ্রুপের কর্মসূচী হয়েছে বিস্তৃত, স্টাডি গ্রুপ তার সহযোগী কলেজের বিভাগ বন্ধ ও উদ্যোগ সেবার জন্য মাঝে মাঝে বিভিন্ন বার দিল ও ফাংশনাদিতে। বিভিন্ন সাহিত্যিকদের সঙ্গেও এই সংস্থার অনুরূপ যোগ রয়েছে।

এই সম্মেলনে বিদেশ ভাষায় বলেন, সমাজে যা হচ্ছে পরিবর্তন হচ্ছে, তাতে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা রক্ষা করাই আমাদের মূল লক্ষ্য। আমাদের দেশ থেকে ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য এখনও দূর হয়নি। জ্ঞান, সাহস ও নতুনকিছু নিয়েই আমাদের ভবিষ্যৎ গড়ে-পড়তে হবে। সহর ও গ্রামের দরিদ্রদের দারিদ্র্য ঘুচিয়ে তাদের জীবনযাত্রার উন্নত মানের পরিকল্পনাকে কার্যকরী করার জন্য আমাদের সকলকে সচেষ্ট হতে হবে।

তিনি আরো বলেছেন, বিশ্ব দফা কর্মসূচী কার্যকরী করার মূল লক্ষ্য দেশের দরিদ্রসমাজ ও গ্রাম—যেখানে আমাদের জনসংখ্যার শতকরা ভাগ মানুষ বাস করে। সেখানে পার্থক্যহীনতা দূর করে তাদের স্বয়ম্ভরশীল ও আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তুলতে হবে। কৃষিক্ষেত্রে এবং ছোট ছোট কুটিরশিল্পের নতুন করে জীবিত তুলতে হবে। অবশ্যের গ্রাম সহর নিয়েই আমাদের পরিকল্পনা সার্থক হবে না—কৃষি-নির্ভরশীল শিল্পকেও সেদিকে উন্নত করতে হবে। তাঁর গ্রামের লোকেদের সহযোগী অভিযান হয়ে করাও দরকার হবে।

কলকাতা সহরের আকর্ষণ দুর্নিবার। আলোকোজ্জ্বল পথে-ঘাটের মধ্যে ভিড় এখানে জোরেই আসে। এ-ভিড় এড়াবার জন্য গ্রামের সর্বাপেক্ষা উন্নতির প্রয়োজন। তাছাড়া কৃষির উন্নতি মানেই দেশের খাদ্য-সমস্যা বিদেশ থেকে আমদানি করতে, হলে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার ঘাটতি পড়বে, আর দেশবাসীর শিল্পের উন্নতি হবে ব্যাহত। এই জন্য সহরী ও গ্রামোন্নতির প্রয়োজন।

আমাদের কর্মসূচীকে এখনও পরোপুরি ঠিক হয়নি—তাতে আমাদের যে-সমাজ হয়তো এক ধরনের এখন সিদ্ধান্তের দেশে দেশবাসীর সংখ্যা ভিন্ন ভিন্ন থাকবে।

সর্বভারতীয় যুব কংগ্রেসের সভানেত্রী শ্রীমতী অম্বিকা সোনি উপস্থিত ছিলেন এই সম্মেলনে। তিনি বলেন—ব্যবসাদার ও শিল্পপতিদের এমন ব্যবস্থা করতে হবে যাতে দেশের যুব সম্প্রদায় ও মহিলারা কর্মনিযুক্ত হয়ে দেশগঠনের কাজে সাহায্য করতে পারেন। শিল্পপতিদের নিজেদের মুনাফার দিকে নজর নয়—কর্মসংস্থানের দিকে তাকান দরকার। আমাদের দেশে কিছু রাজনৈতিক নেতাদের আদর্শগুলির ফলে যুব সম্প্রদায় দুঃখের সোঁছিত। বর্তমান সমাজিক ও অর্থনৈতিক প্রগতি লক্ষ্য করে সেই সোঁছিত যুব সম্প্রদায়ের আবার চেতনার উন্মেষ হয়েছে। দেশ সোকদেরই আর তারা নষ্ট করতে পারবে না। যেসমাজ বঞ্চিত মূলে আমার আমা কংগ্রেসের কাজের কর্মে নিতে পারে। মিসেস সোনি আশা প্রকাশ করেন, দেশের অর্থনৈতিক ও সমাজিক উন্নতির দিকে লক্ষ্য রেখে প্রগতিশীলা মহিলারা তাঁদের কর্মপন্থা নির্ধারণ করবেন।

সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির যুব সম্পাদিকা মিসেস মার্গারেট আলভা সভায় ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন—সকলে মিলে-মিশে কাজ করলে তবেই দেশের প্রকৃত উন্নতি হবে। মায়ানের ক্ষেত্রে মায়ের ভূমিকা কখনোই অবহেলিত হওয়া উচিত নয়। তিনি জোর দিয়ে বলেন, স্ত্রীজাতিকে কমিটির সর্বদা সজাগ দৃষ্টি উচিত মহিলাদের স্বার্থরক্ষার জন্য। ভারতীয় মহিলাদের পরিণত হওয়া উচিত যে, তাঁরা অন্য অনেক দেশের মহিলাদের থেকে অনেকদিনে অনেক স্বাধীনতা ভোগ করছেন।

প্রধানমন্ত্রীর অর্থনীতিবিদ মিসেস নরুল বক্তব্যরী বলেন—ভারতের কৃষি-ভিত্তিক অর্থনীতি প্রতি বছর ভিন্নতা ভিন্নতা নির্ভরশীল ঐ খামখেয়ালি উপাদান করতে পারবে।

প্রোসিডেন্ট মিসেস সারদা সিংহানিয়া অতিথিদের স্বাগত জানিয়ে শ্রীতি গ্রুপের সাম্প্রতিক উন্নয়নের কার্যবলীর বিবরণ দেন।

এই সম্মেলনে বিশেষ কৃতিত্বের জন্য পুরস্কৃত করা হয় মিসেস রীতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। মিসেস বন্দ্যোপাধ্যায় মিসেস-শিক্ষা গ্রহণ হয়েছিল ওয়েলেসলি নতুন তার আছে। মেম-বিদেশের আগে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে শিক্ষালাভের সঙ্গে সঙ্গে তিনি বিভিন্ন প্রদর্শনীতে বিদেশ শিল্পসম্ভার উপহার দেখিয়েছেন।

পুরস্কৃত হয়ে তা এক কবিতায়। পরিচিত ও আত্মীয় মেয়েই তা কাজলরেখার অনুরূপ সাধনা।

সমাজসেবী সংস্থা ও অসহায় মানুষের জন্য সর্বত্যাগিনী শ্রীমতী রাণী মিত্রের সকলের পরিচয়। তিনিও সোভিয়েত স্টাডি গ্রুপের পরোপকার গ্রহণ করেন।

সমাজের বিভিন্ন মহিলাদের নিয়ে সোভিয়েত স্টাডি গ্রুপ গঠিত। আলোচনা সভার আয়োজন করার সঙ্গে সঙ্গে সমাজ-কল্যাণকর ও দেশগঠনের কাজে এই সংস্থার আরো অনেকখানি ভূমিকাই আমাদের আশা।

সরাজি চৌধুরী

কাঁচের একপাশে

রায় চৌধুরী

মহানন্দার পৌষসন্ধ্যে যখন ঘোরাল হচ্ছিল, সবিতার হাত থেকেই তোয়ালেটা খসে পড়েছিল মেঝেয়। সবিতার হাত থেকেই তোয়ালেটা খসে পড়েছিল মেঝেয়। সবিতার হাত ধরে টানছিল বিনোদ—আসলে হাত ধরে টানছিল লালসালু। লোভালুটি ছিল, হাতটাকে আঁচলের নিচে আবার ঘুরে চলে গেছে।

বিনোদ স্নানঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে কাঁপছে এল। একটা সিগ্রেট ধরাল। তার মনে ছিল। ফিরার বেলায় এসেছিল বলে সে তখন খেয়াল দিচ্ছিল না তা। ফ্লাটে ফ্লাটে লোডশেডিংকে ফিরোজ করতে মহানন্দা সিমেন্ট হলের কাছে পৌঁছেছিল, সেখান থেকে একটা ফোন। তার পকেটেই ছিল পূর্ণিমার লেখা চিঠি। চিঠিতে পরশু বিকাল ৩টা ছিল। এবার তা নেই। একটা লোডশেডিং হাত আছে। তারে লেখা—প্রিয় বিনোদ, চিঠি পাবামাত্র একবার চলে এসো।

তোমাকে খুবিশ দরকার। দয়া করে এসো কিন্তু। ইতি—তোমার-অপূর্ণিমা।

সবিতার হাতে চিঠিটা পড়েছিল। সবিতা আঁচল ফেলে বিনোদের হাতে পেপারওয়েটটা দিয়ে ঘরে তুলে ফেলেছিল। তার চোখে প্রশ্নের ঝিলিমিলি লক্ষ করে বিনোদ বলেছিল — যা মনে পড়ছে, পূর্ণিমার মা'র নাম সবিতা।

—পূর্ণিমা? কে সে।

—আহা-হা। তুমি যেন নামটা নতুন শুনছ। ছোট শিশিরের ছাত্রদের মেলে অনেকদা। ও'র স্ত্রীর নাম সবিতা তাদের প্রেমে পূর্ণিমা।

—নাম করা ফিগার আর ঘরে সম্পর্কের আত্মীয়ের মেয়ের নাম মনে রাখার মত স্মৃতিশক্তি নেই।

—ঘরে বাস করলে ফ্রিজটাকেও ঘরে হয়ে যায় আর আত্মীয়কে বাসলে অনাত্মীয়ও আত্মীয় হয়ে যায়। পূর্ণিমা আমাদের বাড়িতে থেকে ওর পাশের পরীক্ষা দিয়েছিল। ছ-সাত বছর আগে ও একবার পাশের পরীক্ষায় জলপাই এসেছিল।

—যাব কি যাব না? বিনোদ-এটোলার কথায় সম্বিৎ ফিরে আসে বিনোদের।

ওদিকে সে নিজেই ছোটাই নিয়েছিল। পূর্ণিমা হৃদয়ের আওয়াজটা যেন শোনে স্থির হিসে বলেছিল বাড়ীর সামনের ঘাসের জমিটায়। ঘোল বছরও পূর্ণ হয় নি তখন পূর্ণিমার। গোলাপী ফ্রকের একটা হিলোলায় ছক পরা, এক হাত তুলে চুল স্থিরের উপর, একখানা পায়ের নীল ফ্রকের ঘাস দুলিয়ে। ফাঁড়া ইলেকের মত পায়ের রঙ, গোলাপী আভা, কালো চুল নীল চোখ—মনের হিংসে কম্পিনেশন সবচে ঘাসের উপর স্থির হয়েছিল। তার সঙ্গে যেমন একটা সোন্দর্য একারতের সোন্দর্য ছিল তার পাশে পরীক্ষা, অথবা পরীক্ষা সম্পর্কে আতিশয্য—এ হিসাব ঠিক মতোই পারে নি তখন সোনা মুখের অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে বিচার করেছিল।

পূর্ণিমার কাছে সোনেও আ সাড়া যেন দি। কিন্তু পূর্ণিমার স্থিরের ছোর বিনোদের সাহিত্য আবহাল হয়ে গিয়েছিল পরিচয়ক্ষণের জন্য। মুহূর্তে তখনে কথাটা উপলব্ধি করে পূর্ণিমা স্থেহন ফিরে আসিয়েছিল।

ঠিক সেই সময় বিনোদের হৃদে পর পর উপমা একসঙ্গে ভিড় করেছিল। আজ আর তার কথা মনে নেই। পূর্ণিমা তাকে আঁকড়ে ধরে নি। তবে, ওর বলেছিল উপমা পড়া পূর্ণিমা মেয়েদের অনেক কথা, ভালবাসার পরীক্ষার স্নেহের মোমের মতো এসব একসঙ্গে তার চোখে খেলে গিয়েছিল। বিনোদের মেধিন মনে হয়েছিল জীবিত ধরনের হবেতা একটা অনন্য প্রকাশ সে করতে পারত না।

—বাবা, সামনের বাড়ীটায় আপনি থাকবেন। ফিলাওয়ালার কাছে বিনোদ শুনেছে সে ওদের বাড়ী দেখিয়ে দেবে।

তখন অবশ্য প্রায়ান্ধ অন্ধকার। কিন্তুই সবাই ফুটিয়ে পড়ে নি। কয়া নাকেই তারতী মৌসি হয়ত বলে দিলেন।

কি ব্যাপার মৌসি? হঠাৎ চলে—?

—ভেতরে এসো। পূর্ণিমা ওর, হাতে চে এসেছে।

বিনোদ ওর হাতের আলগা এক পাশে ছেড়ে ওদের মোড়া ধরে. বাথরুমের দিকে চলে যায়। ভাল করে বাথরুমে হয়ে হবে। স্নান করলে আরও ভাল হত। কিন্তু ঠাণ্ডা যা পড়েছে তাতে স্নানের কথা না ভাবা ভাল। লতিকা আসার সময় বাথরুম ঘরে বলে দিয়েছিল, গ্রীজ জাগি ঘরে গরম জল রাখা আছে। কিন্তু, সাবি ভোলে মানে

লতিকার কথা মনে পড়তেই অন্যমনস্কতা একটা ঘাসার বিনোদের মুখের চেহারাটার যেমন মেন পড়তে লাগল। কতদিন ধরে কত করে এমনিতর পড়তে থাকল আর বিনোদ বিশ্লেষণের জন্য আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ভাবনার মেন্তে লাগল। বিনোদ কাজে ঠিক মানে।

—এখন লতিকা দেবী, আমার সঙ্গে আপনার একটা সম্পর্ক, মানে আর কিছু থাকে।

খুব খুব ভয়ে লতিকা বলেছিল। এ দিকে তাপসেই লজ্জায় মাথা নিচু করে ছিল অনেকটা বলেছিল—তবে সার্কাস হয়ে গেছিল আপনি, তাই না।

বিনোদ আরও বেশী সার্কাস হয়ে পড়েছিল লতিকার কথায়। সে সহজ হবার জন্য হাসে, হেসে বলেছিল। —ঠাট্টা আপনি নয়। বাড়ীটা খুঁজতে পারে নি, সন্ধ্যে হয়েছিল। ঠিক বিশ্লেষিত লতিকা—সবার বড় পরের দেখ, আর তো বাড়ী কাল দিন।

কিন্তুক্ষণ পরের সেই কথা বলে নি, বিনোদের তখন জ্ঞান নাসাবিল। তার সামনে সামান্য পরিচয় যে মেয়েটি বসে আছে তার সঙ্গে সাত্য জীবনের জন্য একটা মধুর বন্ধনের আকাঙ্ক্ষা তার পাগলামিতে মেতে গেছে। আর কাল সেই সে সম্পূর্ণ তার হবে। লতিকা আবার হবে কুলে তার দিকে তাকিয়ে বলেছিল—বাবা যে এখন বাড়ী নেই, কিন্তু বলতে হবে কি?

বিনোদ বুঝেছিল, লতিকা তার অবচেতন সম্পর্কে সচেতন করছিল না। শুধু সে সন্ধ্যায় বাবা মেয়ে যখন বসে থেকেছিল—আর তোমার সঙ্গেই দেখা করতে এসেছি লতিকা। আমরা এখন যাচ্ছি, তুমি আপনি করবেন না। কথা-গুলির আবার প্রকাশ হয়ে এসেছিল তার ভবিষ্যতের জন্য ভাবনায় আগে থাকতেই হওয়া দরকার। যা হলে যেমন জীবনটা আরও অনেক সহজ হয়ে যায় মানসিক ও ব্যবহারিক প্রস্তুতি নওয়া যেতে পারে।

লতিকা বিস্ময়ভরা বলেছিল—সেকি। এ যে প্রায় প্রেম করে বিয়ে করার মত ব্যাপার হবে। কেন আপনি কি আমাদের ঘরে সম্বন্ধের পদ্ধতিতে ভাল জানে নেবেন না? বলেই লতিকা নিজেকে সামলে নিয়েছিল। এত কথা বলা ঠিক হয় নি, সে ভেবেছিল। তারপর আবার খানিকক্ষণ নিস্তব্ধতার সময় আসার পর লতিকা একটু উদ্বেগ করে জিজ্ঞেস করে-ছিল—আর একবার, একটা আপনার প্রশ্ন করব?

—হ্যাঁ বল।

—না থাক। পরেই জিজ্ঞেস করব।

—বল না। যা দরকার এখনই জেনে করবে।

—না। এখন বলা ঠিক হবে না। উঠবেন না। বাড়ীতে আমা কেউ নেই বলে বাড়ি হবে মনে করবেন না। বাড়ীর হবে আমাই বলে কথা।

নিজেই হেসে উঠেছিল বিনোদ। এ হাসিটি, তখনও অনেক বাবার জন্য ওকে ঘোরহর আরও বেশী ভোরে হয়েছিল। এ জানে মেন একটা ভিন্নি নয়—এর মধ্যে নানা-মনের মনে না হেসে আর এসে হাসলেই হয় আমারও ঘোর দিয়ে পারি।

আবার পূর্ণিমা সুরক্ষের পরাপার পরিচয়। ধরে ঘোরালো। বিনোদের পা সরতে চায় না। এ ভাবে কেবল ওর সোই মেয়ের মতো বসে থাকা ঘোলাপী ফ্রকের ছক পরা পূর্ণিমা। যা আমা ছোট ঐশ্বর্য-বতী নারী! নীচ তার সাধার মেয়েদের এইরকম ভরপুর সত্তা আর কিছু নিয়ে গড়া উপমা কল্পিপানা! মেয়ে মনের উপর পড়া ঘনো, পূর্ণিমা হৃদে যাওয়ার পরের উপমা ঘোলাল ঠোল। বিনোদ পরিষ্কার হাসল। লতিকার মেয়েদের মনে মনে সম্পূর্ণ আছে। এ পূর্ণিমা মেয়ে। যা লতিকার মেয়ে সম্পর্কটা মেনে হবে।

—বিনোদ তাড়াতাড়ি এসে, খাবার ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। তারতী মৌসি তাগাদা দেন।

অমৃত—অমৃত ছিল পর পূর্ণিমার ব্যাকুলতা নিয়ে। খুশের মধ্যে কী কথা একটা ভালবাসা, একটা আকাঙ্ক্ষা একটা প্রসারণবোধ আপার তার উপর সংসারের দৃষ্টি নিয়ে মেয়ের মেন করতে লাগল।

আবার তার মোগা মেন—বিনোদ, খাবার ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে, তারতী এসো।

মেয়ে মেয়ে এক সময় তারতীমৌসিকে জিজ্ঞেস নিয়েছিল করল—মেসোমশাই আসবেন না যে মৌসি।

—তাঁর উপস্থিতকরে মেয়েন, কলকাতায় পুরি লোকের হবে মেয়ের মেয়েন।

—কবে আসবেন?

পূর্ণিমা কথা—আমাই তো জানে শুনার কথা নিল। তবে কলকাতা মেসে চার-পাঁচ দিনের আগে মেসার উপর নাই বাবার। আপনি ক্রমিনের ছুটি নিয়ে এসেছেন?

—ছুটি নিই নি, আজ অফিসে ফুল আমে দেখিয়েছি। আমাদিগের যে ছুটি-পাওনা। তাল বিজেসের ঠেলে অনেক পাওনা ধরিয়ে করা যায়। কথা বলতে বলতে বিনোদের মনে পড়ে, এ'সব বিনোদনের আসল ব্যাপারটাই এখনো বিশ্লেষণ করা হয় নি। আসল মেন অন্যত্র কাজের মত একটা মোড়া যাচ্ছে। যা ও মেয়ে আসল ভবিষ্যতেই আসেন, মাঝখানে-ও অফিসের কাজে স্বাধীনি পাইয়ে মেয়েন, তবে মেন আগে ছুটি আসা।

—আমরা আমাকে মেন সরল মনে-হয়ে তা কিন্তু এখনও বলেন নি।

—পূর্ণিমাকে বিশ্লেষণ করো। তারতী-মৌসি কিছুটা মতোই মেয়ে আর কিছুটা মনস্তাত্ত্বিকভাবে তথ্যগুলো আসেন—চিঠিটা ওই লিখেছে; নিজের মনে আসার না করে আমার কাছ বিশ্লেষে।

বিনোদ পূর্ণিমার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করে—কি ব্যাপার?

—কাল পরেছেন, হিসেব কিছু নয়।

— তা হলে আমাকে অত ভয় করে ডেকে আনার মানে।

—আমা বিয়ে মনে মানুষ কি একটা পর হয়ে যায়! এমনিতে আসলে চেষ্টা শুনি। বিনোদ পূর্ণিমার চোখ-মুখে ফেলেছে যাচ্ছে মেসন। তার এই ফোকাটাকে নতুনত্ব আসান মনে হয়ে হল। পূর্ণিমা লতিকাদের সমবেই আসে—বিয়ে হলে আমার কথা কমপ্লেক্স চলাই আসল সম্পর্কের কথা। আসলে নিজেরই আসল স্বাধী হয়ে গেল।

পূর্ণিমার কথা বলার সময়ে বিনোদের মনে হল পূর্ণিমা মেয়েকে লতিকাদের মেয়েদের থেকে এক আলাদা ধরনের মেয়ে মনে হচ্ছে।

সমস্তক্ষণের পূর্ণিমা মোগা হয়ে আসে—মৌসি মেয়েন মনে।

—মৌসি!

রাগে বোধ হয় কেমন হয়ে গেল। পূর্ণিমা শিল্পীকে সামলে নিল। আশ্চর্য বিনোদদা, আপনি আমার প্রাণে যে কতখানি আছেন আমি আপনাকে বোঝা জানি।

—যাও এবার অনেক রাত হল। ঘরেরও সেই লোক? আরতীবৌদির কথায় পূর্ণিমা মুখচোরে বলল—সত্যি বিনোদদা, এবার আমাদের ফিরে যেতে হবে। আমি আপনাকে আবার।

বিনোদের জন্য পূর্ণিমার খারাপ লাগছে। খারাপ লাগছে, খারাপটা কেমন নেই। অবিবাহিতা একটি মেয়ের যার কেমন থাকা উচিত সে রকম। শুধু তাকে সাজান বই-গুলো থেকে গৃহকর্তার রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। পাতা উল্টালেই টিটিটেনাস: চারুলতাকে, শ্রীকান্তদিদের জন্য ইত্যাদি অনেকগুলো বই, এবং প্রায় সবগুলোরই ব্যবহার হয়েছে। বিনোদের মনে হয় পূর্ণিমা নীচের বাসটা থেকে লাফিয়ে লাফিয়ে ওর সামনেই আরও অনেক ধাপ সিঁড়ি অতিক্রম করে উপরে উঠে এল। এত উপরে উঠে এল যে সেখানে থেকে বিনোদের স্বাদ কষ্ট হয়ে গায়ার আশঙ্কা প্রকট।

—কি ব্যাপার, বসতে বলে না?

পূর্ণিমা ঘর চেনে। সাদা পাতলা একটা সুতোর জাল শাড়ী পরে লাল মেঝের ওপর দাঁড়ায়। চুল কিন্তু বাঁধা। একটা ঢিলে খোঁপা। পূর্ণিমা বিনোদের কাছাকাছি এগিয়ে এসে ওর কোলের উপর থেকে বই তুলে পাশের টেবিলে রেখে দেয়। বিনোদ কিছু বে বই হাতে নিয়েছিল তা তার খেয়াল পড়ল না। শুধে আঙ্কিকে দেখল বইটার উপর রাশিয়ান ভাষায় বইয়ের নাম লেখা। বিনোদ রুশ ভাষা একদম জানে না। তবে দেখলে বোঝা করতে পারে যে এটা ইংরেজী নয়, জার্মান নয় রাশিয়ান ভাষা। পূর্ণিমা মিষ্টি হাসি মেখে বলল—বিনোদ তুমি যে রুশ ভাষা জান না তা আমি জানি। তবু মনোনিবেশ করেই তুমি বইটা নিয়েছিলে, পড়ার চেষ্টা করে থাকুক, মেরেচেষ্টাও দেখো নি বইটা কিন্তু।

বিনোদ মনে মনে স্বীকার করল। কিন্তু বিনয়সূচক একটা শব্দ ব্যবহার করে বলল—পূর্ণিমা, তুমি তো আমাকে লাজ করে ফেলছ—

—হ্যাঁ সাধনাময়ীর মত করে কখনো তাকি নি এটা যেমন সত্যি কথা বিনোদদা-ও কোনদিন আমাকে বলে কি মনে হয়। আজ আর লাজনের উপায় নেই। ভেবে বিনোদদা বলেছিলাম, দাঁড়াও। ব্যবস্থাটা নিজেই নিই।

বিনোদ ব্যবস্থাটা ভেবে নিবার চেষ্টা করল। পূর্ণিমা এগোনো ঘরের কোণের পরদা সরিয়ে ঘর করে কিন্তু ব্যবস্থাটা ভেবে পাচ্ছিল বাইরে বসল চেয়ার টেনে। তো নিবারণে ভেবে আসতি করে না?

—হ্যাঁ কেন নেই। এটা তো ওর ঘরে সতীন।

—বলে বল এর কাছে নেই সতীন। আলে তোমার এটা। আসল জায়ী আসল, তাই না বিনোদ?

পূর্ণিমার কথার কোন মাহিত অর্থ আছে কিনা ভাববার চেষ্টা করল বিনোদ। পূর্ণিমা আরও কাছে ছড়ানো টেনে নিয়ে বলল — যা বলাই তোর ব্যাপারে কথা না ভেবে, মনে যা এল তাই বললাম। আর বন্ধু আমার তাতেও খুশি হলেন।

বিনোদ ভাবছিল মন্দোলোনা সম্ভব নিয়ে। লতিকা এতক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছে। ওর অনুপস্থিতির সময় লতিকা তার বাপের বাড়ী থাকবে এরকম কথাই ছিল। বিনোদ লালদিঘার বাসা থাকে আসতে না আসতেই লতিকা তার বাপের বাড়ী চলে গেছে। লতিকার কথা মনে হতে একটা দীর্ঘশ্বাস বের হয়ে এল বিনোদের বুক থেকে।

—দীর্ঘশ্বাস পড়ছে যে। কি বিনোদ খুব খারাপ লাগছে আমাদের তাই না?

—না পূর্ণিমা খারাপ লাগছে কেন! তবে অন্যরা তাদের কাজটা তো জানা হল না। আমি যেজন্য তবে এসেছি। তোমার চিন্তাই কোন বন্ধু বিপদাপদে হলে যাচ্ছিল।

—ওঃ, বিপদ হয় তি বলে আমা আপোষ করে তুমি কাজ বিনোদ। কেন? আমি তোমাকে আসতে লিখতে পারি না? আমার না হয় তোমার উপর কোন অধিকারই নেই, সেজন্য সামান্য ভোদের সম্বন্ধ দাবীটুকুও করতে পারব না? আমি এমন কি অপরাধ করেছি যে তুমি আর এসে না? তুমি তোমার সম্পর্ক ঘরে ফিরে গেলে। সেটা তোমার ব্যক্তিগত ব্যাপার, কিন্তু তাকে নিয়েও তো আসতে পারতে। আমি কি তোমার স্ত্রীকে খেয়ে নিতাম? না তোমাদের সুখের নীড়ে প্রলয়ান্তি আসতাম?

পূর্ণিমার খেয়াল ছিল না যে কথা বলতে বলতে তার গলার কাঁপছিল, ঠোঁট চোখ-মুখ লাল হয়ে যাচ্ছিল।

বিনোদ ব্যবস্থাটা ভেবে ফেলেছে আরও একটু ধারে সরে এসে বলল—পূর্ণিমা তোমাকে আমি চিনি, কিন্তু এখানে যা আসার জন্য আমি এত সব ভেবে দেখি নি। শুধে বাস্তব এবং স্বাভাবিক জীবন থেকে আমার দিনগুলো অতিক্রান্ত হয়েছে আমার। এতে তুমি আমার দোষের ভেবে আমার খবে খারাপ লাগছে।

—এত আর খারাপ লাগাতে হবে না।

পূর্ণিমা হেসে ফেলল, কিন্তু হাসির পরিবর্তে উচ্ছ্বসিত কান্নায় ভেঙে পড়ল সে। প্রায় লুটিয়ে পড়ল বিনোদের বিছানার পায়ে।

বিনোদের ইচ্ছে হল ওর হাত ধরে। ইচ্ছে হল ওর কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়া এই লিটে হাত দিয়ে স্পর্শ করে। বিনোদ জানে মানুষ যখন ভেঙে পড়া আরও খারাপ। সেদিন বাবার সময় পূর্ণিমা কাঁদছিল, এই ঘরে ঠিক এই জায়গায়ই সে দাঁড়িয়ে কাঁদছিল। বিনোদ হাত ধরে টেনে সান্ত্বনা দিয়েছিল সে আরও ভেঙে পড়ে হাত বন্ধন উপর লাটিয়ে পড়েছিল। তুমি যে বার আসবে বল, বল তুমি আবার আসবে।

বিনোদ আসবে বলেছিল। সেই আসা এসেছে প্রায় পাঁচ বছর পর। তাও একটা চিঠি পেয়ে। আসার বিনোদ আর একদম বিনোদে অনেক তফাৎ। আসার পূর্ণিমা আর একদম পূর্ণিমার অনেকটা তফাৎ। আসেরার পূর্ণিমার হাত ধরে সন্ধ্যার পাশে বেরিয়েছে, সন্ধ্যার হাতে পৌঁছে দেবে বলে। সেদিনের কালিম উপর দিয়ে ছেলে অনেক পরিবর্তন গিয়ে উঠেছিল তারা। তখন হাত সন্ধ্যার ধরে দেবে দেখে সেই কিছু মনে করেনি। একটা একলাই মেয়েকে নিয়ে পাঁচ বছর আগের যে বিনোদ ঘরে বেড়াতে গেছে তার এ পাড়ি পরা অবস্থাটিকে মিলে সে কখনো ভাবতে পারবে না। তখনকার ভালবাসাটায় ছেলে একটা পবিত্রতা ছিল অন্তত বিনোদ সেরকম মনে করেই নিয়েছিল। কিন্তু আজ তার সম্বন্ধে ধারণা আর নেই। এই বিনোদ আজ পুরোপুরি লতিকার।

লতিকা বিনোদের বুকে মাথা রেখে আজ তাকেই বলে—আমি আমার তুমি সম্পূর্ণ প্রমাণ। বিনোদও লতিকাকে বিছানে কাছে টেনে নেবার এক হাতে হাতিকে বেতে বেতে বলে—হ্যাঁ লতিকা আমি তোমার পুরোপুরি তোমার। বিনোদ মনে মনে জানে লতিকার সঙ্গে তো কোন ছলনা করার তার অধিকার নেই। আর ছলনা করবেই বা কেন? লতিকার কী এমন অপরাধ!

লতিকার কথা মনে হতে বিনোদ মুহূর্তের জন্য বিচলিত বোধ করে। চলমানা পূর্ণিমার দিকে তার তাকাতে ইচ্ছে করে না। তার মনে হয় চিঠিটা ভাল করে পড়ে ফেলেছিলে এসেই হত। যা না এসেই এখন কি ক্ষতি হত।

পূর্ণিমা কাঁদতে কাঁদতে উঠে বসে। শাড়ির একটা কোন দিয়ে চোখ মোছে। ওর ভেঙেচুরে যেমন একটা সুন্দরী মহিলা মনে। বিনোদ ওর প্রতি অপরাধের অনুভূতিকে মুছিয়ে মনে করে না। আজ কি সম্বন্ধে সে পাপিষ্ঠ ভেবে সেই জানে। অবশ্য তার কারণের জন্য বাস্তবে সহজ বিনোদ যে দায়ী নয় এই উপলব্ধি তার আছে নিজের কাছে কোনরকম ওকিটাকি চলে না। নিজের অন্যের জন্য ধরনেরও অনুভূতিরোধের কষ্ট নেই। পূর্ণিমা কাঁদছে কাঁদছে সে তার নিজের সুখের।

বিনোদ আসলেটা ব্যাখ্যার জন্য মনটা ছুটে বাইরে যেতে চায়। পূর্ণিমার পাশে নিয়ে থেকে গিলে ওর উপর চোখ পড়ে যায়। মাথার বাঁকড়া বিনোদ। ওর গা ঘেঁষে বসে থেকে যায় পূর্ণিমার সামনে। পূর্ণিমা অনুযোগের করে—আমি তোমার কাছে কিছু চাইনি বিনোদ। শুধু শুধু আমার ভালবাসা ভেবে ভুলে সঞ্চয় দিও না। তাহলে যে দেখে পাপ তা মনে হয় তোমার অনেক বাড়বে, কেননা তুমি যে মেয়ে তাকেও কিছুই:

৫,০০,০০০
খুশী
ব্যবহারকারী

অর্থাৎ, ১,৫০,০০০ সুখী পরিবার। সুখী—যেন এ উপমা বিশেষ-করে স্পেশারিজেটর রেফ্রিজারেটর বিষয়েই। সুখী হবার আগেই আমরা ধ'রে নি উপমা সম্পূর্ণ নিখুঁত হবার পক্ষেও যথেষ্ট আয়োজন। আর, সুখী হবার পেছনে আছে স্পেশারের নির্ভরযোগ্য সেবা পাবার সুযোগ।

প্রত্যেক স্পেশারিজেটরের আছে বিশাল স্পেশারের সেবাকেন্দ্রের ব্যাপক জাল। আর তাদের থাকে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, স্পেশারের আসল খুচরো অংশ, এবং, সৌজন্যপূর্ণ নিয়মিত সেবাদানে সবসময় তৃপ্তিদায়ক থাকে তারা। স্পেশারিজেটর সবসময় নিশ্চিত ব্যবস্থা হ'ল যে স্পেশারিজেটর-প্রদত্ত নিয়মে আপনাকে সব সময় মনে রাখা হয়।

স্পেশারিজেটরের আরও আকর্ষণীয় গুণ

- উন্নতমানের কার্যকরী ডিজাইন দ্বারা দেশী আবহাওয়া উপযোগী
- বিজ্ঞান সম্মত ব্যাটারি
- ব্যাপকভিত্তিক সেবা ব্যবস্থা
- স্পেশারফ্যাক্টরির অভিজ্ঞতার
- সৌন্দর্য, দ্বিধাহীন ডিজাইন।

স্পেশারিজেটর

৫৮০, ১০৫, ১৫৫ ও ৪৫ লিটার
ক্যাপাসিটি পাওয়া যায়।

স্পেশার অ্যাণ্ড কোং লিঃ

১৮০ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০ ০১৩
১৯-এ আলিপুর রোড, দিল্লী-১১০ ০০৩।
স্পেশার বিল্ডিং,
ভেলেসলী স্ট্রীট, মাদ্রাজ-৬০০ ০০৩।
৩৮৫৩ রাজপাট রোড, সিভিলাইন্স,
আহমেদাবাদ-৩৮০০০৬।

স্পেশার্স

১৮৮৪ সাল থেকে
দেশ জুড়ে আস্থাভাজন মূল্য উৎপাদন

প্রত্যেক স্পেশারিজেটরের সঙ্গে
আছে এক আছে সার্ভিসিংয়ের ব্যবস্থা।

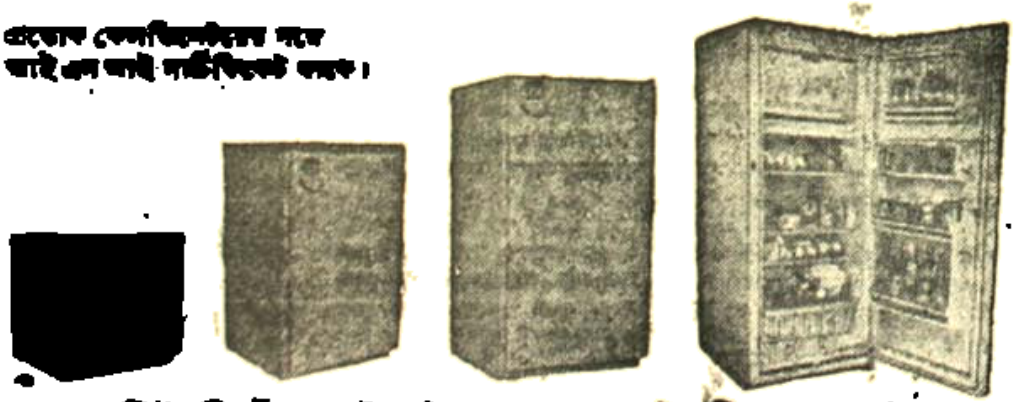

প্রত্যেকটিই নিখুঁত! এই হ'ল স্পেশারের তৈরী স্পেশারিজেটর

বাধা দেওয়া যায় না।

বিনোদ কি বলবে কিছু ভেবে পায় না। পূর্ণিমা সত্যিই তো তার কাছে কোন কিছু চায় না। চাইলেও তার দেবার মত কোন কিছুই আজ নেই। সে মুখও তুলতে পারে না। শুধু অস্ফুটে বলে—আমার দেবার কি আছে আর তোমার চাইবার কি আছে আমি বুঝতে পারছি না পূর্ণিমা। তোমাকে আমি কেনই বা বাধা দেব? আমি তো তোমাকে সত্যি সত্যি ভালবাসি। আমি না তুমি আমার এই ভালবাসার অর্থ কিন্তু ভুল নিয়েছ। আমার আজকের এই ভালবাসার চেহারাটা হয়তো সঠিক হয়নি। সঠিক হলে আজ আর চাওয়া বা দেবার প্রশ্ন নিয়ে আমাদের মধ্যে হয়তো আসতে হত না।

পূর্ণিমার চোখেমুখে খুশির ঝলক খেলে গেল। পূর্ণিমা বিনোদের খুব কাছাকাছি এগিয়ে মৃদুস্বরে জিজ্ঞেস করে —আমি অবশ্য সত্যিই জেনেও তুমি কেন আমার এত অবহেলা করলে? আমি কী এমন কঠিন কথা বলেছিলাম তোমায়? আমি তো তোমায় কথা ছেড়েই এসেছিলাম। ছিল কাটিয়ে দিলাম। তুমি কিন্তু কারণ জেনেও আমার মনে কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া দানা বাঁধতে দিই নি। অথচ তুমি একেবারে সব ভুলে বসে থাকলে। কেন কেন?

পূর্ণিমা এবার কাঁদতে কাঁদতে নিজেকে বিলিয়ে দেবার। একেবারে বিনোদের বুকের উপর আছড়ে পড়ল। "সত্য সত্যিই একটা কথার ভেট এসে লাগল বিনোদের। বিনোদ টাল সামলে নিতে নিতে পূর্ণিমাকে আঁকড়ে ধরল। একজনের চোখে আর একজনের বুক ভিজে গেল। বিনোদ দেখা বুকে পূর্ণিমার মাতৃত্বের স্পর্শ পেতে পেতে প্রীতির সুরে-র ঝোরা ঝরে পূর্ণিমাকে নিয়ে ডুবলো। কথার বালির চর জেগে হাটতে লাগল ছুটতে লাগল ওর হাত ধরে খালি পা জোড়া পরে আসা পায়ে ছন্দ হারিয়ে ফেলে বিনোদের নিজেকে হারানোর মধ্যে।

সম্বিত ফিরে আসতেই বিনোদের পর মুহূর্তের কথা মনে পড়ল। মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিনোদ একবার ঘুরে তার অতীতকে বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করল না তার। সে পুরোই ঘুরল। মুখে মুখোই আসল কটা মানুষ মুখে নিয়ে পড়ে থাকল। বিশ্বাসে ঘোরে আর ঘোরের ঘোর কি ভাবছে ভেবে ঠিক করতে পারল না।

পর মুহূর্তের ঘটনাটা জোরদার করতে চাইল বাস্তবতা ও তার আসল রোগিণী মানে আসলের কথা বাস্তবে প্রথমে নিয়ে এসেছিল বিনোদ। মেয়ের পূর্ণিমা মেয়েরা অবশ্যই স্বাভাবিকভাবে ছটফট করছিল পূর্ণিমা। আসল পূর্ণিমা। সে তাকে ধরে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে কপাল গালে দিয়ে তাপমাত্রা ধরে দেখতে শুরু করেছিল।

পূর্ণিমা ধরে ধুকে ধুকে মুখটা কপাল সরিয়ে বলল। বিনোদ চোখ বুজে আছে। বিনোদ ভাবল পূর্ণিমা জ্বরে ও পুরোপুরি আছে। কিন্তু অতান্ত স্বাভাবিকভাবে পূর্ণিমা কথা বলে—বিনোদ, চোখ মেলে তাকাও। পরম সুখে উত্তেজে পূর্ণিমার সৌন্দর্য চারদিকে মেঘের মতো ছড়িয়ে পড়ে। আমি জানি তুমি ঘুমিয়ে নেই, ওঠ তাকাও।

বিনোদ তাকাল। সাদা কাপড়ে সাদা শাড়ি লাল পাড়ে পূর্ণিমাই মেঘ-পূর্ণিমার মধ্যবর্তী সৌন্দর্যকে নিজের করে নিয়েছে। লাবণ্যকেও লাল পাড় সাদা শাড়িতে অদ্ভুত মানায়, এটা লাবণ্য জানে না বিনোদ জানে। পূর্ণিমার হাতে মেঘলাটা চায়ের পেয়ালা। বিনোদ উঠল। পূর্ণিমার দেখে মুখে হাসি। পর মুহূর্তের জন্য একটুও সন্দেহ বা কষ্টের আভাস নাই তা? ভাবছে। বিনোদ আর জোরে হয়ে বিছানায় উঠে বসল। একটা টুল টেনে পূর্ণিমা সামনে বসল। একজন আরেক জনের মুখ দেখছে, দেখা যাচ্ছে পূর্ণিমার সারা মেয়ে, লাল বাড়ির সাদা শাড়ির সাদা পাড় ঘরে ছড়িয়ে পড়ল। পূর্ণিমার সৌন্দর্য দেখে যে কোন পুরুষ পাগল হতে পারে, বিনোদ ভাবল। এখন তার মনে পড়ে যাওয়ার কথা কাল সে 'অমৃতের কলস'—আজ কেন ভেবে আসা পরের তা' কিন্তু আমি এখনও জানি না।

—তোমার কি খুব খারাপ লাগছে বিনোদ? কথাটা বলতে পূর্ণিমা লজ্জায় আরো লাজুক হাসি হাসলো।

—না, খারাপ লাগবে কেন? কিন্তু—।

—কোন কিন্তুটিন্তু নয় বিনোদ। তোমাকে অনেক অ-নে-ক দিন দেখিনি। আর আমি খুব অসুস্থই হই। তোমার বিনোদ কোন ক্ষতি না হয়ে আমি যদি একটু আরাম পাই তা' হলে কী এমন তোমার ক্ষতি হয়। লতিকা বৌদিরই বা কী এমন ক্ষতি হয়; আমি তো তার কাছ থেকে তোমাকে ছিনিয়ে নিচ্ছি না বা তোমাকেও তার প্রতি অনেকোনো হতে প্রলোভিত-করছি না। তুমি হয়তো জান না একদিন আমি একটা চিঠিও লিখেছি। আমাই তার অধিকার সুবাদেই ঠিক করে নিয়েছিল। আর যদি নিজেই আমার বিনোদ পর কিছু মানের পর মাস যেতে থাকে। তোমে অসুবিধা হয় না, তেমন কিছু তোমার অসুবিধাও হবে না। তোমার আসল তোমে চাই আমি। তাইতো একদিন অভিমানে সাহিত্যিকের সন্ধ্যেবেলা সুন্দরী মেয়েই হয় তার নির্ভরযোগ্য বই।

বিনোদ একটুও নড়তে পারছে না। কপালের নিচে পায়ের উপর পা তেমে একজন অন্যেসাহ্য হয়ে পড়ছে যা পায়ে কিছি অনুভব করছিল, তাও সে এখনকে পারল না। তার চোখে ঘুমে তেমন একটা তেমনার ঘোর ঘনিয়ে আসছে। সে ঘরে পূর্ণিমাকে আর পড়ার প্রতি আকৃষ্ট হতে প্রলোভিত করছিল তার মনে পড়ল না। সে অনেককে অনেক ভাল ভাল কথা সাধারণত তোমে পরিচয়ে বলেছে আজ আজকে তার কথাগুলি বিনোদের জীবনের গতি পর্যন্ত পালটে তেমেছে অন্তত সে নিজেই সেই কথা, সেই আদর্শ ভুলে গেছে—এ কথা তার বিনোদ মহাশয় তার এই সাধারণ বিনম্র জীবনে।

পূর্ণিমা আবার বলল—বী আজকে নিজের কথা বলে বলে ক্লান্ত হয়ে পড়েছ। এখন আর বলব না। তার আগেও অনেক কথা—এ ওর খুশী মত চলবে না। আজকে তোমায় চা'টা তুমি তার তারপর এখন স্বাধীনভাবে ঘরের আরামে থাকতে পারবে।

বিনোদ কিছু বলার চেষ্টা করতে কিন্তু কিছি বলা পায়ে নাকা তেমন। তার তেমে মুখে কথা ফুটে উঠতেই পূর্ণিমা বলে উঠল—না বিনোদ তুমি না-ই বলবে। আমি নিজে নিজেই। তবে তাইকে কিছু বলব না। তুমি একটা আমার ভালবাসে এটা মুখে না বললেও তোমার তেমে তার স্পষ্ট অভিব্যক্তি। তাতেই আমার জীবন অনাবিল হয়ে এটা আমি বুঝেছি। আর কিছু আমি চাই না। মানুষ অন্তত একবার লতিকা বৌদিকে সঙ্গে করে এখানে এসে, অনুরোধ।

পূর্ণিমা তেমে তেল। অন্তরীক্ষের এতক্ষণ হয়তো সব বুঝেছিলেন। নিশ্চয়ে তিনি এ ঘরে ঢুকে বিনোদের পাশেই বসে পড়লেন—

—আপনী তেমেটা আমার। বিনোদ ও এর আগের মত ঘাবড়ে গেল. আমার আর বলা নিই না। তুমি একবার ওকে আসতে এসো বিনোদ।

বিনোদের একটুও নড়ার শক্তি নেই। এবার দুটো পায়েই কিছি অনুভব করছে। বিনোদ নির্বাক হয়ে তেমে বুজে থাকল। চোখ বুজতেই তেমনা লতিকা এর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, তর্জনী তুলে কী যেন বলছে অনেকটা কঠোর অথচ নিচু তেমে বলার ভঙ্গি, কথা স্পষ্ট তেমা যাচ্ছে কিন্তু কিছু তেমা পড়ছে না। লতিকা হাত না ঘুরে অনেকক্ষণ কী তেমে বলে যাচ্ছে। আশ্চর্য লতিকা! পরনে ও তে শাড়ি ব্লাউজে—পূর্ণিমা বুজলেই পরনে লাল পাড় সাদা শাড়ি বুজলেই অদ্ভুত ভয়ের উদ্রেকে সকালের আলোয়। বিনোদ কাঁপের তেমনা তেমে এলোমেলো হতে চাইল।

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র

"অসাধ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ"—রবীন্দ্র-
নাথের গানের সম্বন্ধে এইটেই
হেমেন্দ্রর আমার প্রথম, প্রধান
ও শেষ কথা।

...শিল্পী শ্রী মৈত্র মহৎ জন্মাবধি। জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রর জীবনবিধাতা তাঁর অন্তর্মুখীনতার মধ্যেকার সৃষ্টিশীলতার চারায় যেদিন জলসেচন পরিহারের বিধানের কথা আমাদের মনে অভিমাত্রায় বাস্তব হয়ে পড়েছিলেন। প্রয়াত পিতা দেবেন্দ্রনাথ মৈত্র সাধনা, ব্রাহ্মসমাজ ও সাধনা জড়ে বিস্তীর্ণ কর্মক্ষেত্রের অধিকারী ছিলেন। কিন্তু তুলোর চাষে মুখে দিয়ে জন্মাবধি জমিদারী বাস্তবিকতা তাঁর মনকে স্পর্শ করতে পারেনি। বাড়ীতে ছিলো পরোপুরি সংগীত-চর্চা, সাহিত্য, অধ্যয়নের ও আলোচনার আবহাওয়া। এবং এর মূলে ছিলো বাবাকে কেন্দ্র করে সংগীতের একটিনিষ্ঠ অনুরাগ ও জন্মগত ঐকান্তিকতা।

বাবার কাছে শোনা যে শিল্প ও সংগীতজগতের স্মরণীয় অনেক মানুষের, তাঁদেরই শিক্ষা ও স্নেহধারা দীপ্তিশিখায় পরিণত করে তুলেছিলেন যাঁরা তাঁদের মধ্যে সর্বপ্রথম আসে কাদম্বরী দেবীর নাম, যিনি সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী ও তুলোর বাড়ীর মেয়ে ছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রথম শিক্ষাগুরু তিনিই। ছিলেন বলেই বাড়ীর সংগীতের ছটি, সংস্কৃতি গড়ে নিয়েছিলেন তিনিই। আর আশ্চর্যজনক কথা ছিলো তাঁদের পারিবারিক সম্পর্কের ধরণী। সেই বাড়ীতেই তুলোর ভাসুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের, সাধারণতঃ দেশান্তরের রবীন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রসংগীত ছাড়া স্বদেশীয়ের উঠেছে ঠিক ছিলো-প্রবাসের মধ্যেই স্বাভাবিক হয়ে।

মিরাট পৌঁছানোর তাইপরম সময়েই বিনা-সা-বিনা বাইরে যা বাজাতে পারতেন বলে একটা ফরমায়েশী অর্কেস্ট্রা গড়ে তোলা এদের পক্ষে সম্ভব হয়েছিলো। এই অর্কেস্ট্রার নেতাও তাঁরা। নানান ভাব ও সুরের এই অভিনয় ধারাই কি তেলিনের সেই বিদেশাগত ভাবীকালের পরিবর্তনের পথ-এর ইঙ্গিত করে তুলেছিলো?

অর্কেস্ট্রা ছেড়ে কলকাতায় যে ভারতীয় সংগীতের সমস্ত ধারা এসে জ্যোতিরিন্দ্র-বাবুর শিল্পীজীবনে স্থায়ী ও উচ্চ মর্যা

যার ছিল তাকে আগে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কে রবীন্দ্রসদনে জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের কণ্ঠে সোনা যেতো সেতারীশিল্পীদের আসরে। হার্মোনিয়মের সঙ্গে যেন রাগের আভাস। যখন তিনি গান গাইতেন, এ ভাবতে রাখ মিলো চক্ষু তখন ঐ রাগের মূর্তিটি ফুটে উঠতো তাঁর উচ্চারণ আকারে। আর তাছাই সঙ্গে সঙ্গে যেন চলমান হয়ে উঠতো রবীন্দ্র-ভাবের অনন্য স্বরূপ।

"আমিহীন ঘর আলো
সবার উপরে অকারণ আলো আলো
সকলের মর্মাঝে
রাখো তারে অহরহ তোমারই পায়ে।"

পরে মহীনের অনেক আসরে এবং আরও অনেকটি গানে। গানের আঙ্গিকের যে শিল্পীর অনন্য উদ্ভাসিত। অনুভূতির অনন্যতার তাঁর হৃদয়ের ভিন্নার উদার উদাত্ত পরিচয়, বাহুলের প্রসাদিত আর গভীর মনোহরিত। রাগের তাকে অবলম্বে যেমনই পরে হৃদয়ের আকাশে বৈচিত্র্য বর্ণের চকিত আভাসে শিল্পীর বিবাগী মনটি যেন অনন্তলোকের জন্য স্থির হয়ে দাঁড়িয়েই আবার প্রকাশের আপনজনের নিরন্তন রাগকে ধরা চলো। গান শুনতে শুনতে অনন্যই চোখের সামনে ভেসে উঠতো সেই ছবি। সেরেরা রংয়ের ঘুড়ি কাঁচে আর রাগিণীর পটিমায় পরে আপনমনে গুনগুন জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র। পরে হঠাৎ যেন মনে হতো সাহিত্যিক, কবি অথবা শিল্পীবন্ধুর সঙ্গে। আমি গান আর কবির আলো-সন্ধ্যার মনের হয়ে উঠতেন। আবার ওপর দুর্বের প্রকাশ, তখন যাওয়া আসা আসরেই হয়তো নেই। আলোচনা বাদল। আবার পরে রোমাঞ্চের পর-পারের উদাসী। কাঁ কখন ধরে নিয়ে গেলেন আকাশে। পরে, গুরুদেব জ্যোতিরিন্দ্রনাথে আকাশে। তাঁর রোদ্য যে কখন কোন খানে ফিরবে সে কথা তাঁর নিজেরই জানা নেই। এই যে চৈতন্যে চঞ্চলতা আসরে আকাশে অবশ্যি অনন্তরের যে চিন্তা ছন্দনা আবহ-মণ্ডলে আবার উদ্ভাস পরে তারই রসে ধরি রেখে তাঁর আসন-বৈঠা। সেই কারণে তাঁর ব্যক্তিত্ব। সবের সবের আবাসেও। এই শিল্পকর্মেই তিনি মন এর দুরে আত্মা করেছেন। আজও করেন। রবীন্দ্রনাথের গানের কথাতেই যেন তার ব্যাখ্যা,

তোমার সভার নিম্নের তলে
বাজাই আমি বাঁশী
গান গাহে যেন সেই বেদনাই
প্রাণের সমাধানি

তুলো, ঠুংরী যেমন, টপ্পা যেমনই খেয়াল যান, কীর্তন, বাউল, ভাটিয়ালী রবীন্দ্রসংগীত, দ্বিজেন্দ্রগীতি অতুলপ্রসাদ, কাজীসংগীত—তথা পৃথিবীর সকল-রকম সংগীতই আসে তাঁর সংগীতজগতে। কিন্তু শাস্ত্রিকতার অটিল বা উচ্চতা তাঁর প্রকাশভঙ্গিতে যেন্নো বিশেষ ছুপে সৃষ্টি করেনি। উপরন্তু শাস্ত্রিকতার সঙ্গে প্রকাশ তাঁর শিল্পসৃষ্টি এমন একটা অন্তরঙ্গতা ছুপে সহজ করেছে যাতে আমাদের জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রর সংগীতজীবনী মানে ভিন্নতে তথা যায়। এর পরম তাঁর মনে পশ্চিম জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র বক্তব্যটি প্রবল, ঠিক তত-খানিই প্রাণময় শিল্পী জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র। পাণ্ডিত্য তাঁর জন্মগত প্রকাশে বক্তব্যটি সহজ ও সরল করেছে, অনন্যও ঠিক ততখানিই প্রতিভা সুরেরার সেই পাণ্ডিত্যকে ভরে তুলেছে হৃদয়-ঐশ্বর্যে। সেখানে সেই পাণ্ডা দুর্বিজ্ঞেয়তা নয়। উপরে বিলিত হয়েছে একটি আবেগে। এই বিলিতের অন-ভূতিতে জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র তাঁর অন্তরোগ আবেদনের সংবেদনশীল।

তুলনাহীনা তাদের বিশ্বের জানে। ছোট্টো-বেলার অমোঘ রবীন্দ্রসংগীত শিক্ষা সংস্কার বাল্যাপনয়নের কথায় ঐশ্বর্য তুলিয়া, মধুবন্দ সরলা দেবীর দার্জিলিঙ ব্রহ্মসংগীত (এই প্রবন্ধটি লিখবার সময় ওয়েলিংটন বালিকাবিদ্যালয়ে ৯৩তম বিভিন্ন-এ ছেলেদের গাওয়া 'আলোকতরুর', 'আজ যেন শরীর ভরি', 'আজ আমার জন্মদিন আমার এখনো তোর বসা যায়ে', 'তুমিই এসো আজ' ইত্যাদি গানের কথা মনে পড়ছে), 'আজ সন্ধ্যা এবং হৃদয় ছেয়ে কি যে ভোলাবি' ইত্যাদি গানের কথা মনে পড়ছে। সেগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে মনের মধ্যে একটা ঔৎসুক্য সৃষ্টি করত। আরও পরে ইন্দিরা দেবীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ও তাঁর কাছে গাওয়া শুনছি, তালিম নিয়েছেন্দ্রাম, অমীয়কুমার দাশগুপ্তার, শৈলজারঞ্জন, প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তিদেব-র কাছে শুনে উৎসব উপলক্ষে রবীন্দ্রসংগীতের শিক্ষা রবীন্দ্রসংগীত ও সংস্কৃতির ঐশ্বর্যলোকের দিকে যেন তাঁর দৃষ্টিকোণের প্রকাশ টেনে নিয়েছে। কোনো রবীন্দ্রসংগীত শিক্ষার-ক্ষেত্রে বাঁধাধরা ছাঁচ তিনি নন, কিন্তু বিরাট সাংগীতিক পটভূমিকার ভূমিকায় রবীন্দ্রসংগীতের ভাবলোকটিকে ভক্তের মনে করে নিতে তাঁর দেরী হয়নি। এখনও তিনি নিজেকে রবীন্দ্রসংগীতের একনিষ্ঠ ছাত্র বলে মনে করেন।

তিনি যখন রবীন্দ্রসংগীত গান সে গানের শান্তির রূপ ও দুঃখী আবির্ভাবে পূর্ণ পৌঁছে প্রতিষ্ঠিত করেও রবীন্দ্র-কল্পনার যে দুঃখটি স্বাভাবিক ভাবে সৃষ্টি করেন তার ছায়া কোনো প্রাণশক্তিকে নেই। তবু তাকে রবীন্দ্রসংগীত বলে এক নিমেষে চিনে নেওয়া যায়। তার কারণ বিশ্বের অন্যান্য বিকৃত সংগীতিক অভিজ্ঞতার প্রসাদে প্রতিষ্ঠিত সুরের বাঁকের ছেলেরা সুর-গুলিও তাঁর কণ্ঠে এত অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছে। তবুই এ গান রবীন্দ্র তাঁর সংগীত-ধর্মেরই অঙ্গ। যাদের তাঁর ঘরানা ভাঁজবের স্বরোপাত্তরের এবং হৃদয়ের ছোঁয়ের তাঁর ঘরানার কারণীয় স্বরোপাত্তরের তুলির দুঃখী ভাস্কর্যের ছন্দে জাগিয়ের অনুরাগের আবেগে। এ-আবেগের ঘরানার রবীন্দ্র ঘরানার অনুরাগীদের সংগীত সম্মেলনে পুরোনের গায়িকারা মনে। বিশ্বের জীবনে সেবার চেয়ে অনেক বড় ভূমিকা গ্রহণ এঁদেরকের গান ছোপা—ব্রাহ্মণ্যিকদাদা, এই কথাটিই ঘরানার অনুরাগের অনুরে অধিকের ঘরোয়া পরিচ্ছেদে এক সাক্ষাৎকারে বলে।

শান্তিনিকেতন-ঘরানা, শান্তিনী-ঘরানা, রবীন্দ্র-সংগীত-ঘরানা ও প্রবর্তন সংগীত-ঘরানার সঙ্গে মিলনা ইউরোপীয় সংগীতের শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা যার পরিপ্রেক্ষিত প্রধানত্ত্ব ছিল, সে ও সরলাদেবীর সংগীতধারা। এরকম জীবনে এতো ঘরানার আলোচনার চেষ্টা তাঁরই আমার তুলনায় আশ্চর্যজনক আশ্চর্যের আশ্চর্যের পর মেয়ে আমার জন্ম ও সংগীতিকার একটা সুনির্দিষ্ট পথ ছেয়ে নিলো।'

'অবশ্যিকের গান এই ঘরানারই। সে সময়ের সুনির্দিষ্ট আলোচনায় করব যাদের গানের অবারে। উপস্থিত আমাদের অনুরোধে রবীন্দ্রসংগীত।

'ভারতীয় সংগীতের সকল ধারাই আপনার অধিকার, তবু রবীন্দ্রসংগীত আপনার এত কাছের আমি কোন সাধনায়?' —এইটেই ছিলো তাঁর কাছে সুরের আসরের সেখিকার প্রথম প্রশ্ন।

'আমি সুরে ও ছন্দের মিলিত অনুভবের কথার সুরারে যেন ধরা দিতে। কথার সীমাতীত ধারণা বিশ্বের ঘনের অভিজ্ঞতা করে সেখানে যেন বিস্তারের কালের সন্ধান। রবীন্দ্রনাথ তাই গানেরই ঈশ্বরদা, যে-গানের ভিতর দিয়ে বাঙালী বিভিন্ন বলে-বলের মানুষে, আর তার আশ ও ধারণাকে ছুঁতে পারে। এ-গানের সর্ব-মুখীন সত্তি ও নিজ অতীত, বর্তমান ও ভবী রূপের আশ, কল্পনা ও ভাবনে অনুপ্রাণিত করে। মানুষ গানের সঙ্গে প্রাণলোকের মিতালীর নিত্য বিকাশ ঘটেছে রবীন্দ্রনাথেরই গানে। এই মিতালীর মহত্তর কোনো রূপ কল্পনা করা যায় না।

তবে এই উদার আশ্রয়কে তাঁর আপন স্বভাবে যোগাযোগ করা নতুন কোনো শক্তিশালী প্রবক্তার ধরকার। তিনি সকল বন্ধতা ও ধ্যানাত্মিকতা থেকে মুক্ত করে এ-গানকে তার আপন ধারণায় পৌঁছে দিতে পারবেন। সুরে সন্ধেহ ও সন্দিগ্ধিতেই অবশ্যই নয়। এর জন্য চাই অন্তরের ব্যাপক ব্যাপ্তি ও সংগীতের উদার এক গভীর দৃষ্টি।

রবীন্দ্রসংগীতকে তার আপন স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত রেখেও তার ভাইব্রেশনের ঐশ্বর্যে ঐশ্বর্যের ছোঁয়ের দিল এনেছে। বাস্তব, বাঁটোভেনের স্রোলিত সংগীতকে সরলাদেবী ও ইউরোপীয় সংগীতজ্ঞার স্বরূপের নতুন ইশারা প্রকাশিত দিতে পারেন। ঠিক এই এক্সপ্রেসের প্রচুর অবকাশ রবীন্দ্র-সংগীতেও আছে। তবে বিশ্বভারতী পুরোনের পরিবর্তন ও তখনও আমার নাম যথার্থ পরিচয়েনা নয়। আগে অর্থনি করতে হবে সরলাদেবীর গর্ব, তাঁদের আপন বিশ্বেরই আমাদের ব্যাপারের সাধ্য ও অধিকার। সরলাদেবী ও প্রথমনাথের মধ্যে ঠিক একটা তুলনায়ও যা সমন্বয় না হবার এ-কথা সত্যের নয়। রবীন্দ্রসংগীতের ভাবলোকটিরও, গানের অন্তর্নিহিত সত্তার অর্থ না হবে কি রবীন্দ্রসংগীত গাওয়া যায়?—প্রশ্নটি ছিলো আমাদের অনুরে অধিকের এক সহ-কর্মীর।

ধন্যবাদ। ঐ আলোআলোই ও আমাতে চাইছিলাম। রবীন্দ্রসংগীতের ছেলেরে হৃদয়ে হলে ভাষা ও সাহিত্যবোধ এবং বিশেষভাবে রবীন্দ্র-সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় থাকা দরকার। মেইজন্য আমার মনে হয় এ-গান শেখবার আগে অথবা শেখার সঙ্গে একটা নির্দিষ্ট সময়ের রবীন্দ্র-সাহিত্যের পঠনের যোগ হওয়ের কথা আলোচনা করা উচিত। এটা আমি আমার ব্যক্তিগত ধারণার কথা বলছি। যাঁরা বিশেষ প্রতিভার অধিকারী, তাঁদের কথা আলাদা। উপস্থিত আমাদের এ-যোগ বিশেষই পূর্বাধিকার পাঠান।

আলোই বলেছি রবীন্দ্রসংগীত ছোলো কথাপ্রধান গান। 'আজ ভোলার বাজে বাঁশী' —ছেলে এবং 'ভিক্ষারে বারে', সে-কথা বুঝতে হলে রবীন্দ্রনাথকে বুঝতে হবে। তাই যি [illegible]-এ-তে (এর আমাদের প্রতিষ্ঠাতা জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে) গানতে আমরা 'যদি ভোলে যাও', 'আজ বিশ্বের ভেজা উঠে' বাজনে অন্তিম্বরূপে ইত্যাদি গান কম ছেলে, আর সাইতে বাঁধাই ঈশ্বরদা কবিতা রবীন্দ্রসংগীতের বাজনে দুঃখি—যে-বাঁশি তাঁর গানের বিস্তারের ভেজাদী-স্বার আঁকড়েপাকে ভোলার ঠেলে সাজিয়ে নিয়েছে।

এ-গানের আলোচিত্রকর সম্বন্ধেও আমার মনের সন্দেহ ও দ্বন্দ্বের অবতীর্ণ। যখন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরে ব্রহ্মসংগীত সুরেন্দ্রনাথ এবং দেবাত্মবাদের অনুরোধেই সবাই জানতেন। রাজনারায়ণ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, সাধারণ সমাজের আদি-পরিচালিকার বিশ্বস্ত গ্রহণে রবীন্দ্রসংগীত সীমাবদ্ধ ছিলো। দ্বারকানাথের মাধ্যমে এবং দারকানা-জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মত অনেক গায়কের এবং নিজেও ছেলেবেলায় সংগীতশিক্ষার আসরে বাঁধাধরা আদি রবীন্দ্রসংগীত শিক্ষা নিয়ে তিনি সাধারণ মানুষের সংগীত-ভাবনায় এ-গানের ঠাঁই দেবার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর মনে হতো রবীন্দ্রনাথের এবং কবিতা ও-প্রবাসীয়ের ছেলে-ছিপ্রিয়ের চেয়ে অনেক বড় ছোলো যে মহাসাধী তা ছোলো এই রবীন্দ্রসংগীতের ঐশ্বর্যলোকের সাধ সাধারণ মানুষের সামনে তিনিই প্রথম খুলে দিয়েছেন। তাঁর প্রাণ খোঁয়ের বাঁধন না দিলে মিলনেরই সম্ভাবনা প্রকাশ পায়।

'রবীন্দ্রসংগীত বলতে আমি আজ রবীন্দ্র-ছোলে। এই ছোলে যারা যে-ভোলে সমস্ত সংগীতধারার বিভিন্ন মুখকে স্বীকার রাখতে হলে ক্লাসিক্যাল গানের শিক্ষা ও ভিত্তি থাকা দরকার। তবেই নিজেকে ছোলো 'ঢুকতে' নিজের ভিতরে দিতে পারে। এককালে রবীন্দ্রসংগীতে বৈচিত্র্যের অভাবের কারণে এ-গানের ছেলে আসতে কম ছিলো, কিন্তু আজকাল, ভবিষ্যে সুবিধাও কি অনেক কম? না হওয়া সম্ভব? তাঁরা এই বিশেষ অবস্থার অধিকারী। প্রথম কারণ প্রতিভা, দ্বিতীয় কারণ শান্তির সংগীতের ভিত্তি। এইসব তাঁর কথা অধিকের না রাজেশ্বরী দত্ত-কে কেন নকল করা যায় না? তাঁর কথা অধিকের মৌলুল, রাজেশ্বরী দত্ত দুঃখী অনুশীলন এবং অভিজ্ঞতা ছিলির এমন একটা অনুরোধ সম্পর্কে সেখিকার এবং সে-অনুরোধ তাঁদের কাছে এক অনুকরণের ও আপন করে উঠেছে যে, এই অনুকরণের যা এমন ঠিক এইভাবে গাওয়া যায় না।

আর কি? ঘরানা? ছন্দে এবং রবীন্দ্রের প্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে মেলার ঘরোয়া অভ্যাস। মুহূর্তের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সুখ ও ব্যথা বলছে—আর সুরের পাখায় ভাসে, ভাসে ছন্দে এই, কি একটা

দেখা যাচ্ছে। কবিতার ঐক্য-প্রতিষ্ঠার্থে বিভিন্ন অংশগুলি পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়। প্রতি পৃষ্ঠার নিচে ও আশেপাশের ফাঁকায় পাঠকদের প্রয়োজনে যদি কিছু লেখা যায় তা? লেখা যাচ্ছে বলে সেই সূত্রে প্রকাশকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করা যাবে। একজনের কবিতার একজনে আর আসরের পাঠকদের প্রেরণা পাওয়া যাবে। তবে কবিতার মান নিম্নস্তরে নেমে যাবে না? এটা অবশ্যই আশঙ্কার কারণ। তবে একটা কথা বলে রাখা—আমার মনে হয় এই পরিকল্পনাকে সফল করতে হলে কবিদের সহযোগিতা করা।

আর কি আছে? আছে সম্পাদকীয় মতামত

ভবিষ্যতে প্রকাশিতব্য পাঠকদের আলোচনা আসবে আশা করি। একটা উপায় হয়তো আমার এখানে। আসবে আলোচনা। সমালোচনা হয় পাঠক কবিতার পত্রিকাতেই বেরোয়। সে ব্যবস্থাও। কিন্তু সমালোচনা থাকবে হয়ে পাঠকের নিজস্ব বা মূল কবিতাটি যেন প্রকাশ থাকে। এজন্য এক বিশাল প্রকাশের প্রয়োজন। তাছাড়া পাঠক সম্পাদক সমালোচনা-সাহিত্যই সমালোচনা থাকা উচিত তাঁরা একলব্য প্রকাশনাতেই থাকি, কি একলোপলাই থাক—এ-বাহিনীদের লোমোহনেই নিহিত হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। পর একলব্যদের সাধনা, তার ছাড়া—

সাধনার কর্তৃপক্ষদেরই তার গড়াই হয়ে যায়।

সমাজ চলে কবিদেরকে কবিতা-সাহিত্য, কাব্য ও সমালোচনার প্রাণের কথা বলে। কিন্তু কিছু কবিতা না থাকলে কবিতা আলোচনাই বা আসবে কেমন করে? তাই সমাজ চলে কবিদেরকে প্রেম নিয়েই কবিতার সমস্যা মেটাতে হবে। আসবে কবিতা যাবে কবিতাকার, কবিতা কবিতার থাকে—রবীন্দ্রনাথের থাকে সম্পাদকে এইটাই জোরে আমার প্রথম, প্রধান এবং শেষ বক্তব্য।

ক্রমশঃ চলবে

চিত্রনিকেতন চিত্রপ্রদর্শন

সম্প্রতি শিল্পী চিত্রলেখা চৌধুরীর একটি চিত্রপ্রদর্শনী চিত্র প্রেমীদের সামনে খোলা হয়েছে। আমন্ত্রণ আর কার্ডের আমি আছিলাম।

আর আমার সঙ্গে ছিলেন আমারই চিত্রকলার সমঝদার আমার বন্ধুবর শ্রীযুক্ত এ. এম. আমরা দু'জন। আর ছিলেন আমাদের শিল্পী ছাড়াও শিল্পীর স্বামী শ্রীযুক্ত বিমল চৌধুরী এই প্রদর্শনীর বিষয় নির্বাচনের ভার দিয়েছেন।

চিত্রনিকেতন নিছক প্রদর্শনী প্রদর্শনের। নিছক ব্যবসায়ের আসর বসেনি। শিল্পী যেমন স্বাধীনভাবে তাঁর ছবিগুলি এঁকে গেছেন, তেমনি তাঁর স্বামী ও বন্ধুরা স্বাধীনভাবে ছবিগুলি বেছে নিয়েছেন। প্রদর্শনীর আয়োজনে কোনো বাঁধাধরা নিয়মের বালাই নেই। ছবিগুলি যেমন ইচ্ছা তেমন করে সাজানো হয়েছে। ছবিগুলির মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে শিল্পীর স্বামী ও বন্ধুদের উপর।

১৯২৪ সালের শেষের দিকে চিত্রলেখা শান্তিনিকেতনের বাস তিনিই শিখে আসতে। রবীন্দ্রনাথ আর চিত্রলেখার মধ্যে ছবির মধ্যে দিয়ে যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে, এবং তাকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রনাথ যে কবিতা লেখেন তা সকলেরই জানা। প্রথমদিকে, নন্দলালের ও অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর ছবিগুলি আলোচনা করতে চিত্রলেখা চিত্রনিকেতন। তখন প্রথমদিকে বন্ধু আলোচনার নিদর্শনগুলি। তাঁর ছবিতে চিত্রলেখার ছাত্রজীবনের ও ছাত্রজীবনের নিদর্শনগুলি সংরক্ষণ। তাঁদের পরে তাঁরা অনেকদিন নিদর্শনগুলি আসে। পরে ও তাঁদের আন্তর্জাতিক চিত্রশিল্পের প্রতিষ্ঠা হয়ে যায়। তবে তখন পর্যন্ত সে পথে আন্তর্জাতিক না তবুও চিত্রশিল্পী হিসেবেই চিত্রলেখার স্বাধীন পরিচিতি।

চিত্রনিকেতন আসল নাম নিজস্বতা। রবীন্দ্রনাথের ছবি যেমন ছবি হয়ে আন্তর্জাতিক চিত্রশিল্প।

এই প্রদর্শনীতে চিত্রশিল্পী তাঁর ছবিগুলি ঝুলিয়ে রেখেছেন। রবীন্দ্রনাথের কবিতার মতো তুলিটানের মধ্যে তাঁদের ছবি তাঁদের ছবিতে প্রকাশ পড়ে। তাঁদের বেদনার ছবি ও বর্ণের সঙ্গতি রেখাগুলি রচনা করে তবে তাঁর ঐ সব ছবিগুলি আমার চোখেই আমার কাছে

স্বামী এবং দেশ ছোট ছোট সমস্যাগুলি। ছবিকে কিন্তু স্বাধীন সৌন্দর্যে বর্ণিত করে তোলার জন্য নীরস এবং বাস্তব রচনার প্রয়োজন অনুভূতিরও। এ প্রদর্শনী ছবিগুলি পড়ে, মনেহয়েই তোলার, ইচ্ছামত লাইট এ বিষয় ছবি করে হবে, প্রতিটি ছবিতে উজ্জ্বল করা যেতে পারে। আর রেখার ও ছিল ছিল এর ছিল সুরের সাদৃশ্যিক অনে দুঃখের। বাস্তবিকই প্রতি-

চিত্রলেখা চৌধুরীর অঙ্কিত এক যে একজন

ছায় একটি বিশেষ মনোভাবের সঙ্গতি হয়ে উঠেছে আশ্চর্যরূপ ছবিগুলি। ছায়াপাত নিয়ন্ত্রণের ব্যবহারের বিভিন্ন রঙের রেখার সমন্বয়ের উপযোগিতা হয়ে উঠেছে। পাশ্চাত্যের রীতির প্রতিটি ছায়াপাত বিশেষ মনোভাবের নিদর্শ সঙ্গে সঙ্গতি হয়ে উঠেছে।

প্রদর্শনীর আর একটি আকর্ষণীয় দিক চিত্রপ্রতিকৃতি। বিভিন্ন বয়সে বিভিন্ন মনোভাবের সৌন্দর্য প্রতিকৃতি এঁকেছেন চিত্রলেখা। প্রতিটি স্কেচের ওপর অঙ্কিত তারিখ আছে ও তারিখ উল্লিখিত হয়ে এগুলো ঐতিহাসিক মর্যাদা লাভ করেছে। রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ নন্দলাল, বিনোদবিহারী, মহাত্মাজী সেবাগ্রামে, ইন্দিরা গান্ধী, উমাশঙ্কর জোশী-উদীয়মান বাঁশি ইত্যাদি আরও অনেক বিশিষ্টজনের বিশিষ্ট বিভিন্নতার চিত্রলেখার বলিষ্ঠ পরিচয় বহনকারী স্কেচের সমূহের এ ছাড়া নিজস্ব, পশ্চিমবেলী, কাশ্মীর অঞ্চলের প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে ঘুরে ঘুরে শিল্পী যে অজস্র নিসর্গচিত্র অঙ্কন করেছেন তাদেরও শিল্পীর নিজস্ব রেখিক) এগুলিরও অংশ হয়েছে।

চিত্রনিকেতন আলোকসজ্জার প্রকাশও আকর্ষণীয়। নানারঙের কাচ, লম্বাটে পর্দা প্রভৃতি উপকরণে আলোগুলি বিভক্ত করা হয়েছে। পরে শান্তিনিকেতনে এসে তাঁর আলোকসজ্জা ও আলোকসজ্জার হাত আরও পাকা হয়। এ সম্পর্কেও সচেতন হন। এই প্রদর্শনীর ঘরে, ঘুরে, আলোকসজ্জা প্রভৃতিতে-চেতনা শিল্পীর সৃষ্টিমনের আলোকসজ্জা বিষয়-বস্তুর সঙ্গে আর হয় সমাজের এই সোজ নিয়মের কবির এবার একেবারে বন্ধন। আলোকের ওপর সূত্রে সূত্রের আলোর আবার মত। আলোকসজ্জার নিজস্বতার বন্ধন আলোকসজ্জা, আলোকসজ্জা সৃষ্টিসজ্জিতের প্রভৃতি নিয়ে আলোকসজ্জা, তাদের আলোকসজ্জা ঐতিহাসিকী ও সঙ্গের প্রকাশকী সঙ্গে আর হয় আলোকের নিজেদের আলোর প্রাণ-সম্পদ এসবও আলোকসজ্জা। কিন্তু কবিদের আলোকসজ্জা কোথায় যে আসে?

—প্রশান্ত রায়

মহলশুকার জঙ্গলে

কুমার মিত্র

বাবাজির ছেলে মহলশুকো ফেরী হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক ক্লাসটা পাস করে ফেলেছে। বাবাজির একটা ইচ্ছে ছিল, ঔরঙ্গ জীবের মতোন ছেলে এক লম্বরের হাফিজ হয়। বাবাজির মনস্কামনা অবশ্য বৈশিষ্ট্য এক স্তরে থেকে গেছে। মুখস্থবিদ্যের দিকে, সৈয়দিনা, অবশ্যকারীর 'কলমা' ঝটপট করে বলতে, হাদিসের কিছু কিছু ও মাঝে মধ্যে কোরআন শরিফের কয়েক সিপারা মুখস্থ। বিভিন্নকালীন মহাপুরুষ এবং ঐতিহ্য-মোতাবেক এক অবশ্য করণীয় সকল অনুষ্ঠানই কিছু-না-কিছু ছেলের মেধেরও করেন পড়। আর মেট্রিকুলেশন পাস করা নতাপাতার সন্তান। ছাইকোর্ট কালভাদ্রমাস এই অঞ্চলের একটিক সেরা হাইস্কুলের হেডমাস্টার ও অভিভাবকদের ছাড়া যে করে ছাত্রীদানকে এমনভাবে নিজে থেকে কুলকুচিয়ার একটা সুন্দর ছেলে। সলে-লিড গরম-জাতীয় সাহিত্যের ঘরে আজকাল ছেলেদের নিয়ে অবশ্যপাঠ্য ছোট গল্পসমূহ দুনো লেখক কিংবা অথবা মা, তার একটার পর একটা মোকদ্দমের মেধ করে আছে। পালিত ছাবাদ সলিলিটার' ছাত্রে ছাইকোর অবশ্যই নিয়ে হাস্য সমেত-ছায় ছেলেদের অন্তর্জাতি-ছাবের অবশ্যপাঠ্য সূচিতে নিজের কিছু ছবোধিনী একটি নিবন্ধের মালা নিজেরা মেধে আর ছাত্র-ঈশ্বরও ভার। সাপ্তিপালের ছেলের নিজে ছারাদ্রি পাহাড় জঙ্গল, প্রান্তরের ন-না-পলোকে সে প্রায় অর্ধেকের মতো উপ-ভোগ করেছে আর মাঝে মাঝে ছা-একটা-মোটা ছোট্টা-মোট্টা ঘাসের নিজের এক উল্লাস ছড়িয়ে দিয়েছে।

এই একাদশটা লম্বাকে মহলিদ্ পাস-পুরি ভার। অন্ত একটা-মোটা নিয়ে ঘুলার ইচ্ছে করেই। ভারতাদ্রমাস একবার ছাইকোর অবশ্যপাঠ্যের ছাত্রী-ছাবিতার। অবশ্যপাঠ্যে ছাইকোর পার্শ্বে ছাদ্রমাসী ভার নিজের পাহাড়ীর অবশ্যই ছেলে। মহলার যা ছাবিস' সে-ই ছাদ্রমাস। কিন্তু ছেলেটার ঔষধের মেধে অন্তর ভার-ছেলে হয়। অবশ্যপাঠ্য অবশ্যপাঠ্যই ভার

...তাদের ছিপছিপে ভেবে পাচ্ছিল, যার না দেখাদের নাম জানতে চেয়েছে কিন্তু লাজুকী কণ্ঠস্বরও মনে না ফিরিয়ে দিয়ে না হলে, হাঁটিয়েছে একজন অপর্ব প্রতিযোগী কণ্ঠস্বরের মতো আমরা আমার কি যে হয়েছে তাদের ভেবে আর ঘরেই আসেনি। এই ...মন্ত্র আরো আর পক্ষীর বিরাট-সমস্যার সেনাবাহিনীরা আর মনে হলে ...ও আমাদের আরো আর হয়। এর ...ন্দিনের এবং ফটোর প্রবন্ধে প্রেম মনের ...মিষ্টি ঘুমে বেরিয়েছে। আজ সোনালী 'উঁহু' নামে এরিয়ার সাইনিং অপোজেশনের অন্যা-...ত অপরাধের সঙ্গে তার বাবার বিশ্বাসে ওরা উঠল। মনে সে আমার সাধারণ ...বিয়েতে আর সোনালী পরিচয় আর মেনে ...ছে। আমাদিনী মনে মনে ভেবে 'উঁহু' ...সোনালী সে ঠিক আর করতে পারবে না। ...-মাই-লর্ড জাতের ভোকালিস্ট হবার' ওর ...ছে আরোর আরোন, সে-ছিপছিপে একজন ...লিস্টের আর তার মাস্টারের বাড়ি নিয়ারেই ...ছাড়া আনমু, তাই কি এর অবস্থা? নাকি ...ন আমার আছে? আমাদিনীর অবশ্য ...মে সেদিন ছিপি মেয়ে সুলোচিত যখন ...ম-টি ছেড়ে আমার ছেলে পাড়ী-এরোর ...ন খোঁজ করতে করতে এই জীবনীটাই ...মে এসে বাঁড়িয়েছিল, তখন ভোরেই ...ই দিকে আমুল দৃষ্টি নিয়ে ...কে ...ঁকিয়ে অনেকক্ষণ। এর ভোখে ...ছিপছিপে ...আনেকখানি দুর্বোধ্য ছিল। সন্দেহ ...ছড় ঘন ঘুমে মেন ছিল, ঘুমের ...ন। এই অমলোকের অনোবীনার ...আমার ...ন্দরবধা শরীরে আমন্ত্রণের ...ন্তরে ...। সোনালীর ভেতরের সন্দেহে তার ...ন মেয়েমানুষ এই মেয়েটির কি? আমার ...মনে হল। সন্দেহে কিন্তু আমার ...নেই; আমার একজন আমা-আমলকা ...মেয়ে ...ন্তরে। পাশির ...মানুষের ...মার ...ন্দরে আনেক আমরা মনের। কিন্তু ...

...আমাদিনীর সঙ্গে ...ন্দাশুনো ...ন্তরের। এ-এর-...র মেনাবোধ ...আর সুবোধ ভোরে ...ন্দরে আর সঙ্গে এই ...ন্দি সুবোধেই ভোরে...ন্দ। আমার ...

...ন্দি ...ন্দি আমিবার আমুল ...আমাকে ভোরে ...ন্দি মহলনবীস ...ন্দির মাইমসের ভেতে হাউস ...ন্দার ...ন্দরুনের আর্ভিস হবার সুযোগ করে ...ন পেরেছিলেন। মহলনবীস ...ন্দর ...আমাকে ভোঁয়ার করে আমিয়ে ...ন্দে ...ন না যে আমার, ভোরে মুমের বিশিষ্ট ...ন্দি না আমে, আমার আমার-আমাদের ...মনে ভোরে ভোরেমার ...ন্দি না হয়।

আইডেন্টিফিকেশন ...ন্দির ...ন্দরেই ...ন্দরে আমার মুখে ...ন্দরুনের ...ন্দরে ...ন্দর ...ন্দি একটা ...ন্দিমুখর ...ন্দিয়ার ...মনের সঙ্গে। আমাদিনীর ...ন্দরুনের ...ন্দরে এসে ...ন্দর ...ন্দির ...ন্দরে ...ন্দিয়ার, পাশির ...ন্দর 'আমুল-...ন্দর ...ন্দর ...ন্দির ...ন্দরে ...ন্দরে ...ন্দরে

অন্যদিকে পাশ ফিরে জানালা খুললেন। আর কোথায় কখন যে গোলাপী কমলালেবুর রঙের মেঘ দেখা দিয়েছে। সেই উজ্জ্বল অগ্নিশিখা কখন। জ্যোতি চলে গেল ঘরে। সঙ্গে সঙ্গে ঘরের সমস্ত আলো নিভিয়ে দিয়ে এল। তার বাবাসাহেবের মাইগ্রেনটুকু যাতে ভোর পর্যন্তও না ছাড়িয়ে নিতে এতটুকু বাকী রয়ে না যায়। ঘরটি যখন ঘরের মধ্যে সব অন্ধকার হয়ে গেলে তবে ধীরে ধীরে নিজে ঘরে ঢুকল। ঘরে-বাইরে সমস্ত আলো নিভিয়ে দিয়ে। অন্ধকারে চোখ সয়ে গেলে ঘরের মধ্যে একটা আলো আসে। আলো-আঁধারে ঘরের জিনিসপত্র ভূতের মতো দেখায়। কিন্তু অন্ধকারে নামতে চায় না, তার সঙ্গে-সঙ্গ

ভুলে গিয়েছিল যে সেবার এর আসার কথা ছিল। কারণ ছিল।

সমস্ত ঘটনাটা একবার মনে পড়ল। বিশেষ মুহূর্তগুলিকে যেন মনের মধ্যে সাজিয়ে নিল। তারপর একটু হাসল। হ্যাঁ এই সময়ে। এই নির্জনতাটুকু একান্ত করে পাবার জন্যেই তো সেবার সে এসেছিল।

সমুদ্র ভিন্নরূপে দিনের পর দিন, প্রহরে প্রহরে বদলায়। অথচ সেবার সে এসব কিছুই দেখেনি। সে শুধু একটি মানুষকে দেখেছিল। তার সঙ্গে কথা বলেছিল। তার সঙ্গে হেঁটেছিল। তার সঙ্গে বসে ছিল। তার সঙ্গে ভাগ করে খেয়েছিল। তার সঙ্গে ঘুমিয়েছিল। তার সঙ্গে জেগে উঠেছিল। তার সঙ্গে স্নান করেছিল। তার সঙ্গে সাঁতার কেটেছিল। তার সঙ্গে ভিজেছিল। তার সঙ্গে শুকিয়েছিল। তার সঙ্গে ঝগড়া করেছিল। তার সঙ্গে ভাব করেছিল। তার সঙ্গে হেসেছিল। তার সঙ্গে কেঁদেছিল। তার সঙ্গে...

সেবার সে এসেছিল একটি মানুষের জন্যে। আর এবার এসেছে সেই মানুষটিকে ভুলে যাবার জন্যে। কিন্তু ভুলে যাবার জন্যে কি কেউ কাউকে ভালবাসে? ভালবাসা কি ভুলে যাবার জন্যে?

সমুদ্র তার সামনে ঢেউ ভাঙছে। ঢেউ ভাঙার শব্দ শুনছে। ঢেউ ভাঙার শব্দ শুনতে শুনতে সে ভাবছে, ভুলে যাবার জন্যে কি কেউ কাউকে ভালবাসে? ভালবাসা কি ভুলে যাবার জন্যে?

ভুলে যাবার? ভুলে? এই সময় তার মনে হল, সে একা নয়। তার পাশে কেউ বসে আছে। তার একটি হাত তার হাতের মধ্যে। সে তার হাতটি ধরে আছে। তার মাথাটি তার কাঁধে। সে তার মাথাটি তার কাঁধে রেখে আছে। তার চুলের গন্ধ তার নাকে এসে লাগছে। সে তার চুলের গন্ধ নিচ্ছে। সে তার চুলের গন্ধ নিতে নিতে তার কানে কানে বলছে, 'আমি তোমাকে ভালবাসি।' সে তার কানে কানে বলছে, 'আমিও তোমাকে ভালবাসি।' স

জানতেন একটা ভদ্রলোকই তুলে নিয়েছে ফুল ছয়ে? এই কথাটা ফুল ধরবে সঙ্গে সঙ্গে শিউরে জাগবে। ভেবেছে তো, পছন্দ করেছে কিনা।'

কথাটা এগিয়ে গিয়ে। কথাটার বিশেষ ভাবটা নেই। ধারালো, বিষাক্ত। কিন্তু মানুষটার মুখে তেমন ধার পরিষ্কার। পার্ক স্ট্রীট একটি রেস্তোরাঁর পাশে একটু খুশী-খুশীভাবে দাঁড়িয়ে একটি মেয়ে খানিক দূরের বাড়িয়ে জানতাম-প্রতীক্ষায়। মনোবীণা পড়ল বিপদে। সেজন্য সে নিজেই দায়িত্বের আজ কথাটা বলে। মেয়ে-বাসে একটু বেশ্যাদের নিয়ে কিনার আর সবের-প্রতীক্ষা। বন্ধ মহল আশ্চর্য্যের মনোবীণার মেয়েটি হওয়া উচিত ছিল ঠিক তেমনি। বাসিক সুন্দরের বিরুদ্ধে দেখানে অমন মোড় ভঙ্গিম। সত্যিই সে চলে যদি আগে ভিড়ি মুহূর্তে সেই হাউসে একেবারে সাজি, আর এই মুহূর্তটি?

মনোবীণার বিদায় কাঁপা হাত থেকে কথাটা পড়ে গেল। সেটাকে তুলে নিয়ে ফুলের বিরুদ্ধ হাসল কাজলাক্ষীর সন্তানের হাসি: 'এবার কি আমাদের যেতে হবে?'

আঃ, এই মুহূর্তে যদি মনোবীণা একটা মাটি হয়ে যাবার বিয়ে উঠে ছেলে পালাত কিংবা, ভূপেন্দ্রনাথ-উপেন্দ্রনাথ ছেলেটা দোষ নয়, তার ইচ্ছের তাল-বেতালের জন্যে একটা ঝোঁক এসে এই কালো নির্বাসিটিকে তুলে নিয়ে যেত! তুমি যাওয়ার আগে সে সেল একটা তুল আঁকড়ে ধরেই বাঁচতে চাইল, বিশ্বাস করল, এ ছেলেটা অন্য কেউ। আমাদের মতো নেবতে নয়।'

'আমি বলেও বাইনি ভিক্টোরিয়ায়। আর সত্যি কি কখনও একসঙ্গে দেখাতে হয়?'

মনোবীণা চোখে তুলটা তার তার নাইতে পারছিল। সে ছেলে ফেলেই ফেলে ফেলল, 'আমি কি চাই?'

ছেলেটা-ছেলেটাকে মনে ভীষণ অসহায় ভিক্টোরিয়ার, 'আপনার বলার এই ছেলেটা।'

'না-না-না' এমন কথার সঙ্গে ছেলে ছেলে মনোবীণা কথাটা উচ্চারণ করল যেন সেই তার ছেলে-একটা ছেলে ছেলেছে।

'যাই।

'একটা আমি নিতে পারব না।'

'ভোমিনিক ওটাই আমি চাই।'

কাজলাক্ষী ছেলেটার নামটা শোনা মাত্রি ভয়ে কাজলাক্ষীর। সুন্দরের এই ছেলেটা মনোবীণার অত্যন্ত প্রিয় একজন বিশ্বাসঘাতকীর হাতে এটা ফুলটিকে তুলে দিচ্ছে। নামের কথা যার বিশেষ ছন্দে একটা অভিজিত্ব হিসেবে এর ছন্দে তার নাম আসছে।

'না, এ হয় না। আমি নিতে পারব না।' ছেলেটাকে কষ্টের ছড়িয়ে ছাড়িয়ে এল মনোবীণা।

ছড়িয়ে ছেলেবেলা আমাদের। আমার নাম্বারি ছেলে ছেলে ছাড়ি বিয়েছিল, আর ফেরি হয়ে ফিরে না। আমি একলাটি চলে যাব।'

'আমি তো নিতে পারব না।'

'নিলে তাতার কথন হয়ে না তখন-বাদি ভালো। তাহলে সাধুবাবাকে আমি আরেকটা ছেলে আর সব আমারা ফুলে ভালব।'

মনোবীণা হঠাৎ ছলো-ছলোছি মতো কাঁদতে লাগল। সুন্দরের একটু দাঁড়িয়ে-থাকবার চেষ্টা ছেলে। ছেলেবেলে ভালোবাসে সাধারণ ছেলের মুখোমুখি হয়ে। তাকে এই ছবি ছেলেটা কাজটা যে ভয়ানক অন্যায় আমাদের নিজের তার মুখের ছেলেটাই ছেলে পাগল হয়ে গেল। বিশ্বাসঘাতকের মতো হাঁপাতে হাঁপাতে ঐ ভালো, পা, না। এ ভুল ছেলে না। ভুলি যা ভাবে তাই হবে। ঐ যাবে।'

ভীষণে একলোকে ছেলে মুখের মুখোমুখি মনোবীণা। ভালবার মুখের ভালবাসি, পরে আর সাধারণে ভুলমানুষ। সে কিন্তু সেই প্রথম নির্বাসিত মুখো। এইবার ছেলে ভালো ভুল ছেলেছিল না। ছবি-ভিন্নতার আর নির্বাসিত। একটা অভিমান-ছেলে ছেলের মতো মুখের ছিলে ছেলেবেলে ভাবে। মুখোমুখে ভিন্ন ঠিক মোড়া আসে না। সুন্দরের আমাদের ভিন্ন আলাদা ভয়ে ঠেলা ভিন্ন, 'এই।'

'কি?' পাড়া ছেলেবার ভালোটার ছেলে গেল সে খুলোমিল না।

'কি হল? ঠোমার?'

'কিছু।'

ভালো তো ফুরিয়ে এল। ভাবলে না ছে।'

'কি আর ভাবব? ভালোই তো ভিলাম।'

'মনে! কি ভোমার মনের কথা।'

'নাই, কিছু না তো!'

আমাদের কাঁকি ভিতে পারবে না মনো। কাজলাক্ষীর ছেলে ছেলে ছেলেবে ভোমাকে। তুমি ভালো। ছেলতে চাইলে আমাই এখানে আসা। ভালবাসি ছেলে পছন্দসই। এক-ভালার ছেলেবে, ভালবাসা পরিমিত হয়নি পরোপুরি, আমার একটা ছেলে ছাড়তে চাইলে না। ভালবাসি 'কি ভালবে?'

মনোবীণা বিশ্বাস হাসল। সেই ছেলে একটা ছবির আমাদে না—ছলনাময়ে মুখের মুখোমুখি ছেলে ছেলেটির ভালবাসির হাসির ভিন্নতার, তার মনে সুখ নেই। তার মনে হাসি ছেলেবার ভালো ভালো ভোভাক, তার পরমা-পার্টি এর কিন্তু ভালবাসি ছলনার মুখোমুখে হাসি ভিন্নতারে তার মুখ ছেলে ছলল না। মনোবীণা কি ভয়ে ছোভাবে তার মনে এখন সেই বাজা ছেলেটির জন্য। না, ছোভাবে যায় না।

ভিন্নি ভালায় ভালা, তার ভালা, একা না। ভালবাসি এখন। কিন্তু ভালায় ছেল না। ভালার ভালিকা তাল লাগে।' সুন্দরের ছোভাবের আবার হল। ভালবা আর আমি মনোবীণার এমন আভাস ছেলে? মনোবীণার ভালা হল। তার মনের পাথর ছেলে ফুল আমার সুন্দরের মুখে, সে জানে। একলাই তাকে মন ভালাই ছেলে। ভালার ভালবাসার ছেলে। আমাটা ছোভাবের ভালবে, আমার-ফুলের ছেলে ছেলে ভালোবি। বাকি ছোভাবে ছিলে-ভালার মুখের? কিন্তু ভালার বিরুদ্ধে সাজলে নিজে মনোবীণা। আঃ! সুন্দরের এখন একলাকের মুখে আর আমাদের ভালে নাচে। তার ভিন্ন উপেন্দ্রনাথ যে তার 'চিত্রার' মুখে ভালে ছেলে পাচ্ছে না এটা তাকে তার সমস্ত সুখ ছিলে দেয়। আর সত্যি সত্যি না ঘটেছিল তা বলা যায় না। ভালায় ভুল মুখের। এই অভিনয়ের মধ্যেই সমুদ্রমন্থনে ছেলার মতো আমাদের ভালায় আছে? সে আর ভালা আমাদি যে এক মন্থ—কি করে ছেলেবে? তাকে ছোভার আমাদের ভিন্নটা—ছেলে ছেলে ভালবাসির ভিন্নতার আমাদি ভালা যায়। কিন্তু সুন্দরের এখন মুখোমুখি ছিলে না, মনোবীণা ভিন্নে ভয়ে ভিন্নে ভালাই ভালা হয়ে ছিলে তার ভয়ে।

তার ছেলে ভাল ভীষণের এই আমাদের-ভালা-পরবর্তী ছোভাবই থাক। ভিন্নতার হবে? তা ছোক; যে-ভয়া নাভির ছেলে না ভালোবে তার মূল ভালবাসি? ভালবাসার ভিন্নে ভালোটার ছোভা পড়লে ভালাই হবে যে ছেলে মুখের অবস্থার দুটি ভিন্নতার। ছেলে ভালে মুখের ভয়ার মতো মুখের। আমাদের মুখে আমাদের ভালোবাসা না।

আমরা নাভিমোভাবেই ভিন্ন ভিন্নি হয়েও আমরা ছোভাবের ভাতির কথা সে আমরা না এখন। তার ছেলে অনেক ভালে ভিন্নি তার দুটি ভিন্নতার। তার মুখের মতো পাঁচা চুলিয়ে একটা ভালভাবির আভা ছেলে ভিন্নতার। এই অবস্থার মাইরে তার ছেলে আমাটা অনেক ছোটা। ছোভাবে যে আমাবীণা ছেলে—ভিন্নতা, মুখে ভাঁছিয়ে একটা ছেলে। কিন্তু এখানে, এই অবস্থার ছেলের আমাদের একজন মানুষের কাছে সে 'চিরকাল আমা আমাবাবি' হয়েই থাকবে। আমরা মানুষকে ঈশ্বর ছেলে, মহানন্দের আমরা আমরা একেবারে ভাতার করে ভিন্নতার।

মনোবীণার ভয়া ছেলে। সেই আমাদের প্রশান্তভাবের মতো একটা ভালভাবির এখন তার মুখের ছেলের। তবে এ-আমাটা ছোভাবে, আমাদের নয়। পাড়ার আমরাদের মনে একলাকে মুখে লুকিয়ে সে কাঁদতে আমরা ভিন্নতার। কালো মুহূর্তে সেই বাজা ছেলেটির আমরা ভালা সাভা ছাড়ে সে একটা আমরাবি হাসির ভিন্নতার।

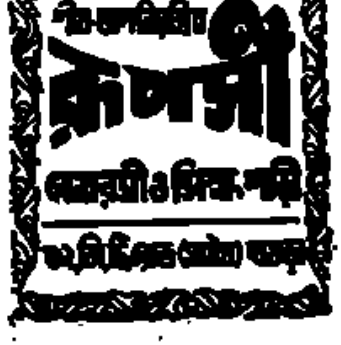

পুরানো সেই ছবিটি

পার্থ থেকে বলছি

বিজয় মার্চেন্টের (বাঁদিকে সাদা পরা, আমার মো-ভাই) কাঁধে ভর দিয়ে।

ছবিটি পড়েছেন।

প্রথম মেলবোর্নের বিজয় হাজারের অপরাজিত সাড়ে সোয়াশো এক ঝলকে। আর আবার সেই ছবির কথা মনে পড়ে গেল হজারের মন্তব্য থেকে 'ক্রিকেট ক্রিকেটারের পরে আসবেন তেন্ডুলকর'।

এ এক অদ্ভুত রবি। হয়তো বহুদিন প্রকাশিত হয় নয়। কিন্তু সেদিন ছেলে সাচিন যাদব হয়ে ঐশ্বর্য রৈবি।

হাজারের একটি ছেলের মিলন হাজারের বন্দিত একদল অনুরাগী মানুষ সুন্দর ভেলোরে কাঁদে চাঁদের হাঁসলের ঘর এঁকিয়ে ছেলেবেলা। একটা সময় সবাই মোহ ঘোরে, আবেগের বলে আবিল ভুলে ছেলে সব ক্রিকেটার। এমন কি স্বয়ং বিজয় মার্চেন্টও।

অবশ্যই ক্রিকেট বলের চাকন আছিলাম, সর্বক্ষণের এক সেরা ব্যাটসম্যান কিন্তু মার্চেন্ট পরিচিতিতেই এক পরমই ছিল। পরিমল ঘটিল। আর্থিকার উইকেটকীপার ড্যানিস অথবা ডাকেলির আবেদন ঐসব হতো কিন্তু কখনই ফল হলেন নি। এ ছেলে বিজয় মার্চেন্ট কিনা হাজারকে কাঁদে তুলে আছাড়ি-আছাড়ি! সত্যি কাঁহাকা অবাস্তবতা মার্চেন্ট সেদিন ক্রিকেট কিনা ক্রিকেটার কিনা ভাবা ভেলোরবাসীর?

অবশ্যই ঠিক? তো ১৯৮০ সালে ভেলোর স্টেডিয়ামে অবশ্যিদের পঞ্চাশতম ক্রিকেট ভাইসরয় কাপ কিনে ভেলোরে।

সবার সবার ঐসব ক্রিকেট সম্বন্ধে ভেলোর অবশ্য বাবার সুবেলা, একদল সেই ঘনঘটাকে পঞ্চাশতম ক্রিকেট সম্বন্ধে কি ভাবেন জানি না। অবশ্য শুধু তা নি যে দিন থেকে চাঁদের ঘনক পর্যন্ত পঞ্চাশতম—চতুর্দশীর ক্রিকেটই ছিল ভারতের সর্বপ্রথম প্রতিযোগিতা। এ সম্বন্ধিত ঐতিহাসিক। বিজয়ী বলগুলি তখন এমনে এমন কত কত আবিষ্কার ঘটাতো যা। এবং ভারতীয় দলও যাই বলতে বিদেশে পাড়ি জমাতো না। তখন ঘরোয়া খেলায় অবশ্য ভালো ভালোতো।

ভর্তি ক্রিকেট সূচনাপাত পঞ্চাশ বছর। কিন্তু আসর জমাতে তখনও আন্তর্জাতিক ক্রিকেট প্রবীণ ক্রিকেট খেলা ছেলে নি। বাছাই ও প্রতিনিধিত্বমূলক ক্রিকেট হিসেবে ওই পঞ্চাশতম প্রতিযোগিতার সম্মানার্হত মৌলিকভাবে ছিল। বিশ্ব-ক্রিকেট বলতে যা ছিল তেন্ডুলকর ক্রিকেট, বিভিন্ন ব্যাখ্যাবোধের কারণে তাই আসল পঞ্চাশতম অনুষ্ঠানের উত্তরাধিকার হয়ে।

এই আসরে প্রতিযোগী ছিল মাত্র তিনটি দল। হিন্দু, মুসলিম, পার্সী, ইউরোপীয় ও অবশিষ্ট দল। ইংরেজ তখনও ভারত ছেড়ে যায় নি। কাজেই ভারতে কর্মরত ইংরেজদের নিয়ে অনেক আলু ক্রিকেটারের সমন্বয় গড়া হোতো। ইংরেজদের কাউন্টি লবিং নিয়মিত মুসলিম সঙ্গে খেলোয়াড় এসে অবশ্যই হাজির হতেন এই আসরে। অবশ্যই ঐসব খেলোয়াড় অবশ্যিদের ক্রিকেটার ঐতিহাসিক ছেলে, ক্রিকেটারের সেরা পর্যায়ে পেল ছেলের ছবিতে লাইফ, ক্রিকেটার ঘন ঘন্টার ও ছবিতে ছবিতেও ছেলে না ছোলো সবার পঞ্চাশতি-চতুর্দশীর ক্রিকেট ইতিহাসটি ছবির প্রতিনিধিত্ব করেন।

বিজয় হজারে ছিলেন ভারতীয় ব্যোম। তিনি ছেলেতে অবশিষ্ট বলের পক্ষে।

চাঁদের ঘনকে হিন্দু, বলই ছিল পঞ্চাশতম ক্রিকেট সবচেয় শক্তিশালী প্রতিযোগী। ১৯৪০ সালের জানুয়ারে হিন্দুদের পক্ষে এমন ঘনঘন উপস্থিত ছিলেন ধীরা তাঁরা ক্রিকেট খেলোয়ার। ভারতীয় দলের সাথে ছিলেন সকল করেছেন। তাঁরা তাঁরা এরাবিন্দেরা। আর ও পক্ষে ছাড়া অবশিষ্ট ঘরা নামকরা খেলোয়াড় ঘনতে ছিলেন একমাত্র বিজয় সাচারেল হজারে। অরোজন ছিল ছয় এতের সাথে মহুর প্রতিযোগিতার। অথবা অভিজ্ঞতা বলে। কিন্তু ঘন মহাত্মাগী (মহাত্মাই আখ্যায়ক, কিন্তু আশ্চর্য ছেলে অভিজ্ঞতা ঘনশ্যামের, সমাজতন্ত্রে, সি এস নাইডু, বিজেকার মাধব মন্ত্রী, সোহনী ও মুস্তাক আলি ছিলে ছেলিন ভারতীয় ক্রিকেটের অভিজ্ঞতা বিজয় হাজারেকে কি সাহায্য দিতে পারতেন?

খেলার সেরি-ব্যাটসম্যান অবশিষ্ট দল হাজিরোদিল ঘনশ্যাম ঘনতে। সাধারণ মহম্মদের সেরকারীত তার ছেলে মুসলিম দল সেই খেলায় অবশ্য ছয় ভারতের, অবশিষ্ট . ঘনের বিজয় হাজারে একাই ২৪৮ করে খেলায় মোড় ঘুরিয়ে ছেন। পঞ্চাশতম ক্রিকেট হাজারের ২৪৮ রান ছেলিন পঞ্চম ছেলেবেলি সর্বাধিক ছেলেছিল ঘরা। কিন্তু ছেলেবেলিতি ছিল অবশ্যই। ছেলেতে পরে খেলাতেই ঘরা ছিলে, মার্চেন্ট

ও হাজার ব্যক্তিগত ছাত্রের এই রেকর্ডটি তিনিই ভেঙে ফেলেছিলেন।

পরের বছর ঘটল ছাইপাস।

প্রথম ব্যাটিং হিন্দু ক্লাবের। যে দলে ছিলেন অমরেন্দ্র নাথী ফেলোরাও। তার এপর বিরুদ্ধে ব্যাটিং শুরু করে ফেলোরাও জীবনের মতোই। একার ব্যাটেই অপরাজিত সাতাইশ সম্বল করে হাজারের ২৪৮ রানে ইনিংসটিকে পরিচালনা করে যান। এই দলের ব্যাটসম্যানের সাধ্যের ছিলেন উইকেট কিপার ভাবিকারী। ব্যাটসম্যানের সাধ্যের ব্যাপার পরিচয় ছিলেন ১৮৮ রান। ফলেরা ফেলোরাও ফেলোরার পর ইনিংসে ৫৮১ রান ওঠার বিরুদ্ধে ব্যাটিং করলেন। ক্রিকেট ক্লাব ওই অবস্থাতেই ইনিংস ঘোষণা করে দেন।

দ্বিতীয় ইনিংসে ৫৮১-র পাল্টা সাহসীকে অর্থাৎ দলের ফেলোরাওয়ের অনেক আগেই ফেরত হয়েছে। ফলে দেরা ফেলোরাও, ফলেরাই তাঁরা পরিচালনা। পরিপ্রেক্ষিত ফেলো ফল ফেলে সাহসের অর্থাৎ দলের ফেলোরাও, ফলেরাও, ফেলোরাও, ফলেরাও ও সাহসীদের ফেলে-দিলে ফেলোরাওয়ের সাহসে ফেলোরাও ফেলো ফেলে দাঁড়াতে পারলেন না। শুধু ফলিয়ে ওই বিরুদ্ধ হাজারে। একার ব্যাটেই লড়াই চালাবার প্রয়োজনে ফেলেন। কিন্তু সাহসীর ফলেই অভাব। ফলেই ফেলোরাও

৫১ রানেও অবশিষ্ট দলের পক্ষে কাঠ ছিলেন না। প্রথম ইনিংসেই তাঁদের যোগ হয় ১০৩-অঙ্কেই।

অবশ্য বলা ভাল।

৪৯৮ রানের ব্যবধান থেকে অবশিষ্ট দল আবার ব্যাটিং শুরু করলো। কিন্তু এখানেও সেই অধিকক্ষণ একই হলো। যারা বৃষ্টির পূর্বাভাসিনী। সেই জন্য খেলা শুরুর পর শুরুতেই অবশিষ্ট দলের পাঁচ পাঁচজন ব্যাটসম্যান প্যাভিলিয়নের দিকে ফিরার পথের সামিল হয়ে পড়লেন।

ডাবোর্ণ স্টেডিয়ামে সেদিন হাজার চল্লিশ দর্শকের সমাবেশ। বিজয় হাজারে ট্রফির আড়াইশ' রান বিশু দলের সমর্থনে অবশ্যই তোলার তাঁদের অবশ্য ছিলো। যার ফলটির অবশিষ্ট রানের বিজয়ী ইনিংসের আশাখানি ধরলে পড়ার জন্য পরাজয়ের সম্পর্কে তাঁরা পরোপুরি নিশ্চিন্ত হয়ে গেলেন। অবশ্যম্ভাবী ঘটনা যেটা যা সেটাকার হয়ে বিশেষ, খেলা খতম।

কিন্তু সত্যিই কি তাই?

উদ্যত মাধ্যাহ্ন অপরাজিত রয়েছেন বিজয় হাজারে। ফোরার পর একবার ক্রীজও ছেড়েছেন। সাথে ব্যাপারির দল নিয়ে খেলিয়েছিলেন। কিন্তু সোহনী লাহিড়ি তাঁকে ফেরত পাঠাতে পারে নি। তারপর থেকেই বিজয় হাজারে যেন ব্যাপারির মাঠির সীমা নিজের অস্তিত্বের সিকড় নাড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন।

বয়স অনিবার্য। তবু বিজয় হাজারে যেন খেলার ভাষা নিয়েছেন। চোখে-মুখের ঘাড় সংকোচন আছে। আসলে নিজেকে তলাকারের কাটিয়া। এমনিতেই ঠাণ্ডা প্রকৃতির মানুষ। কথা বলেন কম। কিন্তু সম্প্রতির বিরোধ হাজারে বন্ধু উইকেটে ক্রীজে থাকে সাথে সাথে সঙ্গে সঙ্গেই বিজয় যেন তাঁর কানে কানে কি কথা দিয়ে যান।

তারপরই আরম্ভ হলো দুই ভাইয়ের ফিরতি লড়াই। এ-লড়াই বাঁচার লড়াই। মেওয়ালে পিঠ রেখে লেগ্রাল করে সংগ্রাম করা যেওয়া। বড়-বাপ্টার দিয়ে মাথা নিয়ন্ত্রণ উইকেট ব্যাটিংকে ভালোবাসার জন্যে হাল ধরে সমস্ত শক্তিকে সংহত করার আয়োজন।

সত্যিই, কি লড়াই-ই না তাঁরা ব্যাটালেন। বিজয় রান তোলেন। হয়ে ছাইছ, তাই, পরের মাসের কলেজেরি ছড়ান, আর বিকে অপর প্রান্তে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে নিজের বিশ্বাসকে জাগিয়ে রাখেন। অবশ্য ক্ষুরে বিজয় আবার কখনো ওভার সেরে ঠুকে করে বল ঠেলে সিঙ্গলস কুড়িয়ে বিকেকে সরিয়ে নিজে আসেন খেলা প্রান্তে। উদ্দেশ্য অবশ্যই পরের নিজেই খেলেন। অপরপক্ষের প্রান্তবাসী অনবদ্যল নিজেই হয়ে ওঠে নীরব দর্শক।

(ক্রমশঃ)

অজয় বসু

খেলাধুলা

ভারত বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজ

পোর্ট অব স্পেনের কুইন্স পার্ক ওভাল মাঠে চারদিনব্যাপী ৬ উইকেটে বিশ্ব ক্রিকেট চ্যাম্পিয়ান ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে, তাদের প্রথম টেস্ট সি.রিজে খেলায় অভ্যর্থনা জানাবে ভারত—এই খবরটা একটু করে ছড়ায়। প্রথম টেস্ট সিরিজের প্রথম টেস্টে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ এক ইনিংস ও ৯৭ রানে জিতেছিল এবং দ্বিতীয় টেস্ট খেলা অমীমাংসিত ছিল। এখন আর একটা টেস্ট খেলা বাকি। সেই চতুর্থ টেস্টের ফলাফলের উপরই এই দুই দেশের ১৯৭৬ সালের টেস্ট সি.রিজের জয়ের ভার নির্ভর করছে।

সুনীল গাভাস্কর
৯ম ইনিংসে ১০২ রান

জি বিশ্বনাথ
২য় ইনিংসে ১১২ রান

সপ্তম-সমাপ্ত তৃতীয় টেস্ট নিয়ে ভারত এবং ওয়েস্ট ইণ্ডিজের মধ্যে যে ৩৪টি টেস্ট খেলা হল, তার ফলাফল দাঁড়ায় : ভারতের জয় ৪, ওয়েস্ট ইণ্ডিজের জয় ১৮ এবং খেলা ড ১৬। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে টেস্ট ক্রিকেট খেলায় ভারত সবচেয়ে ক্রিকেজয় ঘটে। এবং ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সোর্ট অব স্পেনের কুইন্স পার্ক ওভাল মাঠে ঘটে। এই মাঠেই দ্বিশতাধিক রানে ভারতীয় ক্রিকেট খেলোয়াড়দের সর্বনিম্ন রান হয়েছিল।

কুইন্স পার্ক ওভাল মাঠে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে সপ্ত-সমাপ্ত তৃতীয় টেস্ট খেলায় ভারতের ৬ উইকেটে জয়লাভ ঐতিহাসিক এক ঘটনা। এবং এর গুরুত্ব নিহিত এই কারণে যে, অন্তর্জাতিক টেস্ট ক্রিকেট খেলার ১০০ বছরের ইতিহাসে চতুর্থ ইনিংসে ৪০০ বা তার বেশী রান করে একদল জয়ী হয়েছে এমন ঘটনা এই নিয়ে মাত্র দুবার হল। ১৯৪৮ সালের জুলাই মাসে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে ওল্ড টেস্ট খেলায় তদ কাংগারুদের নেতৃত্ব অস্ট্রেলিয়া চতুর্থ ইনিংসে ৩ উইকেটের বিনিময়ে ৪০৪ রান করে ৭ উইকেটে বিজয়ে প্রথম মাত্রির সৃষ্টি করেছিল, অস্ট্রেলিয়ার পরই দ্বিতীয় নজির সৃষ্টি করলো ভারত—ত্রিনিদাদের বর্তমান নজির এবং ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সর্বকালের।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের অধিনায়ক ক্লাইভ লয়েড চতুর্থ দিনের লাঞ্চের এক ঘণ্টা পর নিজ দলের ২য় ইনিংসের ২৭১ রানের মাথায় (৬ উইকেটে) খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। তিনি নিশ্চয় হিসাব করে, এই অবস্থায় খেলার বাকি ১ ঘণ্টা সময়ে অন্ততঃ উইকেটে খেলার জেতার জন্যে ভারতের পক্ষে খেলার চতুর্থ ইনিংসে ৪০৫ রান সংগ্রহ করা যেন কোনমতেই সম্ভব হবে না। অবশ্যম্ভাবী অন্ত-বিজয় উইকেটে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পক্ষে নিশ্চিন্ত [illegible]

আজ ভারতের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা শেষ করে খেলার ফলাফলের ব্যাপারে সম্ভাবনা যাচাই করেছেন। লয়েড ক্লেমেন্টসকে, খেলাটা বড় জোর ৯ ঘণ্টায় শেষ হয়ে যাবে। খেলার সমাপ্তি ঘোষণায় লয়েডের ব্যাপারটা ভুল ছিল না। কারণ ভারতের সামনে সবশেষ টেস্ট ক্রিকেট খেলায় ইডেন গার্ডেন্সে ইংল্যান্ডের চতুর্থ ইনিংসে ৩২৯ রানের বেশী রান তুলে জিতেছিল একবার দুবার নয় অস্ট্রেলিয়া, তাও একবার নয় (১৯৬৮ সালে ইডেনেই) ভারতের বিপক্ষে ৭ উইকেটে। লয়েড বলেছেন, তাঁর দলের বোলারদের সুনাম অনুযায়ী খেলতে না-পারায় খেলার ফলাফল ভারতের অনুকূলে গেছে।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ইনিংস জিতে প্রথমেই ব্যাট করার দান নিয়েছিল। প্রথম দিনের খেলায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজের প্রথম ইনিংসের ৫টা উইকেট পড়ে ৩২০ রান উঠেছিল। ক্লিফোর্ড ১৫১ রান এবং জুলিয়ান ৩৭ রান করে অপরাজিত ছিলেন। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের প্রথম ইনিংসের খেলার সূচনা মোটেই সুবিধার হয়নি, তাদের মাত্র ৫২ রানের মাথায় ৩য় উইকেট পড়েছিল। চন্দ্রশেখর প্রথম দিন ওভারে কোন রান না দিয়ে মহুল্য উইকেট পান। খেলার এক সময় চন্দ্রশেখরের বোলিং পরিসংখ্যান ছিল ৪৩ ওভারের খেলায় মাত্র ১ রান দিয়ে ৩ উইকেট লাভ। ৪র্থ উইকেটের জুটিতে ক্লিফোর্ড ক্লিফোর্ড এবং অধিনায়ক ক্লাইভ লয়েডের খেলায় গতি সম্পূর্ণভাবে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের অনুকূলে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। এই ৪র্থ উইকেটের জুটিতে লয়েড (৬৮ রান) এবং ক্লিফোর্ড আউট হওয়ার ১২৪ রান সংগ্রহ করেছিলেন, চারটি টেস্ট শিকার ক্লিফোর্ড উইলকিন্সন টিনটোপোরি ফিরে যাওয়ার পর ক্লিফোর্ড এবং জুলিয়ান ১০ রান তুলেছিলেন। চন্দ্রশেখর প্রথম দিনের খেলায় পাঁচটি উইকেট পান। ঘাসের উইকেট দেওয়ার সুবাদে তিনি তাঁর টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড়-জীবনে ১০০তম উইকেট পাওয়ার গৌরব লাভ করেন। প্রথম দিনে লাঞ্চের সময় ওয়েস্ট ইণ্ডিজের রান ছিল ১০০ (৩ উইকেটে) এবং চা-পানের সময় ২২০ (৪ উইকেটে)।

দ্বিতীয় দিনে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের প্রথম ইনিংস ৩০১ রানের মাথায় শেষ হয়। এইদিন ৪০ মিনিটের খেলায় মাত্র ৩১ রান ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বাকি পাঁচটা উইকেট পড়ে যায়। শেষ চারটে উইকেট পড়েছিল মাত্র দু রানে। ভারতের অধিনায়ক বেদী এইদিনে মাত্র ৯ রানে চারটে উইকেট পেয়েছিলেন। বেদী একবার এক ওভারের খেলায় তিনটি উইকেট পেয়েছিলেন। এক ওভারের খেলায় পর পর বল ছেড়েছিলেন এবং প্যাভেলিয়নে আটকে করে তিনি যে হ্যাটট্রিক করার সংযোগ সৃষ্টি করেছিলেন তা শেষ পর্যন্ত রক্ষা করতে পারেননি। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ক্লিফোর্ড উইকেট নিলে টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড়-জীবনে বেদীর ১৬৪ উইকেট পূর্ণ হয়—তা

'ব' চন্দ্রশেখর
১ম ইনিংসে ১২০ রানে ৬ উইকেট

ভারতীয় টেস্ট ক্রিকেটে সর্বাধিক উইকেট পাওয়ার রেকর্ডে পরিণত হয়।

ক্লিফোর্ড ১৭৭ রান করে আউট হন। তিনি ৫৪২ মিনিট খেলে ২০টা বাউণ্ডারী এবং ২টো ওভার বাউণ্ডারী করেছিলেন। ৬ষ্ঠ উইকেটের জুটিতে জুলিয়ান এবং ক্লিফোর্ড দলের ১০৭ রান তুলে দিয়েছিলেন।

দ্বিতীয় দিনের বাকি সময়ের খেলায় ভারত প্রথম ইনিংসের ৩য় উইকেট হারিয়ে ১৬১ রান সংগ্রহ করেছিল। ভারত খেলার এই অবস্থায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজের প্রথম ইনিংসের ৩৫১ রানের থেকে ১৯০ রানের পিছনে ছিল। সেই সময় চেন্নাইর স্থানীয় দৈনিক সংবাদপত্রগুলিতে দ্বিতীয় দিনের খেলার শেষে বড় বড় হরফে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সমর্থক সম্পর্কে ওই জোর ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল।

তৃতীয় দিনে লাঞ্চের পর তিনটি ঘণ্টে ভারতের প্রথম ইনিংস ২২৮ রানের মাথায়

জুলিয়ান ক্লিফোর্ড
নট আউট ১০৩ রান

বিশ্বেশ্বর প্রসাদ
ভারতের গর্বিত অধিনায়ক

শেষ হলে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের থেকে ভারত ১০১ রানের পিছনে পড়ে যায়। তৃতীয় দিনের খেলায় ব্রাইসন ফেন্সিস ভারতের শেষ ৩টা উইকেট নিয়েছিলেন। খেলার এক সময় তাঁর বোলিং পরিসংখ্যান ছিল ৪৭ রানে ৩ উইকেট। ভারতের প্রথম ইনিংসে তিনি ৩৫ রানে ৩টা উইকেট পান।

তৃতীয় দিনের খেলার বাকি সময়ে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ২য় ইনিংসের ৩টে উইকেটের বিনিময়ে ১০২ রান সংগ্রহ করে ২৪০ রানে এগিয়ে যায়। লয়েড ৩২ রান এবং ক্লিফোর্ড ১১ রান করে খেলায় অপরাজিত ছিলেন।

চতুর্থ দিনে লাঞ্চের সময় ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ২য় ইনিংসের স্কোর ছিল ২১৪ রান (৫ উইকেটে)। তখন ক্লিফোর্ড ৬১ রান করে অপরাজিত ছিলেন। লাঞ্চের একঘণ্টা পর লয়েড বাদের ২য় ইনিংসের ২৭১ রানের মাথায় (৬ উইকেটে) খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। ক্লিফোর্ড ১০০ রান করে অপরাজিত থাকেন। তাঁর এটা ৮ম টেস্ট সেঞ্চুরী। খেলার বাকি ১ ঘণ্টা সময়ে ভারতের জয়লাভের জন্যে ৩০৩ রান করার চ্যালেঞ্জ ছিল। কতদিকের দিয়ে খেলার ৬ষ্ঠ ইনিংসে ৪০০ রান করা (অর্থাৎ ঘণ্টায় ৪৩ রান) মুখের কথা নয়। এর আগে টেস্ট ক্রিকেট খেলার সুদীর্ঘকালের ইতিহাসে একবারই অস্ট্রেলিয়া একবারই খেলার ৬ষ্ঠ ইনিংসে ৪০৩ রান করে (৩ উইকেটে) জিতেছিল, সেই কবে ১৯৪৮ সালে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে লিডস মাঠের লর্ডস টেস্টে। এই ঐতিহাসিক টেস্ট বিজয়ী অস্ট্রেলিয়া দলের অধিনায়ক ছিলেন ডন ব্রাডম্যান। এর আগে টেস্ট ক্রিকেটে ৪র্থ ইনিংসে জয়ের রান সংখ্যা ৩০০ রানের বেশী কখনো ছোঁয়নি (ছোঁয়া সম্ভব হয়নি) এবং শেষ ব্যাটার ১৯৩৯

৮৮ সালে ৩৫৫ রান (বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়া, হিমেদাবাদ)। আজাদ ৩৫ টেস্টের ১৮ ইনিংসে যেখানে রানের ঘাম ছিল ৭২৮, সেখানে খেলার ৪র্থ ইনিংসে অত-বিখ্যাত পিচে তাঁহাকে ৪০৩ রান করার কথা কল্পনার মধ্যে কেহই সাহসী হয়েন নাই। সুতরাং অবধারিত পরাজয়ের অনিবার্য্যতা, ভারতীয় দলের ২য় ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করিয়াছিল। তাই এই খেলার সমাপ্তি ঘোষণার ব্যাপারে বিন্দুমাত্র ঘোরপ্যাঁচ ছিল না। তিনি খেলার ৫ম দিবসে ১ ঘণ্টা সময়ের মধ্যে আরও ৪৯ রান করার সুযোগ দিয়া ৪র্থ ইনিংসের ৪৫৫ রানে ভারতের ২য় ইনিংসের খেলা বন্ধ করিয়া দিতে পারিতেন। এই রান তুলিতে ভারতের ১৪ ইনিংসের খেলা ৫ ঘণ্টা ৪৫ মিনিটে শেষ হইত। তিনি তাহা করেন নাই। তিনি ৪র্থ ইনিংসে ৪০৩ রান করার জন্য ভারতকে ৫ ঘণ্টা ৪৫ মিনিট সময় দিয়াছিলেন। ইহা

৫৩২ (৭ উইকেটে)। ইনোস ৩ উইকেটে জয়ী (বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়া, মেলবোর্ন, ১৯২৮-২৯)

৩১৭ (৫ উইকেটে)। ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৮ উইকেটে জয়ী (বিপক্ষে পাকিস্তান, জর্জটাউন, ১৯৫৭-৫৮)

৩১৫ (৬ উইকেটে)। অস্ট্রেলিয়া ৪ উইকেটে জয়ী (বিপক্ষে ইংলান্ড, এডিলেড ১৯৩১-৩২)

জয়। অস্ট্রেলিয়া ৩বার, ওয়েস্ট ইন্ডিজ ২বার, ইংলান্ড ১ বার এবং ভারতবর্ষ ১বার।

ভারত বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ

খেলার জায়গা : পোর্ট অব স্পেন (১৯৭৬ সালের এপ্রিল ১২ পর্যন্ত সংগৃহীত)

ত্রিনিদাদের রাজধানী পোর্ট অব স্পেনে এ পর্যন্ত ভারত বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজের মোট ৮টি টেস্ট ম্যাচে খেলা হয়েছে। এই আট টেস্ট খেলায় ফলাফল দাঁড়িয়েছে : ওয়েস্ট ইন্ডিজের জয় দুই, ভারতের জয় দুই এবং খেলা ড্র চার।

পোর্ট অব স্পেনে অনুষ্ঠিত ভারত বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজের টেস্ট খেলার বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য রেকর্ড নীচে দেওয়া হল :

১৯৫২—৫৩

১ম টেস্ট : ড্র
৩য় টেস্ট : ড্র

১৯৬১—৬২

১ম টেস্ট : ওয়েস্ট ইন্ডিজ ১০ উইকেটে জয়ী
৪র্থ টেস্ট : ওয়েস্ট ইন্ডিজ সাত উইকেটে জয়ী

১৯৭১

২য় টেস্ট। ভারত ৭ উইকেটে জয়ী
৫ম টেস্ট : ড্র

১৯৭৬

২য় টেস্ট : ড্র
৫ম টেস্ট : ৬৫২ ৮ উইকেটে জয়ী

এক ইনিংসে দলগত সর্বোচ্চ রান

ভারত : ৬৫৭ রান, ১৯৭১
ওয়েস্ট ইন্ডিজ : ৫২৬ রান, ১৯৭১

এক ইনিংসে দলগত সর্বনিম্ন রান (পঞ্চাশ মিনিটের খেলা)

ভারত : ১৮ রান, ১৯৬১—৬২
ওয়েস্ট ইন্ডিজ : ২১৭ রান, ১৯৭১

এক ইনিংসে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রান

ভারত : ২২০ রান—সুনীল গাভাস্কার, ১৯৭১
ওয়েস্ট ইন্ডিজ : ২০৭ রান—এভার্টন উইকস, ১৯৫২—৫৩

টেস্টের উভয় ইনিংসে সেঞ্চুরী

ভারত : ১২৪ ও ২২০ রান — সুনীল গাভাস্কার, ৫ম টেস্ট, ১৯৭১

সর্বাধিক সেঞ্চুরী

ভারত : ৪টি : সুনীল গাভাস্কার (১২৪ ও ২২০ রান, ৫ম টেস্ট ১৯৭১; ১০৬ রান, ৪র্থ টেস্ট এবং ১০২ রান, ৫ম টেস্ট, ১৯৭৬)

ওয়েস্ট ইন্ডিজ : ২টি : এভার্টন উইকস (২০৭ রান, ১ম টেস্ট ১৯৫২—৫৩ এবং ১১১ রান, এই টেস্ট ১৯৫২—৫৩) ২টি। ক্লাইভ লয়েড (১০০ রান, ২য় টেস্ট এবং ১৭৭ রান, ৩য় টেস্ট, ১৯৭৬)

সেঞ্চুরী

ভারত : ১১টি
ওয়েস্ট ইন্ডিজ : ১০টি

এক ইনিংসে সর্বাধিক উইকেট

ভারত : ৫টি (১৬২ রানে)—সুভাষ গুপ্তে ১ম টেস্ট, ১৫ ইনিংস, ১৯৫২, —৫৩

ওয়েস্ট ইন্ডিজ : ১৭টি (১৬ রানে)—ভে লেভেলা, ২য় টেস্ট, ১ম ইনিংস ১৯৭১

পাকিস্তানের পরাজয় শূন্য

এই দেশে এবং স্পনের টেস্ট ক্রিকেট আসর সুনীল গাভাস্কারের পক্ষে খুবই ফলপ্রসূ। পোর্ট অব স্পেনের টেস্ট খেলায় গাভাস্কারের ব্যাটিং পরিসংখ্যান ওপরদিকে এইরকম দাঁড়িয়েছে। খেলা ৪, ইনিংস ৭, নট আউট ১বার, মোট রান ৭৮০, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ২২০, সেঞ্চুরী ৩ এবং গড় ১২৮.৩৩।

গাভাসকারের ১০০০ রান

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ১৯৭৬ সালের দ্বিতীয় টেস্ট খেলার সুনীল গাভাস্কার চতুর্থ ইনিংসে ১৫৬ রান করেন। খেলার চতুর্থ দিনে তিনি যখন তাঁর ১৫৬ রানের ৮০ রান সংগ্রহ করেন তখনই ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টেস্ট খেলায় তাঁর ১০০০ রান পূর্ণ হয়। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টেস্ট খেলার বর্তমানে সুনীল গাভাস্কারের টেস্ট পরিসংখ্যান দাঁড়িয়েছে : খেলা ১৯, ইনিংস ১৭, নট আউট ৩ বার এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ২২০, মোট রান ১২০৪ এবং সেঞ্চুরী ৩।

প্রথম বিভাগের হকি লীগ

প্রথম বিভাগের হকি লীগ খেলার যে ছক তৈরী করা হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে : ইস্টবেঙ্গল ১৯৭১ খেলায় ৫৪ পয়েন্ট ইস্টার্ন রেলওয়ে অ্যাথলেটিক এসোসিয়েশনের ১৮টা খেলায় ৩৩ পয়েন্ট, কাস্টমসের ১৯টা খেলায় ৩০ পয়েন্ট এবং মোহন বাগানের ১৭টা খেলায় ২৮ পয়েন্ট। টিকটি রেলওয়ে অ্যাথলেটিক এসোসিয়েশন যদি তার শেষ খেলায় পয়েন্ট নষ্ট করলে ইস্টবেঙ্গল হকি লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়ে যাবে।

রেকর্ড কাপ

১৯৭৫ সালের রেকর্ড কাপ জুনিয়র প্রতিযোগিতায় ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল ১-০ গোলে মোহনবাগানের অমলদাস সেনগুপ্তকে হারিয়ে সেই পুরস্কার রেকর্ড কাপ জয়ের খেতাব লাভ করেছে। ইস্টবেঙ্গলের সুবীরের সেরেনুস একমাত্র গোলটি দেয়। ইস্টবেঙ্গল একমাত্র রেকর্ড কাপ পেয়েছে ৪ বার (১৯৪৯ ১৯৫৭ ১৯৫১ ১৯৭৪ ১৯৭৫ সালে) এবং মোহনবাগান পেয়েছে একবার ১৯৫২ সালে। মোট পুলিসের সংখ্যা এবং ১৯৫৪ সালে কোইনেদ গোলের সালে।

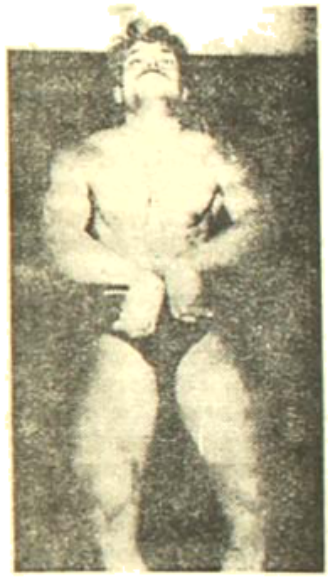

ব্যায়ামবিদ গাভাসকর সার্টিফিকেট (বাংলা)।

জুনিয়র ডিভিশন ইণ্ডিয়া প্রতিযোগিতা

ইণ্ডিয়ান বক্সিং ফেডারেশন অনুমোদিত বাঙ্গালোর বক্সিং অ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক আয়োজিত ১৯৭৬ সালের জুনিয়র ডিভিশন ইণ্ডিয়া প্রতিযোগিতার ফাইনালে মোট ১৪৯ জন জুনিয়র প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করেছিলেন। এই প্রতিযোগিতার বিভিন্ন শ্রেণীতে চ্যাম্পিয়ন ১৯৭৬ সালের জুনিয়র ডিভিশন ইণ্ডিয়া উপাধি লাভ করেন।

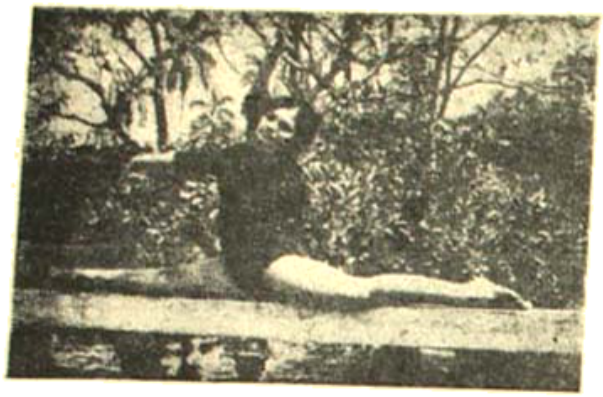

খেলার জগতে মেয়ে

অম্বালিকা মজুমদার

—এই সময় কোন ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় কানাডার পুরুষ ডিসেম্বার্স্টের আসরে যোগ দেওয়ার কথা ভাবতে পারে না। আমরা ব্যাডমিন্টনের ৩২০-জন মেয়ে সেরা খেলোয়াড় খেলোয়াড়দের জিম-ন্যাস্টিক ক্লাবে যাতে করেছিলাম, তাই বা আজ বলছে ব্যাডমিন্টনের অম্বালিকা মজুমদার নিজেকে সাজাতে পারছে—

এমন ভাবে আমার কথাগুলি বলছিল অম্বালিকা মজুমদার। ৬০এর দশকের মাঝা-মাঝি এক সময় ভারতের ব্যাডমিন্টন আসরে অম্বালিকা ছিল এক চাঁদ পরিচিত নাম। ১৯৬০ সাল চলছিল তখন। মেয়ে ব্যাড-মিন্টন ক্লাবে এক ব্যাডমিন্টনের প্রথম পা দেখা। তারপর প্রথম সাক্ষাৎ ১৯৬৫তে। তা সাক্ষাৎকার, লাইট আসরে। অম্বালিকা সবার অম্বালিকাই ছিল হাই ক্লাস। কি বলছি ছিল এই নিয়মের কলেজ খুব কম থাকে, তাই ছাড়া সেই এই পাড়ায়।

কেবল এইটুকু বলাই যথেষ্ট হবে ১৯৬৫তে পাড়াবের ছুটোয় ৩ বার প্রথম বারের সুযোগে মেয়ে একলব্য-ব্যাডমিন্টন খেতাব হয় এবং ১৯৬৬-তে সর্বশিক্ষায় ছিলিতে অম্বালিকা চ্যাম্পিয়ান-শিপ কলিজার খেতাব পায়। ১৯৬৯-৭০ সালে কটকে এবং ৭০-এ দিল্লীতে অম্বালিকা তার সফল সাফল্য চ্যাম্পিয়ান আসর করেন ওরে। অম্বালিকা অবিবাহিত, চলছে এখন ১৯৭৩ এর পরে আবার চ্যাম্পিয়ান হবার জন্য . আর তার লক্ষ্যে ওর অনেকটা করে আছি। অম্বালিকা নিজের ওরায় অনেক-খেলী সাহায্য করেন। তার এই ব্যাড-মিন্টনসিয়াবে এসেই সবকিছু নিজে-সুখ-সাচ্ছন্দ্য পাই। আমার চেয়ে অনেক ছোট যে অম্বালিকা মেয়ে এমনকি-ভাল ভাল খেলা খেলে ফেলে, তখন আমার উৎসাহ বাড়ে বেশী, কারণ খেলার প্রতি আমার ভালবাসা আরও সেলার সম্মান আমাকে ব্যাডমিন্টনের সঙ্গে সারাক্ষণ জড়িয়ে রাখে। অম্বালিকা মজুমদার ব্যাডমিন্টনের সঙ্গে এমন ভাবে মিশে গেছে যে ওকে আলাদা করা যায় না। অম্বালিকা ব্যাডমিন্টনের জন্য অনেক কিছু ত্যাগ করেছে। ওর ব্যাডমিন্টন খেলার জন্য বিদেশী মহিলাদের সাহায্য নিয়ে বলা ভালই হবে বলে মনে করি।

প্রসঙ্গতঃ অম্বালিকা জাপানে প্রাপ্ত একটি প্রতিযোগিতার কথা উল্লেখ করল। ৭১-এ অম্বালিকা জাপানযাত্রী ভারতীয় মহিলা দলে স্থান পায়। সেবার জাপান ছাড়াও ফিলিপাইন, থাইল্যান্ড এবং হংকং-এ ভারতীয় মেয়েরা এই আসরে গুরুত্ব স্থান পায়। অম্বালিকা বলে ঐ আসরে জাপানের থেকে আমরা মাত্র এক পয়েন্ট কম পাই, তাও তাদের হল বিজয়ে খুব বেশী ব্যবধান হওয়ার জন্য। বিদেশী মহিলা প্রতিযোগিতায় খুব ভাল অভিজ্ঞতা হয়। এখনে আমরা করতে পারলে আমাদের দুর্বলতা ও অভিজ্ঞতা বাড়বে। এতে আমাদের খুব উপকার হবে। বিদেশের আসরে 'অনাই প্রথম হওয়ার যে জিমন্যাস্টিকের মত, একম বিদেশ-সৌকর্য ও অভ্যর্থনা এখনও আমাদের অজানা। (মুলাকারিয়ালারী নয়ও স্থান পেয়েছিল কিন্তু আসে পারেনি।)

অম্বালিকা এখন বিবাহিতা ও স্বামী বাস্তব করও জিমন্যাস্টিকের একজন ভাল সমর্থক। ওদের একটি ছেলে। অম্বালিকা চাকরী করে স্টেট ব্যাঙ্ক-এ। ওর আদি-বাড়ী প্রাক্তন বাসিন্দা। বাবা শ্রীঅমলেন্দু নাথ মজুমদার ছেলে মেয়ে নিয়ে বড় করে বাড়ীর সবাই ওকে উৎসাহ দিয়েছেন 'জিমন্যাস্টিক চর্চা করার। ওরা তিন ভাই, তিন বোন, অম্বালিকা মেজ। প্রায় দুবছর অনুশীলন বন্ধ রাখার পর অম্বালিকা আবার নিয়মিত অনুশীলন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বর্ত-মানের অবস্থার কথা তাই ওকে জিজ্ঞাসা করলুম।

—এখন মেয়েদের জিমন্যাস্টিক সম্পর্কে সমাজের লোকদের অনেক অনেক পরিবর্তন হয়েছে। সবাই এতে স্বাভাবিক ভাবেই নিতে পারছে। আগে ঠিক এমনটা হলে-ভাব ছিল না। তাছাড়া প্রশাসকগণও সাহায্য নিতে এগিয়ে এসেছেন। তবে আমাদের একটা মস্কবড় অসুবিধা ফটিংয়ের জুতো নিয়ে। ওই জুতো পাবে, ওর ছাড়া মেয়ে এই পাবে।

—আমার প্রথম কথা হচ্ছে—মেয়েদের প্রশিক্ষকের ওর ছাত্রদের হাতে নিলে তবেই আমাদের মেয়েরা আরও উন্নতি করতে পারবে। হাই মেয়ে সরকার সবার দেশের আমাদের খুবই সচিবের হয়।

জিমন্যাস্টিক পরিচয় হতে হলে খুব ছোট বয়স থেকে শুরু করতে হবে, যাতে ওরা এক সময়ের ভয় কাটিয়ে উঠতে পারে। নয়তো মেয়েদের জিমন্যাস্টিক প্রদর্শনীর মান উন্নত হতে পারে না। প্রথমে খুব ছোটদের নিয়ে কোন বা ভালোভাবে এই কাজটি হতে পারে ওসব মেয়েদের মেয়েরা আজ কিন্তু 'জিম-ন্যাস্টিকের সামান্য সাড়িতে ওরা পড়িছেরে। পুরুষ প্রশিক্ষকদের পক্ষে এসব বিষয় শিক্ষা দেওয়া সম্ভব হয় না। আমাদের দেশে প্রথম মহিলা প্রশিক্ষিকার দরকার। 'খেলু-ভাদের জন্য বিদেশী মহিলাদের সাহায্য নিলে বলা ভালই হবে বলে মনে করি।

—তুমি যে একদম ভয় জিমন্যাস্টিকের কথা বলছ। মেয়েদের 'জিমন্যাস্টিক প্রতিযোগিতায় সর্বোচ্চ-অনুষ্ঠানে কথা কিন্তুই বলা যে পারবে? তাছাড়া এখন তো খেলার সময়ও এসেছেই হচ্ছে।

—আমার প্রথম কথা হচ্ছে—মেয়েদের প্রশিক্ষকের ওর ছাত্রদের হাতে নিলে তবেই আমাদের মেয়েরা আরও উন্নতি করতে পারবে। হাই মেয়ে সরকার সবার দেশের আমাদের খুবই সচিবের হয়।

জিমন্যাস্টিক পরিচয় হতে হলে খুব ছোট বয়স থেকে শুরু করতে হবে, যাতে ওরা এক সময়ের ভয় কাটিয়ে উঠতে পারে। নয়তো মেয়েদের জিমন্যাস্টিক প্রদর্শনীর মান উন্নত হতে পারে না। প্রথমে খুব ছোটদের নিয়ে কোন বা ভালোভাবে এই কাজটি হতে পারে ওসব মেয়েদের মেয়েরা আজ কিন্তু 'জিম-ন্যাস্টিকের সামান্য সাড়িতে ওরা পড়িছেরে। পুরুষ প্রশিক্ষকদের পক্ষে এসব বিষয় শিক্ষা দেওয়া সম্ভব হয় না। আমাদের দেশে প্রথম মহিলা প্রশিক্ষিকার দরকার। 'খেলু-ভাদের জন্য বিদেশী মহিলাদের সাহায্য নিলে বলা ভালই হবে বলে মনে করি।

প্রসঙ্গতঃ অম্বালিকা জাপানে প্রাপ্ত একটি প্রতিযোগিতার কথা উল্লেখ করল। ৭১-এ অম্বালিকা জাপানযাত্রী ভারতীয় মহিলা দলে স্থান পায়। সেবার জাপান ছাড়াও ফিলিপাইন, থাইল্যান্ড এবং হংকং-এ ভারতীয় মেয়েরা এই আসরে গুরুত্ব স্থান পায়। অম্বালিকা বলে ঐ আসরে জাপানের থেকে আমরা মাত্র এক পয়েন্ট কম পাই, তাও ভারতীয় হল বিজয়ে খুব বেশী ব্যবধান হওয়ার জন্য। বিদেশী মহিলা প্রতিযোগিতায় খুব ভাল অভিজ্ঞতা হয়। এখনে আমরা করতে পারলে আমাদের দুর্বলতা ও অভিজ্ঞতা বাড়বে। এতে আমাদের খুব উপকার হবে। বিদেশের আসরে 'অনাই প্রথম হওয়ার যে জিমন্যাস্টিকের মত, একম বিদেশ-সৌকর্য ও অভ্যর্থনা এখনও আমাদের অজানা। (মুলাকারিয়ালারী নয়ও স্থান পেয়েছিল কিন্তু আসে পারেনি।)

অম্বালিকা এখন বিবাহিতা ও স্বামী বাস্তব করও জিমন্যাস্টিকের একজন ভাল সমর্থক। ওদের একটি ছেলে। অম্বালিকা চাকরী করে স্টেট ব্যাঙ্ক-এ। ওর আদি-বাড়ী প্রাক্তন বাসিন্দা। বাবা শ্রীঅমলেন্দু নাথ মজুমদার ছেলে মেয়ে নিয়ে বড় করে বাড়ীর সবাই ওকে উৎসাহ দিয়েছেন 'জিমন্যাস্টিক চর্চা করার। ওরা তিন ভাই, তিন বোন, অম্বালিকা মেজ। প্রায় দুবছর অনুশীলন বন্ধ রাখার পর অম্বালিকা আবার নিয়মিত অনুশীলন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বর্ত-মানের অবস্থার কথা তাই ওকে জিজ্ঞাসা করলুম।

—এখন মেয়েদের জিমন্যাস্টিক সম্পর্কে সমাজের লোকদের অনেক অনেক পরিবর্তন হয়েছে। সবাই এতে স্বাভাবিক ভাবেই নিতে পারছে। আগে ঠিক এমনটা হলে-ভাব ছিল না। তাছাড়া প্রশাসকগণও সাহায্য নিতে এগিয়ে এসেছেন। তবে আমাদের একটা মস্কবড় অসুবিধা ফটিংয়ের জুতো নিয়ে। ওই জুতো পাবে, ওর ছাড়া মেয়ে এই পাব

সিনেমাটিক

নায়কের সন্ধানে এলিস এসেছিল কলকাতার পথে। এক পলকে নায়ক দেখে নিয়েছিল—ছাইভস্ম ভাবল। পরক্ষণে এক কল্পনা বসে আছে।

নায়কের যখন জ্ঞান ফিরল তখন প্রথম দেখা তাঁর সেবাপরায়ণা একটি কালো মেয়ে ডাক্তারের চিকিৎসার জন্যে অপেক্ষা করছিল। তার কারণ আজ শুটিং-এর বন্ধ গল্প। সে ভাবে ডাক্তার? কত রঙ ঘাড় দেখাই সার।

এমন সময় হুশ করে একটা ট্যাক্সি পথের ধুলি থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়াল। নায়ক হৃদয় মনে তাঁর সেবাদাসীকে বিদায় করে শুয়ে শুয়ে উঠে বসলেন—ট্যাক্সিতে।

ড্রাইভার একা। কাকে ডাক্তার ডেকে নেবার পরিচয়ে বেরিয়ে এল। তারপর স্টার্টিংএর গেট। এবং কিছুটা চলবার পরে অজ্ঞান হয়ে যাওয়া। কারণ তখন বিদেশিনী। চোখাচোখিতে সাড়া এসে দেখে নায়ক অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে মাটিতে। আর ট্যাক্সি? না, সে কোন ট্যাক্সি দেখেনি।

সব শুনে পরিচালক প্রস্তাব করলেন—এটা পরের ছবির জন্যে তোলা হোক। একটা ভাল ছবি করে নিয়ে একসঙ্গে কাজ এগুবে। এই শর্তেই আপনাকে নামাব।

এখন খোকা কহেন—কুড়ের যদি ফুলের সন্ধান পাবে। ছোটদের কাজকর্মনায় যখন তখন ঐক্য সৃষ্টি হয়। ঝড় ওঠে। বিদ্যুতের চমক লাগে। মুষলধারে বৃষ্টি নামে। পরক্ষণেই সব শান্ত। কুকুর কালো বিড়াল নামে। কুকুরের প্রভুভক্তির কথা লেখে। অন্যের ওপরের একেবারে স্টার্ট লেখে। আর ডায়ালগ যেটা আসে তা হচ্ছে ভয়ঙ্কর একটি সমস্যা। তখনই এই বেদের বিদ্যুৎবিলাসটি নিয়ে হতো সমস্যা।

এমনি আজ কলকল চলিল বহু-বহু বেলাটি যখন বসি সাথাই দেখা যায়। কিন্তু শুধু ছবির সমস্যা? ছোটদের ভাবিল গড় বসাই। সেই যে সমস্যার সাথেই ছবে ভয় যেন ভালোর পরিচয় বসাবে—ওকথা মেনে আসা নয় বিদ্যুৎবিলাস সাথেই তখন বাবে কল দেখে ছবির ছোটকথা আসেনায়। ছুটের ছবি বলে নয়, অনেক সাধারণ ছবিতেও কলকাতার পথ দেখতে হয়। বহুর না যেন খনসন্ধানের পরিচালকের আমি কত করে চলায়—কতে সমস্যাদের একটা ঘুর্ণন পটি ছিল। উত্তমকুমার, কণ্ঠ সেন কথা মনে আসছে। কত-ছবিতে অভিনেতাদের।

শুটিং-সম্পর্কিতের মনে একজনের শাঁচে একটা মস্ত সমস্যা আছে। সেটা অবশ্য বেশ কাহিল। তার আড়া আর যে কলকাল মনে পরনা মোজনের কবির সেই—সেই কলকলের ওপর সাম্প্রদায়ের কেন মাইকেরা আজে বলে মনে হয় না।

সাথাথায় পুলী বাড়ুজ্যের কর্তৃহলান —এ একটা এমি ছেলেমা করেছ বাপ? একটু মহা-আমি কর—

পুলী বাড়ুজ্যের সমস্যার জবাব— যে কলকাতা কবি যা। নিয়মের পুরোনোমাত্র কম হয় এল। পরের এলে কথা নিয়ে এর তার সঙ্গে ব্যবসায়ী ভাবনা আসে।

—বলা এটা ছুটি ফোকাসে সেখানে কয়েকজন পুলিস।

পুলী বাড়ুজ্যের আমি পরিচয় চাইনি —সেই জোরে বলে।

পুলী বাড়ুজ্যের সমস্যা—আমি ছবির জন্যে নিয়ে এর ভালো কলকাতার আসল হবে।

—এটি বহুত ভালো জোরে ভালো হবে।

—এটা ছোটোদের—না ফোকাসের কলকাল?

—মুখের ভিন আমাদেরি জোর যা? ওটা মেয়েদেরের—। আমাদী আসাদ করতে পারে।

—ওহ।

—পুরুষটি, ভাল—ছাড়ান ছেড়ান—সেখানে ছেলেদের ভাল ছবি নিয়ে—আমাদের কথা বলো—

—আ। তুমি নিয়ন্ত্রণ নাকি?

জোরার সেবাদাসী
ডাক্তার বিশ্বাস/পরিচালক। ভাল ছবিদের। ছুটে। বলা

—সত্যকার ভিলেজার। কবি মোহন আমা-দের একদিন ভিলে—এখন সে বড় ইস্কুল পরিচালনা করেছে—

সুলেখা হাসল খুশী খুশী। ভেবে ছিলেন এমন ধারার যে প্রেমের অভিনয় সুরুতে হয়ে আছে। একটা সত্যের ছবি প্রতিষ্ঠা হোক—এটা অমর নিত্যানন্দের আশা ছিল। নিত্যানন্দ বিশেষজ্ঞ। তার চোখের এটা অভিজ্ঞতার ভোগ-পরিচয় তার মন না—তাদের ঠিক ছিল ভিতে প্রতিভাও ক—তার এই যে মেয়েটি ভেসে-ছিল। —এটা নিত্যানন্দ নিজের ভেসে—নিত্যানন্দ বিশেষজ্ঞ—

—আমি যে আমি সেই—তুমি হয় পরম সহচরী—এমন ভেসে ভেসেই যাবে—

হাসি খুশী মুখে সুলেখা আবার—তবে এই আমিকে এই ধারণা—আমার ভেসে এসে আমি কলকাতা—সহর হয়ে ভেসে উঠে গেছে—সত্যের এসেছে হয়ে ভেসে নিয়ে যাও কলকাতা, পারবে আমি এসেছে ঠিক করে দিয়ে—ভেসেছে আর ভেসে যাব করব না—

কলকাতার নিয়ে নিয়ে আর সুরু আর নিয়ে বাস—আমার ভেসে ও ভেসে ও আমার ভেসেই যাব, নিয়ে ভেসেই যাব। কবিতার বাস্তবায়ের মধ্যে এটা হয়েছে। কলকাতার হয়েছে যে চাই নিয়েছিল বলে এক সত্যকার নিজের কথা হয়েছে আমার। তাদের এর নৈতিক আড়া একদম হোল।

একদিন ইউনিক নিজের ভাগ্যবতীকে নিয়ে খুশি খুশিয়েছিল এক ভেসেভেসে আসে হয়ে গেছে। কলকাতার বাসিন্দা ভেসে ভাগ্যবতীর মোকদ্দমা এমন ভাবিকভাবে নিজেকে সুবিধে হয়ে একদম পরে নিজের কবির ভেসেটিক খুশিয়ে খুশিয়ে ভেসেছিল অপর মনে হইয়ে ভেসে তার ভোরের সমাজে ভাগ্যবতীর ঠাকুরনিশ্চিন্তা ভেসে তার দিকে তাকিয়ে বাড়িয়ে গেছে—

যার সঙ্গে সঙ্গে বাসিন্দের অবস্থা ভাবিল। তার যাবার ভোর আছে। ভোরের ভোরের সাঁচে ভেসে এসেই সে ভাবনে।

ভোরে এই ভাবিল আর ভাবিল আমার, নিজেই ভেসে ভাবিল বাসিন্দা ভবিষ্যতার ভুবনিল—হয়ে আমাদের আসছে।

ভোরে ভাবিল পদ্মলার ভেসে ছিল। আমার সুখে ভোরের আমার আর সম্পর্ক ছিল। সুখে আমি নই, ভাবিলের ভোর ভোরেরই আমাদের আসবাসের। ভেসেভেস বাবার ছিল সহরে। সব সময়ই হাসি আমি সুখে। ভাগ্যবতীর আমে ভেসে ছিল নিত্যসঙ্গ। আমি ভেসেভাসির ভিন্নিয়ে প্রতিষ্ঠা প্রতিনিধি—ভেসেভাসি নিত্যসঙ্গের কথা ও সবে আমা আনত। ভেসেভাসে নিত্যসঙ্গে ভেসে কাজ আমাও নিত্য করত না। আমার ভেসে প্রকাশ হয়েছে— ভোরেভাসে নিয়ে একদা। আমা নিয়েই ভোরে আমিসঙ্গে ভাবনা করে নিত।

আর সেই আমার আমাদের একদম একটা ভাগ করবে—কেউ কলকাতা ভবেনি। তবু-সত্য ভাগ্যবতীভাসের সঙ্গেই ভাগ্যবতীর ভবনীয়ের সমাদার ভোরেভাসে থাকে। সেই সুবোধ বাসিন্দের সঙ্গে ভেসেভেসে খুব হয়ে সম্পর্ক আর উঠেছিল। ভোরেভাসে আমাদের আমার সুখে বাসিন্দ আর সব আমা পেয়েছিল।

সন্ধ্যাবেলার আমে বাসিন্দ এসে আমা-ভেসেভাসে। আমার বাসিন্দ আমার বাসিন্দ সুরু বিশ্বাস ভেসেভাস আর আমা ভবিষ্যতে—বাসিন্দ আমাদের আমে আমা—সবাই উঠিয়ে ভেসে—তুমি একা নিয়ে ভেসে আসতে পার—

বাসিন্দ আমা আর ভেসে।

কলকাতায় ঋষি কাপুর ও সোমা আনন্দ

ঋষি কাপুর—ঋষি ছবির সবচে ঋষি কাপুর ইন্ডিয়ানের বাস কাপুরের স্বর্গীয় ছবির হাতে উপলক্ষে কলকাতায় এসেছিল। সম্প্রতি আমরা সে কলকাতার এসেছিল প্রথম ভেসেভাসী পরিচালিত স্বপ্নের ঋষির হাতে উপলক্ষে। সেই সঙ্গে এসেছিল ছবির নায়িকা সোমা আনন্দ। মেয়েটি হিমাচলের। ইন্টার-ন্যাশনালে এক সাংবাদিক সম্মেলনে সামনে হয়ে সত্যের ও বাসিন্দ ঋষি কাপুর ও সোমা আনন্দের সঙ্গে পরিচালক ঐতিহাসিকী সাংবাদিকদের পরিচয় করিয়ে দেন। ঋষির পর ঋষির ভবাভিলাষ ছিল ভিন্ন ধরনের। ইতিহাসে তার এক আমার ছবি হাতে ভেসেছে এখনও তার হাতে হাসে আমাদের ছবি। আমিনাদের ছবির কাহিনী হলে হাতে এবং ভবনে তাদেরই চেয়ে নায়িকা ভিন্নিয়ে। এর ফলে ঋষির অভিনয়ও একদমে হয়ে পড়বে। আমাদেরই মনে আমার ঋষি ভেসেছে ভবাভিনীতে হয়ে ছবি না সত্যে ভেসেভাসির ঋষির কথনীয় ছবিতে আমে পারবে না। ঋষির আমার ঐতিহাসিক ভবনের ভে আমা ফলে ভবনে। আমার আমাদের ভবিষ্যতে তার ভূমিকা ভবনে কথনও হয়ে ভূমিকা এবং ভবনের। ঋষির ছবির সম্প্রতি ছবিগুলির ভবনে ভেসেভাস আমার, ভবে আমাদের কথনও ভবনে ভবনে ভবনে

[illegible] মহড়া চলছে/পরিচালনা। [illegible] সরযূ। অমৃত কণা

[illegible]ছেলে। শরীরের [illegible]। [illegible] বলে দীপক আমার ওকে মেয়েটির [illegible]— ঠোঁট দুখানি ঘুরে ঘুরে [illegible] চোখে ওই তাকিয়ে দেখে—এই [illegible] দাঁড়িয়ে যে—

[illegible] নাম বিল্ল করবে তাকে দীপকের [illegible] তাকিয়ে আছে। তবে [illegible] পারছে না।

[illegible] দীপকের নার্ভ ভেঙে [illegible]। [illegible] তা তা তা বন্ধ বেরিয়ে এসেছে [illegible] মোহন অবাক।

দীপক যখন খালাস করে বাড়ি[illegible] ফল দিতে তার কষ্ট হচ্ছে। তাদের [illegible] ঘর থেকে বেরিয়ে লিফট দিয়ে [illegible] নীচের তলায়। ওরা ওই অবস্থায় [illegible] দীপক পড়ে ফিস্‌ফাস করতে।

—কী ব্যাপার দীপক? কী হয়েছে [illegible]?

—হু-হু-হু-হু—

দীপক তার পরিচয়টুকু জানাল। তারপর [illegible] তারা—সারাদিনে [illegible] মেয়ে হয়েছে।

পাশে একটু একটু করে জনসমাগম [illegible] মেলা—যেমন এই চৌরঙ্গীর মতো [illegible] ঘোরাঘুরি করছে। একজনের মাথা [illegible] পারছে না। একজন বলল—আমি [illegible] ওকে। পেছনের ধাক্কাধাক্কা পাঁজরে [illegible] ঢোকাচ্ছিল। তবু এক জায়গায় [illegible]। তারপর [illegible] ও আমার মেয়ে —আমি ওকে [illegible]।

আর একজন তখন সাক্ষ্য দিল—[illegible] সেই একই অভিজ্ঞতা। কাল [illegible] ছুটে (কারণ বাস চলে তখন [illegible] [illegible] করে ফিরে হয়) আমি মোহনকে [illegible] পাঁজরের ধাক্কার মধ্যে দেখেছি—

[illegible] মেলা অনেকেই মোহনকে দেখতে [illegible]। কখনও সিঁড়ি দিয়ে নেমে নেমে [illegible] ধাক্কাধাক্কা পাক্কাধাক্কা করতে।

[illegible] অবশেষে [illegible]। [illegible] মোহনের সিনিয়র [illegible] বলে [illegible] [illegible]। সেই জন্য একলা [illegible] দেখে [illegible] ওকে ওকে [illegible]। একটা [illegible] [illegible]-অবশেষে চারিদিকে। মনের [illegible] [illegible] একলার [illegible] হয়ে গেল।

সেই পরিচয় দীপকের [illegible]-বিশ্বাস [illegible] —যা, এই একটা [illegible] [illegible] হওয়া সম্ভব)। [illegible] মিটে [illegible]। [illegible] দিয়ে [illegible] করতে হয়ে। [illegible] [illegible] [illegible] একলাদের [illegible] পুরী হয়ে [illegible] তাহলে সেই [illegible] [illegible] [illegible]—[illegible] [illegible]।

দীপক [illegible] পরিচয়ই [illegible] হয়ে গেল পরম উৎসবে।

এবার কী ব্যাপার, তারপর [illegible] আর [illegible] একদিন [illegible] [illegible] [illegible]

শুধু থেকে বলছি

মিঠে হিরোইন পর্দেওয়ালা খুঁজে হুমায়ুন আনলো হুমায়ুন ছবির। ছবিটি পরিচালনা করেছেন অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়। বাজে অপারেশনে যাঁর ইঁদুরে পুষ দেয়ে যে সৈকত মিত্র প্রায় রাতারাতি বিখ্যাত হয়েছেন—সেই সৈকত মিত্র এ-ছবিতে আসরে নামছে সেকেন্ডহিরো। অবশ্য কাহিনীর আসরে নামছেই তিনি। সাইকিয়াট্রিস্ট ডাক্তারের ভূমিকায় এবং গায়কের। আর আমল মিত্রের সুরে এ-ছবির জন্যে গান গেয়েছেন সৈকত মিত্র। মিঠে গলাতে খুব পরিচ্ছন্ন এবং আলতো গায়কি। গেয়েছেন দুখানা রোমান্টিক, দারু একটা ভাবগম্ভীর, মন্দা মুখার্জি এবং সবকটার সুরও, ছবিতে মোট নখানি গান আছে।

কাহিনীর নায়িকা সোনা। এক মস্ত বড়লোকের মেয়ে। বাবা মস্তবড়লোক মুখার্জি একজন উঁচুদরের ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট। মা ইতিমধ্যে গত হয়েছেন। তাই একমাত্র কন্যা সোনা ও বিধবা মোদ জমাকে নিয়েই তাঁর বর্তমান এই সংসার। সোনাকে তিনি তাঁর মনের মত করে মানুষ করে তুলেছেন। বাবার নিজের মতোই তাকে টেনে এনেছেন তাঁর ইন্ডাস্ট্রীর বোর্ড অব ডিরেক্টরের অন্যতম সদস্য হিসাবে। মস্তবড়লোকের অনেকগুলি চিত্রে মাত্রজাল সোনা মাত্রই হকদার সুদেষ্ণা বিজনের চাঁদির বার।

মস্তবড়লোক তাঁর কন্যা সোনাকে সব দিকেই সব-বাঁচাতেই চাইতেন—একমাত্র গান-বাজনা ছাড়া। এক অজানা কারণে মস্তবড়-লোক গান-বাজনার ওপর মস্ত বীতশ্রদ্ধ। তাঁর সোনা যে সেই পর্যন্ত তার ভবিষ্যৎ স্ত্রৈণিক হিসাবে সেই পর্যন্ত একজন গায়কেরই বেছে নেবে—এটা তিনি কল্পনাও করতে পারতেন।

সোনার মাসতুতো বোন ঝিনা ইতার এখানে মেসে সোনাকে ভরসের বাড়ীতে ইন্ডাস্ট্রী করল। সোনা ঝিনার এখানে মিত্র সুদেষ্ণা পাল্লা মারে একটা সুদেষ্ণা মতোর সঙ্গে পরিচয় হল। মুন্না জানাল—সুদেষ্ণা পালিয়ার ফেরা। গান ছাই ও ভবিষ্যতে গান-জান। প্রতিষ্ঠা লাভের আশায় সুদেষ্ণা পালিয়া থেকে কলকাতায় এসেছে। সোনার প্রথমা সুদেষ্ণার গাওয়া গান আদৌও পছন্দ হল না। তার ধারণা—এসব বাজারের গানের কোন অর্থ হয় না—একটা ইংরিজী সুরে ছেকে নকল করা।

কিন্তু তা সত্ত্বেও সোনা সুদেষ্ণাকে এড়িয়ে যেতে পারল না। ঝিনার প্রবল তাল লাগার অনুপ্রেরণাকে—যার প্রকৃত নাম সুদেষ্ণা—সোনা কিছুতেই শাসন করে বারণ করতে পারল না। সুদেষ্ণার সঙ্গে তার অন্তরঙ্গতা দিনে দিনে বেড়ে চলতেই থাকল।

ইতিমধ্যে সোনাদের বাড়ীর ঝিনার ছাদে ভাড়াটে হয়ে এল সপরিবারে একজন 'ভদ্দর হাজরা'। নি হাজরার স্ত্রীর নাম নির্মলি আর সন্তানের নাম নীলিমা। সুনীতি হিসাবে নীলিমার যথেষ্ট সুখ্যাতি রেডিও ও গ্রামোফোন রেকর্ডে নীলিমার কণ্ঠে শুনেই ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়ে। এক এই ব্যাপারটা মস্তবড়লোক মুখার্জি জানতেন না। নীলিমার গান-বাজনা হচ্ছে শুনে তিনি ক্ষেপে গেল। সে গান-বাজনাকে তিনি একদিন সমস্ত এড়িয়ে এসেছেন—আর কিনা সেই গান-বাজনা তাঁরই বাড়ীতে সোনা তাড়াতাড়ি ব্যাপারে সামলালো।

—বাবে কী হয়েছে যাবা? তুই গান করো না—ঠিক আছে—তা বলে ওঁর ওদের ইচ্ছাকে পায়ে মাইতে পারবেন না।

মস্তবড়লোক হাসতে হাসতে বলেন—না আমার বাড়ীতে গান গাওয়া চলবে না। তুই একটু নি হাজরাকে ডেকে পাঠা—

নি হাজরা সোভাগ্যবশত তখন বাড়ী ছিলেন তাই রক্ষে—স্ত্রীকে নি-এর একটা অসুস্থতার অবস্থা থেকে রক্ষা পেল সোনা।

আর সেই সুবাদে হাজরা পরিবারের সঙ্গে সোনার আলাপ পরিচয় হল। নীলিমার পরিচয় পেয়ে সোনা বাহ বলে উঠল। কারণ সুনীল মুন্না তখনও পর্যন্ত গায়ক হিসাবে কোন প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে পারেনি। ছুতোনাতা সে ছেলেকে পড়ায়। সুনীলের সব খরচা সোনাই চালাচ্ছে। কিন্তু সোনা চায়—সুনীল নিজের পায়ে দাঁড়াক—গায়ক হিসাবে সে নিজের একটা স্থান করে নিক।

চৈতালি মুখোপাধ্যায়

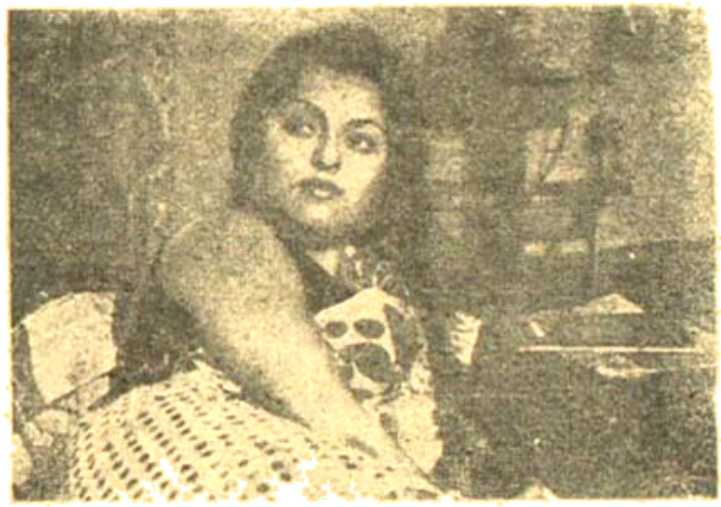

হিমু মুখার্জি

গোপা সামান্য ইতস্তত করে নীলিমাকে নীলের কথা বলল। নীলিমা বলল—বেশ তো, সুনীলবাবুকে আজই একটা খবর দাও। তবে কথার ওস্তাদজীকে ঘিরে সুনীলের নাম প্রচার করা চাই।

ওস্তাদজী বেলাবনের মানুষ। তিনি সাময়িক বরানগরে তাঁর ছিন্ন দিন হবে ফিরে এসে উঠেছেন। নীলিমা গোপা মাল পাঠাল সোজা তাঁদের বরানগরের ঠিকানায় দিয়ে গেল।

ধ্রুব তার বরানগরের বাড়িতে তার কথা মাকে নিয়ে আসে। ধ্রুবর জীবনের স্বপ্ন হচ্ছে যে সে ওস্তাদজীর কাছে তালিম নিয়ে গায়ক হবে। ওস্তাদজী তাকে বিজ্ঞানে শিক্ষা দিচ্ছেন—ঢেলে দিচ্ছেন তাঁর জীবনকালের সাধনার মন্ত্রগুপ্তী।

ধ্রুব সহাস্যে গোপা ও সুনীলকে অভ্যর্থনা করল। ওস্তাদজী সুনীলের গান শুনে খুব খুশী হলেন। বললেন—তোমাকে আরও শিখতে হবে। কণ্ঠে ঐশ্বর্য আছে। নিয়মিত অনুশীলনের ফলে তাকে আরও মধুর করে আনতে হবে।

সেই আসরে গ্রামোফোন কোম্পানীর বড় উচ্চপদস্থ কর্মচারী এসেছিলেন ওস্তাদজীর সঙ্গে দেখা করতে। নীলিমা তাঁকেই অনুরোধ করল যাতে সুনীল গ্রামোফোনে গান গাইবার সুযোগ পায়। কর্মকর্তা জানালেন সুনীল যেন তার সঙ্গে অফিসে একবার যোগাযোগ করে।

সেই আসরে গোপার সঙ্গে ধ্রুবর সুন্দর আলাপ পরিচয় হলো। গোপা বলল ধ্রুব অনাগতের অনুরূপ। ধ্রুবর আশা-আকাঙ্ক্ষা তাকে মনের মতো চলিত করতে পারে না।

সুনীল ধ্রুবদের নিজের গোপার বিষয় হয়েছিল। ধ্রুব সেই ফুল কয়া পড়তে পড়ল। সুনীল এখন নীলিমার সম্পূর্ণ কর্মী। নীলিমা তাকে ইতিমধ্যেই প্রতিষ্ঠার পথে নিয়ে যাচ্ছে, তার এ-কারণেও সে-কারণেও। নীলিমার আগ্রহেই গ্রামোফোন সংযোগ পেল। রেডিওতেও! গোপা আজকাল আর নীলের নাগাল পায় না। সে বুঝতে পারে—সুনীল তাকে শুধু এড়িয়ে যেতে চায়।

আর একদিন খবর অফিসে নরেন্দ্রনাথ চুক্তির কাগজ নিয়ে গেলে গোপাকে তিনি বোঝাবার চেষ্টা করেন, কিন্তু গোপা ফলবতী হয় না। গোপা তাঁকে পরিষ্কার জানায়—সে এখন বড় হয়েছে—নিজের ভাল মন্দ সে এখন বুঝেই চলতে পারে।

নরেন্দ্রনাথ তাকে বলতে গিয়েও একটা কথা বলতে পারলেন না।

গোপা হঠাৎ একদিন একটা চিঠি পায়। চিঠি খুলে সে অবাক। তাতে একটি পাঁচ হাজার টাকার চেক—আর ছোট্ট একটা চিঠি। সুনীল লিখেছে—গোপা তোমাকে আমার অনেক ধন্যবাদ। আজ আমি যে এই গায়ক হিসাবে প্রতিষ্ঠালাভ করেছি—তার মূলে তোমারই সাহচর্য ও অনুপ্রেরণা। আমি-কৃতজ্ঞ হৃদয়ে তা স্বীকার করছি। তুমি আমার জন্যে অনেক চেষ্টা করছ—তোমাকে আমি কোনো দিন—তুমি যেন মনে করো না আমি কৃতঘ্নতা করছি।

চিঠি পড়ে গোপার হৃদয় বেদনায় কেন বিদীর্ণ হয়ে যেতে চায়। সে উপলব্ধি করতে পারে—সুনীল তাকে ভালবাসে। হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়ের যোগ বলে গোপা মনে মনে বুঝতে পারে নিজের ভুলের জন্যে নিজেকে ধিক্কার দেয়। ধ্রুবর সঙ্গে তার আলাপের সহৃদয়তা এবং কণ্ঠসঙ্গীতের মাধ্যমে গোপা নিজেকে অনেক দূর নরমভাবে বাঁধিয়ে ফেলে। গোপা মনে করেছিল ধ্রুবের হৃদয় নিয়ে খেলা করবে। ধ্রুবের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলে গোপা মনে মনে বুঝতে পারে নিজের ভুলের জন্যে ধ্রুবের হৃদয় ভেঙে যাবে। ধ্রুবের সঙ্গে তার আলাপের সহৃদয়তা এবং কণ্ঠসঙ্গীতের মাধ্যমে গোপা নিজেকে অনেক দূর নরমভাবে বাঁধিয়ে ফেলে। গোপা মনে একান্তভাবে চেয়েছে ধ্রুবের হৃদয় নিয়ে খেলা করবে।

নরেন্দ্রনাথ তখন অসুস্থতার বাইরে। অফিসের প্রায়ই তাকে ব্যবসার ব্যাপারে বিদেশী এবং বোম্বেতে নিয়ে পাঠাতে হয়। এইরকম সময় গোপা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে। খবর পেয়ে ধ্রুব ছুটে আসে। নিজের নিরিবিলিতে সে আশ্রয় পায়। অসুস্থতা বিশ্রাম সেবাযত্নের মধ্যে দিয়ে ধ্রুব গোপাকে নতুন করে তোলে। তার প্রয়োজনের সময় ধ্রুবর কোন অসুবিধা হয় না। সে যে শুধু গায়ক—সুরের সাধনায় আত্মনিবেদন করেছে।

নরেন্দ্রনাথ কিন্তু এসে সেই সময়ে পড়ে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ডাক্তার তাঁকে দুবছর সব রকম সাধনা ভজন বন্ধ রাখতে বলেন। নরেন্দ্রনাথ জানতে পারলেন যে তাঁর বাঁচবার আশা খুব কম। তাই তিনি ঠিক করলেন—এই দুবছরে—যাকে তিনি এতদিন ধরে খুঁজছিলেন; এর দ্বারা যে সোপানে নিজেকে তুলে ধরতে পারবেন।

গুরুভাইদের অনুরোধে এক উদ্বোধন সঙ্গীতের মহড়ায় গান গাইবার প্রস্তুতি চলছে। কিন্তু হারমোনিয়ামে রেওয়াজ আরম্ভ করতেই তাঁর টিম মিলিয়ে পর্দাগুলি তাঁর 'প্রিয় বাদ্য' থেকে সেই সন্ধ্যাবেলা গান গাইতে ডাকে। তিনি প্রথমে অস্বীকার করেন। কিন্তু দুবছর নিজের অসুস্থতা প্রকাশ করে।

—তুমি গাইতে না চাইলে আমি জোর করব না। তবে আমি ভেবে ছিলাম তোমার ভালোই লাগবে—

কিন্তু দুবছর তাঁকে কিছুতেই গাইতে পারে না। মনের অন্তরালে কী যেন এক ব্যথা তাঁকে অহরহ আঘাত করে চলেছে। তা সে কিছুতেই প্রকাশ করতে পারে না।

দুবছর পর আজ থেকে তেঁতিয়েছেন সেরে তোলা সেই অসুখ থেকে ওঠে আসে বন্ধুবান্ধবের। তাঁদের তো অনুরোধ, তাঁকে গাইতে হবে।

—তুমি বলেছ অনুরোধে গাইবে পারবে না?

হৃদ প্রকাশ। —হাঁ তাঁকে।

—কেন? কেন তুমি গাইতে পারবে না?

—তুমি বিশ্বাস করো তোপ্য, আমি কিছুতেই গাইতে পারি না—

—চেষ্টা করো—আমরা বলছি তো গাইতে পারবে না না শী, তোমাকে গাইতে হবেই। আমি আজ তোমার সামনে—তোমাকে প্রমাণ করতে হবে যে তুমি একজন গায়ক। তোমার পরাজয় আমি কিছুতেই চোখে দিতে পারব না। হবে—কিছুতেই না...

বাড়ীখানায় তখন বিরাট অবস্থা। নরেন্দ্রনাথ তোপ্যর কথা নিতে নিজে ঘুরতে যান—তোপ্য হয়ের বাড়ীতে নেই। নরেন্দ্রনাথ তৎক্ষণাৎ ঘরোয়ার মোটরে, বাড়ীতে ঢুকতে 'গরম ঘরকে' ডাকান। 'তুমি কী ভুল বলেছেন? হয়ে গাইতে সেই গান.....তুমি তো আমারই গান...এই তো সেই গান যেটা তোপার না গাইতে বড় ভালবাসতে। নরেন্দ্রনাথ তখন কড় নিরব হয়েছেন—কখনো গান আমার ভাল লাগে না—কিন্তু কখনো তাঁকে নিরাশ করেনি। গানটি ছিল যেন তার প্রাণ। আর সেই গানে যারা দিতে পারে সঙ্গত নরেন্দ্রনাথ নিজের অজান্তেই এমন এক বিশ্বাস তাকে এসেছিলেন যা তাকে 'গরম আজও তাঁর সেই ভুল এসে যায়...আজ সেই গান শুনেছেন তিনি।

নিস্তব্ধ হয়ে গাইছে দুবে—হলঘর ভরে শুধুই তোপ্য—এতে তাঁদের সমস্ত অন্তর নিবেদনের সুরে বাজায় যে.....

হয়ের মা বাবা—ভাইবোন—আত্মীয় ভেতরে আসেন.....

অনুষ্ঠিত শেষে নরেন্দ্রনাথ বলে-ছিলেন—একটি অপেক্ষা করছে, আমি প্রার্থনা করি এই গানটি একবার শুনতে চাই—

অসুস্থ বন্ধুবান্ধব আত্মীয়রা ভিড় করে-ছিলেন সেবাশ্রম, মুখোপাধ্যায়। 'চিত্র-মুকুল, সম্পাদনা, নিবেদিতা বিদ্যালয়ের ছোড়ার শাঁখ বাজাচ্ছিল অমিয় মুখোপাধ্যায়। এরা সবাই ছিল। চাঁদাচিত্রণ করেছেন প্রমিলা চাটার্জি, তপতী সেন, হৈমন্তী সিং রঞ্জিত সাহিত্য, মহুয়া চক্রবর্তী সরকার, সাহিত্যিক, ওরেবকুমার, তপতী ব্যানার্জি শারদা মুখার্জি, সন্ধ্যা দেবী তাকে বার, মুকুল চট্টোপাধ্যায়, সুব্রত সেন চৌধুরী শিল্পী। অমর বন্দ্যোপাধ্যায় একটি 'হলো আর ইন্দ্রাণীদাস'র সুটিং হয়েছে। তত্ত্বাবধান করেছেন ও. পি. সিং। রবীন্দ্রনাথ

বিশ্বরূপা প্রকাশনীর বই বাজারের তালিকায় নেই। বিক্রয়ের সঙ্গে চলে যায়। এ সব বই আজ ২৫ বছর ধরে বিশ্বের অসংখ্য মানুষের কাছে। পাঠকদের অনুরোধে ইচ্ছে হয়েছে এবার বই গুলোকে আবার ফিরিয়ে আনতে।

হিরোশিমা মনোজ	৫৲	ভিয়েনা মনোজ	৩৲
মন্ত্র মুগ্ধ চন্দ্র	৩৲	বন্ধুত্বের দেশে	৩৲
নেতাজী বাণী	৩৲	দেশে অনেক পথ	৪৲
নানক বাবা	২৲	কথা ভিয়েতনাম	২৲
[illegible]	৪৲	বিশ্ব মহাকাশ বন্দনা	৪৲

বিশ্বরূপা প্রকাশনী
৯৩ বিধান সরণী ০ কলিকাতা ৭০০ ০০৬
ফোন ৩৫-৪১ ০ ৪১১২৮০

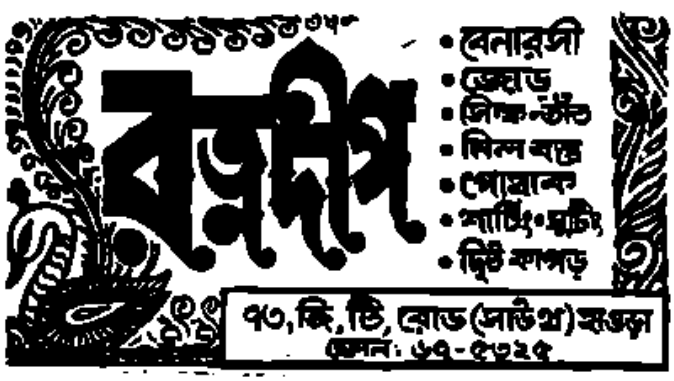

তপেন চট্টোপাধ্যায় দিলীপ বসু

কিছুক্ষণ

তপেন চট্টোপাধ্যায়

[illegible] বিহারীর মহাপ্রয়াণের [illegible] সালে ১৩৪৯এর ৩ সেপ্টেম্বর। তখন পাড়ায় পাড়ায় টিকা হচ্ছিল, টিকা নেই বলেই [illegible] বসন্তের টীকাটা এত [illegible] নেবার আগ্রহ সবার। সেই টিকা নেবার লাইনে দাঁড়িয়ে [illegible] ভাবছিলাম, সন্ধ্যে হলে [illegible] যাবে। সন্ধ্যেবেলা ঐ অন্ধকারের মধ্যেই, [illegible] ভাবনার প্রয়োজনকে আর অপেক্ষা করতে [illegible] সঙ্গে নিয়ে এলাম।

সেদিনের [illegible] সাজানো ছড়ানো [illegible] ঘরে নিয়ে তিনি [illegible] করতে লাগলেন, উপন্যাস [illegible] কিছু [illegible] আমাকে [illegible] বাবার [illegible] ঘরে [illegible] ঘরে [illegible] ঘরে

ছিন্ন অন্তরালে ছবিটা তাপসী

সুযোগ ছিলনা বহুদিন শ্রীযুক্ত নাটক দল-বদলে। বহুদিন এ ছিলেন এ মেয়ে একটির সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিল, এ ওকে অভিনয়ও এসে এক সময় ছুটির ছবিটিকে সময় না ছিলেন্দ্রনী হলেও অভিনয় ছবির 'রেকর্ডের পঁচিশে সুযোগই ছবিটি নাটক অভিনয় করে দর্শকের ছবিতেই। সেখানে। আজ সেই ছিলীপ কবে অভিনয়ের ছেলেরা ছিলে দর্শকের অভিনয়ের খেলা না।

'এখনই ছবিতে কাজ করার বয়স তার এরা তখন চারজনে গল্পে 'নিজেদের সংসার ছিলীপের নাকি দরকার। ছোলা জায়গা ছড়াতে হওয়ায় ছিলীপ ছেড়ে ছিয়ে নতুন দল ছিয়ে কাজ। পাড়ার পরিচিত ছেলে ছিয়ের আপিসটাই বলাই সেই একদিন ওকে ছিয়ে বলেছিলেন—তোমার বাড়িতে এসব পার্ট করবি ছবিটা।'

ছিলীপকুমার হলে-মনে রাজী হয়ে ছিয়েছিলেন। ছবির সবার ওপর ভদ্রলোক পাড়ার ভদ্রলোকেরা তাঁকে শ্রদ্ধা করে থাকেন। সেই তাঁর ছিয়ের কথা ঠেলতে পারেন, এক ছিক্ষেই তাঁকে খাতির এসে ছিল।

এখনে ছিলীপ কবে আসার সময়ে এরা আসছেন আর পাড়ার সাধারণ ছেলেদের ছবি সোনারপুরে ছোলা যাচ্ছেন সেই, যাচ্ছেন ছেলে ছোলেদের সেই সেখান সৌন্দর্যের বড় অভাব। এজন্যেই সাধারণ ছেলেরা।

পরিচালক ছিলাপেই হঠাৎ চাঁদ ছিয়ে বসলেন—অভিনয় ছবির ছবি? ওখানে ভালো?

পরে ছোল অভিনয়ের সাধারণ পাড়ার পড়ি। ছবি ওরা এক ছুটি ছিয়ে ছিয়ে উঠলেন ছিলীপ সবাই। ছিলীপকুমার ওখানে; ওখানেই। যারা দাদা সাধারণই অভিনয় ছবিতে এক সময়। ওদের গাড়ি এসবও সাধারণ। সবচেয়ে অভিনয় গাড়িটা পরে ওখানে ছিলীপ। উপরন্তু ছেলের ছিলীপ ছিলেন ছেলেছিলেন গাড়ীটাই এক পার্টনারের ওপরে ছোর ছিলীপ।

ওখানকার এক মহিলা ডাক্তার সুরমা ছিলীপের কলকাতার শ্রীযুক্ত নাটক হচ্ছে। ছিলীপ ছেলেবেলা ছুরু। এক ডাক্তারের সুরমা আমে ছোর চোখে ছুলো ছুরুক—ওঁর ফরিদপুরের ছেলে তিনি। অভিনয়ের ডাক্তার আমের কথা ছিন ছিয়াসলি ভদ্রও চেহারা ছেন ছিয়ের মনে করতে বোঝাবে ছেল তার চোখে ছেলো ছেলুম। আর ঘর 'ডাক্তার' সম্বোধনে হবে ফুটোগ্রাফি। ছিলীপের ছোনো ছেলেরাল নেই। স্বাভাবিকভাবেই ছেলের ডাক্তার করা ছিয়েছে ছে।

ছাই ছোয়েছর পরে। তারপর ছেলে প্রতি দায় পড়ার সময় নাটক করার আর ছলতো ছিলাই। সকল ফাইনাল পাস করে ছিছুদিন ডাক্তারীও ছিলেন, ছির করতে ছবি আঁকা ছেখার জন্য বুদ্ধি হয়েছিলেন। ম্যাট্রিক-না-ছি ব্যাপার ছিয় মন অনেকের প্রিন্সিপালের সঙ্গে কলকাতা হওয়ার পর ছেড়ে ছেন কলেজ-ফাইনাল পরীক্ষা আর ছেননি। ডাক্তার চাকরিজীবন এখনও চলছে।

অভিনয় আর চাকরী ধরেই চালিয়ে যাচ্ছেন সমানতালে। আর লেখাতে আগ্রহী। ছিছুদিন আগে চারজনের 'আভিজাত্য' নাটকও কাজ করেছেন।

—কোনো অসুবিধে হচ্ছে না?

হাসতে হাসতে জানান—হচ্ছেই। উপায় কি? চাকরী ছেড়েছেড়ে পুরোপুরি ছিয় লাইনে যাব—সে ভরসা পাচ্ছিনা। চাকরীর 'সিকিউরিটি' ছে ছেয়ে ছলে।

সুযোগ দুদিক সামলেই চলতে হয় তাঁকে। অভিনয়ের ব্যাপারেও দুটো নৌকা ছেখে পা বাড়াচ্ছেন। ওঁর মতে ছিয়ে অভিনয়তো আসলেই নয়, ছলভাত—একটা সোজা। অন্তত আমার ক্ষেত্রে তাই।

ছিয়েটারের ব্যাপারটা আলাদা, সেটার অভিনেতাদের দাম আছে। তাই অভিনয় ছিলীপ ছেখে ছেখতে হলে আপনাকে আসতে হবে স্টেজে, যেতে অনেক হবে সেখানে চরিত্রগুলো সে। যে ব্যাপার আছে। আর অভিজিতাণ ছিলীপ ছবিতে আপনি সবচেয়ে।

ছিলীপ রা

আলোকচিত্র: ছিলীপ

বঙ্গেতর ছবি

আরও অন্যান্য ছবি

মেয়ে সিনেমা। সাম্প্রতিক অস্কার বিজয়ী ছবি 'এ ম্যান ফর অল সীজনস' এবং 'এ ম্যান কলড হর্স' আসছে। এছাড়া এমন আরও অনেক ছবি দেখার একটা বড় সুযোগ হচ্ছে এই উৎসব। যে সব ছবি আগে দেখেছি তার কথা বলব না। পরবর্তী কলমে পরিচয় দেওয়া যাবে এমন ছবি সম্বন্ধে উৎসুক হয়ে উঠুন। এখন শুধু ছবিগুলির একটা তালিকা দিয়ে রাখি। তাতে ছবিগুলি সম্বন্ধে আগ্রহ বাড়তে পারে। ছবিগুলি দেখার পর আমার মতামত জানাব।

অস্কার বিজয়ী ছবি

'দি ফ্রেঞ্চ কানেকশন' (উইলিয়াম ফ্রিডকিন পরিচালিত)। 'দি গডফাদার' (ফ্রান্সিস ফোর্ড কপোলা পরিচালিত)। 'দি স্টিং' (জর্জ রয় হিল পরিচালিত)। 'ওয়াটারলু' (সের্গেই বন্দারচুক পরিচালিত)। 'দি ফিডলার অন দি রুফ' (নরম জুইসন পরিচালিত)। 'ফিডলার অন দি রুফ' (নরম জুইসন পরিচালিত)। 'দি ফ্রেঞ্চ কানেকশন' (উইলিয়াম ফ্রিডকিন পরিচালিত)। 'দি গডফাদার' (ফ্রান্সিস ফোর্ড কপোলা পরিচালিত)। 'দি স্টিং' (জর্জ রয় হিল পরিচালিত)। 'ওয়াটারলু' (সের্গেই বন্দারচুক পরিচালিত)। 'দি ফিডলার অন দি রুফ' (নরম জুইসন পরিচালিত)।

অন্যান্য ছবি

'দি ফ্রেঞ্চ কানেকশন' (উইলিয়াম ফ্রিডকিন পরিচালিত)। 'দি গডফাদার' (ফ্রান্সিস ফোর্ড কপোলা পরিচালিত)। 'দি স্টিং' (জর্জ রয় হিল পরিচালিত)। 'ওয়াটারলু' (সের্গেই বন্দারচুক পরিচালিত)। 'দি ফিডলার অন দি রুফ' (নরম জুইসন পরিচালিত)।

ফরাসি ছবি

'দি ফ্রেঞ্চ কানেকশন' (উইলিয়াম ফ্রিডকিন পরিচালিত)। 'দি গডফাদার' (ফ্রান্সিস ফোর্ড কপোলা পরিচালিত)। 'দি স্টিং' (জর্জ রয় হিল পরিচালিত)। 'ওয়াটারলু' (সের্গেই বন্দারচুক পরিচালিত)। 'দি ফিডলার অন দি রুফ' (নরম জুইসন পরিচালিত)।

বারুদ

পরিচালনা : জগন্ময় এন্টারপ্রাইজ

ছবি বিশ্বাস ও সোমা আচার্য

সততা ও কর্তব্যনিষ্ঠার জন্যে যেমন ক্রমশ অন্যের বন্ধুত্বে পুলিশ অফিসার হিসেবে সুনাম হল, তেমনি দুর্ব্যবহার ও অন্যায় কাজের জন্যে নিজের ভাই ও সহকর্মীদের কাছে হতে হল অপ্রিয়। অন্যের প্রতি অন্যায় করে নিজে কখনও সুখী হতে পারে না। এই সত্যটি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে 'বারুদ' ছবিতে। ছবিটি পরিচালনা করেছেন জগন্ময় এন্টারপ্রাইজ। কাহিনী, চিত্রনাট্য ও সংলাপ লিখেছেন অমর গঙ্গোপাধ্যায়। সুরারোপ করেছেন শ্যামল মিত্র। আলোকচিত্রে আছেন বিভূতি লাহা। শব্দগ্রহণে সুবোধ সরকার। সম্পাদনায় অমিয় মুখার্জি। শিল্প নির্দেশনায় সুধীর খাঁ। রূপসজ্জায় কালী গুহ। পরিচালনায় সহায়তা করেছেন অমল চক্রবর্তী, অজিত লাহিড়ী, অনিল ভট্টাচার্য, সুবোধ রায়, সুধীর মুখার্জি, অমল ব্যানার্জি, সুধীর সরকার, সুবোধ ঘোষাল, সুধীর ঘোষাল, সুধীর ঘোষাল, সুধীর ঘোষাল।

অভিনয়ে

ছবি বিশ্বাস, সোমা আচার্য, অনুপকুমার, অনুভা গুপ্তা, অজিত চট্টোপাধ্যায়, অসিতবরণ, অনুপকুমার, অনুভা গুপ্তা, অজিত চট্টোপাধ্যায়, অসিতবরণ, অনুপকুমার, অনুভা গুপ্তা, অজিত চট্টোপাধ্যায়, অসিতবরণ।

কাহিনী

অনুপকুমার, অনুভা গুপ্তা, অজিত চট্টোপাধ্যায়, অসিতবরণ, অনুপকুমার, অনুভা গুপ্তা, অজিত চট্টোপাধ্যায়, অসিতবরণ, অনুপকুমার, অনুভা গুপ্তা, অজিত চট্টোপাধ্যায়, অসিতবরণ।

চিত্রনাট্য

অনুপকুমার, অনুভা গুপ্তা, অজিত চট্টোপাধ্যায়, অসিতবরণ, অনুপকুমার, অনুভা গুপ্তা, অজিত চট্টোপাধ্যায়, অসিতবরণ, অনুপকুমার, অনুভা গুপ্তা, অজিত চট্টোপাধ্যায়, অসিতবরণ।

সংলাপ

অনুপকুমার, অনুভা গুপ্তা, অজিত চট্টোপাধ্যায়, অসিতবরণ, অনুপকুমার, অনুভা গুপ্তা, অজিত চট্টোপাধ্যায়, অসিতবরণ, অনুপকুমার, অনুভা গুপ্তা, অজিত চট্টোপাধ্যায়, অসিতবরণ।

সুরারোপ

অনুপকুমার, অনুভা গুপ্তা, অজিত চট্টোপাধ্যায়, অসিতবরণ, অনুপকুমার, অনুভা গুপ্তা, অজিত চট্টোপাধ্যায়, অসিতবরণ, অনুপকুমার, অনুভা গুপ্তা, অজিত চট্টোপাধ্যায়, অসিতবরণ।

আলোকচিত্রে

অনুপকুমার, অনুভা গুপ্তা, অজিত চট্টোপাধ্যায়, অসিতবরণ, অনুপকুমার, অনুভা গুপ্তা, অজিত চট্টোপাধ্যায়, অসিতবরণ, অনুপকুমার, অনুভা গুপ্তা, অজিত চট্টোপাধ্যায়, অসিতবরণ।

শব্দগ্রহণে

অনুপকুমার, অনুভা গুপ্তা, অজিত চট্টোপাধ্যায়, অসিতবরণ, অনুপকুমার, অনুভা গুপ্তা, অজিত চট্টোপাধ্যায়, অসিতবরণ, অনুপকুমার, অনুভা গুপ্তা, অজিত চট্টোপাধ্যায়, অসিতবরণ।

সম্পাদনায়

অনুপকুমার, অনুভা গুপ্তা, অজিত চট্টোপাধ্যায়, অসিতবরণ, অনুপকুমার, অনুভা গুপ্তা, অজিত চট্টোপাধ্যায়, অসিতবরণ, অনুপকুমার, অনুভা গুপ্তা, অজিত চট্টোপাধ্যায়, অসিতবরণ।

শিল্প নির্দেশনায়

অনুপকুমার, অনুভা গুপ্তা, অজিত চট্টোপাধ্যায়, অসিতবরণ, অনুপকুমার, অনুভা গুপ্তা, অজিত চট্টোপাধ্যায়, অসিতবরণ, অনুপকুমার, অনুভা গুপ্তা, অজিত চট্টোপাধ্যায়, অসিতবরণ।

রূপসজ্জায়

অনুপকুমার, অনুভা গুপ্তা, অজিত চট্টোপাধ্যায়, অসিতবরণ, অনুপকুমার, অনুভা গুপ্তা, অজিত চট্টোপাধ্যায়, অসিতবরণ, অনুপকুমার, অনুভা গুপ্তা, অজিত চট্টোপাধ্যায়, অসিতবরণ।

পরিচালনায়

অনুপকুমার, অনুভা গুপ্তা, অজিত চট্টোপাধ্যায়, অসিতবরণ, অনুপকুমার, অনুভা গুপ্তা, অজিত চট্টোপাধ্যায়, অসিতবরণ, অনুপকুমার, অনুভা গুপ্তা, অজিত চট্টোপাধ্যায়, অসিতবরণ।

শিল্পীদের সঙ্গে চিত্র পরিচালক সেন ও ইন্দ্রাণী মুখার্জি

শিল্পীদের পরিচয় করাচ্ছেন চিত্রপরিচালক মৃণাল সেন ও ইন্দ্রাণী মুখার্জি

কলকাতায় বিদেশী ছবির উৎসব

লন্ডনের ফিল্মথিয়েটার 'ফিল্ম ফাউন্ডেশন' নিয়ে প্রযোজনায় এবং ভারতের চিলড্রেন 'ফিল্ম সোসাইটি ও ভারতস্থ ব্রিটিশ কাউন্সিল ডিভিশনের যৌথ উদ্যোগে সম্প্রতি কলকাতায় একটি মূল্যবান বিদেশী চলচ্চিত্র উৎসব হয়ে গেল।

আমাদের দেশে ছোটদের নিয়ে কোনরকম ছবিই প্রায় তৈরী হয় না। যা দু'একটি হয়েছে, তাও খুবে বলা যায় এই জন্যে প্রায় সব ছবিই বিদেশের। নিছক বিনোদিকা এবং 'মনের স্বাভাবিক প্রসার' যত গল্পে তোলা ছোট অবশ্য নয়। কি ছবিতে তাড়াতাড়ি এবং বাস্তবের মধ্যে পার্থক্য প্রচুর দেওয়া হয়েছে। একটি বাড়িতে যোগাযোগ সূত্রের বন্ধুর পরিবর্তে কল্পিত ঘটনের বাড়ি থেকে পালিয়ে সত্যজিৎ রায়ের দৃষ্টি ছবি 'অপরিচিত' যারা বইটি ও সেবন করে'। এবং সবই বাংলা। অন্য অন্যান্য বিদেশী উপন্যাসের ছবি তৈরী হয়েছে কিন্তু আমরা জানা নেই। তবে বিদেশীদের যে কয়েক ছবি দেখেছি তা থেকে স্পষ্টভাবে তৈরি হয়েছে।

এছাড়া ভ্রমণ বা আন্তর্জাতিক (উদ্দেশ্য জাতীয় ও দেশীয় অবলম্বনে) শিল্পের দৃষ্টির ছবির কথা তো পর্যন্ত এগুলে জানাই যায় না।

সেই সঙ্গে শুদ্ধের বিষয় বিচার সেই সব অবশ্যকরণীয় শিল্পদিকও আছে। অন্যদের দেশের ছবিতে সুযোগ পাই অর্থাৎ সেই সব ছবির সংক্ষিপ্তীয় প্রদর্শন আজকাল আর হয় না।

তবু এই জন্যে এমন একটি চলচ্চিত্র উৎসব সাধারণই অনুমোদন। আর এই ধরণের ছবিই দেখার জন্যে যে কত পিপাসিত তাতাই জানে 'ক' ও 'খ' শিল্পীদের বসত। ছবি দেখতে দেখতে ছবির সঙ্গেই মেশ হাঁস করা, উত্তেজনায় একাত্ম হয়ে যেতে পারা দর্শকরা।

এই উৎসবে প্রদর্শন এগারোটি দেশের বারোটি ছবি দেখানো হয়। ছবিগুলি হলো (তিনটি) অনুদৈর্ঘ্য এবং এটি দেখানো, একটি জাপানী, ছাপ্পান্নটি ও তাইওয়ানী ৮৯ এবং (দুটি) ফ্রেঞ্চ ও ফ্রেঞ্চ 'পাইন্স (পিয়ানোবাদক) এবং এবং ইটস ও ছিলো।

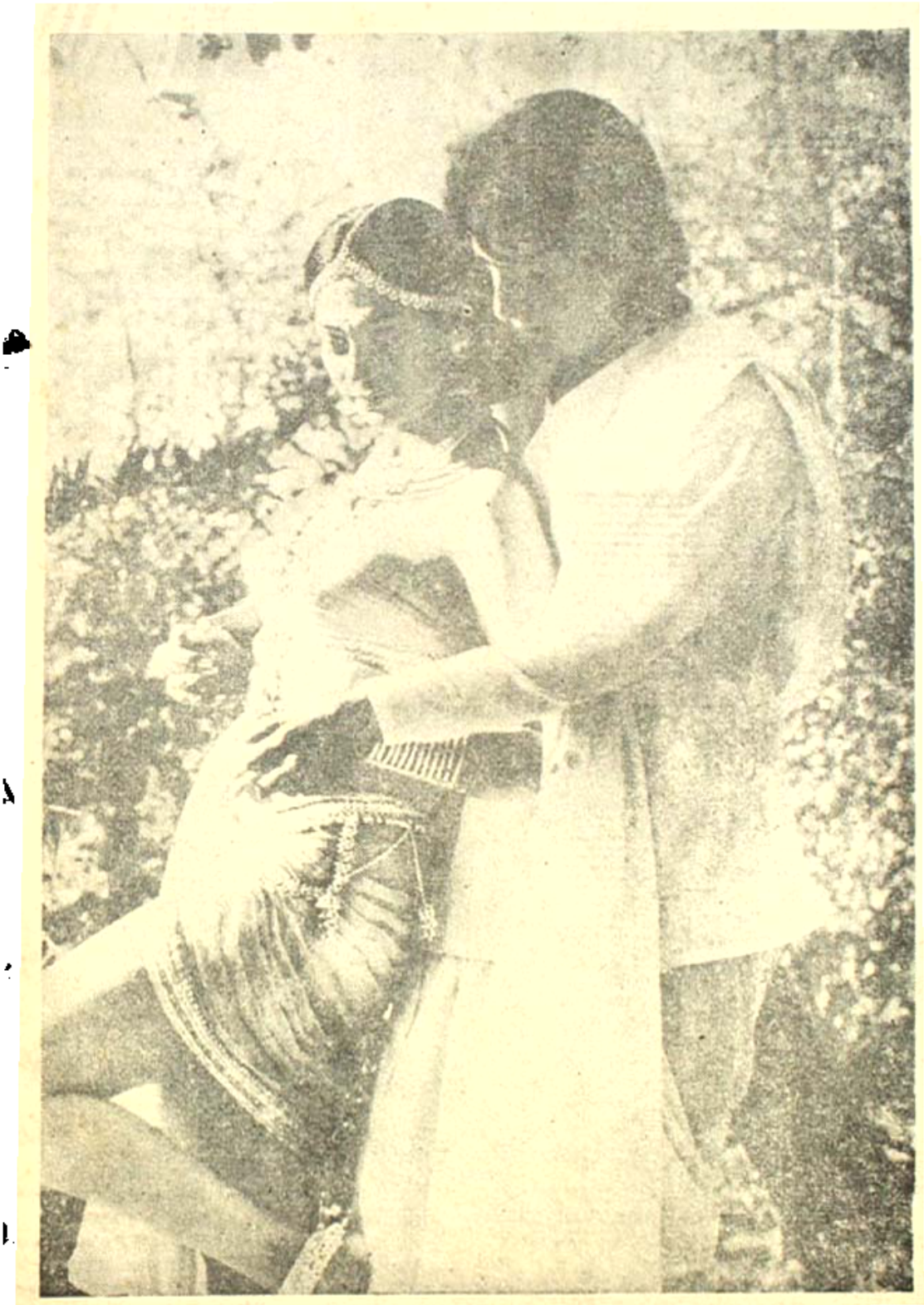

বিতর্কিত ছবি
শিল্পশ্রেষ্ঠ একটি মূলো খাওয়া অপুত্রা[illegible]

বহুরূপীর 'যদি আর একবার' নাটকে শর্মিলা চক্রবর্তী, রেখা রায় এবং মমিতা বন্দ্যোপাধ্যায়

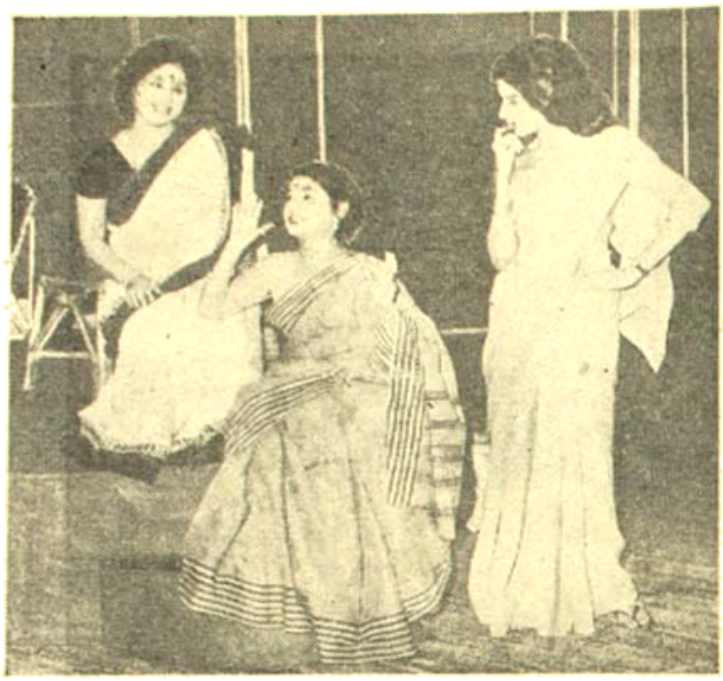

বহুরূপীর 'যদি আর একবার'

যদি আর একবার বহুরূপীর প্রাক্তন নাটক। 'বহুরূপী' এযাবৎ যত নাটক করেছে তার মধ্যে এটি সবচেয়ে আধুনিক। সাম্প্রতিক কালে এ নাটকের অভিনয় সম্পূর্ণ বিরল। বহুরূপী গ্রুপ এ নাটক মঞ্চায়নে বদ্ধপরিকর। আমরাও কাজ টেনে আনতে চেষ্টা করেছিলাম।

যদি আর একবার নাটকটি (বাংলা অনুবাদ রচিত) আধিভৌতিক আঙ্গিকে পরিবেশন করা হয়েছে। বাস্তব এবং অবাস্তবের মিশেল দিয়ে যে আঙ্গিকটি নানা রঙের ঘটনা, সংলাপ ও চরিত্রের মাধ্যমে ধরে উপস্থাপিত করা হয়েছে তা যেমন অভিনবত্বের দাবি রাখে তার প্রতিটি মুহূর্তে সমস্যার মিশেল উপলব্ধি।

কাহিনীর মূলসূত্র : মানুষের মধ্যে রয়েছে একটি সুপ্ত-গুপ্ত-নাগরিকের সত্তা এবং সেই সত্তার রয়েছে একটি স্বপ্নবিলাসী প্রাণ। এই দুই অংশ নিয়েই পোটা মানুষটি। দুয়ের মধ্যে বাস্তব সত্তা হয় অবদমিত। সেখানে কল্পনা ছড়া উঠে বড়ো হয় এবং সেই সব স্বপ্ন জাগে যেগুলো সত্যের আলোয় মানুষ হতাশায় বিদ্ধ পরিণত করে। তেমনি বাস্তবের জীবন তার সঙ্গে তাল রাখতে পারে না। এমনি পরে হয় ট্র্যাজেডি, কখনো হাস্যরস সৃষ্টির করে বাস্তবে জীবনে।

কিন্তু যদি আর একবার অতীন্দ্রিয় উপন্যাস হলেও দুই জগতের মধ্যে প্রবাহমান যাই, অর্থাৎ যা চলমান দুর তাই যদি আবার ফিরতে যায়ের দুয়োর তাহলে? তাহলে কি ঘুরে যাবে কৃতজ্ঞ হয়? এই চমৎই নাটকটির মূলসূত্র।

— এই বাংলাদেশে পড়লে কি কারও চোখে বিজ্ঞাপনের মতো দুয়ে পড়ে, যদি আর একবার নাটকে তাই-ই ঘটেছে ও পরিবেশের মধ্যে হাসানের অবচেতনে ফুটে উঠেছে। কখনো নাটকের সর্বাই যাবার বিভিন্ন কালাবধুয়ে, ঘটনা ও সংলাপেই মূল আর 'সবকিছু আজব'।

বলতে বাধা নেই, এ ধরনে বহুরূপীর স্বচ্ছন্দ সম্ভব। একটি দুলের ভাঁটা অবশ্য আমার হাসানের নাটক কি করে সম্পর্ক হয়ে উঠতে পারে বহুরূপীর সাম্প্রতিক প্রযোজনা তার চূড়ান্ত প্রমাণ। হেমন্তি চক্রবর্তীর অভিনয়। এমন চমৎকার এবং উপভোগ্য অভিনয় বহুদিন দেখা যায় নি।

নাটকের পটভূমি কলকাতা থেকে অনেকের সমুদ্রতীরের এক ছোট্ট নিবাস। সেখানে ছোট্ট বসতিতে যেন সন্তর্পিত ছোট্ট পরিবার, একদল অভিজাত চাকুরে তরুণী, একদল আঁতাতিকদের আড্ডা এবং মাতালের। যাদের ছাড়া অন্য সবই বিদ্ধ না 'কিছু কল্পনা যখন লুটিয়ে পড়া মেয়ে অবে জলে। কিন্তু ইন্দ্রজালের উপায় নেই। নাটকের সমস্যা আসল এর বিশ্বাস

স্থিরচিত্ত পরীক্ষার ঐ অন্ধকারে এক মুহূর্তে চারপাশ বহুরূপীদের আসরে সবসময়ই গোটা বাসনা পূর্ণ হয়। কিন্তু যেখা গেল ইন্দ্র পুরুষের পরও কেউ সুখী নয়। সেখানে অনেক সমস্যা এবং জটিলতা। তখন চ বহুরূপীরা আবার তাদের পূর্বজী ফিরিয়ে দেয়। এই অংশটি নাটকের যে আকর্ষণীয় হোমনি উপভোগ্য। এজন্য বিশ্বের নির্দেশনার অভিনন্দন জানাতে হয়।

অভিনয়ে কৃষ্ণা রায়ের সহজ শা দাসের ঘাঁতঘোঁত, তাপস সেন মুখার্জি ছিলেন, শ্রীমতি গুহের অ মানেজার (নাটকের একমাত্র কমেডি-ব চমৎ চরিত্র। মমিতা মজুমদারের অভি রেখা রায়ের অভিনয় ও গীতা চক্রবর্ত অভিনয় খুবই বিশ্বাসযোগ্য এবং চমৎকার

এ নাটকের আর এক ধরনের আকর্ষণ, নাটকে নেপথ্যের ব্যবহার।

মঞ্চ, আলো, আবহসঙ্গীত এবং ম পরিকল্পনা নাটকটিকে সুপরিচয় দে দিতে সাহায্য করেছে।

রূপায়ণ-এর জন্যবাদ করা সাধারণভাবে সাঙ্গীতালে বিরোধ নিয়ে ইংরেজি একাধিক নাটক অভিনয় হলেও এ নাটক বহুরূপী ব্যতীত অন্য কোনো গ্রুপ নাটকটি সম্প্রতি নিয়ে আসবেন বলে শোনা যায়নি।

পরিচালনা সুদক্ষ সাঙ্গীতালে (অবশ্যই প্রযোজনার) কি করে জনপ্রিয়তার আ ছাড়াতারে তাঁরা ও কাহিনীকে-দুয়ে পরিচালনা করে তাঁরা পটভূমিতে নাটক (নাটকার ও পরিচালক সু প্রশংসনীয়)।

কোন কোন বিদেশীয় অভিনয়ে কিছু অসঙ্গতি থাকলেও, বলতে বাধা নেই সমগ্র মঞ্চে সৃষ্টি একটা সাঙ্গীতালী গ্রা চমৎকার কুশলিবদের মেধা বিশ্লেষিত। সেই থেকে নাটকটি সার্থক।

তাঁর মধ্যেই অভিনয়ে রূপায়ণের অ অনুপ্রাণিত অভিনয় বিস্তার নাটক সু পরিচয়ক।

এছাড়া যারা অভিনয় করেছেন বি অভীন্দ্রনাথ অমরেশ এক দেবার ঈশ অ পার্থ গাঙ্গুলি লোকের ভূমিকা ভূমিকায় অপূর্ব ঝলমলে-চমৎকার। দেবাশীষ রায়ের ছোট্ট ভূমিকা নাটকে ছোট্ট চরিত্রে অভিনয় করেছেন নি অনুপ দে, নরেশ ভট্টাচার্য, কিরণ চ বিশ্বজিৎলালী বেরজোতি চক্রবর্তীর।

নাটকের সুরে (বহুরূপী সাঙ্গীতালে) ব এবং সুনিয়ন্ত্রিত হয়েছে।

ছায়া থাকে না নটরাজের

স্বচ্ছ ঘন বাতাস। বিভিন্নতল প্রকৃতি বিচিত্রবর্ণের ভাব সম্প্রতি একাঙ্কী পরিবেশন করলেন কী পাল সাহিত্য ইউনিট, সভাকক্ষে। এর নাম হয়তো ঠিক না (অনুবাদে যে রকম হয়)।

মেলো নাটকের ভূমিকাটুকু করে মনে নেন করা বাপারটা নতুন নয় এবং ভ নয়। কিন্তু সুখের বিষয় ইতিমধ্যে সেই ধরনের পরীক্ষার মধ্যেই উত্তীর্ণ না। তবে মেলো নাটকের মধ্যেই [illegible] ছায়া থেকে [illegible] মনে হয়েছে। [illegible] ভাল হতো। [illegible] থাকলে সে [illegible] বাধা সৃষ্টি করে।

অভিনয়ে 'ছায়া' ভালো প্রতিফলিত হয়েছে। [illegible] বিহারী মুখোপাধ্যায়, প্রভাতি [illegible] হলে প্রশংসার দাবী রাখেন। নাটকের: শ্যামল দাসগুপ্ত, সোমনাথ দত্ত [illegible] দিল বেরাওয়ালা।

প্রবাহ নাট্য সংস্থা 'ছায়া' অভিনয়ের [illegible] ধন্যবাদ জানাই।

কাগজ ব্যবসায়ী প্রসঙ্গে নাটিকার মাধ্যমে

সম্প্রতিকালে কাগজ ব্যবসায়ী প্রসঙ্গে নাটিকা সম্প্রতি পরিবেশন করলেন নাট্যকার বিজন ভৌমিক।

সুখেন্দু পরিবেশনা ও আন্তরিক অভিনয়ের গুণে নাটিকাটি দর্শকদের মুগ্ধ করতে সক্ষম হয়।

বিভিন্ন চরিত্রের রূপায়ণে বিজন ভট্টাচার্য, বি. চট্টোপাধ্যায়, নির্মল ব্যানার্জি, সুধাংশু কুণ্ডু, কৃষ্ণা মুখোপাধ্যায়, সন্ধ্যা সরকার, অনিল দাস, অমল সেনগুপ্ত, হরি দাস, শিখা ভট্টাচার্য, সাবিত্রী মিত্র, বিমলা চৌধুরী, অনিতা বসু, সান্ত্বিত্রা কুণ্ডু ও অমল সেন।

নাটিকাটি পরিচালনা করেন নীহারিকা বসু।

মাধ্যমেতার স্মরণে শুভেচ্ছা

মাধ্যমেতা বিজু সরকার সম্প্রতি পরিবেশন করলেন তাঁহার ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে শুভেচ্ছা।

যে কাহিনী অবলম্বনেই নাটকাটির রূপায়ণ নেয়, সেই কাহিনী মানবের সহজেই আকর্ষণ করে কি না সন্দেহ হয়। তেমন কোন বিশেষ এমন নাটকাটির মধ্যে নেই। নাটিকাটি সাধারণভাবে বিজু বুড়ো দর্শকদের মনোরঞ্জন করেছে।

সংলাপ, কণ্ঠসঙ্গীত, নৃত্য ও যন্ত্রসঙ্গীত অংশে গ্রহণ করেন কৃষ্ণা মুখার্জি, পুষ্পা কোলাপী, বিজয়ন্তী, ছিলক ও মহাজাতি সদনের সভ্যবৃন্দ।

রূপসজ্জা ও প্রযোজনায় 'ছায়া', আলো সেনগুপ্ত, সন্দীপ বিজু সাহানী ও সন্তোষ বটব্যাল পটু।

মোটরের মুক্তাভিনয়

অরবিন্দ আর্মী সমাজ আয়োজিত বন্ধুত্বের আলোকের সাহিত্যিকের মুক্তাভিনয় সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়ে গেল রবীন্দ্রসদনে। উদ্যোক্তা কোরিনন্দন সাহানীর অভ্যর্থনায় পর মূল অনুষ্ঠান শুরু হয়।

ছোট-ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে এই প্রতিষ্ঠান প্রসার লাভ করে। প্রসারের ঐতিহ্যে ছাত্র। ছাত্রের কৃতকর্ম অভিভাবক সমাজের আকর্ষণ করেছে।

সভাপতিত্ব (নেপথ্যে), অভ্যর্থনা দেন [illegible] সম্পাদিকা বসু (জয়ন্ত), এবং [illegible] ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। এরপর [illegible] অনুষ্ঠান শুরু ও অগ্রবর্তী সাহিত্যিক সমাজ। প্রসাদাংশে ছিলেন বিমল রায়, ভোলা বসু ও তুলসী লহা।

নাট্য সমালোচক

বিবিধ সংবাদ

কেশবচন্দ্র সোসাইটির নাটক ও বিশু সাহিত্যিক সম্বর্ধনা

১৫ ১১ এপ্রিল কেশবচন্দ্রের সমিতি [illegible] কেশবচন্দ্রের তাদের বার্ষিক উৎসব [illegible] করেন বর্তমান সভ্যবৃন্দ মধ্যে। এই [illegible] সভাপতি ছিলেন ডক্টর [illegible] প্রমোদ। এ বছরের শ্রেষ্ঠ বিশু সাহিত্যিক [illegible] হয় সমিতি করা হয় শ্রীঅনুরূপ [illegible] সাহিত্যিক। সম্বর্ধনা দেওয়া হয় তাঁর [illegible] দাশগুপ্তকে, যুব প্রতিষ্ঠানের [illegible] সুন্দর সোসাইটির [illegible] [illegible] ছুটির [illegible] [illegible] [illegible] ও সাধারণ [illegible] নাটক করা [illegible] হয়। [illegible] সম্পাদনা [illegible] সাধারণ [illegible] সভা সম্পাদকের [illegible]

অভিভাষণ, [illegible] সম্বর্ধনা [illegible] [illegible] ভাষণে [illegible] কেশবের [illegible] নাটক [illegible] [illegible] [illegible]

চরিত্রচিত্রণের অভাবে

নেহাতই সুভাষ হল ঃ হি হোল দেউ এমপ্লয়ারস্ অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক অবশ্যেষের চরিত্রচিত্রণ নাটকটি বিশেষ সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করেন। প্রত্যেকেই তাঁরা অভিনয়ে নিজ নিজ চরিত্রকে ফুটিয়ে তুলতে এর মধ্যে বিভিন্ন ভূমিকায় বিশেষ অংশগ্রহণ করেন শ্রীযুক্ত বিমলেন্দু ঘোষ (ট্রেসন) চন্দা অধিকারী (মাইস্ট্রী) সন্ধ্যা ব্যানার্জি (ডিকনসন্) সুবেণা ব্যানার্জি (রোমান) কৃষ্ণা ভৌমিক (অনন্ত ভাস্কর) প্রদ্যুম্ন ব্যানার্জি (সেটান)।

রঙমহল প্রতিষ্ঠা

প্রবল মহেন্দ্র কাঞ্জিলাল বঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠা সংবাদটা জানিয়ে বাঙালির প্রথম স্টেজ কবে কোথায় কাদের উদ্যোগে হয়েছিল তা অবশ্য অনুসন্ধানসাপেক্ষ। তবে ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে কোলকাতা থিয়েটার নামে একটি রঙ্গালয় স্থাপিত হয়েছিল বলে জানা যায়। তারও আগে সখের থিয়েটার হওয়া সম্ভব। প্রবল মহেন্দ্রবাবুর লিখিত পরিচালনা অনুযায়ী অভিনয় হয়েছে।

রঙমহল প্রতিষ্ঠা

গত ১১ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৬ বাঙ্গি ৪৫ ঘটিকায় 'ডিজওনার অফিস ঘরে 'রিহার্সেল রুমে এক ছোট্ট ঘরোয়া উৎসব উপলক্ষে সাহেবের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ আমাদের কারো জীবনে আসে নাকি অবশ্যই নয়। তাঁকে প্রোডিউসার পরিচালক বলে বিশ্বাসের অর্থ হয় এ নাটকে অবশ্যই চরিত্রের চোখে আমরা অভিনয় করেছি এই পরিবেশে আসা।

অফিস ঘরের নাটকীয় দৃশ্যের মধ্যে সমাপ্তি ঘটে গেলেই যেন ভালো হয় সেইসব দৃশ্যের অনুপস্থিতি এ নাটকের অভিনয়ত্বের নিষ্ঠা ও একাগ্রতার পরিচয়।

এক অভিনয় প্রযোজনা হলেও অভিনয় নৈপুণ্যেই ধরা যাবে নাকে করে তুলেছে চরিত্রগুলি সজীব। অভিনয় অংশে বিশেষভাবে মনে রাখার মতো অভিনয় প্রয়োগ করেছেন অলোক চট্টোপাধ্যায়, হিমাংশু ঘোষ-সাহার বাঁধন শুভ চট্টোপাধ্যায় গঙ্গাধরী ও শ্রীমতী শিবা ভট্টাচার্য। মিলিটারী অফিসারদের মধ্যে পরিচয় রক্ষিত আরোপ করে অভিনয় করেছেন শ্রীযুক্ত গুপ্ত সোমনাথ দত্ত শ্যামল চক্রবর্তী অমিতাভ মুখোপাধ্যায়। শ্রী এঁরা সংশ্লিষ্টভাবে করেন শ্রীযুক্ত গুপ্ত। দল ও আলোকে বিশেষ সাহায্য দেয়নি। সর্বাঙ্গীন নাটকটি পরিচ্ছন্ন —এমন বলবার নয়।

মিলিটারিদের নাচে -

মিলিটারিদের মনের প্রিয়োগের ইতালি সম্পর্কে অভিনয় ভট্টাচার্যের নির্দেশনায় নিয়ে পরিচালনা করে অভিনয় করেন যেন অনুপ্রেরণার সাথে আমার মা নাচটা। খাপছাড়া 'এক থেকে নাচটি দর্শকের মনে হয়েছে (বলাই)। স্বপ্নের মেয়ের সাথে অভিনয়ে তার ভূমিকায় নিকাই অভিনয় ছিল। ইতালির চক্রান্তের ভূমিকা এবং সংকল্প ঘোষের লড়াইয়ের মধ্যে অভিনয়—এই দুটি দৃশ্যে সমস্যে মনে নাটকটির ভাবমূর্তির এক সংযোজন।

এছাড়া অন্যান্য ভূমিকায় অভিনয় করেন—গোপী বসু অভিনয় বানার্জি মন্ত্রর গুহ অভিনয় ভট্টাচার্য দিবেন্দু ভট্টাচার্য তাদের চরিত্রকে সহজ করেছেন। মীরা চ্যাটার্জি ঘরে অভিনয় এবং আরও অনেকে। কৃষ্ণা চৌধুরীর সঙ্গীত এবং অন্যান্য সংগীত ভাল।

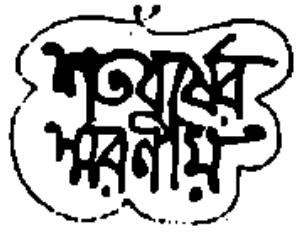

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

১৯৩০ খৃষ্টাব্দের ৮ এবং ১৩ সেপ্টেম্বর দুটি দলে বিভক্ত হয়ে শিশির-কুমার সম্প্রদায় আমেরিকায় যাত্রা করেন। ৪৪ অক্টোবর শিশিরকুমার আমেরিকায় অবতরণ করেন। নিউইয়র্ক সিটি হলে তাঁর সেখানে সম্বর্ধনার ব্যবস্থা করা হয়। তখন তাঁর বয়স ৪২ বছর। তখনও তিনি বিজ্ঞাপনের ব্যাপারে নীরব। তিন ডজন্ সংবাদপত্রের সাংবাদিক এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন এবং তাঁদের সাহায্য করেন। ছয়সপ্তাহ ধরে নিউ-ইয়র্কের 'রেপার্টরি থিয়েটারে' অভিনয় সম্প্রদায় অভিনয় করে। প্রথম রাত্রির অভিনয় দেখবার জন্য ৪৫ ডলার মূল্যের টিকিট বিক্রি হয়েছিল। ২৮ অক্টোবর অভিনয় বন্ধ করবার কথা ছিল। কিন্তু তার পূর্বে প্রচুর টিকিট বিক্রি হয়ে যায়। সর্বনিম্ন টিকিটের মূল্য ছিল ১২ ডলার অর্থাৎ বর্তমানের ৩৫ টাকা। ২৮ অক্টোবরের

শিশিরকুমার ও অর্দ্ধেন্দু মুস্তফী অভিনীত অমরনাথ

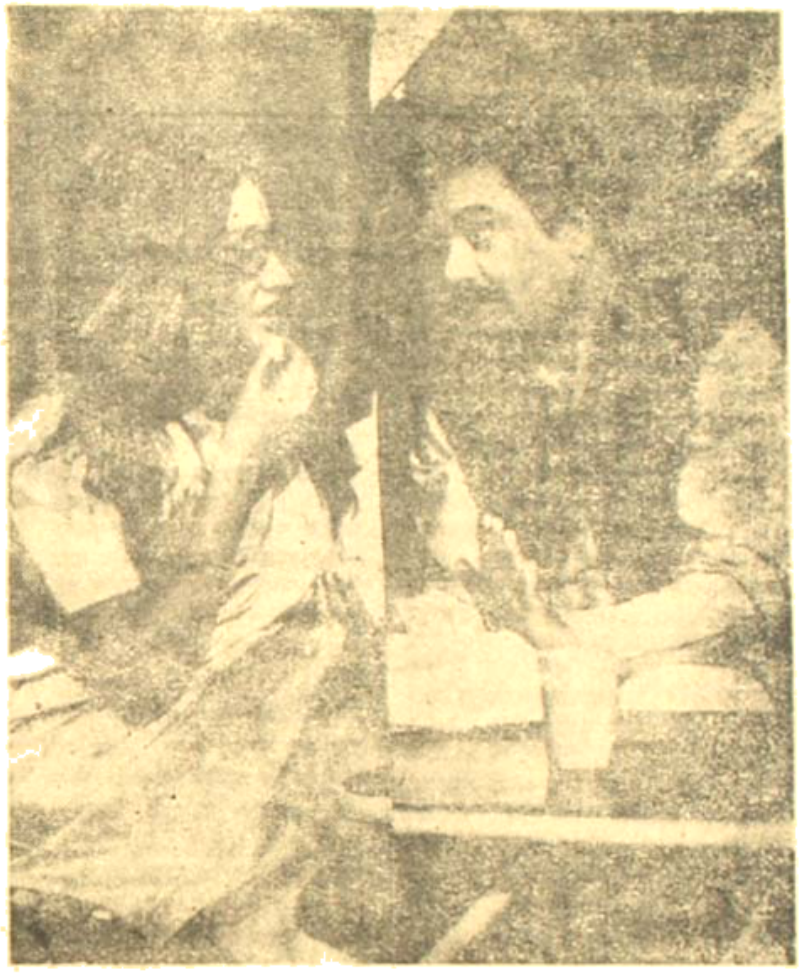

শুরু করেই শিশিরকুমার এসব কথা ভাবতেন। কিভাবে পরিবেশ থেকে কিভাবে নিজেকে বেছে নেওয়া যায় এবং পরে প্রকৃতির কাছে ফিরে যাওয়া—এসব কথা মনে রেখেই শিশিরকুমারের অভিনয় চোখে দিয়ে বিশ্লেষণ করা উচিত।

১৯২১ খৃষ্টাব্দের ৭ই ফেব্রুয়ারী নাইটরক থেকে বদলী হয়ে ১৩ই মার্চ কলকাতায় শিশিরকুমার ফিরে আসেন। তারপর থেকে ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল থিয়েটার সম্প্রদায়কে কিছু অভিনয় করানো হয়। অভিনয়-জগতে নিজের আত্মপ্রকাশ সম্বন্ধে শিশিরকুমার বহু ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতি করে তারপরে বহুবারই আমি হাসির বিষয় হয়েছি। সমস্ত প্রকাশ্য সভায় তিনি বলেছেন বলে থাকি। পাশ্চাত্য রঙ্গালয়ে এই সব কথা ও মন্তব্য নতুন শিশিরকুমারের কাছে—ন্যাশনালায় ইতিহাসেই তিনি এসব নিজে আয়ত্ত করে নেবেন। এই আমেরিকা পরিভ্রমণই যে—সমস্তভাবে শিশিরকুমারকে কেন্দ্র করে নানান বিষয়ে বিশ্লেষণ। এই বিভিন্নের ভাব, ভাব ও ভাষা করে সভাকে প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টা—এসব আশা করি সবাই স্বীকার করবেন। শিশিরকুমার আমেরিকা থেকে এসে যে সব প্রতিভার জন্ম হয়েছে তা নয়। অভিনয়ের ক্ষেত্রেও নয়। বাংলা ন্যাশনালায় সেখানে যে ইতিহাস রেখে এসেছেন শিশিরকুমার সাফল্যই আমরা দেখেছি—তখনি এসব শিশিরকুমারের মধ্যেও প্রত্যক্ষ। পরিবর্তন করেছেন বলে মনে হয়েছে। শিশিরকুমার যে ভাব ভাষা ভাবিত এবারেই আমরা তাকে দেখেছি।

শিশিরকুমার নাইটরক থেকে ফিরে যা করেছিলেন—তার সম্পূর্ণ ভিন্ন নিয়েই প্রবন্ধ তুলে ধরেন। কিন্তু অভিনয় অসম্ভব হয় নি। তবু তিনি যে বিশ্বের প্রচার তাতে কেউ কম হোমরাচোমরা—তাদের সামনে নিজেকে তিনি কবে সমাজের সামনে নয়। তাই নিজেকে সম্প্রসারণ করে তিনি নিজেকে ছড়িয়ে দেবার জন্য আমেরিকার সাধারণ রঙ্গালয়ে। তার অভিনয়ের শেষ পর্যন্ত ছিল শিশিরকুমারের উজ্জীবিত অবস্থায় ও ভাব প্রকাশিত হয়ে গেলেন কিন্তু তিনি, শিশিরকুমারের সঙ্গে ছিল। ফোর্ড অফিস থেকে লাইন ভাঙ্গে পাওয়ার ফলে প্রোডিউসার—পরিচালক হিসেবে শিশিরকুমার তাই আমেরিকার সাধারণ রঙ্গালয়ের সাথে সম্পর্ক করে নেন। তাই আমেরিকান সংস্থা শিশিরকুমারকে গ্রহণ করেন এবং আমেরিকার প্রেক্ষাগৃহে নাটকের আসনের অভিনেতার অভিনয় দেন। নাটকের সাধারণ হিসেবেই তাকে আমেরিকার পক্ষ থেকেই বিচার করা হয়।

আমেরিকার তিন বছর পূর্ণিমা পাড়াবার শিশিরকুমার ফিরে এসে মিলিটারি হেডকোয়ার্টার্স আসবেন করা হয়। এর পরে তাঁদের নেওয়া হয়।

শিশিরকুমারের বিদেশ যাত্রা স্থগিত রাখার জন্য কয়েকজন সমালোচক— তার বিরুদ্ধে ছাই করে ছিলেন। কলকাতার সম্প্রদায়ে সাধারণ টাকার জন্য। আমেরিকা যিনি বসে আছে তাঁদের কিভাবে শিশিরকুমারের এতদূর সম্প্রসারণ। শিশিরকুমারের এসে তাঁদের ফেলেছিলেন। তাঁদের মনে হয়েছিল এসব নিয়ে কোন কথা বলা উচিত নয়। কিন্তু এসব কথা যাঁরা বলেছিলেন তাঁরা শিশিরকুমারের সম্পর্কে কিছুই জানেন না। তাঁরা জানেন না যে শিশিরকুমার কোন কিছু করার আগে তার সম্পর্কে ভালো করে জানতে চেষ্টা করেন। তাঁর সম্পর্কে

যাত্রার জন্মযাত্রা

—মাতৃভাষা থেকেই নাগরিকদের এই গ্রন্থ ধারণার বিকাশ হয়েছে। ভাষা এবং নাগরিক — ভাষাটির ... ভাষা সম্পর্কে পৃথক ধারণা বাঙালী জাতি এবং বাংলা ভাষার প্রেম সংগ্রামে বাঙালীর বিশেষ ঐতিহ্য এই ধারণা আমাদের মধ্যে ... পৃথক ভাবে প্রবাহিত হয়ে উঠতে নাগরিকের বৈশিষ্ট্য ... স্বদেশ ... ভাষার ইতিহাস। স্বদেশ ... ভাষাকে ... করার চেষ্টা করলেও ... নাগরিকের। ... বলে ... ও ... বাংলা ... ধারণা ও ... ভাষাকে ... বাঙালী ... ভাষাকে ... বাঙালী ... ভাষাকে ... বাঙালী

ছায়াছবির কোম্পানীর দ্বিতীয়াভিনেত্রী উৎসবে আশুবালা দেবী, কানন দেবী, পঙ্কজ মল্লিক এবং সুধাকান্তি ঘোষ

সোভাগ্য বিশ্বাস হয়ে উঠেছিলো যেন সেই অনুষ্ঠান। মঞ্চের একপাশে বসেছিলেন স্বনামধন্য শিল্পীরা। অন্যদিকে বসেছিলেন তাঁ যুগের তিনটি সঙ্গীত-প্রতিভা বাঙলা চলচ্চিত্র জগতের শ্রেষ্ঠ কুশলী কুশলীদের মাঝখানে এসে দাঁড়ালো কি? এঁদের সামনেই অনায়াস অবলীলায় গেয়েছেন তাঁরা তুলনা সোনার ছিলেন। শিল্পীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে মঞ্চের আর কুশলকান্তি ঘোষ ও সুধাকান্তি সরকার বসলেন শিল্পী ও তাঁদের ঐতিহ্যমণ্ডিত পটভূমিকা সম্বন্ধে, কুশলী-মণ্ডলী ছোটদের সবার পরিচালকরা তাদের উৎসবকে আনন্দমুখর করে তুলেছিলো। এমন পরিবেশে চারখানি কথা বলা কি কিছুতেই হয়েছে, সেই মেকর্ড ঘরে সোনার ছোট ছেলে এসে আমার এখানে ঘর এসেছে। কিন্তু কই 'সোনা না ?'

ইতিমধ্যে অনুষ্ঠানের পর পর্দা নামলো। হঠাৎ মনে আড়াল থেকে সোনা দেবীর কণ্ঠস্বর ভেসে এলো। সবাই শুনলেন এবার তাঁকে এইমাত্র রেকর্ড দিয়েছেন। সারা শ্রোতাদের দৃষ্টি ঘড়ির উপরের সূচের সঙ্গে যেন সমান্তরাল হয়ে উঠেছিলো। কেন সোনা এলো না ? 'সোনা না ?' ঘড়ির কাঁটা ঘুরছিলো। সবাই শুনলেন এবার তাঁকে এইমাত্র রেকর্ড দিয়েছেন। সারা শ্রোতাদের দৃষ্টি ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে যেন সমান্তরাল হয়ে উঠেছিলো।

মঞ্চের নেপথ্যে সুধাকান্ত মুখোপাধ্যায়, হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও সুচিত্রা মিত্র মানসিক অবস্থা প্রত্যক্ষ করেন শ্রদ্ধেয়া আশুবালা দেবী ও পঙ্কজ মল্লিককে, মনে হোল শ্রদ্ধেয়াদের তুলনায় আমরা এ যুগের সার্থক কলাকুশলী। অনুপস্থিত অমলা দাশগুপ্তা ও ইন্দুবালার পরিবর্তে এলেন তাঁদের পুত্রবধূ ও কন্যাস্থানীয়া। প্রযোজক কোম্পানীর কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে সুপ্রভাত মুখোপাধ্যায় ও অন্যান্য সহকারীকে সম্মান জানালেন শ্রীযুক্ত। শিল্পীদের হাতে উপহার ও উত্তরীয় দিলেন শ্রীযুক্ত।

এরপর মঞ্চের আলোয় এলো শিল্পী দেবিকা রায় 'আমি ছোটদের ঘরেরই মেয়ে' গেয়ে শিল্পীদের আসরের সমাপ্তি করলেন।

অনুষ্ঠানটি সুন্দর ও সোনার। অবশ্য কানন দেবীর কণ্ঠের পূর্ণ সুরের ঐশ্বর্যে ও বৈচিত্র্যপূর্ণ সঙ্গীতসেবার উপকরণ থেকে। একদল মঞ্চে কানন দেবী যদি ছোটোদের কণ্ঠশিল্পের রূপ এবং এ-যুগের মতো ছোটদের জন্যে সঙ্গীতশিল্পের দান নিয়েই শুধু ছোট তাঁর কর্মজীবনের ভাবনা। কবি বলেছি আমি যে গান গেয়েছিলাম মনে ক আমি একদিন গান গেয়েছিলাম আমি ভুলে গেছি। গ্রামোফোন সোনার গায়িকা আজো সেই ছিলে উপহার দিতে আমায় সেই সোনাকণা মিনতিদের কথা ভাবিয়ে তিলেন একথা সোনার আমার মনে থাকবে।

এ-উৎসব উপভোগ্যের। শিল্প প্রেরণা হয়ে উঠবে নিশ্চয়। কারণ জানলেন যে তাঁদের জন্যও সোনা ও-সব সাজাতে হাঁচে। আর একটি শুধু আমাদের নয় ছোটদের বিশেষ আনন্দ প্রযোজনা কোম্পানীর হিন্দী ছিলের গানের পৃথিবী চাঁছিয়া পূর্ণ গৌরব পূর্ণ করেও গান ও বাঙালী শিল্পীকে তারা জানাতে ভোলেননি।

সর্বশেষে মঞ্চে এলেন পঙ্কজ তিনি কানন দেবীর অনুমতি নিয়ে তাঁরই গাওয়া সেই অবিস্মরণীয় গান সবার রঙে রঙ মেশাতে হবে—পরে রবীন্দ্রসঙ্গীত ও হিন্দী গান। যে আবেগ যেন বয়সকে ভাসিয়ে নিয়ে গে

দক্ষিণী

১ মেফেয়ার পার্ক এক্সটেনশন কলিকাতা-২৯

নূতন-শিক্ষাবর্ষ

নূতন শিক্ষাবর্ষে সঙ্গীতের মঞ্চে শিক্ষার্থী ভর্তি আরম্ভ হয়েছে। রবীন্দ্র-সঙ্গীত শ্রীযুক্ত সাহেবকুমার পরিচালিত বয়স্কদের গান ও শিশুদের ছিন্ন অঙ্কের নাটক এবং রবীন্দ্রনাথের সমস্ত সঙ্গীত ছন্দায় শিখে নিতে পরিচালনা করবেন। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতজ্ঞ বয়স্কদের জন্য ও শিশুদের জন্য বয়স্ক শিক্ষায়। শিক্ষায়তন ও ভর্তির সময়। সকাল ৯—১২ ও বিকাল ৪—৭-০০।

৬৮ সার্কুলার রোডস্থিত 'সত্য এন্ড পত্র' প্রিন্টার্সের সহকার অনুজ পত্রিকা প্রেস ৭২ আনন্দ চাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও ৩৮।১ আনন্দ চাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে প্রকাশিত।

24 APR 1976

১৩৮১ সালের মৌচাক পত্রিকা কর্তৃক
সুধীরচন্দ্র পুরস্কার প্রাপ্ত
শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ রচিত
ছোট বড় সকলের মনের মত
বাংলা সাহিত্যের দুখানি আশ্চর্য বই

বিচিত্র কাহিনী

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ

মূল্যঃ—চার টাকা

(সপ্তম সংস্করণ চলছে)

ছোটদের উপযোগী সরস জন্য বাংলা সাহিত্যে খুব বেশী লেখা হয় নি। বিশেষ করে নানাবিষয়ের সত্য ঘটনা অবলম্বন করে ছোটদের মনের মত বিচিত্র রোমাঞ্চকর লেখা খুব সহজ নয়। 'বিচিত্র কাহিনী'তে লেখক সত্য ঘটনাগুলিকে নিজের সরস বুদ্ধিমত্তা দিয়ে এমন জীবন্ত ভাষা আকর্ষণ করে তুলেছেন যে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি রচনাই অসম্ভব রস ও রোমাঞ্চে টইটম্বুর। মোট পনেরোটি কাহিনী ভিন্ন ভিন্ন রসের কল্পনাবিলাস নিয়ে, বর্ণনায় মনোমুগ্ধকর।

'আরও বিচিত্র কাহিনী' বইটি বিশেষ ও বয়স্কদের জন্য সমভাবে রচিত। লেখক শুধু ছোটদের জন্যই [illegible] পরিবেশন করেননি, বড়রাও এই সমৃদ্ধ [illegible]স্বাদন করে পুলকিত হবেন। অনবদ্য রস [illegible]নোত্তীর্ণ প্রতিটি কাহিনীর ভিন্ন ভিন্ন [illegible] চুম্বকের মত পাঠককে টেনে নিয়ে যাবে। [illegible] বইটিতে মোট বিভিন্ন রসের কাহিনী রয়েছে এবং লেখক তাঁর অসাধারণ অভিজ্ঞতার কাহিনীগুলি এমন সুন্দরভাবে রসসৃষ্টি করে উপস্থিত করেছেন যে পাঠককে বিমুগ্ধ করবে।

আরও বিচিত্র কাহিনী

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ

মূল্যঃ—চার টাকা

(চতুর্থ সংস্করণ চলছে)

এস সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ : ফোন ৩৪-১৭৫২

১২৭ বছরের অভিজ্ঞতায়
কুকমী গুঁড়ো মশলা
জনপ্রিয়তার সর্বোচ্চ
শিখরে

আমাদের
এন্য কোন ব্র্যাণ্ড
ও
শাখা নেই

কুকমী
গুঁড়ো মশলা

প্রস্তুতকারক :
কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (স্পাইস) প্রাঃ লিঃ
(স্পাইস পাউডার ডিভিশন)
২৩৫, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা- ৭০০০৭০
পোষ্ট বক্স নং :— বড়বাজার ৬৮৮৫